

ঢাকার ইতিহাস ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

(প্রাচীনকাল হইতে মোসলমানাগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত)

শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায় প্রণীত ।

—কলিকাতা—

২২৭ নং আপার চিংপুর রোড হইতে

শ্রীশশিমোহন রায় কবিরত্ন কর্তৃক

প্রকাশিত ।

১৩২২ বঙ্গাব্দ ।

প্রকাশকের সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ।

মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই ২৥০ টাকা মাত্র ।

প্রাপ্তিস্থানঃ—

১। ঢাকা, কামার নগর, জজকোর্টের উকিল—

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের বাসায়

শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্তের নিকট।

২। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী—

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট, কলিকাতা।

৩। আগুতোষ লাইব্রেরী—

৫০।১ নং কলেজ ট্রীট, কলিকাতা ও লায়াল ট্রীট, ঢাকা।

৪। ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স—

৬৫ নং কলেজ ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ ।

— ০০ —

পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত

স্বর্গীয় ব্রজমোহন রায়

ও

পরমারাধ্যা ধাত্রীমাতা

স্বর্গীয়া বিদ্যাদাসীর

পুণ্য নামে

ভক্তি সহকারে

তঁাহাদিগের অকৃতি দীনসন্তান কর্তৃক

এই

গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল ।

Pages 1—32 Printed at the Lakshi Printing Works.

„ 97—144, 225—240, 273—288, 433—448,

Printed at the Bengal Art Studio Press

&

**The rest printed by KSHITINDRA MOHAN SEN, at the
KAMALA PRINTING WORKS.**

3, Kashi Mittra Ghat Street, Bagbazar,

CALCUTTA.

ভূমিকা ।

শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এবং বঙ্গীয় পাঠক ও অনুগ্রাহক বর্গের অনুকম্পায় আজ ঢাকার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। এই খণ্ডে অতি প্রাচীন কাল হইতে মোসলমান আগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের রাজত্ববর্গের অসম্পূর্ণ বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ হইরাছে,—ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস বাহির করিতে পারিব কিনা জানি না। খড়্ কুটা মাল মসল্লাই আমি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়াছি ; ভবিষ্যতে কোনও যোগ্যতর হস্তের রচনা কৌশলে দেশমাতৃকার শ্রীমুষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করিলে আনন্দিত হইব।

ঐতিহাসিক যুগে গোড়-বঙ্গ ও মগধের ইতিহাস ওত প্রোত ভাবে বিজড়িত। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত মগধের প্রাধান্যেই ইতিহাস। এই সময়ে গোড়-বঙ্গ সম্ভবতঃ আপন স্বাভাব্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই মগধের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের গোড়-বঙ্গের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। “অষ্টম শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোড়-বঙ্গে বড়ই দুর্দিনের সূত্রপাত হইয়াছিল। উত্তরাপথের ইতিহাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্তনের যুগ। এই সময়ে উত্তর-ভারতে সার্কতোম-তন্ত্র-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরিবর্তে, বিভিন্ন প্রদেশে, স্থিতিশীল স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক বিলম্ব ছিল। অবিরত রাজবিপ্লব এই যুগের প্রধান লক্ষণ। বঙ্গের ভাগ্যে এই বিপ্লব-জনিত ক্রেশের ভার অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়াছিল। ফলে, দেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।” অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে দশম শতাব্দীর অন্ত পর্য্যন্ত গোড়বঙ্গের গৌরব মর

যুগ। এই যুগেই গোড়বঙ্গে স্থপ্ত প্রজাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল। এই যুগেই গোড়বঙ্গের প্রকৃতি-পুঞ্জ মাতৃভূমি “মাৎস্তান্তর” বিদূষিত করিবার জন্য প্রজাশক্তির যে বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, জগতের ইহিতাসে চিরকাল তাহা স্বর্ণাকরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। এই যুগেই বল-দৃশ্য বঙ্গীয় বিজয়-বাহিনীর বাহুবলে গোড়বঙ্গের প্রাধাত্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুগেই গোড়বঙ্গের শিল্পিকুল অনিন্দ্য-সুন্দর রচনা-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র ভারত চমকিত করিয়াছিল। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, বঙ্গ গোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্ধীর্ণ ভাবে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিলে উভয় প্রদেশই হীনবল হইয়া পড়ে। ষাটশ শতাব্দীতে এই উভয় প্রদেশ পুনরায় এক রাজচ্ছত্র তলে সম্মিলিত হইলেও বিলুপ্ত অতীত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গোড় এক অভিনব বৈদেশিক রাজশক্তির পদানত হইলে নদী-মেখলা বেষ্টিত বঙ্গ বহুকাল পর্য্যন্ত স্বীয় প্রাধাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দশম শতাব্দীর শেষ পাদে গোড়ের আলিঙ্গন-পাশ মুক্ত করিয়া বঙ্গ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে, পুণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী ত্রীবিক্রমপুরে বঙ্গীয় রাজত্ব-বর্গের জয়স্বাক্ষার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রীবিক্রমপুর কেন্দ্রে হইতেই চন্দ্র-বর্ষ ও সেন রাজগণ বঙ্গের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। সুতরাং ঢাকার ইতিহাসকেই প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। গোড় বঙ্গের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের সহিত এক হুত্রে গ্রথিত। একজন্ম ভারতের ইতিহাসের সহিত যুগে যুগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই গোড়বঙ্গের ইতিহাস রচনা করা কর্তব্য। এই গ্রন্থে সেই উদ্দেশ্য কত দূর সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহার বিচার ভার অধীপাঠক বর্গের উপর হস্ত।

এই গ্রন্থ মধ্যে বহু অভিজ্ঞ ও কৃতবিদ্য পূৰ্ব্ণ স্মৃতিগণের লেখার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই সমুদয় মহাত্মাগণের প্রতি প্রতিযোগীতার ভাব পোষণ করা ত দূরের কথা, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই চরণ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া গৌরব বোধ করিবার স্পৰ্দ্ধা করিতেও ভরসা পাই না। আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে বাহা সমীচীন ও প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই অকপটে প্রকাশ করিয়াছি। বিশেষজ্ঞগণের বিচারে আমার মন্তব্য দোষ-মুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বারান্তরে সংশোধিত হইতে পারিবে।

বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস রচনার পথ-প্রদর্শক পরম-প্রকাডাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-বিরচিত গোড় রাজমালা প্রায় দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই লেখকের নিত্য সহচর ছিল। স্থানে স্থানে নতভেদ থাকিলেও একথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিব যে, গোড়-রাজমালার দ্বারা অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতেই বঙ্গদেশে ইতিহাস রচনার প্রণালী আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট যে বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণ অপরিশোধনীয় ঋণ পাশে আবদ্ধ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরম প্রকাপদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৎ বিরচিত Pal Kings of Bengal গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে দয়া করিয়া প্রমাণ পত্রী সংগ্রহ করিবার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পাল রাজগণ-সম্বন্ধে বাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদয়ই এই অমূল্য গ্রন্থে অতি বিচক্ষণতার সত্তি লিপিষক হইয়াছে। পাল রাজগণের রাজত্ব-কালের ইতিহাস রচনা করিবার সময়ে এই পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত

প্রমাণ-পঞ্জীই আমার প্রধান অবলম্বন ছিল। চন্দ্ররাজগণের বিবরণ সুদ্রিষ্ট হইবার সময়ে, রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, গোড়-বাজমালায় জ্ঞান এই উপাদেয় গ্রন্থখানি তদবধি একদিনের জন্তও চক্কর অন্তরাল করিতে ভরসা হয় নাই। রাখাল বাবুর গ্রন্থ-দ্বয় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার পথ স্রুগম করিয়া দিয়াছে; সুতরাং এই অবসরে তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

পণ্ডিত প্রবর কিল্‌হর্ন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনগ্রসাধারণ অধ্যবসায় বলে প্রাচীন শিলালিপি এবং খাতুপট্টলিপির পাঠোদ্ধার হইয়া এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারি, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাদিতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষর কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গভাষায় এই সমুদয় লেখমালায় সন্কলন করিয়া লেখমালায় প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে অক্ষর বাবুর এই অমূল্য পুস্তক ও পাদটীকার লিখিত তদীয় মন্তব্যাদি হইতে অনেকস্থান উদ্ধৃত করিয়াছি। বঙ্গ ভাষা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় পুরাতন লিপির সম্যক পরিচয় লাভের উপায় ছিল না; সুতরাং পূজ্যপাদ মৈত্রেয় মহাশয়ের গ্রন্থ যে বঙ্গীয় ঐতিহাসিক মাত্রেরই গৌরবের আদরের জিনিষ হইয়াছে তাহাযে কোনই সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত রাম রচিত গ্রন্থ এবং উহার ভূমিকা এবং শাস্ত্রতত্ত্ববিদ সুধী শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পবন দূতম্ গ্রন্থ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হিরবর্ষার কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে এবং সেন রাজগণের ইতিহাস রচনা

কালে মনোমোহন বাবুর লিখিত গবেষণা পূর্ণ বিবিধ নিবন্ধ হইতে অনেক অংশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। বঙ্গাল চরিতের সমালোচনা কালে শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস লিখিত পুস্তক হইতে ও অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, বহু-ভাষাবিদ প্রদত্তবজ্জ সুহৃদর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র, প্রদত্তবজ্জ বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অগ্রতম অধ্যাপক স্বনাম খ্যাত ঐতিহাসিক সুহৃদর শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা বজ্জবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ সর্বদা নানা উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান বীরেন্দ্র নাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ভট্ট প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঢাকার ইতিহাসে ব্যবহার করিবার জন্য অনেক গুলি বুক দিয়াছেন। এজন্য ইহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকার ইতিহাস রচনার গুরুত্ব অনুভব করিয়া শ্রীযুক্ত কাজি মুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকি চৌধুরী, শ্রীযুক্তা খোদাইজা বেগম সাহেবা শ্রীযুক্তা পরিবাস্ত্র বিবিসাহেবা, শ্রীযুক্তা আমিনা বাহু বিবি সাহেবা, খান বাহাদুর খালেমহম্মদ আজম, রাজা শ্রীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়, অনারবল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় প্রভৃতি ঢাকার জমিদার বর্গ আমাদের আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। দেশের এই সমুদয় মহাত্ম্যব ব্যক্তির উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ লোক লোচনের গোচরী ভূত করিতে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য যে এই সকল মহাত্ম্য-গণের নিকট আমি চিরঋণী।

অবশেষে বে মহানুভবের আশ্রয়ে নিশ্চিত মনে এই গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, যিনি সর্বদা আমাকে এই কার্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বিক্রমপুরের কৃতি সুসন্তান সেই স্বনামপ্রসিদ্ধ বারিষ্ঠার-পুঙ্গব শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ মধ্যে এই অকৃতি দীন লেখকের বহু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিবারই সম্ভাবনা ; মুদ্রাকর প্রমাদ ও বর্থেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং দয়া করিয়া কেহ কোনও ভ্রম দর্শাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইল। ইতি।

দক্ষিণ বিক্রমপুর
গ্রাম—নগর। পোঃ উপসী।
মহালয়া, ২১শে আশ্বিন
১৩২২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

বিষয় সূচী ।

প্রথম অধ্যায় ।

উপক্রমণিকা (১—১৮) ।

বঙ্গ-হরিকেল-সমতট ।

প্রাচীন বঙ্গ—কিরাদিয়া ও গঙ্গারিডয়—গঙ্গারিডয় ও বঙ্গ—গঙ্গে বন্দর ; বঙ্গলয়—বঙ্গাল দেশ—বঙ্গের প্রাচীনত্ব—হরিকেল—সমতট ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মৌর্যবংশ (১৯—৩১) ।

মৌর্যসম্রাট অশোক—ধর্মরাজিরা ও শাকাসর স্তম্ভ—মৌর্য সাম্রাজ্য-ধ্বংসের কারণ ; গঙ্গে বন্দর—আস্তিবল ; প্রাচ্যভারতের কুমধ্য—ভবভূমি বার্তা—বিক্রমপুরের পঞ্জিকা ; সোণার গাঁও—বিক্রমপুরের মানমন্দির ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

গুপ্ত সাম্রাজ্য (৩২—৫৬) ।

ষটোৎকচ—চন্দ্রগুপ্ত—মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত—অশোকস্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরি সেন বিরচিত প্রশস্তি ; ডবাক—ডবাকের অবস্থান নির্ণয় ; চন্দ্রগুপ্ত (২য়)—প্রথম কুমার গুপ্ত—কন্দ গুপ্ত ; পরবর্তী গুপ্তরাজগণ ; গুপ্তসাম্রাজ্য-ধ্বংসের কারণ ; গুপ্ত রাজগণের বংশলতা ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বশোধর্মন ; ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব ; শশাঙ্ক ;

হর্ষ বর্দন ও ভাস্কর বর্মী (৫৭—৯১) ।

বশোধর্ন—ইউয়ান চোয়াং লিখিত মিহির কুল প্রশঙ্গ—বালাদিত্য ও

মিহিরকুল—মন্দসোর লিপি ও ইউরান চোরাং এর কাহিনীর সমালোচনা ;
যশোধর্ম ও বিষ্ণু বর্দ্ধন—ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র—সমাচার দেব ; শশাঙ্ক—
হর্ষ বর্দ্ধন—শীলভদ্র—ভাস্কর বর্ম্মা ; সেন্ধচির বিবরণ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

শূর বংশ (৯২—১৩৮) ।

আদিশূর—আদিশূরের অস্তিত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ—ভবদেব
প্রশস্তি—ত্রিপুরার তাম্রশাসন ; কুলশাক্ত ও শিলালিপি—ব্রাহ্মণানয়নের
কারণ—আদিশূর সম্বন্ধে প্রবাদ পরম্পরা—বঙ্গে ব্রাহ্মণানয়নের কাল ;
আদিশূরের আবির্ভাব কাল—যশোধর্ম্মা ও আদিশূর—আদিশূর ও জয়ন্ত,
বৎসরাজ ও আদিশূর—আদিশূর ও বীর সেন—হর্ষ দেব ও বঙ্গরাজ—
আদিশূরের পূর্ববর্ত্তী বঙ্গাধিপ—আদিশূরের রাজধানী—শূর বংশাবলী ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

খড়্গ রাজগণ (১৩৯—১৫৩) ।

আসরফপুরের তাম্রশাসন—খড়্গরাজগণের আবির্ভাব কাল—আসরফ-
পুর তাম্রশাসনের লেখমালা—খড়্গোদায়—জাতখড়্গ—দেবখড়্গ—খড়্গ
বংশের রাজমুদ্রা ; বুদ্ধমণ্ডপ ও বিহার ; খড়্গরাজগণের রাজ্যবিস্তৃতি ।

সপ্তম অধ্যায় ।

পালরাজগণ (১৫৪—২২৭) ।

মাৎস্তথায়—গোপাল—আবির্ভাবকাল—পূর্ব পুরুষ ; ধর্ম্মপাল—ধর্ম্ম-
পালের সময় নিক্রমণ—ধর্ম্মপালের রাজ্যবিস্তৃতি—নাগভট ও ধর্ম্মপাল,
ধর্ম্মপাল ও তৃতীয় গোবিন্দ, বাহক ধবল ও ধর্ম্মপাল—উত্তরাপথে ধর্ম্মপালের
সার্বভৌমত্ব ; দেবপাল—রাজ্যবিস্তৃতি—উৎকলে, প্রাগ্জ্যোতিষপতি
ও দেবপাল—কাষোজ ও হনগণ এবং দেবপাল—দ্রবিড়েশ্বর—গুর্জরপতি

ও দেবপাল—দেবপালের মন্ত্রিগণ—রাজ্যকাল—দেবপালের ধর্মমত—বিগ্রহপাল ১ম—সদ্বন্ধ নির্ণয়—নারায়ণ পাল, রাজ্যকাল—গুর্জরপতি ভোজ দেব ও নারায়ণ পাল—রাষ্ট্রকূট-রাজ-দ্বিতীয়কুমার ও নারায়ণ পাল—নারায়ণ পালের চরিত্র—রাজ্যপাল—দ্বিতীয় গোপাল—দ্বিতীয় বিগ্রহপাল মহীপাল ১ম ।

অষ্টম অধ্যায় ।

চন্দ্র রাজগণ (২২৮—২৪৬) ।

ইদিলপুর ও রামপাললিপি—গোবিন্দচন্দ্র বনাম গোবিন্দ চন্দ্র—রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় ।

নবম অধ্যায়

বর্ষ রাজগণ (২৪৭—২৯৫)

হরি বর্ষা—আবির্ভাব কাল—অনিরুদ্ধ, লক্ষ্মীধর ও ভবদেব—ভবদেব ও বিশ্বরূপ, ভোজরাজ ও বিশ্বরূপ—প্রবোধ চন্দ্রোদয় ও ভবদেব—ভবদেব, ভবদেবের কীর্তি, ভবদেবের পূর্বপুরুষ—হরিবর্ষার কীর্তি—বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন, চালুক্য বিক্রমাদিত্য ও হরিবর্ষা ও কর্ণদেব—বজ্র বর্ষা, জাত বর্ষা, জাতবর্ষা ও কর্ণদেব, চেন্দ্রোপতিকর্ণ—রাষ্ট্রকূট মহেন দেব—তৃতীয় বিগ্রহপাল ও জাতবর্ষার সদ্বন্ধ বিজ্ঞাপক বংশলতা—দিব্য ও জাতবর্ষা—গোবর্দ্ধন ও জাতবর্ষা—সামল বর্ষা ; সামলবর্ষা ও শ্রামল বর্ষা—বৈদিক ব্রাহ্মণ—ভোজবর্ষা ।

দশম অধ্যায় ।

সেন রাজগণ (২৯৭—৪২৪) ।

বীরসেন—সামন্তসেন—হেমন্তসেন—বিজয়সেন—আবির্ভাব কাল—চোরগঙ্গ ও বিজয়সেন—দিব্যোক ও বিজয়সেন—সাহসার ও বিজয়সেন, জীমূতবাহন ও বিজয়সেন—বিজয় সেনের নৌবিতান—বিজয় সেনের

ধর্ম্মামুরাগ—বল্লালসেন—বল্লালের জন্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিদন্তী—আবির্ভাবকাল,
—সাম্রাজ্যবিভাগ—কৌলীভূপ্রথা, বল্লাল সেনের পাণ্ডিত্য—বল্লাল সেনের
ধর্ম্মমত—লক্ষ্মণসেন—লক্ষ্মণ সেনের তান্ত্রশাসন—কামরূপ জয়—আরাকান
রাজও লক্ষ্মণ সেন—কলিঙ্গ বিজয়, গোবিন্দচন্দ্র ও লক্ষ্মণসেন—লক্ষ্মণ সেনের
জয়ন্তস্ত—গৌড়ীয় গোবিন্দপালও লক্ষ্মণসেন—লক্ষ্মণ সম্বৎ—অশোকচন্দ্র
দেবের শিলালিপি চতুষ্টয়—নির্ক্সাণাক—নির্ক্সাণাক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ
—অতীত রাজ্যাক—পরগণাতি সন, সন বল্লালি ও লক্ষ্মণ সম্বৎ—লক্ষ্মণ
সেনের পলায়ন কলঙ্ক—লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মামুরাগ—লক্ষ্মণ সেনের বিজ্ঞান-
রাগ—রাজ্যের অবস্থা—রাজ্যকাল—মাধব সেন—বিশ্বরূপ সেন—কেশব-
সেন—কেশবসেনের কাব্যামুরাগ ।

একাদশ অধ্যায় ।

স্বাধীন ভূস্বামীগণ (৪২৫—৪৭২) ।

(ক) পরবর্ত্তী সেনরাজ বংশ ।

সেন নারায়ণ—মধুসেন—রূপসেন—দত্তজ মর্দন ।

(খ) অপর সেন রাজবংশ ।

দ্বিতীয় বল্লাল সেন ।

(গ) সাতার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের

স্বাধীন ভূস্বামীগণ ।

হরিশ্চন্দ্র পাল—আবির্ভাবকাল—ধর্ম্মমতসম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্রের
তিরোধান—রাজা দামোদর—রাবণ রাজা—যশোপাল—শিঙাপাল—
প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়—

দ্বাদশ অধ্যায় ।

শাসন তন্ত্র (৪৭৩—৪৯১) ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম (৪৯২—৫০১) ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ত্রিবিক্রমপুর (৫০১—৫২০) ।

চিত্র সূচী ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
১ । ধর্মরাজিয়া মন্দির ...	২০
২ । সাকাসর স্তম্ভ ...	২২
৩ । সাভারে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি ...	৫৪
৪ । বাঘাউরায় প্রাপ্ত খোদিত লিপিস্থক বিষ্ণুমূর্তি ...	২২১
৫ । ঐ খোদিত লিপি ...	২২৩
৬ । বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপকরের টোল বাড়ীর সন্নিকটে প্রাপ্ত সরস্বতী মূর্তি ...	২৬৫
৭ । নটরাজ গণেশ (মুলীগঞ্জে প্রাপ্ত) ...	২৯০
৮ । উচ্ছিষ্ট গণেশ (মুলীগঞ্জে প্রাপ্ত) ...	২৯৩
৯ । নটরাজ শিব (রামপালে প্রাপ্ত) ...	৩৩৭
১০ । ঢাকা ডাল বাজারে আবিষ্কৃত লক্ষ্মীমূর্তি ...	৩৮৮
১১ । ডালবাজারে আবিষ্কৃত লক্ষ্মীমূর্তির পাদ পাঠস্থ লিপি ...	৩৯১
১২ । বলালি সনযুক্ত স্বপ্নাধ্যায় পুস্তকের পৃষ্ঠা ...	৩৯৫

୧୩ ।	ପରଗଣାତି ସନ ଯୁକ୍ତ ଦଳିଳ	...	୩୨୬
୧୪ ।	ଚୁଡ଼ାହିନ ଗ୍ରାମେ ଶ୍ରାନ୍ତ ରଜତ ମୟ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି	...	୪୦୪
୧୫ ।	ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି (ରାଣିହାଟିରେ ଶ୍ରାନ୍ତ)	...	୪୦୬
୧୬ ।	କୋରହାଟିର ସନମା ମୂର୍ତ୍ତି	...	୪୨୮
୧୭ ।	ସାତ୍ତାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଧୋଦିତ ଇଟିକ ଲିପି ୧ନଂ	...	୪୫୮
୧୮ ।	ଐ ୨ନଂ	...	୪୬୮
୧୯ ।	ତାରା ମୂର୍ତ୍ତି (ଉଦ୍ୟୋଗପୁରେ ଶ୍ରାନ୍ତ)	...	୪୭୨
୨୦ ।	ଭବାନୀପୁରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି	...	୪୭୫
୨୧ ।	ସାରିଟୀ ମୂର୍ତ୍ତି କୁକୁଟିଆର ଶ୍ରାନ୍ତ	...	୪୭୭
୨୨ ।	ଅବଲୋକିତେଶ୍ବର ମୂର୍ତ୍ତି (ସୋନାରଞ୍ଜେ ଶ୍ରାନ୍ତ)	...	୪୭୮
୨୩ ।	ବଜ୍ରଯୋଗିନୀରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଧୋଦିତ ଲିପି ଯୁକ୍ତ ବୋଦ୍ଧ ତାରା ମୂର୍ତ୍ତି	...	୫୦୦
୨୪ ।	ସାତ୍ତାରେ ଶ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଧୋଦିତ ଇଟିକ	...	୫୦୧
୨୫ ।	ରଘୁରାମ ପୁରର ମୁକ୍ତିରାମୀ ଧନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ଉପାଦି	...	୫୦୨
୨୬ ।	ଐ	...	୫୦୩



ঢাকার ইতিহাস ।

16.12.14

দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

উপক্রমণিকা ।

বঙ্গ-হরিকেল-সমতট ।

অধুনা জ্যোতিক, পুণ্ড্র, গোড়, স্মঙ্গ, প্রস্মঙ্গ, কর্কট, কৌশিকীকচ্ছ, উপবঙ্গ, প্রভৃতি বিভাগ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশ বলিতে পূর্ববঙ্গ বুঝাই ঐতিহাসিক প্রাচীন বঙ্গ যুগেও বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল গোড় এবং পূর্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল । বরেন্দ্রের আবিষ্কৃত কর্করাজের তাম্রশাসনে গোড় ও বঙ্গ দুইটা স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১) । ওয়ানি ও রাখনপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, গুর্জরপতি বৎসরাজ গোড়ীয় শরদ্বিন্দু-পাদ ধবল

রাজ ছত্রঘর হরণ করিয়াছিলেন (১)। এখানে দুইটা রাজছত্রের বিষয় উল্লিখিত হওয়ায় এবং গোড়বঙ্গের একত্র উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে বৎসররাজকর্তৃক জিত খেতছত্রঘরের একটি গোড়ের এবং অপরটা বঙ্গের রাজ-ছত্র।^১ প্রাচীন বঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া বহু তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে।

মৎস্তপুরাণে বঙ্গদেশ প্রাচ্য-জনপদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২) গরুড়পুরাণে উহাকে ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ-দিক্‌বর্তী বলা হইয়াছে। আবার “আম্বেষ্যামঙ্গ বঙ্গোপ-বঙ্গ-ত্রিপুর-কোষলাঃ”, ইত্যাদি জ্যোতিষ্তত্ত্বযুক্ত কুর্শচক্র-বচন দ্বারা ইহার অবস্থান অগ্নিকোণে নির্দেশিত হইয়াছে। বরাহ মিহিরের বৃহৎ-সংহিতা মতে গোড় ও বঙ্গ দুইটা স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়াই প্রতীত হয় (৩)। যোগ-বাশিষ্ট রচনাকালেও তাম্রলিপ্ত, গোড়, পুণ্ড্র, মগধ, বঙ্গ, উপবঙ্গ প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। পানীনীর মহাভাষ্যে লিখিত আছে, “অজানাং বিষয়েহ্কাঃ। বঙ্গা স্কন্ধা পুণ্ড্রাঃ” (Kielhorn's Ed. II ২৪২)। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ৭ম পটলে বঙ্গ ও গোড়ের সীমা নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে :—

“রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রাস্তগং শিবে।

বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ ॥ (৪)

(১) Ind. Ant. Vol. X I. P. 157, Epi. Ind. Vol. VI P. 243.

(২) “অঙ্গ বঙ্গা মদন্তককা অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ।

* * * * *

* * * * *

শাষা মাগধ গৌনর্দাঃ প্রাচ্যঃ জনপদ স্তুতা” ॥ মৎস্তপুরাণ।

(৩) বৃহৎ সংহিতা, কুর্শ বিভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম স্লোক।

(৪) উক্ত তন্ত্র-বচনোল্লিখিত “ব্রহ্মপুত্রাস্তগং” পদের অর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের অন্ত পর্য্যন্ত গামী অর্থাৎ উহার শেষনীমা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, এইরূপ হইলে, অসঙ্গতি উপস্থিত হয়;

বঙ্গদেশঃ সমারভ্য ভুবনেশাস্তগং শিবে ।

গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সৰ্বশাস্ত্র বিশারদঃ” ॥

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ বঙ্গদেশ নামে খ্যাত । ঐখানে গমন করিলে সৰ্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় । বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশের (ভুবনেশ্বর) শেষ সীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে পরিচিত ; এই স্থানের অধিবাসীগণ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ । স্মার্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও লিখিয়াছেন, “বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদয়ঃ” অর্থাৎ বঙ্গদেশে স্বর্ণগ্রাম বা সূবর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থান আছে । তিনি পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানের উল্লেখ না করিয়া পূর্ববঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ সূবর্ণগ্রাম প্রভৃতিকেই বঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন “সুহ্ম দেশীয় নৃপতিগণ বেতসের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আশ্রয় রাখা করিয়াছিল । বঙ্গবাসীগণ নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলে, রঘু তাহাদিগকে বলপূর্বক পরাজিত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে অযত্নে প্রোথিত করিয়াছিলেন (১) । পরে তিনি কপিসা নদী পার হইয়া

কারণ ব্রহ্মপুত্রের অন্তসীমা হিমালয় পর্বত । বস্তুতঃ বঙ্গদেশ হিমালয়পর্য্যন্ত বিস্তারিত নহে । অন্তশব্দ সামান্য বাচী, সুতরাং বঙ্গদেশ ব্রহ্মপুত্রাস্তগ অর্থাৎ উহার প্রান্তে বা তীরে বঙ্গদেশ অবস্থিত, কেহকেই এইরূপ অর্থও করিয়া থাকেন । বঙ্গদেশের কিয়দংশ যে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । আবার কেহ বা “ব্রহ্মপুত্র অন্ত সীমাবর্তী বাহার,” এইরূপ অর্থও করিয়া থাকেন । এই শেবোক্ত অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় ।

লঘুভারতে করতোয়া নদী গোড়-বঙ্গের সীমা-নির্দেশক বলিয়া উক্ত হইরাছে ;—

“বৃহৎ পরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী ।

সীমা নির্ধনং মধ্য দেশমো গোড় বঙ্গরোঃ ।

(১) রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ, ৩৫—৩৮ শ্লোক ।

উৎকলদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে নদী মেখলা বেষ্টিত পূর্ববঙ্গকেই কালিদাস বঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার শাসনাধীন স্থানকে পঞ্চ-ভাগে বিভক্ত করেন; যথা—(১) রাঢ় (হুগলীনদী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী), (২) বাগড়ী (পদ্মা ও ভাগিরথীর মধ্যবর্তী), (৩) বারেন্দ্র (পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্বে করতোয়া, এতন্মধ্যবর্তী ভূভাগ), (৪) মিথিলা (পূর্বে মহানন্দা ও গোড়রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগিরথী, এই ভূমিখণ্ড), (৫) বঙ্গ (করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী স্থান) (*)। মনীষি মিঃ হেমিণ্টন লিখিয়াছেন, “বাক্সালার রাজধানী এই বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ঢাকা নামক স্থানের অনতিদূরে বহুপূর্বে এবং পরেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বঙ্গ হইতে সমুদ্র প্রদেশ গুলিই বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইয়াছে” (†)। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্রকম্যান সাহেব বলেন, *Banga the country to the east of and beyond the delta* (‡)।

এরিয়ান, ডিওডোরাস এবং টলেমী-প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক-গ্রন্থকার-

• Vide Buchanan Hamilton's *Hindusthan* Vol. I page 114.

(†) *Banga or the territory east from the Karataya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before and afterwards, having long been near Dacca in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole*—Hamilton's *Hindusthan* vol. I.

(‡) J. A. S. B. 1873 No. III and H. Blochman's *History and Geography of Bengal*.

গণের লিখিত পুস্তকাদিতে বঙ্গের উল্লেখ না থাকিলেও “কিরাদিয়া”
ও “গঙ্গারিডয়” রাজ্যব্ধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ।

কিরাদিয়া পেরিপ্লুস গ্রন্থে “কিরাদিয়া” প্রদেশের পূর্ব-সীমা

ও গঙ্গানদীর মোহনা বলিয়া লিখিত আছে (১) ।

গঙ্গারিডয় কিন্তু প্রাচীন রাজমালার গ্রন্থকারব্ধ কিরাত রাজ্যের
সীমা পশ্চিমে বঙ্গের সহিত সংলগ্ন বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন । আমাদের মনে হয়, পেরিপ্লুস গ্রন্থের লিখিত সীমা নির্ভুল
নহে । টলেমীর কিরাদিয়া, ত্রিপুর-রাজ্য বলিয়াই অঙ্কিত হয় । খৃষ্টির
চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লিপিতে ডবাক
এবং সমতট প্রদেশের নাম উল্লিখিত হইলেও “গঙ্গারিডয়” রাজ্যের নাম
পরিলক্ষিত হয় না । সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই “গঙ্গারিডয়” নাম বিলুপ্ত
হইয়াছিল ।

ডিওডোরাস লিখিয়াছেন, “গঙ্গানদী গঙ্গারিডয় রাজ্যের পূর্বসীমা ।
গাঙ্গেয়গণের বহুসংখ্যক মহাকার হস্তী আছে । এতদ্ভিন্ন এইদেশ কখনও
কোনও বৈদেশিক ভূপতি কর্তৃক বিজিত হয় নাই ।

গঙ্গারিডয় কারণ, অপরাপর সমুদ্র জাতিই গাঙ্গেয়গণের
বিপুল বলশালী অগণ্য বণকুঞ্জবৃন্দের কথা শুনিয়া
ভয় পায় (২) । ডিওডোরাস সম্ভবতঃ গঙ্গারিডয় রাজ্যের সীমা নির্দেশ
করিতে ভুল করিয়াছেন । কারণ, মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের
পূর্বসীমার গঙ্গারিডয় রাজ্য অবস্থিত ; সুতরাং ইহার পূর্ব সীমান্ত

(১) Mc. Crindle's Ancient India as described by Ptolemy.
Page 191 - Periplus of the Erythrean Sea.

(২) Mc. Crindle's Ancient India as described by Magas
thenes and Arian.

প্রদেশ বিধৌত করিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত ছিল, এরূপ অনুমান করিলে গঙ্গারিডয় রাজ্য এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, এরূপ ক্ষুদ্র প্রদেশের নরপতির পক্ষে বহুসংখ্য পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত রাখা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় । বিশেষতঃ অসংখ্য গণকুঞ্জর তৎকালে পূর্ববঙ্গেই স্ফুলভ ছিল ।

বাক্সালার যে অংশ ভাগিরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত, তাহা রাঢ় নামে অভিহিত ; প্রাচীনকালে উহা সূক্ষনামে পরিচিত ছিল । গোড় রাজমালার গ্রন্থকার যথার্থই লিখিয়াছেন, “গঙ্গারিডয়” রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না । কারণ কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত যুগল রাজের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না । বাক্সালার অপর দুইটা বিভাগ,

পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ, নিশ্চয়ই গঙ্গারিডয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।” গঙ্গারিডয় রাজ্যের রাজধানী প্রথমতঃ পার্থেলিস নগরে, পরে গঞ্জনগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ; এই গঞ্জনগর গঙ্গার মোহনার নিকট অবস্থিত ছিল, এবং এইস্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হইত । গঙ্গানদীর মোহনা বলিলে ভাগিরথীর মোহনা বুঝাইতে পারেনা, পদ্মানদীর মোহনাই বুঝিতে হইবে ; কারণ, পদ্মানদীই প্রকৃত গঙ্গা, ভাগিরথী শাখানদী মাত্র । মসলিনের ক্রয় বিক্রয় অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবর্ণগ্রামেই সম্পন্ন হইত ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশের খেত সিদ্ধ হুকুলের গঙ্গে বন্দর বিষয় লিখিত আছে (১) । সুতরাং গঙ্গেবন্দর সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রামের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল ।

মোসলমান বিজয়ের পরেও গোড়, লক্ষণাবতী বা লক্ষৌতি বলিলে পশ্চিমবঙ্গ এবং “বঙ্গ” অথবা “দিয়ার-ই-বঙ্গ” বলিলে জলময় পূর্ববঙ্গ

বুঝাইত। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রিয়ারসন সাহেব বঙ্গভাষার আলোচনা
প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন, “ইহা নিম্নবঙ্গ বা ব-বীপের
ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা। সংস্কৃতে পূর্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গ নামে

প্রখ্যাত, কিন্তু অধুনা যতদূর বঙ্গভাষা কথিত হয়,
বঙ্গলম্ সেই সমুদয় স্থানই বাঙ্গালা নামে অভিহিত হয়।

ইংরাজী “বেঙ্গল” হইতে “বেঙ্গলী” নামের উদ্ভব
হইয়াছে। “বঙ্গলম্” শব্দ তাঞ্জোর হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে
উৎকীর্ণ একটি প্রাশস্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতেই আরবিক
ভাষায় “বাঙ্গালার” সৃষ্টি হইয়াছে। আরবিক হইতে পারস্য ভাষায়
ইহা প্রবেশ লাভ করে। “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে আবুল ফজল
লিখিয়াছেন, “নামি আসলি বাংলা বঙ্গ” অর্থাৎ বাঙ্গালার প্রকৃত নাম
বঙ্গ (১)। নদী-মাতৃক পূর্ব-বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র
প্রভৃতি নদনদীর জলরাশি দ্বারা প্লাবিত হইত; এবং অধিবাসীগণ উচ্চ
“আল” বীধিয়া জলপ্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করিতে যত্নবান হইত;
তজ্জন্তই প্রথমে বঙ্গ+আল হইতে বঙ্গাল এবং পরে বঙ্গালা ও বাঙ্গালা
নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত প্রথমে আবুল ফজল কর্তৃক
প্রচারিত হয়। আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ আবুল ফজলের এইমত
স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে, বঙ্গ+আলর হইতে প্রথমে
বঙ্গালর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রমে অপভ্রংশে বঙ্গাল, বঙ্গালা ও
বাঙ্গালাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। পুণ্ড্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ত্রীব্রজ হর-
প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—“যখন বঙ্গাল শব্দটা বাঙ্গালা রূপ ধারণ

করিয় খুব চলতি হইয়া গেল, তখন বঙ্গ বলিতে শুদ্ধ পূর্ব বাঙ্গালা বুঝায় ।
“চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ে” ভূম্বু বা শান্তিদেব লিখিয়াছেন (১) ।

“বাক্যাব পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ অদঅ বকালে ক্লেণ লুড়িউ ॥ ৬ ॥

আজি ভূম্ব বঙ্গালী ডইলৌ নিঅ ষরিণী চণালী লেলী” ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ “বঙ্গনৌকা পাড়িদিয়া পদ্মথালে বাহিলাম, আর অদ্য যে বঙ্গালদেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেণ লুটাইয়া দিলাম । যে ভূম্ব, আজ তুমি সত্যসত্যই বাঙ্গালী হইলে, যে হেতু নিজ ষরিণীকে চণালী করিয়া লইলে ।”

তিরুমলায়ের শিলালিপিতে লিখিত আছে, দিগ্বিজয়ী চোল ভূপতি রাজেন্দ্রচোল “বঙ্গালদেশে” রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া-
ছিলেন (২) । গোহারওয়া নামক স্থানে আবিস্কৃত

বঙ্গালদেশে চৌরাজ্য কর্ণদেবের তাম্রশাসনে “বঙ্গাল” শব্দ
ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা :—বঙ্গাল-ভঙ্গ-নিপুণঃ পরিভূতো
পাণ্ড্যালাটেশ লুঠন-পটুজ্জিত গুর্জরেন্দ্র” ।

ইংচিঙের ভারত ভ্রমণের কিছুকাল পরে, চীনদূত মাহয়ান (Ma-human) বঙ্গদেশে আগমন করেন । ইউংলো (youugo-lo) কর্তৃক চীন সম্রাট হুইতি (Huiti) রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ার ঔহার অনু-
সন্ধানের জন্য মাহয়ান পশ্চিম মহাসাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন ।
তৎকালে তিনি যে সমুদয় জনপদে উপনীত হন, তাহার আভাস
তথ্যবিচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় । উহাতে “পন্-কো-লো”

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২১ ।

(২) Vangala-desa, where the rain wind never stopped
(and from which) Govinda Chandra fled, having descen-
ded (from his) male-elephant” * *

Tirumalai Rock Inscription of Rajendra chola I
Epigraphia Indica Vol. IX.

(Pan-ko-lo) রাজ্যের নামোল্লেখ রহিয়াছে ; ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মাহয়ান বাঙ্গালা দেশকেই পন্-কো-লো নামে অভিহিত করিয়াছেন । অত্য়াপি পশ্চিম বঙ্গবাসী জনসাধারণ ঢাকা, তথা পূর্ববঙ্গবাসী-দিগকে বাঙ্গাল আখ্যা প্রদান করিয়া বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন স্মৃতিটিকে সজীবিত রাখিয়াছেন । আসামীয়গণ এখনও বঙ্গালশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

আর্য্য সভ্যতার প্রথম আলোক রেখা বঙ্গের কিরীট চূষন করিবার অবসর প্রাপ্ত না হইলেও উহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে বঙ্গদেশ আর্য্যঋষিগণের পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । আর্য্য ঋষিগণের পুতকর-প্রসূত অসীম শাস্ত্র-জলধি মছন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, বঙ্গদেশ ও বঙ্গনাম কতকাল হইতে বিত্তমান রহিয়াছে, এবং কত প্রবল-প্রতাপশালী রাজত্ববর্গ বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন । রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণ-পরম্পরায়, বঙ্গদেশের উল্লেখ নানাস্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । ঋগ্বেদের আরণ্যক অংশেও বঙ্গনামের উল্লেখ রহিয়াছে । ঐতরেয় আরণ্যকের “ইমাঃ প্রজান্তিস্রা অত্যায়-মায় স্তানীমানি বয়াংসি । বঙ্গাবগধাশ্চরপাদাভ্রাতা অর্কমভিতো বিবিস্র”, শ্লোকে বঙ্গনাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে । মহাভারত (১), বিষ্ণুপুরাণ (২), গল্পপুত্রান (৩), মৎস্যপুরাণ (৪) এবং হরিবংশ (৫) প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহর্ষি দীর্ঘতমা, বলি-পত্নী স্নদেক্ষার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ স্কন্ধও পুণ্ড্র এই পুত্র-বঙ্গের প্রাচীনত্ব পঞ্চক উৎপাদন করেন ; তাহাদিগের নামানুসারেই বঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ-রাজ্য স্থাপিত হয় ।

(১) মহাভারত' আদি ১০৪।৫ । (২) বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থোৎস, ১৮অঃ ।

(৩) গল্পপুত্রান পূর্বখণ্ড, ১৪৪ অঃ, ৭১ শ্লোক ।

(৪) মৎস্যপুরাণ ৪৮ অঃ ৭৭।৭৮ ।

(৫) হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব, ৩২ অঃ, ৩২-৪২ শ্লোক । (বঙ্গবাসী সংস্করণ) ।

আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে বহু আৰ্য্যসন্তান বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সন্দেহ নাই । কিন্তু কালক্রমে উহারা অনাৰ্য্যভাবাপন্ন এবং বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন । এ জন্তই মানব-ধৰ্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অল্প উদ্দেশ্যে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে, দ্বিজাতীকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া লিখিয়াছেন (১) । বোধায়ন সূত্রকারও মনুর মনুসংগ্ৰহ করিয়া পুণ্ড্র, সৌবীর, কলিঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে পুনর্দ্বৈম বজ্রাছুটানের বিধান করিয়াছেন (২) ।

এতদ্বারা বঙ্গদেশ আৰ্য্যঋষিগণের চক্ষে নিতান্ত হের বলিয়া পরিগণিত হইলেও, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না ! অধিকন্তু মনুসংহিতায় তীর্থের প্রসঙ্গ থাকায় এই সমুদর স্থানে আৰ্য্যগণের আবির্ভাবই স্বচিত হইয়াছে । মহাভারতের বন-পর্বেষের তীর্থযাত্রা প্রকরণে লিখিত আছে, পরশুরাম লৌহিত্য তীর্থের সৃষ্টি করেন । সম্ভবতঃ পরশুরামই প্রথমে এই প্রদেশে একটা আৰ্য্য-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ।

রামায়ণের সময়ে বঙ্গভূমি ধনধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল । রাজা দশরথ অভিমানিনী কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি বিধান জ্ঞা বলিতেছেন,—

“দ্রাবিড়াসিদ্ধসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ ।

বঙ্গাঙ্গ মগধা মন্ত্রাঃ সমৃদ্ধা কাশীকোশলাঃ ॥

(১) “অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেন্দ্র সৌরাষ্ট্র মগধেন্দ্র চ ।

তীর্থ যাত্রাঃ বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমহঁতি” ॥ মনু ১০ম অধ্যায় ।

দেবল স্মৃতিতে আছে, “সিদ্ধ-সৌবীর সৌরাষ্ট্রান্তথা এত্যান্ত বাসিনঃ ।

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গোদ্ভ্রান্ গতাঃ সংস্কার মৰ্হতি” ॥

(২) বোধায়ন সূত্র ১।১।২ ।

তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্ ।

ততো বৃগীষ কৈকেয়ি ! যদ্যস্বং মনসেচ্ছসি” ॥

রামায়ণ; অযো, ১০স, ৩৭।৩৮ ॥

অর্থাৎ, সমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিদ্ধ, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্ত, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণরাজ্য প্রভৃতি জনপদে ছাগ, মেঘ, ধন, খাজাদি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে ; তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব । মহারাজা দশরথের এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়, বঙ্গরাজ্য তাঁহার শাসনধানে ছিল ।

বৃষ্টিপ্তিরেব রাজস্বয়-বজ্রোপলক্ষে ভীমসেন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যে সমুদ্র রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গরাজ্য অন্ততম । ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে :—

অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্ ।

পাণ্ডবো বহুবীৰ্য্যেন নিজঘান্ মহামুধে ॥

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাহুদেবং মহাবলম্ ।

কৌশিকীকচ্ছ নিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥

উৰ্ভো বল-ভূৰ্ত্তো বীরা বুৰ্ত্তো তীব্র পরাক্রমো ।

নির্জিত্যাক্রৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাভবৎ ॥

সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্শ্ববং ।

তাত্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্কটধিপতিং তথা ॥

সুস্কানামধিপকৈব যে চ সাগর বাসিনঃ ।

সৰ্কান্ শ্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্মে ভরতর্ষব ॥”

অর্থাৎ অনন্তর মোদাগিরিস্থ অতি বলশালী নৃপতিকে স্বীয় বীৰ্য্যবলে মহাসমরে নিহত করিয়া, ভীমসেন পুণ্ড্রাধিপতি বহাবল বাহুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজা, এই দুই প্রথর পরাক্রান্ত বীৰ্য্যসম্পন্ন ব

সংগ্রামে বিজিত করিলেন। অতঃপর, বঙ্গ-রাজ্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া তিনি, মহারাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে, তাম্রলিপ্ত ও কর্কটাদিগণিত, স্কন্ধপতি ও পর্কতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদ্র স্লেচ্ছদিগকেও পরাভূত করিলেন।”

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভীমসেন যে বঙ্গাধিপতি সমুদ্রসেনকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন, উহার পূর্ববঙ্গেরই অধীশ্বর ছিলেন। কারণ, ভীমসেন পুণ্ড্র ও কৌশিকীকচ্ছ প্রদেশ অতিক্রম করিয়াই বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরে তথা হইতে দক্ষিণবঙ্গ দিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সময়েই তাম্রলিপ্তি, কর্কট ও স্কন্ধদেশ জয় করিয়া-ছিলেন।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে লিখিত আছে, অর্জুন সমুদ্রতীরস্থিত বাঙ্গালী দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন ; যথা :—

“ততো যথেষ্টমগমৎ পুনরেব স কেশরী ।

ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান্ ॥

তত্র তত্র চ ভূরীণি স্লেচ্ছ-সৈন্তাশ্চানেকশঃ ।

বিজিযো ধনুযা রাজান্ গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ” ॥

ভীষ্মপর্বে লিখিত আছে, বঙ্গ-দেশাধিপতি কার্ষ্মক শর-সংযোগ করিয়া মুহূর্হু সিংহনাদ করতঃ মদবারিযুক্ত পর্কতাকার দশসহস্র হস্তী লইয়া ভীমসেন দ্বটোৎকচের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরে তিনি দ্বটোৎকচ-নিক্শিপ্ত শক্তি নামক অস্ত্র দর্শন করিয়া, অতি সঙ্গর পর্কতাকার হস্তীকে দ্বটোৎকচের প্রতি চালাইলেন এবং সেই হস্তী দ্বারা ভীমসেনের রথখানিরও রোধ করিলেন। বঙ্গরাজ স্বীয় মদমত্ত বারণ দ্বারা ছুর্যোথনের রথ আবরণ না করিলে, ভীমসেন মহাবীর দ্বটোৎকচের শক্তি অস্ত্রে তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল।

অর্জুন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপক্ষমার্থ তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়া দ্বাদশ

বর্ষকাল ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ! তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ স্থিত যাবতীয় তীর্থ ও অত্যাশ্চর্য স্থান সমূহ দর্শন করিয়া কলিঙ্গদেশে অতিক্রম পূর্বক বহুবিধ স্থান এবং ধনৌগণের হর্ম্যাদি অবলোকন করিতে করিতে গমন করিয়া ছিলেন । অনন্তর তিনি তাপসগণ শোভিত মহেন্দ্রপর্বত দর্শন করিয়া দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরস্থিত পথে ধীরে ধীরে মণিপুয়াভিমুখে গমন করিয়াছিলেন (১) । অর্জুনের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশে রমণীয় অট্টালিকা সমূহ বিরাজিত ছিল এবং দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবর্তী পথ দ্বারা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা ছিল ।

সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে এক অমূল্যধন্য নামা বঙ্গ রাজের সন্ধান পাওয়া যায় (২) । এই বঙ্গরাজের কন্যার নাম সুপ্রদেবী । বয়স্কা হইলেও সুপ্রদেবীর বিবাহ হইয়াছিল না । ফলে, এই অনিন্দ্যসুন্দরী যৌবন-ভারাবনতা কন্যা কামগুণিনী হইয়া স্বৈরাচার সুখোদ্দেশে একাকিনী পিতৃ ভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এই সময়ে এক সার্বপতি বঙ্গ হইতে মগধে বাইতেছিলেন, সুপ্রদেবী তাহাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । সার্বপতিকেই সার্বসিংহ বলা বাইতে

(১) “অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানি চিৎ ।

জগাম তানি সর্বানি তথা ন্যায়তনানি চ ।

সকলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়ত নানি চ ।

হর্ম্যানি রমণীমানি প্রেক্ষমাণোষবৌ প্রভুঃ ।

মহেন্দ্র পর্বতং দৃষ্টা তাপসৈরুপশোভিতং ।

সমুদ্র তীরেণ পরে মণিপুংঃ জগামহ” ।

মহাভারত-আদিপর্ব ।

(২) Mahavansa : chapter VI : and 11th book of the Si-yu-ki.

পারে (১)। সুপ্রদেবীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ সার্থসিংহের ঔরস জাত বলা যাইতে পারে। ইউয়ান চোয়াং ইহাকে জম্বু দ্বীপের মহাবনিক ও ইহার নাম সিংহ বলিয়াছেন। যাহা হউক, বঙ্গরাজের দৌহিত্র এই সিংহ বাহু শত যোজন অরণ্যে সিংহপুর নামক নগর ও গ্রাম সমূহ নিবেশিত করেন। সিংহবাহুর রাষ্ট্র “লাড় রট্ট” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রে লাড়কে “লাঢ়” বলে। “লাড়” বা “লাঢ়” বর্তমান রাঢ় ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কেহ কেহ সিংহপুরকে হুগলী জেলার সিঙ্গুর বলিয়া অহুমান করিয়া থাকেন। তৎকালে রাঢ় ভীষণ অরণ্যানি সঙ্কুল ছিল। সিংহবাহু, স্বীয় ভগিনী সিংহশ্রী বলিকে মহিষী করিয়া অরণ্য মধ্যস্থিত সিংহপুর নগরে রাজত্ব করিতে থাকেন। সিংহবাহুর পুত্রই বিজয়বাহু বা বিজয়সিংহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিজয়সিংহ, তান্ত্রপর্ণি দ্বীপ জয় করার তদীয় নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম সিংহল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। নির্ঝাঁগোন্মুখ ভগবান বুদ্ধ যে দিন কুশীনগরের শালতরু ঘরের মধ্যে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, কুমার বিজয়সিংহ শোভারোহণে সেইদিনট তান্ত্রপর্ণি দ্বীপে সদল বলে উপনীত হইয়াছিলেন (২)।

পালি বিনয় পিটক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান বুদ্ধদেব তদীয় শিষ্যবর্গকে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার গৃহ বিশেষে বাস করিতে উপদেশ দিয়া ছিলেন (৩)। মহাকবি ভাসবুদ্ধের জীবিতাবস্থায়

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫।

(২) Upham's Sacred Books of Ceylon, I. Page 69 and vol. II. Page 164.

(৩) Culla-Vagga VI I. Buddhism in Translation Page 412.

অবস্থির শাসনকর্তা প্রদ্যোতের সমসাময়িক এক বঙ্গরাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন (১) ।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে, “আধারো হরিকেল-রাজ-
হরিকেল ককুদচ্ছত্র-স্মিতানাংশ্রিয়াম্,” ইত্যাদি উক্তিতে হরিকেল
শব্দ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে (২) । এসিয়াটিক সোসা-

ইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লালচরিতে (৩) লিখিত আছে যে, মহারাজ
বল্লালসেন সুবর্ণবণিক জাতীয় বল্লভানন্দের নিকট দেড়কোটি মুদ্রা ঋণ
প্রার্থনা করিলে বল্লভানন্দ ঋণ পরিশোধ যাবৎ হরিকেলীয় প্রদেশ তাহার
অধিকারে রাখিয়া ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন (৪) । খৃষ্টিয় একাদশ শতা-
ব্দীতে প্রাচ্যভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রস্বরী-বিরচিত অভিধান চিন্তামণিতে
হরিকেল শব্দটিকে বঙ্গের নামান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (৫) ।
হরিকেলের শিল লোকনাথ খৃষ্টিয় ষাদশ শতাব্দীতে ও এরূপ প্রভাবান্বিত
ছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাঁহার চিত্র সগৌরবে অঙ্কিত হইত ।
পণ্ডিত-প্রবর ফুঁসের গ্রন্থে এরূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া

(১) “অম্বৎ সখডো মাংগাঃ কাশিরাজো বঙ্গ সৌরাষ্ট্রমৈখিলঃ শূরসেনঃ ।

এতে নানার্ণে লোভরস্তো গুণৈর্মহাং কণ্ঠে বৈভেবাং পাত্ততাং বাতি রাজা” ॥

প্রতিজ্ঞা বৌদ্ধকায়গম্ ।

(২) শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন—৫ম শ্লোক, সাহিত্য, ১৩২০ ভাঙ্গ ।

(৩) বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ।

(৪) “যদি স্যার পতির্দন্ধ্যাং করা দান সমবিতম্ ।

আধিচ্ছে হরিকেলীয় ঋণং দাতুং তদোৎসহে” ॥

দোসাইটির বল্লাল চরিত, ১৮ পৃষ্ঠা ।

(৫) “বঙ্গান্ত হরিকেলিয়াঃ”—অভিধান চিন্তামণি, ২৫৭ শ্লোক ।

থাকে (১) । হরিকেল নাম খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচ্যভূত চৈনিক পরিব্রাজক ইংসিঙ্গের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে ! ইংসিঙ্গ সিংহল হইতে সমুদ্রপথে উত্তরপূর্বাভিমুখে যাইবার সময়ে পূর্বভারতের পূর্ব সীমা “হরিকেল” রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন (২) । স্মরণ্য হরিকেল বা বঙ্গ যে পূর্ববঙ্গেরই নামান্তর তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ।

খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর সমতট স্তম্ভ লিপিতে সমতটের নাম সম্ভবতঃ প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে । বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে মিথিলা ও ওড়্রদেশের নামের সহিত সমতটের নাম ও গ্রথিত করা হইয়াছে (৩) । চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং, সেন্গচী ও ইংসিঙ্গ এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সমতটের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । এতদ্ব্যতীত বাঘাউরায় প্রাপ্ত প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যকে উৎকীর্ণ এক খানি বিষ্ণু মূর্তির পাদ পীঠস্থ লিপিতে, নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসনে, সোমপুর মহা বিহারের আচার্য্য বীৰ্য্যেন্দ্র কর্তৃক বুদ্ধ গয়ার প্রতিষ্ঠাপিত একখানি বুদ্ধ মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে সমতটের নাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । পুরাতত্ত্বায়ক সন্ধান কারী পণ্ডিতগণ ইউয়ান চোয়াং এর বিবরণী হইতে সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইলেও তাঁহারা একমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই । ফাগু'সনের মতে সোণার গাঁতে, ওয়াটাসের মতে ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে, কানিং হামের মতে যশেহরে, সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল । চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে সমতটের রাজধানীর অবস্থান নির্দেশ

(১) Etude SurL' Iconographie Boudhipue deL' Inde, premier partie Page 200.

(২) J. Takakusu's It sing Page XIV

(৩) বৃহৎ সংহিতা—১৪ অঃ, ৬ শ্লোক ।

রা শক্ত । ইউয়ান চোয়াং যখন বলিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে ১২০০—৩০০ লী বা ২০০—২১৭ মাইল দক্ষিণে এবং তাম্র লিপি হইতে ৯০০ লী ১৫০ মাইল পূর্বদিকে সমতট অবস্থিত, তখন তিনি হয়ত সমতটের রাজ্য-সীমার দূরত্বই নির্দেশ করিয়াছেন । কামরূপ হইতে সমতটে অথবা সমতট হইতে তাম্র লিপিতে তিনি জলপথে কতদূর গমন করিয়াছিলেন এবং স্থল দ্বারা বা তাঁহাকে কতদূর যাইতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না । তাম্র লিপি হইতে সোণার গাঁয়ের দূরত্ব ১৭৫ মাইল । স্মৃত্তরায় সমতটের রাজধানী সোণার গাঁয়ের অনতি দূরেই অবস্থিত ছিল তদ্বিবরে কোনও সন্দেহ নাই ।

রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে সমকুট (সোম কোট) নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায় । বহু প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের ধ্বংস হইয়া সহ অধুনা এই স্থান কীর্ত্তি নাশের কুক্ষিগত হইয়াছে । পুরাতত্ত্ব হু কানিংহাম যে যুক্তির আশ্রয়ে তমোলুক হইতে ১৩০ মাইল বর্ত্তী যশোহরে সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াস ইয়াছেন, তাঁহারই যুক্তি শিরোধার্য্য করিয়া আমরা তমোলুক হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী সোম কোটে সমতটের রাজধানীর স্থান অনায়াসেই নির্ধারণ করিতে পারি ।

প্রাচীন কামরূপের রাজধানী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তদ্বিবরে মতভেদ ইয়াছে ; কানিংহাম সাহেবের মতে (১) কামতাপুরে (লাল বাজার) ইট সাহেবের মতে (২) কোচিবহারের কোনও স্থানে বা রংপুরের নিকটে অথবা গোয়াল পাড়ায় ; আবার কেহ কেহ গৌহাটীতে কামরূপের রাজধানী স্থাপিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন-। সোমকোট হইতে

(১) Cunningham's Ancient Geography of India. Page 503.

(২) Gait's History of Assam Pages 24—25.

কামতাপুর, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, এবং গৌহাটীর দূরত্ব যথাক্রমে ২১৫, ২২০, ২০৫ এবং ২২৫ মাইল । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চৈনিক পরিব্রাজকের লিখিত কামরূপ হইতে সমতটের দূরত্বের সহিত সোমকোট ও উল্লিখিত স্থানগুলির দূরত্ব প্রায় মিলিয়া যায় । এই সমুদয় কারণে অনুমান হয়, সমতটের রাজধানী সোমকোটেই প্রতিষ্ঠিত ছিল ।

চৈনিক পরিব্রাজক সমতটের প্রাস্তঃস্থিত শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীক্ষত্র দেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন । ভিভিয়েন ডি সেন্ট মার্টিন শ্রীক্ষেত্রকে গাঙ্গেয় বর্ষাপের উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত শ্রীহট্ট নগরের সহিত অভিন্ন মনে করেন (১) । কিন্তু ওয়াটাস প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহাকে ত্রিপুরা জেলার অংশ বিশেষ বলিয়া ধাৰ্য্য করিয়াছেন (২) । কিন্তু বিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে শ্রীক্ষেত্র ইরাবতী তীরবর্তী বর্তমান প্রোম নগরীর সহিত অভিন্ন (৩) । শ্রীক্ষেত্র সমতটের উত্তর পূর্বে সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল । ইহার দক্ষিণ পূর্বদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্বারাবতী প্রদেশ । ইহারও পূর্বদিকে জৈশান পুর (৪) ।

পুরাতত্ত্ব বিদ পণ্ডিত মণ্ডলী সমতট, বঙ্গ ও হরিকেলকে একই প্রদেশের নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন । তাঁহাদিগের মতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত পূর্ববঙ্গই প্রাচীনকালে সমতট, বঙ্গ বা হরিকেল প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল ।

(১) Cunningham's Ancient Geography of India Page 593.

(২) Watters on Yuan Chwang, Vol II. page 189.

(৩) Beal's Records of Western Countries Vol, II page 200,

(৪) I bid.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৌর্যবংশ।

খৃঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান অমিতাভ কপিলবস্তু নগরে প্রাহ্লভ হইয়া সাংখ্যাকার কপিলের নীরস জ্ঞানালোচনার বিশ্বজনীন প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত করেন। সেই সময়ে বুদ্ধদেবের প্রেম, মৈত্রী ও সাম্যবাদের বিজয় শব্দ-নির্নাদ ধীরে ধীরে দুর্জল ও ক্রীণ হিন্দুসমাজে অনুরূপিত হইতে লাগিল। অবশেষে মহারাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতের জাতীয় প্রধান ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া প্রায় সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডের একমাত্র ধর্মরূপে পরিগৃহীত হইয়া ছিল।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত খৃঃ পূঃ ১৭২—২৩১ অব্দ পর্য্যন্ত অমিতবিক্রমে শাসন করেন। কনটোটিনোপলের সম্রাট কনষ্টেন্টাইন স্বয়ং খ্রীষ্টিয় ধর্মাবলম্বন পূর্বক যেমন উহা সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় প্রধান ধর্মরূপে পরিগণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই রূপ মগধাধিপ সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মকে ভারতের জাতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গুজরাট, পেশোয়ার, দিল্লী, আলাহাবাদ এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি

স্থানে তাঁহার শিলাশাসনসমূহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সিরিয়া-
মৌর্যসম্রাট রাজ এন্টিওকাস থিরস (দ্বিতীয়), মিসরাধিপতি টলেমী
অশোক। ফিলাডেলফস্, মাকিদন-রাজ এন্টিগোনাস্ গোনটস,

সাইরিনরাজ মেগাস্, এপিরাস-ভূপাল আলেকজণ্ডর প্রমুখ মহাবল পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজত্ববর্গের সহিত সখ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধধর্মোপদেশী প্রেরণ করেন। তিব্বতের অন্তর্গত

কাবোজদেশ, কাবুলের উপত্যকাস্থিত প্রদেশ সমূহ, কঙ্কণ, গোদাবরী এবং নন্দাদা-তীরবর্তী হান এবং বিদ্যা পর্বতের মধ্যস্থিত প্রদেশগুলিতেও বৌদ্ধধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উজ্জীর্ণ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ অশোক স্বীয় পুত্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন।

অশোকের আদেশ-লিপি সমূহে বাঙ্গালার কোনও অংশেরই নামোল্লেখ না থাকায়, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিনসেন্টস্মিথ ঢাকা অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্য বহির্ভূত বলিয়া তদীয় মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, উহা সম্বোধন হয় নাই। কারণ, পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং (৬২৯-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) পুণ্ড্র বর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণ সুবর্ণ নামক বাঙ্গালার প্রধান নগর চতুষ্টয়ের উপকণ্ঠে অশোক-স্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। অশোকাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মৌর্য সম্রাট অশোক ৮৪০০০ ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন (১)। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রাম যে উক্ত ধর্ম রাজিয়ার অন্ততম একটি

তদ্বিবরে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন দলিলাদিতে ধর্ম রাজিয়া ও ধামরাই ধর্মরাজি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)। অল্পমান শাক্যনরস্তুত্ব হয়, উক্তর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধামারণ গ্রামেও ঐরূপ

একটি ধর্ম রাজিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাওয়ারাল পরগণার অন্তর্গত বীর্জাপুর নামক গ্রামের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত শাক্যনর গ্রামে অতি প্রাচীন একটি প্রস্তর স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রস্তর-স্তম্ভটী “সিদ্ধি মাধব” নামে পরিচিত। ইনি বহুকাল বাবৎ জন-সাধারণের

(১) “অশোকো নামা রাজা বভুবেতি। তেন চতুরশীতি ধর্মরাজিকা সহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতঃ। বাবৎ ভগবজ্জ্ঞানং প্রাপ্যন্তে তাবৎ তস্য যশঃ হাস্যীৎ।”

(২) ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড।

ধামরাই গ্রামে প্রাপ্ত ধর্মরাজি দলিলের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

ভক্তি-উপচার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন । স্থানীয় হিন্দুগণ এই স্তম্ভের নিকট বস্ত্রবরাহ, এবং মোসলমানগণ কুকুট বলি প্রদান করিয়া থাকে । ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, “At mirzapur in Bhowal an upright slab called Siddhi Madhava is worshipped by all the inhabitants, Muhammadans sacrificing cocks and Hindus swine” (১)।

“পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ” গ্রন্থ প্রণেতার মতে এই স্তম্ভটি বৌদ্ধ যুগের অত্যন্ত কীর্তি নিদর্শন । শ্রীযুক্ত টেনেল টন সাহেবের মতে উহা বিষ্ণুস্তম্ভ । পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় নাকি ইহাকে গুরুস্তুস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক : ২) ।

অষ্টকোণ সমন্বিত এই স্তম্ভটি প্রায় ৬ ভিট উচ্চ এবং উহার বেটেনী ১ ফিট ৫ ইঞ্চি । যে কয়েকটি মূর্তি উহাতে খোদিত রহিয়াছে, তাহা একরূপ ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে যে, তাহা হইতে উহার স্বরূপ নির্ধারণ করা একান্ত অসম্ভব ! শীর্ষদেশের অধিকাংশ মূর্তিগুলিই মুদ্রাসন-সংবদ্ধ ও ধ্যানমগ্ন, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তক কীরিট-শোভিত ।

স্তম্ভটি স্থাপনাবধি যদি উহা বিষ্ণুস্তম্ভ বলিয়া পরিচিত হইত, তবে বরাহ ও কুকুটাদি বলির প্রথা প্রবর্তিত হইবার কারণ কি? মাধব শব্দের অর্থ মহাভারতে নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে :—“মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি ; তিনি (মাধব), মৌনধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব ।”

(১) The Dacca Review Vol. IV Nos 3—6.

(২) পূর্ববঙ্গপাল রাজগণ (পৃ: ৩৯, ১০৩) শ্রীযুক্ত নাথ বহু প্রণীত ।

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণের ১১০ অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব খণ্ডে লিখিত আছে :—

“মাচ ব্রহ্ম স্বরূপা যা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী ।

নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়ী সনাতনী ॥

মহালক্ষ্মী স্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী ।

রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামীচ মাধব ॥”

ইহাচার্য্য প্রতাপন্ন হয় যে, মাধব গঙ্গার পতি বা মহাদেবকেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করদ্বাবলীতে মাধবী শব্দের অর্থ, “দুর্গা, মাধবস্ত পত্নী চ” বলিয়া লিখিত আছে। বুদ্ধদেব ও শঙ্কর উভয়েই মহাযোগী। সুতরাং বৌদ্ধমূর্ত্তিই পরবর্ত্তী কালে মাধব বা মহাদেব রূপে পরিণত হইয়া জন সাধারণের নিকট বলি ও পূজোপচার প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এই স্তম্ভটিকে আমরা জয়স্তম্ভ বলিয়াই অনুমান করি। ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত অশোক স্তম্ভের সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই স্তম্ভটি মহারাজ অশোক কর্তৃক ধর্ম্ম রাজ্যিক। প্রতিষ্ঠান কালেই সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগে ইহাতে মূর্ত্তিগুলি খোদিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ স্তম্ভ আর নাই।

ধামরাই হইতে শাকাসর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং শাকাসরে প্রাপ্ত স্তম্ভটিকে ধামরাইর ধর্ম্মরাজিয়া স্তম্ভ বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। উপরোক্ত প্রমাণাবলির উপর নির্ভর করিয়া অশোক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত নির্দেশ করা যাইতে পারে (১)।

মহারাজ অশোক তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্য এক এক জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(১) মি: ভিন্সেন্টস্মিথ পূর্ব্বসীমা যমুনা পর্য্যন্ত নির্দেশিত করিয়াছেন।

Vide map shewing the extent of Asoka's Empire in V. A. Smith's Early History of India, to face Page 150,

পূর্ব প্রদেশের শাসন-কর্তা তোসলি নামক স্থানে অবস্থান করিয়া কলিঙ্গ প্রভৃতি নবজিত স্থানের সহিত পূর্বাঞ্চল শাসন করিতেন (১) ।

মহারাজ অশোকের বংশধরগণের প্রতাপ ও পরাক্রম কালক্রমে ধ্বংস হইতে লাগিল । ফলে, অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয় । দশমপুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্যবংশ বিলুপ্ত হইল । এই সময়েই অঙ্গ এবং কলিঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে বঙ্গদেশেও স্বাধীনতার রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল ।

দৌর্দণ্ড-প্রতাপ-সম্ভ-ব্যূহের সহায়তায় যে বলদৃপ্ত প্রকাণ্ড মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, অশোকের মৃত্যুর ৪০।৫০ বৎসর পরেই, উহা কিরূপে বিধ্বস্ত

হইয়া গেল, তাহা একটি সমস্তার বিষয় । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন (২),
মৌর্য সাম্রাজ্য
ধ্বংসের
কারণ ।
 “মৌর্যবংশের অধঃপতনের কারণ ব্রাহ্মণ-প্রভাব ।

সম্রাট অশোক স্বয়ং একজন গোড়া বৌদ্ধ হইলেও সর্ব-ধর্মের প্রতিই তিনি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; তাঁহার রাজত্বকালে ধর্ম সম্বন্ধে প্রজাবৃন্দের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল । তিনি “আত্ম পাষণ্ড পূজা” নিরর্থক বলিয়া বিবেচনা করিতেন । কিন্তু তাঁহার অপরাপর অনুশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে, তিনি তদীয় সাম্রাজ্যে পশুবলি রহিত করিয়া ছিলেন । জীবহিংসা রহিত হইলে যজ্ঞ-পূজাদিতে বলিও রহিত হইবে, সুতরাং বলিপ্রিয় ব্রাহ্মণসমাজ জীবহুংখকাতর সম্রাটের জীবহিংসা নিবারণের মূলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-

(১) Early History of India—V. A. Smith, Page 152.

তোসলির অবস্থান এখনও প্রকৃত রূপে নির্ণীত হয় নাই ।

(২) J. A. S. B. 1910

ষেহী বৌদ্ধরাজ্যের ব্রাহ্মণ নির্ঘাতনের স্পৃহা দেখিতে পাইলেন । ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজ অশোকের এই অনুশাসনে সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন না । পরে আবার যখন সম্রাট “দণ্ড সমভা” ও “ব্যবহার সমভা” রক্ষার জন্য অনুশাসন প্রচার করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ-সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল । ইহার উপর অশোক ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ও মাহাত্ম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া “ধর্ম্ম মহা মাএ” নামে একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন । ইহাতে সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সমুদয় বিধি ব্যবস্থা পূর্বে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে হস্ত ছিল, তৎসমুদয়ের ভার এখন তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল । ফলে, ব্রাহ্মণ-সমাজে বিষম-বহি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । কিন্তু অশোকের জীবিত-কাল মধ্যে তাঁহারা কোনও উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হন নাই । কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হীন-বল মৌর্য্যরাজগণের শাসনসময়ে তাঁহারা মৌর্য্যরাজের প্রধান-সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাজত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল । এই সময়ে গ্রীকেরা মধ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করিত । একবার তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র যখন পাটলীপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মৌর্য্যাধিপ বৃহদ্রথ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নগরের বাহিরে এক বিরাট সৈন্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । উৎসবের মধ্যে হঠাৎ একটি শর রাজার ললাটদেশে বিদ্ধ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাজা বৃহদ্রথ পঞ্চস্থ প্রাপ্ত লইলেন । ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভক্ত সেবক পুষ্যমিত্র এইরূপে মৌর্য্যবংশের বিলোপ সাধন করিয়া ভারতের সিংহাসন হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । মালবিকাগমিত্র পাঠে জানা যায় যে, পুষ্যমিত্র সৈন্তগণ সহ পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়া তদীয় পুত্রকে বিদিসার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এই সমুদয় বিপ্লবের মূলে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল । যেখান হইতে অহিংসাধর্ম্ম বিদ্যোবিত্ত হইয়াছিল, অশোকের রাজধানী

সেই পাটলীপুত্রের বৃকের উপর বলিরা পুষ্যমিত্র এক বিরাট অঙ্কমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক অহিংসাধর্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলেন (১) । তদীয় জননী প্রতিমাসে “বিদ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে” ৮০০ স্রবর্ণ মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন । কোনও কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ বিবেচী বলিয়া লিখিত হইয়াছে । বস্তুতঃ তিনি ব্রাহ্মণগণের হস্তে ক্রোড়ণক মাত্র ছিলেন । এই পুষ্যমিত্রের যজ্ঞ সম্পাদন জন্তই সুবিখ্যাত পাতঞ্জলী নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, এবং ইহার পৃষ্ঠ-পোষকতাই তিনি তদীয় “মহাভাষ্য” রচনা করেন (২) ; কাশ্যগণের সময়ে মনুসংহিতা বিরচিত হয় ; ঐই সময়েই মহাভারত ও রামায়ণ বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয় এবং নাট্যশাস্ত্র লিখিত হয় । এইরূপে অশোক যে “ভূদেব” দিগকে মিথ্যা বা অপ্রাকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুনরায় পূর্বাশেষ্কাও অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।”

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে অস্বস্তির আছে । অশোকের অনুশাসন গুলি পাঠ করিলে অশোক যে পশুবধ নিবারণ করিয়া ছিলেন, বা তিনি যে হিন্দু ধর্মের বিবেচী ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না ! অশোকোৎকীর্ণ অনুশাসন গুলির মধ্যে গির্ণার গিরির প্রথম লিপিতে লিখিত “ই ধন কিকি জীবং আরভিপ্পা প্রজ্জুহি তব্যং” উক্তিই একমাত্র পশুবধ নিবারণক । কিন্তু এই উক্তি হইতেও

(১) মহারাজ অশোক যে সমুদ্র ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পুষ্যমিত্র তাহার অধিকাংশই ধ্বংসসুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন । আমাদের মনে হয়, ভীমপ্রবাহা পদ্মার ভরদ্ব ভীতিই পূর্ববঙ্গের ধর্মরাজিকা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।

(২) মহাবি পাতঞ্জলি তদীয় মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন ;—

“অরুণং বনঃ সাকেভদ্

অরুণং বনঃ মাধ্য মিকান্

ইহ পুষ্প মিত্রং বজ্রবানঃ” ।

যজ্ঞার্থে পশুপক্ষ নিবারণ আদেশ যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ, এই লিপিরই অন্তত তঁাহার ব্যঙ্গন প্রস্তুতের অল্প প্রত্যহ তিনটি প্রাণী নিহত করিবার কথা লিখিত আছে। তাহার অভিষেকের ষড়্বিংশতি বর্ষে উৎকীর্ণ পঞ্চম স্তম্ভ লিপিতে অনেক গুলি জঙ্ককে অবধ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও যজ্ঞ শব্দের উল্লেখ নাই। অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভ লিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রমণ দিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি যেকোন ব্যস্ত, ব্রাহ্মণদিগের যত্নের জন্যও তিনি তদ্রূপ মনোযোগী। সমাজের উচ্চ স্তর হইতে ব্রাহ্মণদিগকে যে কখনও তিনি চ্যুত করিয়াছিলেন তাহা তাহার কোনও উক্তিতেই পরিলক্ষিত হয় না। মালবিকায়মি মিত্র বা মৃচ্ছকটিক নাটক মৌর্যযুগের শেষ নরপতি বৃহদ্রথের প্রায় ৩৪ শত বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে মহাযানীর বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে। স্মৃতরাং ধর্মের মধ্যে গ্লানি ও মলিনতা প্রবেশ করায়, তৎকালীন লেখকগণ বৌদ্ধ মত বাদের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, বুঝা যাইতেছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ধর্ম মহামাত্রগণ অশোক প্রবর্তিত ধর্ম বিধি প্রচার করিতেন! ইহা সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। স্মৃতরাং এই কার্য যে কাহারও অপ্রীতিকর হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস্ত নহে।

কলিঙ্গ বিজয়ের পরে অশোক রাজশক্তি প্রসারের প্রতি মনোযোগী হন নাই। ধর্মের উচ্চ আদর্শ—লোক হিতসাধনই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। তাহার ত্রয়োদশ শিলা লিপিতে লিখিত আছে, “আমার পুত্র পৌত্রগণ নূতন দেশ জয় বাঞ্ছনায় মনে করিবেন না, যদি কখনও তাহারা দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শমতার ও নম্রতার আনন্দ অমুভব করিবে। তাহারা ধর্ম বিজয়কে ষথার্থ বিজয় মনে করিবে, তাহাতে ইহ পরকালে সুখ হইবে।” চতুর্থ অংশুশাসনে লিখিত আছে, “দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর

পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণ এই ধর্ম্মাচরণ করাস্তু পর্য্যন্ত বর্ধিত করিবে । তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সংস্কার হইয়া ইহার প্রচার করিবে । ধর্ম্মপ্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম । দুঃশীলের ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব ।” সুতরাং অশোকের পুত্র ও পৌত্রাদির যে দেশ বিজয়ের স্পৃহা বিলুপ্ত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি ? অশোকের পৌত্র দশরথের পরে যে কর জন মৌর্য্য রাজা মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্যের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না । এই সময়েই কলিঙ্গ, ও অন্ধ্র স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়াছিল । সুতরাং মৌর্য্য রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল । বৃহদ্রথ অত্যন্ত দুর্ব্বল-চিত্ত ছিলেন । সুতরাং স্বীয় বিজয় গৌরবে ক্ষীণ তদীয় সেনাপতি পুষ্য মিত্র যে দুর্ব্বল বৃহদ্রথকে রাজসিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণে অভিলাষী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

এই সময়ে কিরাদিয়া প্রদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত “গঙ্গে” বন্দর ভারত-প্রসিদ্ধ ছিল । খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত “পেরিপ্লস্” গ্রন্থে লিখিত আছে, কিরাদিয়া প্রদেশে প্রচুর তৈজপত্র উৎপন্ন হয় !

উহা গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্তিতে ও তথা হইতে গঙ্গে বন্দর ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে । এই প্রদেশের

সীমান্ত স্থানে প্রতিবৎসর একটি মেলা হয়, তথায় চীনদেশের লোক আসিয়া স্বদেশজ দ্রব্যের বিনিময়ে তৈজপত্র লইয়া যায়” । এই গঙ্গে বন্দরের অবস্থান সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত । মেজর রেগেল প্রাচীন গোড় নগরকে, ডি এন ভিল রাজমহলকে, উইলফোর্ড হুগলী-নগরকে, হীয়েন হুলিয়াপুর নামক স্থানকে এবং টেইলার মুঙ্গীগঞ্জের সন্নিহিতবর্তী ধলেশ্বরী নদীর তীরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বারুণী মেলার স্থানকে, প্রাচীন গঙ্গে বন্দর বলিয়া প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন । টেইলার সাহেব বারুণীমেলা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “হিন্দুরাজ্য সময় হইতেই

এই বার্ষিকীমেলার অস্থগঠান চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল (লক্ষ্মীবাজার বা লক্ষবাজার ?)।^১ কোনও মহাজনের ব্যবসায়ের মূলধন লক্ষমুদ্রার ন্যূন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না ; ইহাই নাকি বিক্রমপুরাদিপতির আদেশ ছিল (১)। গঙ্গে বন্দর হইতে প্রবাল ও এবোলাইট (আলাবাল) ডায়া ক্রেনিয়া (ডুরিদার চারখানা) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মসলীন বস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত।

টলেমীর গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থিত আস্তিবল নামক স্থানের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। উইলফোর্ড টলেমীর লিখিত আত্মদানকে আস্তিবলের অপরা নাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঢাকার দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত ফিরিজি বাজার নামক স্থানকেই তিনি আস্তিবল বলিয়া

আস্তিবল নির্দেশ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু ডাক্তার টেইলার প্রাচ্য ভারতের বলেন, “টলেমীর লিখিত আস্তিবল ব্রহ্মপুত্র নদের কুম্ভা। তীর্থে অবস্থিত। আট ভাওয়াল হইতেই যে

আস্তিবল নামের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অসম্ভব করা অসঙ্গত নহে। এইস্থান পূর্বে আস্তোমেল (সংস্কৃত হাতিমল বা হাতীবন্দ ?) নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু নরপতিগণ এইস্থানে হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া এইস্থানের এবস্থি নামকরণ হইয়াছে। বানার এবং লাক্ষ্য নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একডালা নামক স্থানেই আস্তিবল অবস্থিত ছিল। এই স্থানের সন্নিকটে হাতীবন্দ নামে একটি স্থান আছে, তথায় পূর্বে হিন্দু রাজাদিগের হস্তী রক্ষিত হইত।”

ম্যাকক্রিগল আস্তিবলকে বুদ্ধিগঙ্গার সহিত অভিন্ন মনে করেন। তিনি বলেন, তৎকালে আস্তিবলট ভারতের পূর্বসীমা বলিয়া নির্দেশিত হইত। প্রাচ্য ভারতের কোনও স্থানের দূরত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে আস্তিবলের

তুলনায়ই করা হইত অর্থাৎ আন্তিবল ভারতীয় ভৌগোলিকদিগের কুমধ্য বলিয়া গণ্য ছিল । কিন্তু ভারতবর্ষের কুমধ্য সর্বদাই উজ্জয়িনী বা অবন্তি । বিষুবদ্রব্ধের উপর অবস্থিত বলিয়া লঙ্কাই প্রধান কুমধ্য, সেই জন্যই ত্রীমূর্ত্যসিদ্ধান্ত বলেন :—

“রাক্ষসালয়ঃ দেবৌকঃ শৈলরোমধ্যস্থগাঃ ।

রোহিতকমবস্তৌ চ যথা সন্নিহিতং সরঃ ॥”

মহামতি ভাস্করাচার্য্য বলেন :—

“বল্লভোজ্জয়িনী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদি দেশান্ স্পৃশৎ ।

স্থত্রং মেরু গত্য বৃধৈর্নির্গদিতা সা মধ্যরেখা ভুবঃ ।

আদৌ প্রাগুদরো পরত্র বিষয়ে পশ্চাদ্ধি রেখোদয়াৎ

স্ত্রাৎ তস্মাৎ ক্রিয়তে তদন্তর ভবং খেটেষুৎ স্বং ফলম্ ॥”

অর্থাৎ :—“লঙ্কা, উজ্জয়িনী এবং কুরুক্ষেত্রাদি দেশকে স্পর্শ করিয়া যে রেখা মেরু পর্য্যন্ত গমন করে, পশ্চিমের তাহাকেই পৃথিবীর মধ্যরেখা বলেন, এই রেখাতে যে সময়ে স্থগের উদয় হয় তৎপূর্বে রেখা-দেশ হইতে পূর্বদেশে এবং রেখোদয়ের পরে পশ্চিম দেশে উদয় হইয়া থাকে । এই উদয়াস্তর কাল, উদয়াস্তর যোজন দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় ।” নিরক্ষ-রেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে কোন এক স্থানের দূরতাকে নিরক্ষান্তর এবং মধ্যরেখা হইতে পূর্ব পশ্চিমে কোন এক স্থানের দূরতাকে দেশান্তর বলা হয় । ভূমণ্ডলে নিরক্ষরেখা একাধিক নাই, কিন্তু মধ্যরেখা জ্যোতির্বিদগণের ইচ্ছাও সুবিধা অমূল্যে সর্বত্রই কল্পিত হইতে পারে । সম্ভবতঃ একমাত্র এতদেশীয় জ্যোতির্বিদগণ আন্তিবল-স্পৃশ রেখাকেই মধ্যরেখা বলিয়া কল্পনা করিতেন ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের “ভবভূমি-বার্ত্তার” লিখিত আছে,—

“স ব্রহ্মপুত্রং তত আক্ৰগাম বুধাষ্টমীং প্রাপ্য যশৌ মহাত্মা ।

সম্ভার্য দেবান্ সলিলৈঃ পিতংচ স্নাত্বা প্রতস্থে প্রতিপূজ্য তীর্থম্ ॥

গ্রামং ততোহগাৎ স সুবর্ণ নাম যত্রাপত্যংস। বিশ্ববাখ্যরেখা ।

ভূবোহর্কভাগং স বিলোক্য সম্যক্ ঋক্ষোদয়কাস্তমনং স্থিতিঞ্চ ॥

ততোহতিব্রষ্টঃ স্বগৃহং প্রাপেদে কোটালিপাটে নবনির্মিতং যৎ” ॥

অর্থাৎ “ক্রমে তিনি (গঙ্গাগতি) ব্রহ্মপুত্রে আগমন করেন । এই সময় চৈত্র মাসে বুধাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্রজলে দেব ও পিতৃগণের

তর্পণান্তে তথায় স্নান পূজাদি নির্বাহ পূর্বক
ভবভূমিব্যবর্ত্ত। পুনরায় তথা হইতে অগ্রসর হইলেন । ক্রমে
তিনি সুবর্ণগ্রামে আগমন করিলেন । এইস্থানে

বিষুব নামক রেখা পতিত হয় বলিয়া, তিনি পৃথিবীর মধ্যভাগ, এবং নক্ষত্রের উদয়, অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনপূর্বক হুইচিহ্নে তথা হইতে নিজ নব নির্মিত কোটালি পাড়স্থ বাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।”

পূর্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত । Cadestral Survey Report হইতে জানা যায় যে উজ্জয়িনী হইতে বিক্রমপুরের দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর দুইদণ্ড আট পল । বিক্রমপুরের দৃষ্টান্তানুযায়ী নবদ্বীপে

পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও দেশান্তর আর বদল
বিক্রমপুরের হয় নাই ; উজ্জয়িনী হইতে নবদ্বীপের দেশান্তরও
পঞ্জিকা দুইদণ্ড চৌত্রিশ পলই স্থিরতর ছিল । কলিকাতার

পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলেও প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে দেশান্তর আর বদল হয় নাই, সেই দুই দণ্ড চৌত্রিশ পলই অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে । রাঘবানন্দ যে দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল দেশান্তর স্থির করিয়াছেন, তাহা বিক্রমপুরের দেশান্তর, নবদ্বীপের বা কলিকাতার নহে ।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেড়পাড়া এবং ফতে-জঙ্গপুর জ্যোতিষ আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 'মথ্যারেখা' হইতে বেড়পাড়ার দেশান্তর ২৬৩ ৩৪ পল হইয়া থাকে। "সিদ্ধান্ত রহস্য" পুথীতে লিখিত আছে :—

স্বমেরু লঙ্কান্তর ভূমি মথ্যারেখা স্বদেশান্তর যোজনং (২০০) হি যৎ ।

ভুক্তিগ্নমষ্টাঙ্গি কৃতং বলিষ্ঠা গ্রহাদিকে ঐক্য পরয়ো ঋণং স্বং ॥”

উপরোক্ত ঐমাণের সাহায্যে কেহ কেহ নিজদেশের দেশান্তর ২০০ যোজন ধরিয়া তাহাকে ৭৮ দ্বারা ভাগ করণান্তর দেশান্তর ২ ৬৩ ৩৪ পল দেখাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা ইটুগ্রাম হইতে বর্ধমান পর্য্যন্ত সকল জ্যোতির্বিদই বলিয়া থাকেন যে, অসম্মদেশের দেশান্তর ২০০ যোজন বা ২ ৬৩ ৩৪ পল। বস্তুতঃ এরূপ গণনা সমীচীন হয় না। বেড়পাড়ার যাম্যোন্তরবৃত্ত (Meridian) ঠিক মথ্যারেখা না হইলেও বঙ্গদেশে জ্যোতির্গণনার জন্য প্রধান অবলম্বন ছিল সন্দেহ নাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রামপাল উহার সমন্বয়গ হইবে। ঢাকা কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। কার্তিক বারুণীর মেলার স্থান রামপাল হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। উল্লিখিত ঐমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুশাসনকাল হইতেই সোনারগাঁও,

**সোনারগাঁও
বিক্রমপুরের
মানমন্দির**

বিক্রমপুর জ্যোতিষ আলোচনার কেন্দ্রস্থান ছিল এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি করে, নক্ষত্রাদির উদয়, অস্ত ও স্থিতি সন্দর্শনার্থ, এ অঞ্চলে মানমন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী প্রাচীন গঙ্গে বন্দরের সন্নিকটে এই মানমন্দির

প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং গঙ্গে বন্দরের স্থানে বা তল্লিকটবর্তী কোনও স্থানেই পর-বর্তী কালে কার্তিক বারুণির মেলাস্থলান আরম্ভ হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায় ।

গুপ্ত সাম্রাজ্য

২২০ খৃঃ অঃ—৫৩৫ খৃঃ অঃ ।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচ্য ভারতে যে কতিপয় সামন্তরাজ শকাধিকার গ্রাস করিয়া স্বাবলম্বনের প্রধাস পাইরাছিলেন, তন্মধ্যে গুপ্ত বংশীয় সামন্তই প্রধান । কিন্তু যে মহা সামন্ত শক প্রাধান্যের উচ্ছেদ কামনার প্রথমতঃ অস্ত্র ধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার নাম অষ্টাপি আবিষ্কৃত হয় নাই । গুপ্ত সম্রাট গণের শিলা লিপিতে তাঁহার “গুপ্ত” উপাধিটাই মাত্র লক্ষিত হইরা থাকে । গুপ্তবংশীয় মহারাজ ষটোৎকচ ২২০ খৃষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি অল্পে অল্পে যে মহাশক্তি ষটোৎকচ । সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই তদীয় পুত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইরাছিলেন । মৌর্য্য-সম্রাট প্রথিত-নামা চন্দ্রগুপ্তের জায় অত্যন্ন কাল মধ্যেই অমুগজ, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ প্রভৃতি সমুদয় জনপদ তাঁহার করতলগত হইরাছিল (১) । তাঁহার অভিষেক কাল চন্দ্রগুপ্ত । (৩২০ খৃঃ অঃ, ২৬শে ফেব্রুয়ারী) হইতে যে নূতন সংবৎ প্রচলিত হইরাছিল তাহাই “গুপ্তসংবৎ” বা “গুপ্তাব্দ” নামক একটা অভিনব অঙ্গ গণনার আরম্ভ হইরাছিল বলিয়া

(১) “অমুগজং প্রয়াগক সাক্ষেভং মগধাং তথা ।

এতান্ জনপদান্ সর্বান ভোক্তবন্তে গুপ্ত বংশজাঃ ।”

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—উপসংহার পাদ) ।

স্বধীগণ স্থির করিয়াছেন (১)। এই সময়ে নেপালের লিচ্ছবি বংশের প্রতাপ পাটলীপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেই মহা শক্তিশালী লিচ্ছবি বংশকে পরাজয় করিয়া হিমালয়-মণ্ডিত নেপালের পার্বত্য প্রদেশেও তদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিরাজ স্বীয় দুহিতা কুমার দেবীকে চন্দ্রগুপ্তের করকমলে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থমুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, নেপাল-বিজয়ের পরেই চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবি-রাজকন্যা বিবাহ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কারণ, পিতৃরাজ্যে কুমার দেবীর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। সেজন্যই চন্দ্রগুপ্ত তদীয় প্রচলিত মুদ্রায় স্বীয় নাম, শব্দীর নাম এবং ঋগ্বেদকুলের নাম সংযুক্ত করিয়া মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করেন (২)। চন্দ্রগুপ্তের একাধিক মহিষী ও একাধিক পুত্র বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুমার দেবীর গর্ভজ যুবরাজ সমুদ্রগুপ্তকেই আপনার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সময় বিজ্ঞায় ও শাস্তি সংস্থাপনে এরূপ বিচক্ষণ ও পারদর্শী ছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রথিত নামা রাজ্য বর্গের মধ্যে
 তাঁহার আসন অতি উচ্চে সংস্থিত রহিয়াছে ;
 মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত বস্তুতঃ তাঁহার শৌর্য্য বীৰ্য্য এবং রণ-পাণ্ডিত্য
 ৩২৬-৩৭৫ অসাধারণ ছিল। পৈত্রিক সিংহাসনে অধিরোহণ
 করিয়াই তিনি পার্শ্ববর্তী নৃপতিগণের রাজ্যের
 প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দছিল,
 জয়াকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ছিল না। স্মৃতরাং পর-রাষ্ট্রগ্রহণই নৃপতিগণের

(১) Early History of India (2nd Ed. pp. 266) by V. A. Smith.

(২) Ibid.

কর্তব্য, এই নীতির অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একজন্মই তদীয় সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই রাজ্য-বিস্তারে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং রাজ্য-জয়ের বিবরণ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় আত্মরক্তি এবং ব্রাহ্মণ-লভ্য বিদ্যায় অসামান্য জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ধর্মের গোড়ামি তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ অশোকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। সেজন্মই, যে অশোক ধর্মের জয়কেই প্রধান তম জয় বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাঁহার শিলাশাসন-স্তুম্ভগাত্রে পार्শ্বক দেশে তদীয় পার্শ্বিক বিজয় কাহিনীর গৌরব গাথা, সুপণ্ডিত ও কবি হরিসেন দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই (১)।

উক্ত শিলা লিপিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের অভিযান প্রসঙ্গ ব্যতীত তদীয় শাসন সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনারও উল্লেখ রহিয়াছে। রাজকবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রা চতুরংশিত করিয়াছেন। ১য়—দক্ষিণাপথের একাদশ সংখ্যক রাজত্ববর্গের প্রতিকূলে,—২য়—আর্য্যাবর্তের নৃপতি কুলের বিরুদ্ধে (এখানে নয়জন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং আরও কতিপয় অনুল্লিখিত-নামা রাজার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হইয়াছে); ৩য়—অসভ্য বহু সর্দার দিগের প্রতিপক্ষে; ৪র্থ—সীমান্তবর্তী রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কাল প্রভাবে স্থানগুলির অবস্থান্তর ও নামান্তর হওয়াতে যুদ্ধস্থান গুলির অবস্থান নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইবার উপায় নাই।

(১) প্রত্নতত্ত্ববিৎ বুলার সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত শিলালিপি পরবর্তী সময়ে উৎকর্ষিত হইয়াছে (J. R. A. S. 1898. p. 3 86)। ভাষা ও রচনা এণালী দৃষ্টে উহা ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে উৎকর্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এলাহা বাদের দুর্গে উক্ত শিলাস্তম্ভ সংস্থাপিত রহিয়াছে; সম্ভবতঃ উহা স্থানান্তরিত হইয়াই এই স্থানে সরঞ্জিত হইয়াছে (Foot note page 267 V. A. Smith's Early H. of India)।

উক্ত অশোক স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে লিখিত আছে,—“সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ভূপুর-আদি প্রত্যন্তভি-
শ্রীলবার্জুনায়ন-বৌধের মাত্রকাভির-প্রার্জুন-সনকানীক-কাক-খর-পরিক-
আদিভিষ্চ সর্ককরদান-আজ্জাকরণ-প্রণামাগমন পরিতোষিত-প্রচণ্ড শাসনত্ৰ”

* * * * ইত্যাদি (১) । অর্থাৎ মহারাজ অশোকস্তম্ভ গাত্রে সমুদ্রগুপ্ত সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, উৎকীর্ণ কবি হরি- কর্ভূপুরাদি প্রত্যন্ত স্থিত রাজ্যের নৃপতিগণ দ্বারা সেন বিরচিত প্রশস্তি এবং মালব, অর্জুনায়ন, বৌধের, মাত্রক, আভির, প্রার্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতি কর্তৃক সর্ককরদান, আজ্জাকরণ প্রণাম ও আগমন দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।

সমতট ও ডবাক প্রভৃতি রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যান্তর্গত ও প্রান্ত-
সীমায় অবস্থিত অথবা ঐ সমুদয় রাজ্য তদীয় সাম্রাজ্যের বহিঃপ্রান্ত
দেশে স্থিত ছিল এতদ্বিষয়ে মত ভেদ দৃষ্ট হয় । কেহ কেহ অনুমান
করেন, উপরোক্ত শাসনোল্লিখিত “প্রত্যন্ত নৃপতি ভিঃ” পদাংশের প্রকৃত
মর্মেদ্বাটন হইলেই সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা নির্ধারিত হইতে
পারিবে ! এতৎসম্বন্ধে ফ্লিট সাহেব বলেন, “প্রত্যন্ত নৃপতি ভিঃ—This
may denote either the Kings within the frontiers of
Samatata and the following countries i. e. the neigh-
bouring Kings of those countries, or the Kings or chief-
tains just outside the frontiers of them. Upon the
interpretation that is accepted, will depend the question
whether Samudra Gupta's Empire included those

countries. or whether it only extended upto, and was bounded by their frontiers." (১)। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যন্ত নৃপতিগণ যে সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া করপ্রদানে সম্মত ও তদীয় আজ্ঞাবহ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। সুতরাং ঐ সমুদ্র রাজ্য প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে তদীয় সাম্রাজ্যের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিল। ঢাকা সহরের অনতিদূরে বিভিন্ন স্থানে এবং ফরিদপুর জেলাসংগত কোটালীপার অঞ্চলে গুপ্ত সাম্রাজ্যগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালে এতৎ প্রদেশে ঐ মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং এতদঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডবাকের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়! মিঃ ভিনসেন্ট স্মিথ বর্তমান রাজসাহী বিভাগকে ডবাক রাজ্য বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন (২)। মিঃ ষ্টেপেলটনের মতে, "ব্রহ্মপুত্র নদ গাড়ো পর্বতের যে স্থান হইতে মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের

উত্তরাংশস্থিত গঙ্গাও মেঘনাদের প্রাচীন সঙ্গমস্থান
ডবাক এবং গঙ্গাতীরবর্তী গোড় নগরী হইতে উক্ত সংযোগ
স্থান পর্যন্ত সমুদ্র ভূভাগই ডবাক রাজ্য বলিয়া
কথিত হইত" (৩)।

মিঃ স্মিথের নির্দেশিত ভূভাগ পুণ্ড বা বরেন্দ্র বলিয়া পরিচিত! হরিসেন বিরচিত প্রশস্তিতে পুণ্ডের কোনও উল্লেখ নাই; দুর্দ্ব্য পরাক্রম

(১) Fleet's Gupta Inscriptions No. ১. Page 8. Foot note.

(২) Vide Map shewing The conquest of Samudra Gupta & The Gupta Empire in V. A. Smith's Early History of India (second edition) to face Page 270.

(৩) J. A. S. B. 1906।

শালী মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজধানীর প্রায় দ্বারদেশে অবস্থিত থাকিয়া পুণ্ড রাজ্য যে স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর নহে। উহা খাস গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এ জগুই প্রত্যন্ত রাজ্য সমূহের উল্লেখ কালে রাজ কবি পুণ্ড রাজ্যের নাম করেন নাই।

ডবাক রাজ্যের নাম অত্র কোথায়ও উল্লিখিত না হইলেও উক্ত শিলালিপি হইতেই উহার স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। শত বৎসর পূর্বেও পাবনা, বগুড়া এবং ঢাকা জেলার মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় শতাব্দিক বৎসর অতীত হইল ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবেগের পরিবর্তন সংসাধিত হয়। ফলে যমুনার উদ্ভব যইয়া ময়মন-সিংহের পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করতঃ অভিনব প্রবাহ ঢাকাও পাব না জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সম্ভবতঃ মিঃ স্মিথ উপরোক্ত বিষয় গুলি একেবারেই প্রণিধান করেন নাই। রাজকবি প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির পরস্পরা রক্ষা করিয়া পর্যায়ক্রমে নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ডবাক রাজ্য একরূপ স্থানে সংস্থিত যে উহার এক প্রান্তে সমতট এবং অপর প্রান্তে কামরূপ অবস্থিত; অর্থাৎ সমতট ও কামরূপ রাজ্যের মধ্য-

ডবাকের অবস্থান বর্ত্তী ভূভাগই ডবাক নামে অভিহিত হইয়াছে।

নির্ণয় ।

সুতরাং ঢাকা জেলার উত্তরাংশকেই ডবাক বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্ক্রিট সাহেবের মতে ডবাক ঢাকারই নামান্তর মাত্র। এই সময়েই বঙ্গ, সমতট ও ডবাক এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া গুপ্ত রাজগণের সামন্ত রাজ্য রূপে পরিগণিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত ভাষায় “ঢকী প্রাকৃত” নাম দৃষ্ট হয়। “ঢকী প্রাকৃত” সম্ভবতঃ ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত দেশজ ভাষা। পূর্বে

“ডবাক” প্রদেশে যে ভাষার প্রচলন ছিল, পরবর্তী কালে উহাই “ঢাকী প্রাকৃত” বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল কিনা তাহা চিন্তনীয় বিষয় বটে ।

শিলালিপি এবং আবিষ্কৃত গুপ্ত রাজগণের মুদ্রাদির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমা নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশিত হইতে পারে । উত্তর ভারতের উর্বরা এবং জন-বহুল সমুদ্র প্রদেশই তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল । এই সাম্রাজ্য পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । অশোকের পরে এরূপ স্বেচ্ছা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অত্র কোনও নৃপতিই করিয়া উঠিতে পারেন নাই । শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, গান্ধার এবং কাবুলের কুষাণ বংশীয় নৃপতিবর্গ, অক্ষাস নদী তীরবর্তী মহাবল পরাক্রান্ত রাজত্বগণ এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপাধিপতির সহিত ও তাঁহার রাজ নৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল ।

দিগ্বিজয়াস্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই সমুদ্রগুপ্ত তদীয় বিজয় কাহিনী চিরস্মরণীয় এবং তাঁহার সার্বভৌম রাজ-চক্রবর্তীত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন । স্তম্ভবংশীয় পুষ্যমিত্রের পরে আর কোনও নৃপতিই এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই । কথিত আছে, এতদ্বপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ দিগকে মুক্ত হস্তে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করিয়া ছিলেন । এই অভিপ্রায়ে একটি পৌরাণিক আধ্যাত্মিক রচিত এবং যজ্ঞোৎসৃষ্ট বেদী সম্মুখস্থ অশ্বের অনুরূপ প্রভূত স্তম্ভমুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছিল । তাঁহার উক্ত অশ্বমেধমুদ্রা নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার সঙ্গীত চর্চার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় স্তম্ভ মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই মুদ্রার উপরে

বীণাপাণি মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে কেবলমাত্র অসাধারণ বীর, যোদ্ধা ও রাজনীতি বিশারদ ছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু কাব্য এবং সঙ্গীতালোচনায় ও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বহু সঙ্গীতজ্ঞ এবং কাব্যমোদী ব্যক্তির আশ্রয় স্থল ছিলেন। অনেক সময়ে রাজ সভায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কূট তর্ক বিতর্কেও সময় অতিবাহিত করিতেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তাঁহাকে ভারতীয় নেপোলিয়ান বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার মৃত্যুর বৎসর স্থিররূপে নির্দ্ধারিত না হইলেও তিনি যে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহিষী দত্তদেবীর গর্ভজ পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়া যান।

আনুমানিক ৩৭৫ খৃঃ অব্দে, মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের পরলোকাশ্বে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি

৪১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া-

চন্দ্রগুপ্ত (২য়) । ছিলেন। পিতামহের নামানুসারে ইহার নাম

চন্দ্রগুপ্ত রাখা হইয়াছিল। ইতিহাসে ইনি দ্বিতীয়

খৃঃ অঃ ৩৭৫-৪১৩

চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত। সিংহাসনে আরো-

হণের কিয়ৎকাল পরে ইনি “বিক্রমাদিত্য” উপাধি

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে তাঁহার এই

উপাধি গ্রহণ সার্থক হইয়াছিল বিবেচিত হয়। ইনি পিতার শৌর্যবীৰ্য্য

এবং যুদ্ধ প্রিয়তার ও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

দিল্লীর নিকটবর্তী মিহিরৌলী নামক স্থানে অবস্থিত একটি লৌহস্তম্ভে “চন্দ্র” নামধেয় একজন নৃপতির দিগ্বিজয় কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশে সময়ে দলবদ্ধ শত্রুদিগকে

পরাজিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ গুপ্ত বংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিহিরোলীর লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ “চন্দ্রের” অভিন্ন স্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী। মিহিরোলী স্তম্ভ লিপিতে উক্ত হইয়াছে,—

“যন্তোব্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শক্রন্ সমেত্যাগতান্
বন্ধেদ্বাহববর্ত্তিনোভি লিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তিভূজৈ ।
তীৰ্হা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোজ্জিতা বাহ্লিকা
যন্তাথাপ্যধি বাস্ততে জলনিধি বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণঃ ॥
ধিন্ন শ্বেব বিস্ফজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিত শ্বেতরাং
মূর্ত্তা কশ্ম জিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্ত কিতৌ ।
শাস্ত শ্বেব মহাবনে হত ভূজো যন্ত প্রতাপো মহা
মাত্ৰাপ্যং স্ফজতি প্রণাশিত রিপোর্য্যদ্ব্যস্তশেষঃ ক্রিতিম্ ॥
প্রাপ্তেন স্বভূজার্জিতঞ্চ সূচিরৈক্যকাধি রাজ্যং ক্রিতৌ
চন্দ্রাঙ্ঘ্রেন সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বক্তু শ্রিয়ং বিভ্রতা ।
তেনায়াং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ধাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংগুর্বিষ্ণু পদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণুধ্বজঃ স্থাপিতঃ ॥

মিঃ প্রিন্সেপের মতে এই শিলালিপি খৃষ্টিয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ডাঃ ভাউদাজি উহাকে গুপ্ত রাজগণের পরবর্ত্তী সময়ের বলিয়া অনুমান করেন। আবার, অক্ষর তথ্যের আলোচনা দ্বারা মিঃ ফাণ্ড’সন ইহাকে গুপ্তবংশীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের সম সাময়িক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ফ্লিট সাহেব উহাকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শিলালিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইলেও তিনি বলেন “ইহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শক-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই শিলালিপিতে শকদিগের বিষয় উল্লিখিত না হওয়ার উপরোক্ত অনুমান সুসঙ্গত বলিয়া

গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে। মিহিরোলী নামক স্থানে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, স্ততরাং নামের সৌসাদৃশ্য বিবেচনায় ইহাই উমান চোরাংএর অনুমিত নাম, মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মধ্যে কাহারও হওয়াও অসম্ভব নহে”। কিন্তু এই অনুমান লিপির ভাষাও দ্বারা সমর্থিত হয় না। খেত-হুণ-রাজ মিহিরকুল একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। ডাক্তার হোরণ্‌লীর মতে লিপির অক্ষরাবলি উত্তর পূর্ব ভারতীয় গুপ্ত লিপিরই অনুরূপ। এরূপ অক্ষরের ভারতীয় লিপি সমূহ সমুদ্র গুপ্তের সময় হইতে স্বন্দ গুপ্তের সময় (৪৬৭ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। উত্তর-পূর্ব-ভারতীয় অক্ষরের প্রায় সমুদয় খোদিত লিপি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান জনপদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র ও তৎপৌত্রের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছে। একান্ত হোরণ্‌লি সাহেব নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকেই লৌহস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ৪১০ খৃষ্টাব্দে লৌহস্তম্ভের নির্মাণ কাল স্থির করিয়াছেন। মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে, লৌহস্তম্ভের চন্দ্র এবং শিশু নিয়ার পর্বত লিপির উল্লিখিত সিংহবর্ষার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ষা অভিন্ন হইতে পারে না। চন্দ্রবর্ষা আলাহাবাদের স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপির বর্ণিত আখ্যাবর্তের অত্যন্তম রাজা হওয়াই সম্ভব, তিনি কামরূপ বা আসামের রাজা হইতে পারেন। গুপ্তনিয়ার খোদিত লিপিতে যে পুঙ্করের উল্লেখ আছে তাহা আজমীরে হওয়া অসম্ভব। স্মিথ সাহেব ডাঃ হোরণ্‌লির মতই সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, “মহারাজ চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারে না। তাঁহারই সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি চরমসীমায় উঠিয়াছিল। কিন্তু ডাঃ হোরণ্‌লি যে সময় স্থির

করিয়াছেন, তাহা আরও প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী লিপি অবশ্যই ৪১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই খোদিত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভাগবত বা পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারই স্থাপিত এই বিষ্ণুধ্বজ (লৌহস্তম্ভ)। তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্তও বৈষ্ণব ছিলেন। তিনিই পিতার মৃত্যুর পর বিষ্ণুধ্বজ লিপি খোদিত করাইয়াছিলেন। যখন ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ও ইহার গাত্রে লিপি খোদিত হয়, তৎকালে স্তম্ভটী এখানে ছিলনা। এই খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, বিষ্ণুপদ নামক গিরির উপরই প্রথমে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিষ্ণুপদ গিরি মথুরাস্থ কোন একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে হইবে, তথা হইতে অনঙ্গপাল দিল্লীতে আনয়ন পূর্বক পুনঃ স্থাপন করেন” (১)। গোড় রাজ মালার লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ মহাশয় মিঃ ভিক্টোরিয়ার মতামতসরণে ইহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শিলালেখ বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বলেন, “সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ বঙ্গের বা সমতটের সামন্তগণ স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই বিদ্রোহ দমনের জন্ত সম্রাট বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (২)। প্রকৃততঃ বিং শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বঙ্গবিজয়ী “চন্দ্র” ও গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কখনই একব্যক্তি হইতে পারে না। “মিহিরোলী বা উদয়গিরির শিলালিপি সমূহের তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, উভয়ে বহু পার্থক্য আছে। মিহিরোলী স্তম্ভ-লিপির অক্ষরগুলির বিশেষত্ব আছে। আর্য্যাবর্তের

(১) J. R. A. S. 1899.

(২) গোড় রাজমালা • পৃষ্ঠা

পশ্চিমাংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত ইহাদের কোনই সাদৃশ্য নাই; পরন্তু, প্রথম কুমার গুপ্তের বিলসাড় স্তম্ভ লিপির অক্ষর গুলির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মিহিরৌলী স্তম্ভ লিপি বিষ্ণুপদ গিরির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। দুইটি বিষ্ণুপদ গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, একটা গয়াধামে ও দ্বিতীয়টি পুষ্করে। গুপ্তনিয়া পর্বতের খোদিত লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুষ্করাধিপতি সিংহ বর্মার (সিদ্ধ বর্মার নহে) পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কর্তৃক উহা খোদিত হইয়াছিল (১)। সুতরাং এই উভয় চন্দ্রবর্মাই এক ব্যক্তি এবং বিষ্ণুপদ গিরি পুষ্করে হওয়াই অধিক সম্ভব। সিংহ বর্মার পুত্র কিরূপে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মিহিরৌলী স্তম্ভলিপি ও গুপ্তনিয়া-শিলালিপি উভয়ই বৈষ্ণব-খোদিত-লিপি। প্রথমটি ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজ এবং দ্বিতীয়টি চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্তৃক অনুষ্ঠিত। অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে গুপ্তনিয়ার শিলালিপি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারে না (২)। লৌহস্তম্ভের খোদিত লিপির অক্ষর গুপ্তনিয়া-খোদিত লিপির অনুরূপ (৩)।

(১) পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গুপ্তনিয়া-খোদিত লিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

১। “চক্র স্বামীন : দাস (+) (৫) ত্রেণ (+) তি হৃষ্টঃ

২। পুষ্করাধিপতি পতঙ্গমহারাজ শ্রী সিংহ বর্মণঃ পুত্রঃ

৩। মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্মণঃ কৃতিঃ

অর্থাৎ চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্তৃক উৎসর্গীকৃত পুষ্করাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহ বর্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্মার অনুষ্ঠান ”।

(২) প্রবাসী ভাষ্য ১৩১১।

(৩) প্রবাসী কাক্সন ১৩২০।

শুশুনিয়া-শিলালিপিতে পুষ্করণ বা পুষ্করণা নামক দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভট্ট ও চারণ গণের গ্রন্থে বর্তমান মারোয়াড় রাজ্যের কিয়দংশের প্রাচীন নাম পোক-রণা বা পুষ্করণা বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, দেখিয়াছেন। কতিপয় বৎসর অতীত হইল পূজাপাদ শাস্ত্রী মহাশয় মালবদেশের মন্দসোর নগরে একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে শুশুনিয়ার খোদিত লিপির রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, ৪৬১ বিক্রমাব্দে বা ৪০৪ খৃঃ অব্দে দশপুরে (মন্দসোরে) জয় বর্ম্মার পৌত্র, সিংহ বর্ম্মার পুত্র নরবর্ম্মা নামক একজন নৃপতি বর্তমান ছিলেন। গুপ্ত বংশীয় সম্রাট কুমার গুপ্তের সামন্ত রাজা মালবাধিপতি বজ্রবর্ম্মা, নরবর্ম্মার বংশ সন্তৃত। সুতরাং মন্দসোর-লিপি এবং শুশুনিয়ার খোদিত লিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীপন্ন হয় যে মালবরাজ সিংহ বর্ম্মার পুত্র শুশুনিয়ার খোদিত লিপির লিখিত পুষ্করণাধিপতি মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা। সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত দিগ্বিজয় কালে এই চন্দ্র বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে চন্দ্রবর্ম্মা দিগ্বিজয় মানসে বঙ্গদেশে উপনীত হইলে বঙ্গবাসীগণ সমবেত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তৎকালে গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা তদীয় পিতা মহারাজ ঘটোৎকচ চন্দ্রবর্ম্মার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং শুশুনিয়া পর্ব্বতে তদীয় দিগ্বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; পরে, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মাকে সিংহাসন প্রদান করিয়া ছিলেন।

(১) “রুদ্রদেব মতিলা নাগদত্ত চন্দ্রবর্ম্ম গণপতি নাগ নাগ সেনাচ্যুত নলি বলবর্ম্মান্ত
নেকার্য্যাবর্ত্তরাজ এসভোদ্ধরমৈক্ক ত্ত প্রভাব মহতঃ”।

স্বয়ং পরম বৈষ্ণব হইলেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ এবং জৈন দিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব সময়ে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ এবং প্রবাদাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এবং তদীয় ভ্রমণের শেষ দুই বৎসর (৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ) তাম্রলিপি বন্দরে অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করণে এবং দেবমূর্তির চিত্র সঙ্কলনে নিরত ছিলেন। প্রায় চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৪১৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মল্ল যোদ্ধার এবং সিংহ বাহিনী মূর্তিবিশিষ্ট বহু-মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল।

মহারাজাধিরাজ আদিত্য সেনের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণগুপ্ত এবং কান্তকুজাধিপতি মোখরী বংশীয় হরিবর্মা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এই হরিবর্মা গুপ্তবংশীয় জয়গুপ্তের কন্যা জয়স্বামির পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রাজ মহিষী ঙ্গব দেবীর গর্ভজাত তনয় কুমার গুপ্ত সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন (১)। ইহার প্রপৌত্রের ও

এই নাম রাখা হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে ইহাকে প্রথম কুমারগুপ্ত। প্রথম কুমার গুপ্ত নামে পরিচিত করা হয়।

৪১৩-৪৫৫ ইহার সমসাময়িক যে সমুদয় লিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়

যে ইনিও দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজ্য শাসন ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনিও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১১৩ গুপ্ত

(১) বামন প্রনোত কাব্যালঙ্কার হুত্রে লিখিত আছে :—

“সোহং সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্ত তনয়ঃ চন্দ্রপ্রকাশ যুবা ।

জাতো ভূপতি রাশ্রয়ঃ কৃতধিয়ঃ দিষ্ট্যাকৃতার্থ শ্রমঃ” ।

অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত তনয় যুবক চন্দ্রপ্রকাশ বিবুধ মণ্ডলীর আশ্রয় স্থল, ইহার পরিশ্রম সকল হইয়াছে”। ইহা দ্বারা পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান

সম্ভবে (৪৩২ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তের সময়ের একখানি তাম্র-শাসন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যজ্ঞোৎসব বৈদী-সম্মুখস্থ অথের মূর্তি সম্বলিত মুদ্রা ঢাকার সন্নিকট-বর্ধি মানেখর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ কুমার গুপ্তের রাজ্যকাল পূর্ণ হইবার অত্যল্পকাল পূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রবংশের সহিত ইহার তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে পুষ্যমিত্রগণই বুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিন্তু যুবরাজ স্বন্দ গুপ্তের অতুল প্রতাপ এবং অসামান্য রণকৌশলে বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে গুপ্ত সম্রাটেরই অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। কুমারগুপ্তের পুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত এবং মৌখরী হরি বর্ষার পুত্র আদিত্য বর্ষা ১ম কুমারগুপ্তের সমসাময়িক। আদিত্যবর্ষা শ্রীহর্ষের কন্যা হর্ষ গুপ্তাকে বিবাহ করেন।

প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীন আর্য্যাবর্ত যে কোনও দিন বিদেশীয় জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তৎকালে কেহ তাহা কল্পনাও করিতেপারে নাই। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইলে যখন কুমার গুপ্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময়ে হুগগণ ধীরে ধীরে পঞ্চনদ, কাম্বীর, দরদ ও খসদেশ আক্রমণ করিয়া উহা শ্মশানে পরিণত করিতে লাগিল। প্রবল পরাক্রান্ত এই হুগ জাতির সম্মুখে গান্ধারের কুষাণ রাজ্য স্বীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে পারিল না। বাহলীক ও কপিশাও হুগগণের

করেন যে চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্রপ্রকাশ এবং বালাদিত্য (কুমার গুপ্ত) নামক দুই পুত্র ছিল। বালাদিত্য বৌদ্ধদিগকে ঐতিহ্য চন্দ্রে দেখিতেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে পিতৃসিংহাসন লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে বুদ্ধ উপস্থিত হইলে চন্দ্র প্রকাশ পরাজিত হন এবং বালাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন (J. A. S. B. 1905)। কিন্তু এই বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে চন্দ্রপ্রকাশই কুমারগুপ্ত নাম ধারণ পূর্বক পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে “কৃতার্থ জয়ঃ” শ্লোকের সার্থকতা থাকে না।

পদানত হইল। পরাক্রান্ত হুণগণ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিল তখন সম্রাট বার্ককে উপনীত হইয়াছেন। কুমার স্বন্দগুপ্ত তৎকালে মথুরার শাসনকর্তা রূপে বিরাজিত। কিন্তু স্বন্দগুপ্তের অসীম রণনৈপুণ্যও হুণগণের শক্তি পর্য্যদন্ত করিতে সক্ষম হইল না। মথুরা শত্রুসৈন্যের করকবলিত হইল। পাটলীপুত্র নগরী ও উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া ছিলনা।

৪৫৫ খৃঃ অব্দে কুমার গুপ্তের মৃত্যু হইলে যুবরাজ স্বন্দগুপ্ত সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফরিদপুর জেলার

অন্তর্গত কোটালীপাড় নামক স্থানে স্বন্দগুপ্তের
স্বন্দগুপ্ত। মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি যেমন অসাধারণ

৪৫৫-৪৮০ খ্রীঃ তেমনই রণনীতি বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ইনিও বিক্রমাদিত্য

উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে মধ্য-এসিয়া-বাসী হুণগণ প্রলয় প্লাবনের মত সমগ্র উত্তরাপথে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাদিগের উপদ্রবে কত অশস্ত্র শ্রামল ক্ষেত্র, কত সমৃদ্ধ নগর যে ভীষণ অশানে পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্রাট স্বন্দগুপ্ত প্রথম বারের আক্রমণকারিগণকে পরাভূত করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে উহার পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী গান্ধারাদিপতি কুশাণ বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া ক্রমশঃ মধ্যপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং আনুমানিক ৪৭০ খৃষ্টাব্দে স্বন্দগুপ্তের রাজ্যের দ্বারদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এবার তিনি উহাদিগের গতির প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। হুণদিগের সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, অসুস্থ হইয়া; কারণ তদীয় রাজত্বের প্রথমভাগে প্রচারিত যে সমুদ্র

স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্যে প্রাচীন গুপ্ত সম্রাট গণের প্রচারিত মুদ্রার অনুরূপ হইলেও শেষভাগের প্রচারিত মুদ্রা গুলিতে স্বর্ণের ভাগ ১০৮ হইতে ৭৩ গ্রেণে নামিয়া আসিয়াছিল। হুণদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হয়। স্বল্প গুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ তেমন যোগ্য লোক ছিলেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হুণনায়ক তোরমান সাহ এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত গুপ্তরাজগণ ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টাব্দের পূত্র ১ম জীবিত গুপ্ত এবং আদিত্য বর্ম্মার তনয় ঈশ্বর বর্ম্মা ইহার সমসাময়িক।

৪৮০ খৃষ্টাব্দের সমকালে স্বল্পগুপ্তের মৃত্যু হয়। ইহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাণী আনন্দের পুত্র পুরগুপ্ত মগধ ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি প্রদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময়ের যে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা রাজগণ। প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার পশ্চাদিকে “প্রকাশাদিত্য” কথাটি লিখিত আছে। উহা

পুরগুপ্তের উপাধি বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মাতার নাম অনন্তদেবী; সম্ভবতঃ ইনি মোধরী অনন্ত বর্ম্মার তনয়া। ইনি সম্ভবতঃ ৪৮০ খৃঃ অব্দ হইতে ৪৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে তদীয় সেনাপতি ভট্টার্ক বল্লভা জয় করেন। পূর্ব্বমালবাধিপতি বুধগুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক। বুধগুপ্তের অধীনে মাতৃবিষ্ণু ও ধন্যবিষ্ণু ইরাণ প্রদেশের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। এই ধন্যবিষ্ণুর সময়েই, আনুমানিক ৪৯০ খৃষ্টাব্দে হুণরাজ তোরমান শাহ রাজপুতনা ও মালব প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে

পুরগুপ্তের মৃত্যু হইরাছিল বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু এখনও এই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই ।

মিঃ এলেন বলেন (১), “পুরগুপ্তের যে সমুদয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইরাছে, তন্মধ্যে একটির পশ্চাভাগে “ত্ৰীবিক্রমঃ” এই কথা কয়টি লিখিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায় । সুতরাং অশ্রাশ্র গুপ্ত রাজগণের জ্ঞান, পুরগুপ্তের “আদিত্য” উপাধি-যুক্ত নাম “বিক্রমাদিত্য” ছিল বলিয়াই মনে হয় ।” পরমার্থ-বিরচিত বহুবন্ধুর জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অযোধ্যা-ধিপতি বিক্রমাদিত্য, বহুবন্ধুর উপদেশে সদ্ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বীয় রাজ্য ও যুবরাজ বালাদিত্যকে বহুবন্ধুর নিকটে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; পরে, বালাদিত্য পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহুবন্ধুকে রাজসভায় আহ্বান করিয়াছিলেন । তাহা হইলে, গুপ্তরাজগণ মধ্যে “প্রকাশাদিত্য” উপাধি কাহার ছিল, তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে । প্রকাশাদিত্য, সম্ভবতঃ স্বল্পগুপ্তের পুত্র বা উত্তরাধিকারী ছিলেন । ভিতরি-মুদ্রার জ্ঞান অপর কোনও তাত্ত্বশাসন, শিলালিপি বা প্রমাণের অভাবেই পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, স্বল্পগুপ্তের পরে তদীয় ভ্রাতা পুরগুপ্তই সিংহাসন প্রাপ্ত হইরাছিলেন ।

মল্লবোদ্ধার প্রতিমূর্তিযুক্ত যে সমুদয় মুদ্রা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বলিয়া নির্দেশিত হইরাছে, তন্মধ্যে কতকগুলিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে না । এই সমুদয় মুদ্রার ওজন ১৪৪ গ্রেণ অপেক্ষাও অধিক । এত ভারি মুদ্রা স্বল্পগুপ্তের রাজত্বের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই । এই মুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠ-দেশে, রাজ-মূর্তির পাদদ্বয়ের মধ্যে, “ভা” এই কথাটি লিখিত রহিয়াছে । এবিধি চিহ্নও স্বল্পগুপ্তের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই । মুদ্রাগুলির পশ্চাদিকের অক্ষর গুলি অস্পষ্ট ; কিন্তু উহার প্রথমে

“পর” এবং শেষে “আদিত্য” শব্দ স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায়; স্মৃতরাং উহা ভারি ওজন-বিশিষ্ট স্বর্ণশুল্কের মুদ্রার অঙ্কন। আকৃতি ও বিস্তৃততার হিসাবে এই মুদ্রাগুলিকে অধিকতর পরবর্তী বলিয়া মনে হয় না; সম্ভবতঃ নরসিংহ শুল্কের পরবর্তী হইবে না। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে, রাজার হস্তের নিম্নে, “চন্দ্র” এই কথাটি লিখিত আছে। চন্দ্রশুল্কের স্থলেই সংক্ষিপ্তভাবে চন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হইরাছে। কিন্তু পশ্চাদিকে “শ্রীবিজয়ঃ” বা “শ্রীবিজয়া-দিত্যঃ” স্থলে “শ্রীধানশাদিত্যঃ” শব্দ লিখিত রহিয়াছে। মিঃ রায়গুন “শ্রীধানশাদিত্য” পাঠোদ্ধার করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে ইতঃতত করিয়া-ছেন কেন জানি না (১)। এই মুদ্রাগুলি যে দ্বিতীয় চন্দ্রশুল্কের নহে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উহা নিশ্চয়ই চন্দ্রশুল্ক নামধের পরবর্তী শুল্ক-রাজগণ মধ্যে কাহারও হইবে। এই শুল্ক নৃপতিকে “তৃতীয় চন্দ্রশুল্ক শাদিত্য” বলিয়া অভিহিত করা বাইতে পারে। সেণ্টিপিটার্ভগ মিউজিয়মে শুল্কবংশীর ষটোৎকচশুল্কের মুদ্রা রক্ষিত আছে (২)। স্মৃতরাং পরবর্তী শুল্করাজগণ মধ্যে একাশাদিত্য, ষটোৎকচ ও তৃতীয় চন্দ্রশুল্কের সন্ধ্যা অবগত হওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, স্বর্ণশুল্কের রাজত্বকালে ওদীর ভ্রাতা পুরশুল্ক, স্বর্ণশুল্কের পশ্চিম-ভারতে অবস্থানের সুযোগে, বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব-ভারতে এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভিত্তরি রাজমুদ্রার পুরশুল্কের অধঃতন বংশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; স্মৃতরাং উপরোক্ত রাজত্বের যে স্বর্ণশুল্কের অধঃতনবংশীর, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব, পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে শুল্কবংশীর রাজগণ হই শাধায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অপর কোনও অভিনব প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, পুরশুল্কের বিদ্রোহ,

(১) Num. Chron. 1891. P. 57.

(২) Allan's Catalogue of Indian Coins Page Liv.

বন্দগুপ্তের মৃত্যুর পূর্বেই সংঘটিত হইরাছিল। হোরণ্‌লি সাহেব বন্দগুপ্তের মৃত্যুকাল ৪৮৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (১)। বিঃ স্মিথও উহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (২)। মৃত্যুতৎক্ষণে আলোচনারও প্রতিপন্ন হয় যে বন্দগুপ্তের মৃত্যু ৪৮৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিকট-বর্ষি কোনও সময়েই সংঘটিত হইরাছিল। পুরগুপ্তের মহিবীর নাম মহাদেবী শ্রীবৎস দেবী।

পুরগুপ্ত পরলোক গমন করিলে, তদীয় পুত্র নরসিংহগুপ্ত “বালাদিত্য” নাম পরিগ্রহ করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরমার্থের শিক্ষিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বন্দগুপ্তের ছাত্র ইনিও বহুবল্লভকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বহুবল্লভ শিক্ষাপ্রভাবে বালাদিত্য বৌদ্ধধর্মের প্রতি সাতিশর অমুরক্ত হইয়া উঠেন, এবং সে জন্যই বৌদ্ধধর্মের প্রধান শিক্ষা-স্থান যগধের সন্নিকটবর্তী নালন্দাতে কারুকার্যখচিত স্তম্ভের একটি স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নরসিংহগুপ্তের রাজত্ব কতকাল স্থায়ী হইরাছিল, তাহা জানা যায় না। ‘মিহিরকুল ৫১০ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩) [ভাঃ হোরণ্‌লির মতে মিহিরকুলের সিংহাসন প্রাপ্তি ৫১৫ খৃষ্টাব্দে হইরাছিল (৪)]। বন্দসোম-লিপি হইতে জানা যায় যে, মিহিরকুল ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বশোধর্ম্মনের হস্তে পরাজিত হইরাছিলেন [ভাঃ হোরণ্‌লি মিহিরকুলের পরাজয় ৫২৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইরাছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (৫)]। তাহা হইলে, ইহার পূর্বেই নরসিংহগুপ্ত মিহির-

(১). J. A. S. B. 1889 Page 96.

(২). Vincent Smith's Early History of India Page 293.

(৩). Vincent Smith's Early History of India Page 298.

(৪). Indian Antiquary 1889 Page 230.

(৫). J. R. A. S. 1909 Page 131.

কুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৫৩০ খৃষ্টাব্দে অথবা তৎ-
সমীপবর্ত্তি কোনও সময়ে নরসিংহগুপ্ত মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন।
ভিত্তি রাজ-মুদ্রার ফ্লিট সাহেবের পাঠোদ্ধার হইতে জানা গিয়াছে যে,
বালাদিত্য-মহিবীর নাম মহালক্ষ্মীদেবী (১)। এই মহালক্ষ্মীদেবীর গর্ভেই
দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের জন্ম হয়।

কালীঘাটে গুপ্তরাজগণের যে সমুদয় মুদ্রাপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,
তাহার অধিকাংশই নরসিংহগুপ্ত এবং দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রা। ঐ
মুদ্রাগুলির মধ্যে কতকগুলি মুদ্রার রাজার হস্তের নিম্নে “বিষ্ণু” এই
শব্দটি লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ঐ মুদ্রাগুলি গুপ্তবংশীয় বিষ্ণুগুপ্তের
মুদ্রা। ইনি দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পরেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
বিষ্ণুগুপ্ত “চন্দ্রাদিত্য” নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কারণ ইহার মুদ্রার
পশ্চাদিকে “চন্দ্রাদিত্য” শব্দ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ডাঃ হোরগ্‌লি
এই মুদ্রাগুলিকে যশোধর্ম্মনের মুদ্রা বলিয়া মনে করেন। তিনি মুদ্রার
পশ্চাদিকের শব্দটি “ধর্ম্মাদিত্য” বলিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই
শব্দটি ধর্ম্মাদিত্য নহে, চন্দ্রাদিত্যই বটে। মুদ্রাগুলি যে গুপ্তরাজগণেরই
অনুরূপ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পুরগুপ্তের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র নরসিংহ, বালাদিত্য নাম পরিগ্রহ
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে ইহার অনুরাগ ছিল
বলিয়া, ইনি মালদে একটা বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-মালবাধি-
পতি ভানুগুপ্ত ইহার সমসাময়িক। ৫৩০ খৃষ্টাব্দের সমকালে বালাদিত্যের
মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র কুমার গুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবতঃ
ইনিই গুপ্তবংশীয় শেষ সম্রাট। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি পরলোক
গমন করেন। ইহার পরে যে একাদশ জন গুপ্ত রাজগণের নাম পাওয়া

গিয়াছে, পুরাতত্ত্ব বিদগণ তাহাদিগকে মগধের গুপ্ত-রাজ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু মগধেরও সমুদয় ভূভাগ তাঁহাদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মৌখরী নামক অপর এক রাজবংশও তৎকালে ঐ স্থানের একাংশে রাজত্ব করিতেন।

অপসড় গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত, আদিত্যসেন কর্তৃক বিষ্ণুমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎকর্ণ প্রাপ্তিতে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণের পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে :—মহারাজা কুমারগুপ্ত, তৎপুত্র শ্রীহর্ষগুপ্ত, তৎপুত্র ১ম জীবিত গুপ্ত, তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার গুপ্ত; ইনি জ্ঞান বর্ষাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের পুত্র রাজশ্রী দামোদর গুপ্ত; ইনি হুণ-দেষ্টা মৌখরী দিগকে সমরে পরাজয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মহাসেন গুপ্ত, ইনিও মৌখরিরাজ সুস্থিত বর্ষাকে পরাজয় করিয়া জয়শ্রী অর্জন করিয়াছিলেন। বীরবর মাধবগুপ্ত ইহার পুত্র। ইনিই হর্ষদেবের সহচর এবং আদিত্য সেনের পিতা।

কানিংহাম, ফ্লিট, ডাক্তার হোরগ্‌লি, বেল্‌ডেন, স্মিথ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ব-বিদগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, গুপ্ত সম্রাটগণ যখন মগধে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময় হইতেই আদিত্য সেনের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিম মগধে রাজত্ব করিতেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ৬৭১ খৃষ্টাব্দে, কুষ্মগুপ্তের অধঃস্তন পুরুষ আদিত্যসেন, স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্বক মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

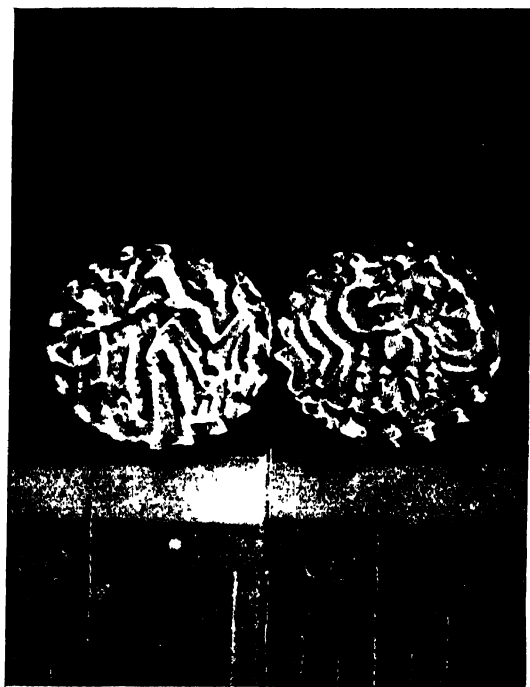
হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের দেহান্ত হইলে গুপ্তবংশীয় মাধবগুপ্ত এবং তদীয় পুত্র আদিত্য সেন মগধে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬৭১ খৃষ্টাব্দে আদিত্য সেন “মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ পূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আদিত্য সেনের পুত্র দেবগুপ্ত এবং প্রপৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তেরও “মহারাজাধিরাজ” উপাধি পরিলক্ষিত

হয়। দেবগুপ্তের ভগ্নি দেবগুপ্তার সহিত মৌখরী-রাজ ভোগবর্মান, এবং ভোগবর্মান কন্যা, আদিত্যসেনের দৌহিত্রী বৎসদেবীর সহিত নেপালের লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় জয়দেবের শিলা-লিপিতে বর্ণিত আছে (১)। মগধেও গোড়মণ্ডলে এই পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাব অপ্রতিহত হইলেও পূর্ববঙ্গে উহাদিগের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

খৃষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গুপ্ত সম্রাটগণ অমিত-বিক্রমে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকালে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যই সুপ্রতিষ্ঠিতছিল, এবং গুপ্ত-সম্রাটগণও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-বিস্তারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ। কিন্তু খৃষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর শেষপাদে হুন্দগুপ্ত পেশাবর হইতে বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া রাজ সম্মানে বিভূষিত ও স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে অমুরাগ প্রকাশ করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ বিচলিত হইয়া উঠে। ফলে ইহারা পুণ্ড্রমিত্র বংশের শরণাগত হইয়াছিল। পুণ্ড্রমিত্রগণ ও এই সুযোগে তাঁহাদিগের প্রগল্ভ গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। প্রথমে তাঁহারা গুপ্তবাহিনী পরাজিত ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ভিত্তি স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও হুন্দগুপ্তের অকৌশলে এবং রণনিপুণতার পুণ্ড্রমিত্রগণের সমুদয় উত্তম ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু পুণ্ড্রমিত্রগণ গুপ্ত সম্রাটের নিকট পরাজিত হইলেও, তোরমাণ ও মিহিরকুল প্রমুখ শক ক্ষত্রিয়গণের

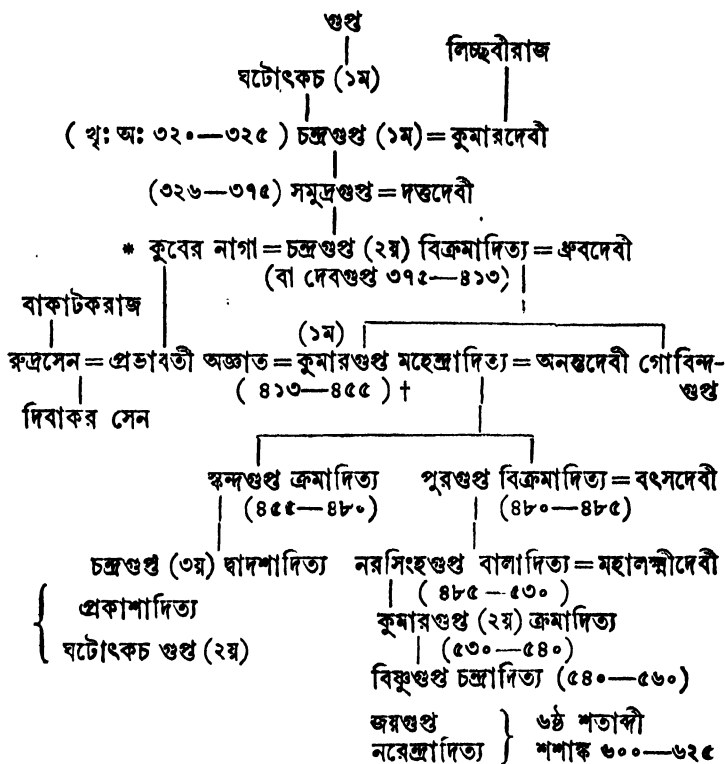
(১) "দেবী বাহ বলাচ্য মৌখরীকুল ঐবর্ম্মচূড়ামণি
খ্যাতিহ্রুপিত-বৈরিকুলগণ-ঐভোগবর্ম্মোত্তবা।
দৌহিত্রী মগধাধিপত্য মহতঃ-আদিত্য সেনস্ত বা
ব্যাঢ়া ঐরিব তেন সা দ্বিতিকুলা ঐবৎসদেব্যাদরাং।"



সি ৩/১১ প্রাপ্ত স্মরণ নন্দা

ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তসাম্রাজ্য জর্জরিত ও ধ্বংসস্থে পতিত হইরাছিল। এই উত্তর শতাব্দীর প্রচণ্ড আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের বৈরাগ্য শক্তিকর হইরাছিল, তাহা আর পুরণ হইল না। সুযোগ পাইয়া অধীন সামন্তগণ ধীরে ধীরে মন্তকোত্তলন পূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। মালবাহিপতি বশোধর্যন অত্যন্তকাল মধ্যে, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে আরব সমুদ্রতীরবর্তী সমুদ্র ভূভাগ, হস্তগত করিয়া বসিলেন। সুমাত্রা অঞ্চলে মৈত্রক বংশও শক্তি সঞ্চয় পূর্বক শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইরাছিল। ফলে হীনবল গুপ্ত সাম্রাট-গণের প্রধকর-দ্রুত শাসন হইতে ক্রমে ক্রমে সকল অধিকারই বিচ্যুত হইতে লাগিল। পাটলীপুত্রবাসী গুপ্ত-সাম্রাট-বংশীর কেহ কেহ গোড় ও বঙ্গে আসিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-গণের বড়বয়ে, গুপ্ত ও বর্দ্ধন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল দেখিয়া, মগধ ও গৌড়ের গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ ধর্মে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী গুপ্তরাজগণের অধিকারকালে, প্রাচ্য ভারতে তাত্ত্বিকগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ মতবাদ, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়, তাত্ত্বিকতার আস্থা স্থাপন করিতে লাগিল। এই কয় সম্প্রদায়ই বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইরাছিল। এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে প্রাচ্য ভারত হইতে বৈদিক প্রাধান্য এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তরাজপাট একেবারে উন্মূলিত হইল।

গুপ্তরাজগণের বংশলতা ।



* Indian Antiquary 1912. Pages 214—215.

Vakataka Copperplate—K. B. Pathak.

+ কুমার গুপ্তের মৃত্যুর রাজমুষ্টির ছই পাৰ্শ্বে ছইটি ত্রীমুষ্টি পরিলক্ষিত হয়। ত্রীমুষ্টি ছইটি কুমার গুপ্তের পট্টমহিষীষ্মর বলির। অশ্রুতাবিধগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায় ।

যশোধৰ্ম্মন ; ধৰ্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব ;

শশাঙ্ক ; হৰ্ষবৰ্দ্ধন ও ভাস্কর বৰ্ম্মা ।

গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, ভারতবৰ্ষে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোনও সাম্রাজ্য ছিল না । ষষ্ঠ-শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যভারতের মালব-রাজ যশোধৰ্ম্মন তোরমাণের পুত্র হুণা-ধিপ মিহিরকুলকে যশোধৰ্ম্মন । পরাজিত করিয়া, পুনরায় সাম্রাজ্যের ঐক্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ৫৩০ খৃষ্টাব্দে বালাদিত্যের মৃত্যু হইলে ভারতবৰ্ষে তৎকালে যশোধৰ্ম্মনের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না । দাশোর বা মন্দশোর নগরের সন্নিকটে প্রাপ্ত, যশোধৰ্ম্মন কর্তৃক স্থাপিত, প্রস্তর স্তম্ভে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, “গুপ্তনাথগণ” এবং হুণাধিপগণ” যে সমুদয় রাজ্য অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয় রাজ্যও উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১) । লোহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া “গহন জল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্য ভূখণ্ডের

-
- (১) “যে ভূক্তা গুপ্ত নার্ষের সকল বহুধাক্রান্তি দৃষ্ট-প্রতাপে
মাজ্জা হুণাধিপানাং ক্রিতিপতিমুকুটাদ্যাসিনী বান্ধু এবিষ্টা ।
দেশাংস্তান্ ধৰ্ম্ম শৈল ক্রম শ (গ) হন সরিদ্ভীরবাহুপগুচান্
বীৰ্য্যবক্সর রাজ্যঃ স্বগৃহ পরিসরাবজ্ঞান্য বো ভুনজি” ।

সমুদ্র রাজগণ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিল” (১) । মন্দসোরে আবিষ্কৃত “৫৮৯ মালব-বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ যশোধৰ্ম্মন-বিকুবৰ্দ্ধনের অপর একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে (২) :—

“প্রাচো নৃপান্ অম্বুহতশ্চ বহুদ্বীচঃ

সান্না যুধাচ বশগাং প্রবিধায় যেন ।

নামাপরং জগতি কান্ত মদো দ্রুপাং

রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর ইত্যুহুতম” ॥

“মিনি (যশোধৰ্ম্মন) প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচ্য এবং বহুসংখ্যক উদীয়-নৃপতিগণকে সন্ধি হুত্রে এবং সংগ্রামে বশীভূত করিয়া, জগতে শ্রুতি-সুখকর এবং চরিত “রাজাধিরাজ পরমেশ্বর,” এই দ্বিতীয় নাম ধারণ করিয়াছেন ।”

উক্ত লিপিতে প্রাচ্য নৃপতিগণের উল্লেখ থাকার স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মহারাজ যশোধৰ্ম্মন ৫৮৯ মালব বিক্রমাব্দের (৫৩৩ খ্রষ্টাব্দের) পূর্বেই পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ।

ইউরান চোয়াংএর বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য হুণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন, এবং নাতার উপদেশে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন (৩) ।

(১) “আ লৌহিত্যোগ কৰ্ণাণ্ডতাল বন গহমোপত্যকারামহেন্দ্ৰাং

আ গঙ্গারিষ্ট সামোক্তহিন শিখরিণঃ পশ্চিমাদাপরোযেঃ ।

সামন্তৈৰ্বত বাহ ত্রিবিধ হত মদৈঃ পাদমোরানমতি শূড়া

রহ্মাণ্ড রাজি ব্যাভিকর শাবলা তুমিতাগাঃ ক্রিরভে” ॥

Ibid.

(২) Fleet's Gupta Inscription No. 35.

(৩) Beal's Buddhist Records of Western World

Vol. I page ১৬৮—২

মন্সসোর লিপিতে উক্ত হইয়াছে, মিহিরকুল নৃপতি যশোধৰ্ম্মনের পাদযুগল অর্চনা করিয়াছিলেন (১)। ঐতিহাসিক ডিলেট স্মিথ মন্সসোর লিপির উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং-লিখিত বিবরণীর উপরই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি উহা অত্যাক্তি মোহ-হুই, এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রশংসাবাদ বলিয়া অস্বীকার করেন (২)। মন্সসোর লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজকবি কর্তৃক বিরচিত; পক্ষান্তরে ইউয়ান-চোয়াং-এর বিবরণী জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। ডাঃ হোরণ্‌লি স্মিথ সাহেবের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া রাজকবির উক্তিভেদেই আস্থা স্থাপন করিয়াছেন (৩)। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, “Yasodharman took the honour to himself, and erected two columns of victory inscribed with boasting words to commemorate the defeat of the foreign invaders. In these records he claims to have brought under his sway lands which even the Guptas and Huns could not subdue, and to have been master of northern India from Brahmaputra to the Western Ocean, and from the Himalya to mount Mohendra, in Ganjam. But the indefinite expression of the boasts and the silence of Hsüen Tsang suggest that Yasodharman made the most of his achievements,

(১) “হাশোরণ্যজ বেন এগতি কৃপণতাং আপিতাং মোহমাদ্যং ।

বত্মারিষ্টো ভুজাত্যাং বহতি হিমগিরি ছপ্পগণকতি মানম্ ।

নীচেত্তেনাপি বস্ত এগতিভুজ বলা বর্জ্জন স্রিষ্ট মুচ্ছ ।।

চুড়া পুষ্পোপহারৈ মিহিরকুল নৃপেগাতিতং পাদযুগলং” ।

Fleet's Gupta Inscription No. 33-

(২) Vincent Smith's Early History of India

Page 301—302 (2nd Edition)

(৩) J. R. A. S. 1909.

and that his court poet gave him something more than his due of praise. Nothing whatever is known about either his ancestry or his successors ; his name stands absolutely alone and unrelated. The belief, therefore is warranted that his reign was short, and of much less importance than that claimed for it by his magniloquent inscriptions (১) । অর্থাৎ, যশোধর্ম্মন (জেতার) সম্মান স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীর পরাজয় বার্তার আরক স্বরূপ দুইটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া উহাতে আড়ম্বরযুক্ত এবং অতি প্রশংসাবাদ পূর্ণ প্রশস্তি সংযোজিত করিয়াছেন । এই প্রশস্তিতে, “গুপ্ত-নাথ-গণ” এবং “হুণাধিপগণ” যে সকল দেশ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সেই সকল দেশও উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পয়োধি পর্য্যন্ত ও উত্তরে হিমালয় হইতে গঙ্গামের অন্তর্গত মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত সমুদয় আর্ধ্যাবর্ত ভূভাগের একাধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এবিধ অনির্দিষ্ট ভাবে লিখিত আশ্চর্য্যকরিতা এবং ইউয়ান চোয়াং এর নীরবতা হইতে অনুমিত হয় যে, যশোধর্ম্মনের কৃত-কার্য্যতার বিষয় অতিরিক্ত ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে ; রাজকবি তাঁহার জায়া প্রাপ্য প্রশংসাবাদ অতিরঞ্জিত করিয়াছেন । তাঁহার পূর্বপুরুষ অথবা অধঃস্তন-পুরুষদিগের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তাঁহার নামের সহিত অল্প কোনও ঘটনা পরস্পরার সংশ্লিষ্ট পরিলক্ষিত হয় না । সম্ভবতঃ অত্যাক্তি-দোষ-হুই প্রশস্তির লিখিত বিবরণ অপেক্ষা তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী এবং বিশেষতঃ বিহীন বলিয়াই মনে হয় ।”

(১) Vincent Smith's Early History of India Page 301-302.

মহারাজ হৰ্ষবৰ্দ্ধন-শিলাদিত্য সম্বন্ধেও একটী মাত্র প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব অপর কোনও প্রমাণ অত্য়াধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যশোধৰ্ম্মনের তিনখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হৰ্ষবৰ্দ্ধনের সৌভাগ্য যে, মহাকবি বাণভট্ট তদীয় হৰ্ষচরিত কাব্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যশোধৰ্ম্মনের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে নাই। হৰ্ষবৰ্দ্ধনও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার বলে আৰ্য্যাবর্তের একাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের পরই তদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। যশোধৰ্ম্মনও অনন্ত-সাধারণ-রগ-নৈপুণ্যের প্রভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দেহাত্যয় ঘটিলে তদীয় বিপুল সাম্রাজ্যও কর্ণধার-হীন তরণীর ছায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং পূৰ্ণপুরুষ বা অধঃস্তন পুরুষদিগের বিষয় অবগত না হইলেও যশোধৰ্ম্মন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হন নাই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনও কারণ নাই।

ইউয়ান-চোয়াং মিহিরকুল সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই (১) :— “(ইউয়ান চোয়াংএর ভারতগমনের) কতিপয় শতাব্দী পূৰ্বে পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে মহারাজ মিহিরকুল সংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের সুবিদ্যুত অংশে তাঁহার আধিপত্য বন্ধ-মূল হইয়াছিল। ইনি অবসর মত বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা ইউয়ান চোয়াংএর করিতে সমুৎসুক হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য্যকে তৎসমীপে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণের অধীনিতে শূন্য ছিল না, ব্যতীলাভেও তাঁহার উদাসীন ছিলেন,

লিখিত মিহির-

কুল-প্রসঙ্গ

স্থপতিত এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্যগণ রাজ্যগ্রহণে স্থপার চক্ষেই অবলোকন করিতেন। এমন্যই তাঁহারা মহারাজ মিহিরকুলের আদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। একজন পুরাতন রাজ-অম্বচর বহুকালাবধি ধর্ম-পরিচ্ছন্ন ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তর্কেপ্রোক্ত এবং স্তবজ্ঞা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্যগণ রাজসমীপে তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে মিহিরকুল নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চদশ তুমি হইতে বৌদ্ধধর্ম নিকাশন এবং বৌদ্ধাচার্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

তৎকালে মগধে বালাদিত্য রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের অতিশয় অমুরাগী ছিলেন। এমনকি তিনি মিহিরকুলের তাদৃশ বোর নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পত্রি-জ্ঞাত হইয়া ব্যথিত হইলেন, এবং স্বীয় সাম্রাজ্যর সীমান্ত প্রদেশে স্তুপুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে ক্রম প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। বালাদিত্যের ক্রূতকার্যের ফলে মিহিরকুলের ক্রোধনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি বিপুল বাহিনী সমভি ব্যাহারে মগধাভিমুখে অভিযান করিলেন।

বালাদিত্য মিহিরকুলের বলবীর্ঘ্যের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি মিহিরকুলের অভিযানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক পার্শ্বতা ও মল্লয়র প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালাদিত্য প্রকৃতিপুঞ্জের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; এমনকি অসংখ্য লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মিহিরকুল-রাজ, বিপুল বাহিনীর নেতৃত্ব তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং নৌপথে ঐ দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই স্থানে বালাদিত্যের স্নানকৌশলে প্রবল প্রতাপাধিত মিহিরকুল শত্রু-সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া

স্বামী হইলেন । ইহাতে মিহিরকুল লজ্জা ও অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া মুখমণ্ডল
বীর পরিচ্ছন্ন দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন । স্বামীগণ-পরিবেষ্টিত রাজ-
সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজ বালাদিত্য তীব্র জনৈক আশাত্যকে মিহির-
কুলের মুখাবরণ উন্মোচন করিবার জন্য আদেশ করিলে, মিহিরকুল
উত্তর করিলেন “প্রভু এবং প্রজা হান বিনিময় করিয়াছে ; শত্রুর
মুখাবলোকন করা নিষিদ্ধ, বাক্যালাপের সময় আমার মুখসংকর্ষণ করিলে
কি লাভ হইবে ?” বালাদিত্য দ্বারত্রয় আদেশ প্রদান করিয়াও বিকল-
মনোরথ হইলে, তিনি তাঁহাকে শান্তিপ্ৰদান করিবার জন্য আজ্ঞা
করিলেন । কিন্তু বালাদিত্যের আদেশ এবং বহু অনুরোধ সবেও মিহির-
কুল মুখের কাপড় অপসারণ করিতে বিরত রহিলেন ।

বালাদিত্যের মাতা অতিশয় মনস্বিনী ও জ্যোতিষ-বিজ্ঞা-পারদর্শিনী
ছিলেন । মিহিরকুলের প্রতি নগাজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে
দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । বালাদিত্যের আদেশে মিহিরকুল
তাঁহার সন্নীপে নীত হইলে তিনি তাহাকে সোধণ করিয়া বলিলেন,
“আর্য ! মিহিরকুল, তুমি লজ্জিত হইওনা, সমস্ত পার্থিব বস্তুই অশাস্তারী ;
সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটনামুসারে চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে । তোমাকে
দেখিয়া আমার পুত্র-বাৎসল্য উপস্থিত হইয়াছে । তুমি মুখাবরণ উন্মোচন
করিয়া আমার সঙ্গে আলাপ কর ।” রাজ-মাতার বহু আকিরণে
মিহিরকুল মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার সহিত কথোপ-
কথনে প্রবৃত্ত হইলেন । অন্তঃপর মাতার আদেশে বালাদিত্য মিহির-
কুলকে একজন তরুণী কুমারীর সঙ্গে বিবাহান্তে সুক্তিপ্ৰদান পূর্বক
বিদায় দিলেন ।”

দৈনিক পরিব্রাজকের আভ্যন্তর-পূর্ণ কাহিনী কতকূর সত্য তাহা নি-
শ্চয়ই বলা করিল । মিহিরকুলের নির্ভরতার কাহিনীর সহিত বৌদ্ধধর্ম

লীকিত হইবার পূর্বে অশোক এবং কণিকের প্রতি আরোপিত নির্ভরতার
একরূপ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, উহাতে আত্ম স্থাপন করিতে
সাহস হয় না। কিন্তু বালাদিত্যের বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্তির বিষয় পরমার্থ ও
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; ইহা হইতে মনে হয় যে, মিহিরকুল-বালাদিত্য

বিষয়ক কাহিনী কিয়ৎ-পরিমাণে সত্য হইতেও
মন্দসোরলিপি ও পারে। সম্ভবতঃ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য তোরমাণ

ইউয়ান-চোয়াংএর নন্দন মিহিরকুলকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন,

কাহিনীর কিন্তু বালাদিত্য ভারতবর্ষকে হুগগণের অত্যা-

সমালোচনা চারের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া

ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বালাদিত্য যে গুপ্ত

সাম্রাজ্যের প্রগতি গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অথবা

প্রকৃত রাজ্য পুনরায় হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কোমণ্ড

নিদর্শন অত্য়পি আবিষ্কৃত হয় নাই। বালাদিত্যের শিলালিপি বা তাম্র-

শাসন পাওয়া যায় নাই, তাঁহার মুদ্রাদিতেও একরূপ কোনও প্রমাণ

প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, তিনি পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ অপেক্ষা বিশেষ

ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। পক্ষান্তরে দাসোর বা মন্দসোর লিপিত্রয়

আবিষ্কৃত হওয়ার ইউয়ান-চোয়াংএর লিখিত বালাদিত্য কড়ুক মিহির-

কুলের পরাজয় কাহিনী দুর্কোধ্যও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ

অল্পমান করিয়া থাকেন যে, নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্য এবং যশোধর্ম্মনের

সম্মিলিত শক্তিই মিহিরকুলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল (১)।

(১) "The cruelty practised by Mihiragula became so unbearable that the native princes, under the leadership of Baladitya, King of magadha (the same as Narasimhagupta), and Yasodharman, a Raja of Central India, formed a confederacy against the foreign tyrant." V. A. Smith's History of India. Page 300.

কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দাশোয় বা মন্দসোর লিপি অথবা ইউরান-চোয়াংএর উক্তি ইহার কোনটাতাই হুণরাজের বিরুদ্ধে বালাদিত্য ও যশোধৰ্ম্মনের সহযোগিতার বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। ছইটী প্রমাণই এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, হুণ-রাজ-বিরুদ্ধে যশোধৰ্ম্মন একজনেরই প্রাণ্য বলিয়া মনে হয়। ফ্রিটসাহেব এই ছইটী প্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালাদিত্য মগধে, এবং যশোধৰ্ম্মন পশ্চিম দিকে, মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)।

কিন্তু, যশোধৰ্ম্মন এবং বালাদিত্য উভয়ে, বিভিন্ন সময়ে, মিহির কুলকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া পুনরায় মুক্তি প্রদান করিয়া ছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। মন্দ-সোর-লিপি প্রত্যক্ষদর্শী রাজ কবি কর্তৃক বিরচিত; পক্ষান্তরে বিদেশীয় পরিব্রাজক ইউরান চোয়াং এর বিবরণী শতাধিক বৎসর পরে জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। এমতাবস্থায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি উপেক্ষা করিয়া প্রবাদ অবলম্বনে বৈদেশিক কর্তৃক পরবর্তী সময়ে বিরচিত কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। বিশেষতঃ ইউরান-চোয়াং এর লিখিত বিবরণী একটি মনোরম উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের মনে হয়, হুণরাজ-মিহির কুলের প্রবল আক্রমণ এবং অত্যাচারের শ্রোত হইতে বালাদিত্য মগধ রাজ্য রক্ষা করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন মাত্র, এবং পরে, যশোধৰ্ম্মন মিহির কুলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ ইউরান চোয়াং এই ছইটী পৃথক ঘটনা একই ব্যক্তি দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল মনে করিয়া গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। হয়ত বা তিনি বালাদিত্য

ও কশোধর্মের কর্তৃক মিহির কুলের পরাজয় ও পতন কাহিনী প্রবণ করিল।
 উহা একই ঘটনা স্রোতের কল মনে করিয়াছেন; এবং বহু-বহুর অকৃত্রিম
 হুঙ্কার বোধধর্মের ভক্তিমাত্র সেবক, সঙ্কল্পের সহায়ক ও টিংসাং দাতা-
 কল্যাণিত্যের মন্তকে এই বশোদাল্য অর্পণ করিবার অস্ত্র ব্যস্ত হইয়াছিলেন।
 একপক্ষে স্বদেশীর প্রত্যক্ষ দর্শীর উক্তি এবং অপর পক্ষে সঙ্কল্পের প্রতি
 একান্ত অতুরক্ত বৈদেশিকের বহুশরবর্জী সময়ে লিখিত কাহিনী। রাজ
 কবি কশোধর্মের একটু অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিলেও এই ক্ষেত্রে
 বৈদেশিকের উক্তিতেই সম্ভেদ স্থাপন করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।
 সম্ভবতঃ মিহিরকুলের সময়ে হুণ-শক্তি ক্রীণ হইয়া পড়িয়াছিল।
 চোয়ানগণের প্রতিষ্ঠিত হুণ সাম্রাজ্য বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার নিকটে
 স্বীয় গর্ভোন্নত মন্তক স্থির রাখিতে অক্ষম হইয়াছিল; কলে উন্নতাবস্থা
 প্রতিষ্ঠার জায় উহার পতন ও একটু ক্ষত সংঘটিত হইয়াছিল। হুণ-শক্তি
 কোমল ব্যক্তি বিশেষের প্রভাবে পর্য্যুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়
 না; প্রাচীন উন্নত সভ্যতার নিকটেই বর্ষের রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে শিথিল
 হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাঃ হোরণ্‌লি ইউরান-চোয়াং এর বিবরণী সন্নিবেশিত লিখিয়াছেন,—

“What are we to think of its historical trustworthiness when Huen Tsang places Mihir Kula, and by implication his supposed conqueror Baladitya, “some Centuries Previous” to his own time and when he represents Baladitya as holding a position subject to the orders of Mihir Kula !”

অর্থাৎ ইউরান-চোয়াং মিহিরকুল এবং তাঁহার তথা-কথিত বিজয়তা-
 বাল্যাদিত্যকে বহুশতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত এবং তাঁহাকে মিহির কুলের
 আত্মাধীন সামন্ত নরপতি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং ইউরান
 চোয়াং এর বিবরণী বিশ্বাস যোগ্য নহে।

মহাসেনা লিপিবদ্ধের এক খানিতে যশোধর্মণ ও বিষ্ণুবর্দ্ধন এই দুইটি নাম উল্লিখিত হইরাছে। ডাঃ হোয়াংলি বলেন, প্রশস্তিতে “স এব নরাধিপতিঃ” (this very same sovereign) উৎকীর্ণ করিয়াছে, সুতরাং যশোধর্মণ ও বিষ্ণুবর্দ্ধন অভিন্ন। কিন্তু এই প্রশস্তিতে

যশোধর্মণ ও
বিষ্ণুবর্দ্ধন।

“বিজয়তে অগতীম্ পুনশ্চ ঐবিষ্ণুবর্দ্ধন নরাধিপতিঃ
স এব,” লিখিত আছে। সুতরাং অপর কোনও
প্রশস্তি বা প্রমাণাবলি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত
একটি মাত্র প্রশস্তির উপর নির্ভর করিয়া যশো-

ধর্মণ ও বিষ্ণুবর্দ্ধনকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বা ৫৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুবর্দ্ধনের মন্ত্রী ভ্রাতা দক্ষ একটি কূপ খনন করিয়াছিলেন। ইহাতে যশোধর্মণকে কেবলমাত্র “জনেন্দ্র” বলিয়াই পরিচিত করা হইরাছে। কিন্তু বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রশংসাবাদে প্রশস্তির অনেক স্থান অধিকৃত হইরাছে। প্রশস্তি-দাতা পুরুষাভ্যুত্থানেই বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং তদীয় পূর্বপুরুষগণের সহিত বনিষ্ঠতার আবদ্ধ। যশোধর্মণ সম্বন্ধে লিখিত হইরাছে যে, এই “নরাধিপতি” উত্তর ও পূর্বদিকস্থ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি গণকে পরাজিত করিয়া “রাজাধিরাজ” এবং “পরমেশ্বর” উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন এবং তিনি “ঔলিকর-লাহিত” কীরীট ধারণ করিতেন। যশোধর্মণ ও বিষ্ণুবর্দ্ধন অভিন্ন হইলে বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রশংসাবাদ মধ্যে বিহির কুলের পরাজয় কাহিনী অল্পলিখিত থাকিবার কারণ কি? অবশ্য ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিহির কুলের পরাজয়-ব্যাপার সংঘটিত হইলে প্রশস্তিতে উহা স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিহির কুলের পরাজিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রশস্তির সহিত মহাসেনার প্রশস্তি কুলারগুপ্ত (১৮) ও বঙ্গবর্দ্ধার প্রশস্তি, বৃহৎগুপ্ত এবং দাত্তবিক্রম ইরান

প্রশান্তি এবং শশাঙ্ক ও বাধবরাজের তাম্রশাসন তুলনা করিলে মনে হয়, বিক্রমর্দন যশোধর্মের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন (১) ।

যশোধর্মের বৃদ্ধ সম্রাট বৃন্দগুপ্তের অধীনে তরুণ বয়সে যুদ্ধব্যবসারে প্রবৃত্ত হইরা সৌভাগ্যবলে সাম্রাজ্য সৈনিকের পদ হইতে রাজপদবী লাভে সমর্থ হইরাছিলেন । তরুণ সৈনিক বৃদ্ধ গুপ্ত সম্রাটের পার্শ্বে থাকিয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপী লড়াইয়ে বহুস্থানে অসম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন । “শত শত যুদ্ধে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রাণরক্ষা করতঃ অবশেষে প্রতিষ্ঠানের মহাযুদ্ধে সম্রাট নিহত হইলে যশোধর্ম প্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন ।” কথিত আছে, “বৃন্দগুপ্ত যুগ সময়ে জীবনাহতি প্রদান করিলে মৃত সম্রাটের হস্ত হইতে ইনি সুবর্ণ-নির্মিত গরুড়-ধ্বজ গ্রহণ পূর্বক জলে বাম্প দিরা স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইরাছিলেন । পরে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদেবী বৌদ্ধের পরিচর্যায় স বল-দেহ হন । বৃদ্ধ, অবসর মত এই নবাগত যুবকটিকে তথা-গতের কথা, সন্ধর্মের বিবরণ, প্রাচীন রাজগণের কাহিনী, শ্রবণ করাইতেন । গুপ্তরাজবংশের আধিপত্যকালে আত্মবিচ্ছেদে ও সাহায্যভাবে কিরূপে সন্ধর্মের অবনতি হইরাছিল, শক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, কিরূপে ইহা ক্রমে ক্রমে শক্তিহীন হইরা পড়ে, ভগবান তথাগতের প্রতিষ্ঠিত সাম্য-সংস্থাপক সন্ধর্মের শাখা ভেদ ও শাখা সমূহের কলহ, হীনবান মহাবানের দ্বন্দ্ব, লিচ্ছবী বংশের দৌহিত্র সন্তান হইরাও সমুদ্র গুপ্ত গোপনে সন্ধর্মের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, কিরূপে ব্রাহ্মণগণের প্রতি আন্তরিক যুগা সখে ও উত্তরাপথবাসিগণ, গুপ্তসম্রাটগণের সহায়তার বলীমান ব্রাহ্মণ-

(১) Allan's Catalogue of Indian Coins :—

Gupta dynasties. Page. L v iii .

Fleet's Gupta Inscription no 19.

Indian Antiquary. VI Page 143.

দিগের পদানত হইরাছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া যশোধর্মের স্বয়ং চকল হইরা উঠে, এবং সন্ধর্মের প্রগট্ট-গোরবের পুনরুদ্ধার-সুখা বলবতী হইরা পড়ে । অদ্বা অধ্যবসার এবং অসীম শৌর্যবীর্যের প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইরাছিলেন । ফলে অল্পকাল প্রদেশে এবং মগধে, শুণ্ড রাজগণ তাঁহার অল্পগ্রহপ্রার্থী হইরাছিল, দৌহিত্য ভীমে প্রাগ্জ্যোতিষের শোণিতপিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্মের ভয়ে ভীত হইরা শঙ্কিত চিত্তে, গভীর নিশীথে, পশুহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সন্মোহনে রক্ষা করিত, হিমমণ্ডিত উত্তর দেশীয় পর্বতে, বাসুকাভৃৎ উত্তর মরুদেশে, ধস ও হুণগণ কম্পিত হইত, এবং সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে, পূর্ব সমুদ্র তীরে, হরিষর্গ তালীবন বেষ্টিত মহেন্দ্রগিরির শীর্ষে তাঁহার অয়ত্ত্ব প্রোথিত হইরাছিল ।”

করিদপুর জেলাস্তম্ভের কোটালীপার এবং ষাগরাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত চারিখানি তাম্রশাসনে যথাক্রমে ধৰ্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সম্রাটের দেব নামক “মহারাজাধিরাজ” ত্রয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে (১) । ডাক্তার হোরগলি অনুমান করেন, ধৰ্ম্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ যশোধর্মেরই নামান্তর,

এবং গোপচন্দ্র দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র । বহুবর
 ধৰ্ম্মাদিত্য ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ
 গোপচন্দ্র যুক্তির সাহায্যে এই তাম্রশাসন চতুষ্টয়ই জাল বা কৃত
 শাসন বলিয়া প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইরাছেন

মিঃ পার্জিটার রাখালবাবুর যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইক যে, এই তাম্রশাসনগুলি কৃত্রিম নহে (২) । কিন্তু তর্কসমূহ

(১) Ind. Ant. 1910. P. 193 : J. A. S. B. 1910. P. 429.

(২) Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal.
 Vol. VII. No 8. 1911.

বিষয়ের সুসীমাংশা না হইলেও, এই তাম্রশাসনগুলি হইতে অনেক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে।

প্রথম তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্মাদিত্যের রাজত্বকালে, তদীয় অমুগ্রহে মহারাজ হাগুদত্ত বারক-মণ্ডলের অধীশ্বর রূপে এবং জজাব বারক মণ্ডলের “বিষয়-পতি” পদে সমাসীন ছিলেন।

এই লিপি ধর্মাদিত্যের অথবা হামুদত্তের তৃতীয় রাজ্যাকে উৎকর্ণ হইয়াছিল। “সাধনিক” বাতভোগ, “বিষয় মহত্তর” ইটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচ্চট, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, অনমিত্র, গুণচন্দ্র, কালসখ, কুলস্বামী, ছন্নভ, সত্যচন্দ্র, অর্জুন-বল্ল, কুণ্ডলিগু-পুরঃসর প্রকৃতি বৃন্দের নিকট হইতে পূর্ব সীমান্তবর্তী স্থান সমূহে প্রচলিত রীত্যামুখ্যারী, এবং শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারে “অষ্টক-নবক-নল” দ্বারা অংশ বিভাগ করিয়া ত্রিবিলাতিস্থিত “ক্ষেত্র-কুল্য-বাগত্রয়” দ্বাদশ দীনার মূল্যে ক্রয় করতঃ চন্দ্র-তারাকস্থিতি কাল যাবৎ পরত্নানুগ্রহকাজী হইয়া ভরদ্বাজ সগোত্র বাজসনের এবং বড়দাখ্যারী চন্দ্রস্বামীকে যথাবিধি উদক পূর্বক সম্ভাদান করিয়াছেন।

ধর্মাদিত্যের সময়ের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বারকমণ্ডলের অধীশ্বরের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু “নব্যাবকাশিকের” মহা প্রত্নিহারোপনিক নাগদেবের নাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে মহারাজ হাগুদত্ত বারকমণ্ডল হইতে অপস্থত হইয়াছিলেন, এবং মণ্ডলের শাসনভার মহাপ্রত্নিহারোপনিকের হস্তেই ছাড় ছিল। বিষয়ের “ব্যাপার-কারণের” পদে গোপালস্বামী, নাগদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে বহুদেবস্বামী স্কোষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন প্রমুখ “অধিকরণ মহত্তর” এবং সোম ঘোষ পুরঃসর “বিষয় মহত্তর” দিগের নিকট হইতে পূর্বাঞ্চল প্রচলিত মধ্যদামুখ্যারী এবং পুত্ৰপাল অমৃতত্বিত্র অবধারণানুসারে “প্রকর্তব্যাপারিক কুল্য পরিমিত বীজ বঙ্গনোপযোগীভূমি” দ্বাদশদ্বয় মূল্যে ক্রয় করিয়া দাতাপিতার ও স্বীয় পুণ্য

বুদ্ধিমানসে কাণ-বাজসনের লৌহিত্যগোত্রীয় 'সোমস্বামী' নামক গুণবান্
ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন। প্রথম তাম্রশাসনের ন্যায় এই তাম্রশাসনোক্ত
ভূমি ও "প্রতীত ধৰ্ম্মশীল" শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারেই অষ্টক-নবক
নলদ্বারা অংশীকৃত করা হইয়াছে।

প্রথম তাম্রশাসনখানি মহারাজাধিরাজ শ্রীধৰ্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্য্যকে
উৎকীর্ণ হইয়াছে ; দ্বিতীয় তাম্রশাসন খানিতে কোনও তারিখের উল্লেখ
নাই, কিন্তু উহাও ধৰ্ম্মাদিত্যের রাজত্ব সময়েই প্রস্তুত হইয়াছে। তৃতীয়
খানি মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্রের ঊনবিংশ রাজ্য্যকে উৎকীর্ণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই উভয় তাম্রশাসনেই উপরিক নাগদেব মহাপ্রতি-
হার, ও জ্যেষ্ঠ-কারস্থ নয়সেন অধিকরণ মহন্তর, বলিয়া উক্ত হইয়াছে।
কিন্তু প্রথম তাম্রশাসনে মহারাজ স্থানুদত্ত বারক মণ্ডলের অধীশ্বর বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথমও তৃতীয় তাম্রশাসনে ঘোষচন্দ্র ও অনাচার এই
দুইজনের নাম এবং তিনখানিতেই শিবচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপ-
রোক্ত তিন জনের জীবিতকালেই তাম্রশাসনত্রয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রথম তাম্রশাসনে শিবচন্দ্রের কোনও বিশেষণ নাই, সম্ভবতঃ তৎকালে
তিনি যুবকমাত্র ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে তাহাকে
"প্রতীত ধৰ্ম্মশীল" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তৎকালে শিবচন্দ্র বিখ্যাতী ও ধৰ্ম্মশীল
বলিয়া বারকমণ্ডলে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম তাম্রশাসন
উৎকীর্ণ হইবার পরে দ্বিতীয় তাম্রশাসন এবং তাহার পরে তৃতীয় তাম্রশাসন
খানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

মিঃ পার্জিটার অনুমান করেন ;—

১। ধৰ্ম্মাদিত্য কিঙ্কিন্যু চন্দ্রিশ বৎসর পূর্বাঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন।

২। প্রথম তাম্রশাসন তদীয় তৃতীয় রাজ্য্যকে এবং দ্বিতীয় খানি
তদীয় রাজত্বের প্রায় শেষ সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

৩। ধর্মাদিত্যের পরেই গোপচন্দ্রের আবির্ভাব হয় ; এতদন্তরায়ের মধ্যে অপর কোনও রাজা কর্তৃক পূর্বাঞ্চল শাসিত হয় নাই ; অথবা হইলেও, তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল ।

ডাঃ হোরগ্‌লি ধর্মাদিত্য ও যশোধর্মন অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন । “যশোধর্মন ৫২৫—৫২৯ খৃঃ অব্দ মধ্যেই দিগ্বিজয় সম্পন্ন করিয়া ৫২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন ; সুতরাং পূর্বাঞ্চলে তাঁহার রাজত্ব ৫২৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইরাছিল অনুমান করা অসঙ্গত নহে । তাহা হইলে প্রথম তাম্রশাসন ৫৩১ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ হইরাছিল বলিয়া অনুমান করা বাইতে পারে । তাঁহার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর ধরিলে ৫৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়, সুতরাং দ্বিতীয় তাম্রশাসন ৫৬৭ খৃঃ অব্দের পরে উৎকীর্ণ হইরাছিল না । ৫৬৮ খৃঃ অব্দ গোপচন্দ্রের রাজ্যারম্ভের সন অনুমান করিলে তদীয় উননিংশ রাজ্যাব্দে অর্থাৎ ৫৮৬ খৃঃ অব্দে তৃতীয় তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইরাছিল ।”

কিন্তু ধর্মাদিত্য ও যশোধর্মনকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ অতাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । “বিক্রমাদিত্য,” “শ্রীমহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য,” “বালাদিত্য,” “ক্রমাদিত্য,” “প্রকাশাদিত্য,” “চন্দ্রাদিত্য,” “নরেন্দ্রাদিত্য,” “দাবশাদিত্য” প্রভৃতি “আদিত্য”-শব্দ সংযুক্ত উপাধি গুপ্তরাজগণেরই প্রিয় ছিল । সুতরাং পরবর্তী গুপ্তরাজগণমধ্যেই হরত কেহ “ধর্মাদিত্য” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । মালবাধিপতি যশোধর্মন সম্ভবতঃ ধর্মাদিত্যকে পরাজিত করিয়াই “লৌহিত্যনদের উপকণ্ঠে” বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইরাছিলেন । যশোধর্মনের আত্মদায়ের পূর্বে ধর্মাদিত্য সমুদয় প্রাচ্য ভারত অধিকার করিয়া “মহারাজাধিরাজ” “পরম জ্যেষ্ঠরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

ডাক্তার হোরগ্‌লির মতে গোবীচন্দ্র বা গোপিচন্দ্র এবং গোপচন্দ্র

অভিন্ন । এই গোপিচন্দ্রের উল্লেখ লামা তারানাথের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় । তাহাতে গোপিচন্দ্র বালাদিত্যের পৌত্র এবং সম্রাট দ্বিতীয় কুমার শুভের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় কুমার শুভই বশোধর্ম্মনের নিকটে পরাজিত হন । বশোধর্ম্মনের রাজত্বের শেষভাগে হরত গোপচন্দ্র তাঁহার স্নেহকর হইতে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার কাড়িয়া লইয়াছিলেন ।

বাগ্‌রাহাটীর তাম্রশাসন * পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উহা মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচার দেবের রাজ্যত্বের চতুর্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল । ঐ সময়ে উপরিক জীবদত্ত নব্যাধ-
সমাচার দেব

কাশিস্থিত সুবর্ণবোধ্যের অন্তরঙ্গপদে এবং পবিত্রক বারক মণ্ডলের বিষয় পতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । বর্তমান কাল পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহের হইতে এই তাম্রশাসন খানিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় +—

(১) রাজা ভূমি দান করেন নাই বা ভূমি দানে সম্মতি প্রদান করেন নাই ।

(২) কে ভূমি দান করিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত হয় নাই ।

(৩) এই তাম্রশাসনে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীর নাম লিখিত আছে । দান সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রচার কালে রাজকর্ম্মচারীদিগের নাম লিখিত হয় না ।

(৪) চতুর্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারীগণের নাম করা হইয়াছে, অল্পমান, হুপ্রতীক স্বামী তাহাদিগকে দানের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় হুপ্রতীক স্বামীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । এই স্থানে পদটি মধ্যস্থ । সম্ভবতঃ হুপ্রতীক স্বামীই

এই তাত্রপট্টোন্মিষিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভূমি-গৃহীতা বলিতেছেন, “বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাচ্চির বসমখিল ভূখণ্ডলক বলিচক্সত্র প্রবর্তনীয়”, অর্থাৎ আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে বজাদির প্রবর্তন করিব।” এরূপ উক্তি অভিনব, এ পর্য্যন্ত কোনও তাত্র-শাসনেই এরূপ কথাই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের জায় সমাচার দেবকে পরম ভট্টারক বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহাকে স্রুধু মহারাজাধিরাজই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় তাত্রশাসনের সময় হইতেই স্থানীয় রাজগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থানীয়রাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন প্রাগজ্যোতিষপুর হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্রাধিপতি ছিলেন (১)। স্রুতরাং পূর্ববঙ্গে তখন তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্বাঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করিতে নিশ্চয়ই কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সমগ্র উত্তর ভারত জয় করিবার পরে, ৬২৫ খৃষ্টাব্দ অব্দে তিনি পূর্বাঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। তিনি ৬৪৬/৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (২)। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল; এই সময়েই হয়ত পূর্ববঙ্গের স্থানীয় রাজগণ পুনরায় স্বাধীনতার দৃশুভি বাজাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের পূর্বাঞ্চল জয় করিবার পূর্বেও পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন নরপতি বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদিগকে

(১) Harsa, when at the height of his power, exercised a certain amount of control as suzerain over the whole of Bengal, even as far east as the distant kingdom of Kamrupa or Assam, and seems to have possessed full sovereign authority over western and central Bengal—Vincent Smith's Early History of India, 2nd. Ed. p. 366.

(২) J. A. S. B., August, 1911.

জর করিয়াই তিনি তাঁহার একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং সম্রাটর দেবের আবির্ভাব সপ্তম-শতাব্দের প্রথমপাদে, হর্বর্ডসেনের অত্যা-
দয়ের পূর্বে, অথবা ঐ শতাব্দের চতুর্থপাদে তদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে,
সংঘটিত হইয়াছিল। তাম্র শাসনে উৎকীর্ণ লিপিসালা দৃষ্টে মিঃ পার্জিটার
সম্রাটর দেবের আবির্ভাব কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে, হর্বর্ডসেনের
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বলিয়া অনুমান করেন।

চারিখানি তাম্রশাসনেই রাজমুদ্রা মুদ্রিত ছিল। প্রথম তিনখানিতে
রাজমুদ্রা বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ খানির রাজমুদ্রা বিলুপ্ত হইয়াছে।
এই রাজমুদ্রা গোলাকৃতি এবং মধ্যদেশে দুইটা সমান্তরাল রেখা দ্বারা
অসমান রূপে বিভক্ত হইয়াছে। উপরার্দ্ধে রাজমুদ্রার-চিহ্ন অঙ্কিত এবং
নিম্নার্দ্ধে “বারক মণ্ডল বিষয়াধিকরণস্ত” লিখিত আছে। উপরার্দ্ধের দুই
দিকে দুইটা বৃক্ষ এবং তন্মধ্যবর্তী স্থানে পদ্ম-পুষ্প ও মৃগাল-বিজড়িত একটা
জীমূর্তি (লক্ষী ?) দণ্ডায়মান, ও দুইপার্শ্ব হইতে করিষয় ইহার মস্তকো-
পরি সলিল সিক্ত করিতেছে। এই রাজমুদ্রা, মজঃকরপুর জেলাভূগত-
বসড় নামক স্থানে ডাঃ ব্লক কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রাচীন গুপ্তরাজগণের রাজ-
মুদ্রার প্রায় অনুরূপ। ইহা বারক মণ্ডল বিষয়াধিপতির রাজমুদ্রা।
খ্রিষ্টপূরাতে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন ব্যতীত এ পর্যন্ত অপর কোনও
তাম্রশাসনেই রাজকর্মচারীগণের রাজমুদ্রা অঙ্কিত হয় নাই। সম্ভবতঃ
গুপ্তরাজগণের সময়ে বারক মণ্ডলের বিষয়াধিপতির এই রাজমুদ্রা
ছিল, এবং বিষয়াধিপতির মৃত্যু হইলে উহা তদীয় অধস্তন পুরুষগণের হস্ত-
গত হয়; গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে কিয়ৎকাল পর্যন্ত ইহাই বারক-
মণ্ডলে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল। স্থানীয়-রাজগণের
সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলে গুপ্ত-রাজগণের কর্মচারিবৃন্দের অধস্তন পুরুষগণের
প্রভাব পুনরায় বহুদেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। গুপ্ত রাজগণের সময়ে

ঠাহাদিগের কোন কোন রাজকীর কার্যে কর্মচারিগণ বংশপরম্পরায় নিযুক্ত থাকিতেন (১) ।

এই সময়ে বঙ্গদেশ কতিপয় মণ্ডলে এবং মণ্ডলগুলি কতিপয় বিষয়ে বিভক্ত ছিল। মোসলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি পরগণার পরিণত হইয়াছিল; কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটা বিষয় হইত ।

প্রথম তান্ত্রশাসনে দৃষ্ট হয়, তৎকালে বারক মণ্ডল মহারাজ হাণ্ডুভৈরব দ্বারা শাসিত হইত; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তান্ত্রশাসনের সময়ে মহারাজের পদ বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং উপরিক নাগদেব কর্তৃক উহার শাসন কার্য্য নির্বাহ হইত। তিনি মহাপ্রতীহার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রতীহার শব্দে দ্বারপাল বুঝায় (“chief warder of the gate”), কিন্তু তৃতীয় তান্ত্রশাসনে মহাপ্রতীহার শব্দের বিশ্লেষণ করিয়া “মূল জিন্নামাত্য” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মণ্ডলান্তর্গত বিষয় গুলি একজন বিষয় পত্নির অধীনে অথবা অধিকরণ (a Board of officials) দ্বারা শাসিত হইত। অধিকরণের অধীনে সাধনিক, ব্যাপারকারগুরু (বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যের পরিদর্শক), মহন্তর, পুস্তপাল, কুলবার প্রভৃতি ছিল।

পুস্তপালের পদ মহন্তরদিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমি-জমার বিবরণ-সম্বলিত কাগজ-পত্রাদির রক্ষক ছিলেন। ব্রাহ্মণকেও অধিকরণিক ও মহন্তর দিগের নিকট আবেদন করিয়া ও উপযুক্ত মূল্য দিয়া জমি খরিদ করিতে হইত।

(১) প্রথম কুমার গুপ্তের রাজ্যকালে (১১৭ খৃষ্ট-সংবৎ বা ৪৩৫—৩৬ খৃষ্টাব্দে) ঐংকীর্ণ শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, পৃথিবী সেন নামের জনৈক ব্রাহ্মণ শৈলেশ্বর নামক মহাদেবের পদপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীসেন মহাদেবের উদ্দেশ্যে কিকিৎ দান করিয়াছিলেন। এই পৃথিবীসেন প্রথমে প্রথমকুমার গুপ্তের মন্ত্রী ও কুমারামাত্য এবং পরে প্রথম সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন।

নদী-মাতৃক পূর্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য প্রধানতঃ অর্ণবপোত দ্বারা হই সম্পন্ন হইত। বাণিজ্যাদি কার্য পরিদর্শন জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, উহার পরিচালনার ভার “ব্যাপার-কারণ্ডের” হস্তে ভ্রত ছিল ; তাহার অধীনে ব্যাপারগণ্ড পদ ছিল। ব্যাপার কারণ্ড হইতে সাধনিকের পদ উচ্চতর ছিল। কারণ প্রথম ভাস্করশাসনে সাধনিক ভূমিদাতা এবং ২য় ও ৩য় শাসনের দাতা “ব্যাপার” কর্মচারীগণ ; উহার ভূমিক্রয়ের জন্য অধিকরণ ও মহত্তরের নিকট প্রার্থী হইরাছিল কিন্তু সাধনিক কেবলমাত্র মহত্তরের নিকটেই প্রার্থী হইয়া শাসনে রাজসূত্রা আকৃতি করাইতে সমর্থ হইরাছিল। আবার ভূমি ক্রয় কালে সাধনিক বলিতেছেন “ইচ্ছাম্যহং ভবতাং সকাশাৎ”, কিন্তু ব্যাপার কারণ্ডের গোপাল স্বামী “সাদর মতিগম্য” বলিতেছেন, ইচ্ছেরম্ ভবতাং প্রসাদাৎ।”

ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব, মহারাজাধিরাজ বলিয়া পরিচিত হইলেও “মণ্ডল” বা “বিবরের” শাসন কার্যে “উপরিক” গণই সর্বসর্কা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই “উপরিক” গণও মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত হইতেন ; বারক মণ্ডলের উপরিক স্থাপনত্বকে আমরা মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। ধর্মাদিত্যের অপর ভাস্করশাসনে নাগদেব “মহাপ্রতি-হারোপরিক” বলিয়া পরিচিত। উক্ত ভাস্করশাসন আলোচনা করিলে “মহারাজ” ও “মহাপ্রতিহারোপরিক” এই দুইটি বিরূপ পৃথক হইলেও উভয়ের তুল্যাধিকার ছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। ধর্মাদিত্যের সময়ে, নাগদেবকে আমরা “মহাপ্রতিহারোপরিক” রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই ; কিন্তু গোপচন্দ্রের সময়ে, নাগদেব “মহাপ্রতিহার-ব্যাপারগণ্ড-খত-মূল-ক্রিয়ামাত্য” পদে সমাসীন। “মুখক্রিয়ামাত্য” শব্দ সর্বপ্রধান মন্ত্রপদ বাচ্য কিনা, তাহা বিবেচ্য। মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের শাসনকালে জীবদত্ত সুবর্ণ বীজি অধ্যক্ষ এবং অন্তরমো-

পরিক অর্থাৎ গুপ্ত মন্ত্রণা সচিবগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইরাছে যে, এই উপরিকগণই প্রাদেশিক শাসনকর্তা, এক কিম্ব-পতিগণ স্থানীয় শাসনকর্তা ছিলেন। ধর্মাদিত্যের সময়ে, বারক-মণ্ডলে জজাব, এবং সমাচার দেবের সময়ে, পবিত্রক বিষয়-পতিপদে সমাসীন ছিলেন। গোপচন্দ্রের সময়ে কে বিষয়পতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা জানা যায় না; সম্ভবতঃ নাগদেবই উপরিক ও বিষয়পতির কার্য নির্বাহ করিতেন। অধিকরণ বিভাগে, ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র এই উভয়ের শাসন সময়েই, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নরসেন প্রধান অধিকরণিক বা বিচারপতি ছিলেন। সমাচার দেবের সময়ের তান্ত্রশাসনে দানুক-জ্যেষ্ঠাধিকরণিক বা প্রধান বিচারপতি পদে আসীন ছিলেন।

তান্ত্রশাসনে শিবচন্দ্রের হস্তের পরিমাপানুসারে ভূমির পরিমাপ করা হইরাছিল বলিয়া লিখিত আছে; শিবচন্দ্রকে ১৮ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কার্যাক্রম বলিয়া অনুমান করিয়া লইলে, প্রথম ও তৃতীয় তান্ত্রশাসনের সময়ের পার্থক্য ৫২ বৎসরের অধিক হয় না, বরং ৩০।৪৫ বৎসরও হইতে পারে। প্রথম এবং তৃতীয় তান্ত্রশাসনে অনাচার এবং ঘোষচন্দ্র নামক মহন্তর ঘরের নামও উল্লিখিত হইরাছে; সুতরাং ইহাদিগের প্রতি ও উপরোক্ত যুক্তিই প্রযুক্ত। অতএব ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্য্যক হইতে গোপচন্দ্রের ঊনবিংশ রাজ্য্যক পর্য্যন্ত, ৫২ বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়া ছিলনা, ইহা অনুমান করা বাইতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তান্ত্রশাসনে শিবচন্দ্রকে “প্রাচীন ধর্মশীল” বলা হইরাছে; কিন্তু প্রথম শাসনে শিবচন্দ্রের কোনও বিশেষণ নাই। প্রথম তান্ত্রশাসন উৎকীর্ণ হইবার সময়ে শিবচন্দ্রের সততা সন্ধে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, বোধ হইতেছে; সুতরাং প্রথম তান্ত্রশাসন শিবচন্দ্রের জীবন সময়ে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তান্ত্রশাসন তাহার পরগত বরসে

উৎকীর্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই । ইহা দ্বারা আরও দেখিতেছি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শাসনের পার্ধক্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনের সময়ের পার্ধক্য অপেক্ষা বেশী । দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাসনে অধিকরণ-মহত্তর, জ্যোত্কারহ নর সেনের নাম উল্লিখিত হওয়ার আমাদের উপরোক্ত অনুমান সমর্থিত হইতেছে । তৃতীয় তাম্রশাসন গোপ-চন্দ্রের ১২শ রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয় খানি ধর্মাদিত্যের কোনও অনির্দিষ্ট রাজ্যাব্দে প্রস্তুত হইয়াছে । সুতরাং এই উভয় তাম্রশাসনের সময়ের পার্ধক্য ১২ বৎসরের কম হইতে পারে না ; বরঞ্চ কিছু বেশী হওয়ারও অসম্ভব নহে । কিন্তু এই পার্ধক্য ১২ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইতেও পারে না, যেহেতু উভয় তাম্রশাসনের সময়েই “জ্যোত্কারহ” নরসেনকে আমরা অধিকরণ মহত্তর পদে সমাসীন দেখিতে পাইতেছি । সুতরাং দ্বিতীয় তাম্রশাসন সম্ভবতঃ ধর্মাদিত্যের রাজত্বের শেষ সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ; এবং ধর্মাদিত্যের পরে এবং গোপচন্দ্রের পূর্বে যদি অপর কোনও রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করা যার তথাপি তাঁহার রাজত্ব যে দীর্ঘকাল দ্বারী হইয়া ছিল না, ইহা অনিশ্চিত ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে “নব্যাবকাশিকারাম্” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । মিঃ পার্জিটার বলেন এই শব্দটি (নব্য + অবকাশিক) এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে । তিনি উহা একটি স্থানের নাম (সম্ভবতঃ বারকমণ্ডলের রাজধানী) বলিয়া অনুমান করেন । কিন্তু মিঃ হোরণ্গির মতে, নব্যাবকাশিক কোনও স্থানের নাম হইতে পারে না । তিনি বলেন, সম্ভবতঃ এই শব্দটি দ্বারা “অভিনব অরাজকতার সময়” হুচিত হইয়াছে । এই শব্দটি, দ্বিতীয় তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্যের রাজত্ব সময়ে, এবং তৃতীয় তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ গোপ চন্দ্রের রাজ্যকালেও উল্লিখিত হইয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে “মহারাজাধিরাজের” অভাব হইয়া

অরাজকতা উপস্থিত হয় নাই। উপরোক্ত উভয় সময়েই উপরিক নাগদেব কর্তৃক বারকমণ্ডল শাসিত হইত। সুতরাং প্রাদেশিক শাসন কর্তার পদও শূন্য হইরাছিল না। প্রথম তাম্রশাসনে মহারাজ হাণুদত্তকে আমরা বারকমণ্ডলে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রশাসনে “মহাপ্রতিহারোপরিক” এবং “মহাপ্রতিহার-ব্যাপারাগ্ণ্য-দ্ব্যতমূল ক্রিয়ামাত্য-উপরিক” কর্তৃক “মহারাজের” স্থান অধিকৃত হইরাছে। হয়ত, মহারাজ হাণুদত্তের মৃত্যু হইলে, তৎপরে প্রতিষ্ঠিত নূতন মহারাজা সেই সময়ে শৈশবও অতিক্রম করেন নাই, সুতরাং মন্ত্রী কর্তৃকই মণ্ডল শাসিত হইত। কিন্তু চতুর্থ তাম্রশাসনেও “নব্যাব কাশিকারাম্” শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায়, এই অনুমানের পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থ তাম্রশাসনে মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবকে সম্রাট পদে বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহাতে উক্ত হইরাছে যে, মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের “চরণ-কমল-মুগল” আরাধনা করিয়া উপরিক জীবদত্ত নব্যাবকাশিকার স্ববর্ণবোধ্যের অন্তরঙ্গ-পদে, এবং উক্ত উপরিক জীবদত্তের অনুমোদন-ক্রমে পবিত্রক বারক-মণ্ডলের বিষয় পতি পদে, অধিষ্ঠিত হইরাছিলেন (১)। এই তাম্রশাসনে, নব্যাব কাশিক শব্দটি যে কোনও স্থানের নাম স্বরূপেই ব্যবহৃত হইরাছে, তাহা না হইলে অর্ধবোধ ও সঙ্গতি রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ এই তাম্রশাসন খানি সমাচার দেবের চতুর্দশ রাজ্যকে উৎকীর্ণ। সুতরাং এই তাম্রশাসন খানি তৃতীয় তাম্রশাসনের অন্ততঃ ১৪ বৎসর পরেই প্রস্তুত হইরাছে। অতএব দেখা বাইতেছে যে, দ্বিতীয় তাম্রশাসন ও চতুর্থ তাম্রশাসনের সময়ের পার্থক্য

(১) : “এতচ্চরণ-করল (কমল ?)-মুগলারাদনোপান্ত নব্যাবকাশিকারাম্-স্ববর্ণবোধ্যবিকৃতান্তরঙ্গ উপরিক জীবদত্তদত্তনোদিতকবারক-মণ্ডলে বিষয়-পতিঃ পদে-পতিঃ” &c. &c.

অন্য (১১ + ১৪) ৩৩ বৎসর । তাহা হইলে “নব্য” শব্দটির আর সার্থকতা কোথায় ? এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া বোধ হয়, “নব্যাবকাশিক” বারকমণ্ডলের রাজধানী ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না ।

৩০০ খৃষ্টাব্দে বা ৬২৯—৬৩০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ গজ্ঞাম-তাত্রাশাসনে শশাঙ্ককে “চতুরদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন সর্দীপ গিরিপত্তনবতী বহুব্রহ্মরার” সম্রাট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । ইহা অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয় । ষষ্ঠশতাব্দীর শেষ ভাগে, যে স্রবোগে পশ্চিমদিকে স্থানীখরের প্রভাকর বর্দ্ধন এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্রবোগে গোড়াধিপ শশাঙ্ক পূর্বদিকে “লৌহিত্য-নদের উপকণ্ঠ হইতে

শশাঙ্ক

৬০০—৬২৫

গহন-তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া গোড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন” (১) । শশাঙ্কের বহুমুদ্রা বাঙ্গালার নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে কতক গুলিতে “শশাঙ্ক” এবং কতকগুলিতে “নরেন্দ্রগুপ্ত” নাম লিখিত আছে । ডাক্তার বুলার বলেন, তিনি হর্ষ চরিতের একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে নরেন্দ্র গুপ্ত নাম দেখিয়াছেন ; তাহা হইলে শশাঙ্কের অপর নাম যে নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তিনি যে গুপ্ত বংশ সম্ভূত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । গুপ্তরাজ-বংশের কোনও খোদিত লিপিতে শশাঙ্কের বা নরেন্দ্র গুপ্তের নাম বা বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত হয় নাই । মগধের গুপ্ত রাজবংশের মাধব গুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন । “উত্তরকালে যদি কখনও শশাঙ্কের বংশ পরিচয় আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মগধরাজ্যে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত মাধবগুপ্তের পূর্ববর্তী রাজা । অনেক সময়ে জ্যেষ্ঠ অপুত্রক

মৃত হইলে বা কনিষ্ঠ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে কনিষ্ঠের বা তৎসংশীয় গণের রাজ্যকালীন উৎকীর্ণ লিপিতে জ্যেষ্ঠের নাম পাওয়া যায় না (১)।

“ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, স্থানীশ্বরের (থানেশ্বরের) অধিপতি প্রভাকর বর্দ্ধন উত্তরা পথের পশ্চিম ভাগে স্থায়ী প্রাধান্য স্থাপন এবং “মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর বর্দ্ধন সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, উত্তরাপথের সার্কভৌম নৃপতির পদলাভের জন্ত ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। প্রভাকর বর্দ্ধনের জামাতা মোখরী গ্রহবর্মা পাঞ্চালের রাজধানী কান্তকুজের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, মালব হইতে দেবগুপ্ত (?) সসৈন্তে কান্তকুজাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। মালবরাজ কান্তকুজে উপন্যস্ত হইয়া, যুদ্ধে গ্রহবর্মাাকে নিহত এবং রাজপুরী অধিকৃত করিয়া, তদীয়পত্নী, স্থানীশ্বর রাজহুহিতা রাজ্যত্রীকে, লোহশৃঙ্খলাবদ্ধ চরণে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই দুঃসংবাদ পাইবামাত্র, প্রভাকর বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য বর্দ্ধন দশ-সহস্র অশ্বরোহী লইয়া, মালব-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া, সহজেই মালব সৈন্তের পরাভব সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিজয়ের শ্রান্তিদূর হইতে না হইতেই, ভগিনীর কারামোচনের পূর্বেই, তিনি প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই অভিনব প্রতিদ্বন্দ্বী গোড়াধিপ শশাঙ্ক। “যিনি স্থায়ী রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ হইতে কান্তকুজ জয়ার্থ যাত্রা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে” (২)।

(১) প্রবাসী কালিক ১৩১২।

(২) গোড় রাজ মালা ৬---৭ পৃষ্ঠা

রাজ্য বর্দ্ধনের হত্যা এবং বোধি দ্রুম নাশ এই দুইটী কলঙ্ক কাগিনা শশাঙ্কের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়রাজ মালার লেখক, বিবিধ যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, এই উভয় অভিযোগই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। তাণ্ডীর, “দেবভূয়ম্ গতে দেবে রাজ্য-বর্দ্ধনে গুপ্ত নামা চ গৃহীতে কুশ স্থলে,” উক্তি হইতে মনে হয় যে রাজ্য-বর্দ্ধনের হত্যাকারী গুপ্ত নামধের কোন গোড়াধিপ। পরে এই গুপ্তকে “কুল পুত্র” নামে অভিহিত করা হইয়াছে ; স্মৃতরাং ইনি শশাঙ্ক হইতে অভিন্ন হইতে পারেন না। অথবা “শশাঙ্ক হস্তত আশ্রয়রক্ষার জ্ঞাত রাজ্য-বর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন, হস্তত পিতৃরাজ্য রক্ষার্থ গুপ্ত-বংশ-সম্ভূত রাজ-গণের চিরশত্রু স্থানীশ্বরাধিপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ গোড়ের স্বাধীনতা রক্ষার জ্ঞাতই অতিবাহিত হইয়াছিল। হর্ষ বর্দ্ধনের সিংহাসন প্রাপ্তির ছয় বৎসর কাল মধ্যে শশাঙ্ক বিজিত হন নাই। হর্ষের রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষ পরেও শশাঙ্ক সম্রাট বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। স্থানীশ্বরের অগণিত সেনা তাহাকে গোড়বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেও পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও তিনি স্বীয় গর্বোন্নত মস্তক অবনত করেন নাই (১)।”

অপসড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের সংসর্গ কামনা করিয়াছিলেন (২)। এই মাধব গুপ্তই হস্ত শশাঙ্কের দুর্দশার কারণ।

(১) প্রবাসী কান্তিক ১৩০২।

(২) “আজ্ঞো ময়া বিনিহতা বলিনো দিশস্ত্বে

কৃত্যং ন মেত্যপরমিত্যবধার্য্য বীরঃ

শ্রীহর্ষদেব নিজ সঙ্গম বাহুয়া চ” * * *

অদৃষ্টনেমীর আবর্তনে আর্থাবর্ত ও দক্ষিণাপথে যে সমুদয় রাজবংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসবিশেষ গ্রহণ করিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের অধঃপতন আরম্ভ হইল। বহুদূরে, প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্রে, স্থানীশ্বরের গৌরব-

হর্ষ বর্দ্ধন ।

৬০৬—৬৪৭

ভাস্কর সমুদিত হইতেছিল। তখনও গুপ্ত রাজগণ সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। গুপ্ত বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া জয়বর্দ্ধন ধন্য হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রতাপে হিমালী মণ্ডিত শিখরে বাসিয়া কাঞ্চোজ-রাজ ভয়ে কম্পিত হইতেন। পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত, হিমাচলের পাদদেশ হইতে নর্মদাতীর পর্য্যন্ত, হর্ষবর্দ্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে প্রজাপুঞ্জের প্রিয়কার্য সাধন নিমিত্ত অরতিভবনে প্রাগত্যগ করিলে (১) তদীয় কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন পঞ্চসহস্র হস্তী, দ্বিসহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ গোড় সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন (২)। কিন্তু ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়াও “চতুর্দধি-সলিল-বীচি-মেথলা-নিলীন-সদীপ-গরিপত্তন-বতী-বসু-দ্ধরার অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ” শশাঙ্কের (৩) বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যে তদীয় সাম্রাজ্য “পঞ্চ ভারত” বিজেতা হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হিমালয় হইতে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ, মালব, গুজ্জর এবং সৌরাষ্ট্র রাজ্য লইয়া তাঁহার সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পশ্চিমে, জামাতা বলভী-

(১) “উৎখায় বিঘতো বিজিত্য বহুধাক্ষুষা প্রজানাং প্রিয়ঃ
প্রাণানুজ্জ্বিতবানরাতি ভবনে সত্যানুরোধেন যঃ ।”

Banskhera Plate of Harsha. Epi. Indica vol IV.

(২) Beal's Records vol I Page 213.

(৩) Epi. Indica vol VI. Page 143.

পতি এবং পূর্বে কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্মাও তাঁহার শাসন মাত্ৰ করিয়া চলিতেন । সুতরাং সমতট ও বঙ্গ যে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে ।

শ্রীহর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্ট তাঁহার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । ইউয়ান চোয়াং বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপি এবং কর্ণসুবর্ণের বিবরণে তথাকার কোনও নৃপতির নাম উল্লেখ করেন নাই । সম্ভবতঃ সমতট প্রভৃতির প্রাচীন রাজবংশ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল (১) । ইউয়ান চোয়াংএর বিবরণী হইতে জানা যান যান, ৬৪৮ খৃঃঅব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল ।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সমতট রাজ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—“সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের তীরবর্তী ; ভূমি নিম্ন ও উর্বরা । রাজধানী চক্রাকারে ২০ লি বা ৪ মাইল । ভূমি রীতি মত কষিত হয়, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে । সর্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায় । জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার ব্যবহার প্রীতিপ্রদ । সমতটবাসীরা স্বভাবতঃ কষ্ট সহিষ্ণু, ক্রুদ্ধকায় ও ক্রমবর্ণ । তাহারা বিছামুরাগী, সকলে যত্ন সহকারে বিছা উপার্জন করে । সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধর্ম (হিন্দুধর্ম) উভয়ধর্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে । এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন । ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত । সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেব মন্দির বিদ্যমান আছে । ইহার প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহ উপাসনা করে । নিগ্রহ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । নগর

হইতে অনতিদূরে অশোক নির্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিত্র বর্তমান রহিয়াছে। ঐ স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্তি আটফিট উচ্চ। সমতট হইতে ৯০০ লি বা ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ।

দৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর গুরু অধিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, বহুদূর দেশেও তাঁহার যশোরশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে ইনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মগধরাজ্য উপনীত হইয়া নালন্দা সংঘারামে আচার্য্য ধর্মপাল বোধি-সম্বের সহিত ইহার সাক্ষাৎকার হয়। এই

আচার্য্যের মুখে জটিল ধর্মশাস্ত্রের প্রাজ্ঞল ব্যাখ্যা
 শীলভদ্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন
 করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি দুইরূপ সমস্তা

সমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। এইরূপে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলী-মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূর দেশান্তরেও তাঁহার প্রাধিক্স স্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের একজন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত দিথিজয় নানসে মগধে উপনীত হইয়াছিল। ভারতীর প্রিয়-নিকেতন নালন্দা সংঘারামের আচার্য্য ধর্মপাল বোধি-সম্বের যশোগৌরবের খ্যাতি স্মদূর দাক্ষিণাত্যেও শ্রুত হইত। এজন্ত এই পণ্ডিত প্রবরের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে অসুখা পরবশ হইয়া, ইনি দুর্গম গিরিকন্দর ও নদনদী সমাকুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দিগন্ত-বিশ্রুত-কীর্তি আচার্য্য প্রবরের সহিত

তর্ক যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মগধ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর সভায় উপনীত হইয়া বলিলেন, “আমি দাক্ষিণাত্যবাসী, এই রাজ্যের একজন অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন মনীষীর বিষয় শ্রুত হইয়াছি; আমি “অব্র, তথাপি তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।” এই বাক্য শ্রবণ কবিয়া মগধরাজ বলিলেন, “হাঁ, এখানে অশেষ মনীষা সম্পন্ন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন বটে।” এই কথা বলিয়াই রাজা আচার্য্য ধর্মপালের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, “দাক্ষিণাত্যবাসী একজন পণ্ডিত বহুদূর দেশান্তর হইতে আপনার সহিত শাস্ত্রের বিচার করিতে এইস্থানে আগমন করিয়াছেন, আপনি অমুগ্রহ পূর্বক রাজসভায় আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবেন কি?” আচার্য্য ধর্মপাল মগধরাজের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া, অগোণে রাজসমীপে উপনীত হইবার জন্ত উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে তদীয় প্রধান শিষ্য শীলভদ্র-প্রমুখ অপরোপার শিষ্য-মণ্ডলী তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। প্রধান শিষ্য শীলভদ্র বিনয়নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুরুদেব আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছেন?” ধর্মপাল উত্তর করিলেন, “জ্ঞান-সূর্য্য অন্তর্মিত হইবার পর (অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তদীয় প্রচারিত ধর্মমতের একটি মাত্র প্রদীপ ধীরভাবে জলিতেছে, ধর্ম-বিরোধী পণ্ডিত-কীট-সমূহ মেঘখণ্ডের ন্যায় উদিত হইয়াছে, সুতরাং আমি উহার একটিকে তর্কযুদ্ধে ধ্বংস করিবার জন্য যাইতেছি।”

শীলভদ্র গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আমি নানাপ্রকার শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিয়াছি, এই বিধর্মীকে পরাভূত করিবার জন্য আমাকেই অমুমতি প্রদান করুন।” আচার্য্য ধর্মপাল শীলভদ্রের পূর্ব-বিবরণ শুনয় পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অমুমতি করিলেন। কিন্তু এই সময়ে শীলভদ্রের বয়ঃক্রম

ত্রিংশৎ বৎসর মাত্র হইয়াছিল, এজন্য শিষ্টমণ্ডলী তাঁহার নবীন বয়স এবং ইনি একাকী এই বিষয় তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন কিনা, এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং ভদীয় প্রাজ্ঞতা সৎক্ষেপে সন্দিহান হইয়া ক্ষুণ্ণ হন। আচার্য্য ধর্মপাল তাহাদিগের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন, “কোনও ব্যক্তির ধীশক্তির পরিমাণ করিবার সময় তাঁহার কয়টি দস্ত উদগত হইয়াছে তাহার নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক। আমি সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে শীলভদ্র এই বিধর্মীকে পরাহৃত করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার যথেষ্ট মানসিক বল আছে।”

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সে তর্ক-যুদ্ধ দেখিবার জন্য নানা দূর দেশান্তর হইতে যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। প্রথমতঃ দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত বিবিধ কূট-যুক্তিঞ্জাল বিস্তার করিয়া জলদ-গস্তীর-যেরে স্বীয় মত সকলের ব্যাখ্যা করেন। তারপর শীলভদ্র অপূর্ব যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতীদ্বন্দ্বীর সমুদয় মত বাদ খণ্ডন করিয়া দেন। তখন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হন।

“মগধাধিপতি শীলভদ্রের জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ একখানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু শীলভদ্র রাজদত্ত এই দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই, সে অল্পেই সন্তুষ্ট, এবং স্বীয় পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ; সুতরাং গ্রাম লইয়া আমি কি করিব?” ইহাতে মগধরাজ উত্তর করেন, “ধর্মরাজের তিরোভাব হইয়াছে, জ্ঞান-তরঙ্গী তরঙ্গে পতিত হইয়াছে; যদি এই সময় পণ্ডিতও মূর্খে পাথক্য না থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে ধর্মপথে গমনকালে উৎসাহ প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতএব প্রার্থনা করি, এই দান গ্রহণ করুন।” অতঃপর

শীলভদ্র নিরাপত্তিতে ঐ দান গ্রহণ করিয়া একটি সুবিশাল সংঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমুদয় আয় ত্রুত করিয়া দেন। এই সংঘারাম “শীলভদ্রের সংঘারাম” নামে পরিচিত ছিল। এই স্থান “গুণমতির বিহার” হইতে ২০ লি বা ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, এবং গয়া হইতে ৪০।৫০ লি বা ১০।১২ মাইল উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা চৈনিক শ্রমণ ইউয়ান চোয়াংকে তদীয় রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তিনবার তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে স্বীয় গুরু শীলভদ্রের উপদেশে তথায় যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের পঞ্চথণ্ড হইতে আবিষ্কৃত কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার তাম্র-শাসনে লিখিত আছে, “মহানোহস্ত্যধিপতি সংপত্ত্য পাত্ত জয়শঙ্কাধ্বয়ার্থ-স্কন্ধাবারাং কর্ণসুবর্ণবাসকাং।” সুতবাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কামরূপ-রাজ এক সময়ে কর্ণ সুবর্ণ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্মা কান্য-কুজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছিলেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে

তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল,

ভাস্করবর্মা

এবং সুর্যোগ বুঝিয়া মগধাধিপ আদিত্য সেন সমুদয় প্রাচ্যভারত হস্তগত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভাস্করবর্মা হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতি রাজ্যাপহারক অর্জুন অরুণাথকে পদচ্যুত করিবার জন্য চীনদূতকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের চৈনিক গ্রন্থ সমূহে ভাস্কর বর্মা প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন (১)। সম্ভবতঃ যে সুর্যোগে হর্ষবর্দ্ধনের সেনাপতি অর্জুন বলপূর্বক স্বীয় প্রভুর সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সেই শুভ

অবসরে ভাস্করবর্ণী প্রাচ্যভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র পূর্ববঙ্গ যে ভাস্করবর্ণীর শাসন মান্য করিয়াছিল তাহা নিয়ে কোনও সন্দেহ নাহ।

চৈনিক পরিব্রাজক ইং-সিং ৬৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্বে সেন্সচি নামক জনৈক চীন দেশীয় পরিব্রাজক দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন (১)। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে তৎকালে তিনি “হো-লো-শে-পো-তো” নামক একজন নিষ্ঠাবান “উপাসককে” সমতটের সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ শ্রমণগণের অধিতায়ক

সেন্সচির বিবরণ প্রতিপালক, সদ্ধর্মের এক নিষ্ঠ সাধক, এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি পরম ভক্তিমান ছিলেন (২)। ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃঃ অব্দে সমতটের রাজধানীতে দ্বিসহস্র শ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পরম সৌগতোপাসক সমতটাদিপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চতুঃসহস্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউয়ান চোয়াং এই শ্রমণ দিগকে প্রাচীন স্থবির মতাম্বলম্বী দেখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইংসিং এর সময়ে তাহারা মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল (৩)।

প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ঘ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় সেন্সচির লিখিত

(১) Introduction to I-Tsing's Record of the Buddhist Religion—Translated by J. Takakusu Page X L--X Li.

(২) Beal's Life of Hiuen Tsiang, Page XXX. Thomas Watters on Yuan Chwang Vol II. Page 188.

(৩) I-Tsing's Record of the Buddhist Religion, translated by J. Takakusu.

সমতট-রাজ্যের সহিত আসরফ-পুরের তাম্র-শাসনোল্লিখিত দেবখড়া-
তনয় রাজ রাজ ভট্টের একত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী (১) । কিন্তু
আমরা ইহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না (২) । ফরাসী পণ্ডিত মৌসো
সেভানিজ এই সমতট-রাজ্যের নাম হর্ষভট বলিয়া অনুমান করেন,
কিন্তু মিঃ ওয়াটাস্ “হো-লো-শে” এই অক্ষর ত্রয়ের মর্্ম “রাজ” শব্দ
ছোটক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । মিঃ বীল ও ওয়াটাসের মতেরই
সমর্থন করিয়াছেন । তাহা হইলে সেঙ্গচির লিখিত সমতটের রাজার
নাম (হো-লো-শে = রাজ ; পো-তো = ভট) রাজভট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় ।
কিন্তু নাম-বাচক শব্দের লিপি মালার একাংশ, ইচ্ছামত, মর্ম্মার্থ ছোটক
রূপে এবং অপরাংশ যথাযথরূপে কেন গ্রহণ করিতে হইবে তাহা
জানিবার জ্ঞাত্ব কোতুহল হয় । ওয়াটাসের ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ
করিলেও নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত দেবখড়া তনয় রাজ রাজ ভট্টের
সহিত সেঙ্গচির লিখিত “রাজভটে”র অপর কোনও সম্বন্ধের আরোপ
করা যায় না । পরবর্তী সময়ে এতৎ-সংশ্লিষ্ট কোনও অভিনব তথ্য
আবিষ্কৃত হইলে ও এই একীকরণের ঐতিহাসিক স্বপ্ন ফলবতী হইবে
কিনা সন্দেহ ।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠা।

(২) ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

শূরবংশ ।

শূর-বংশের ইতিহাস আলোচনায় প্রখ্যাত-নামা মহারাজ আদি-শূরের নাম স্বতঃই সর্বাগ্রে সকলের মনে উদ্ভূত হয় । কিন্তু আদি-শূরের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিবার উপযুক্ত মালমসলা এখনও আবিস্কৃত হয় নাই । অধুনা এই আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বহু মনীষী সন্দেহ করিতেছেন । সুপ্রসিদ্ধ ঐতি-
আদিশূর । হাসিক মিঃ ভিস্কেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছিলেন,

“Bengali tradition traces the origin of many notable families to five Brahmans and Five Kayasths supposed to have been imported from Kanauj by a half-mythical King named Adisura in order to revive orthodox Hindu customs, which had fallen into disuse during the time when Buddhism was pre dominant. But no authentic record of this monarch has been discovered, and his real existence may be doubted. If he ever existed he must have reigned in Bengal earlier than the Palas.”.....(১) ।

গোড় রাজ মালার গ্রন্থকার মনীষী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, ও প্রভুতত্ত্ব বিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এতদ্বিষয়ে বহু

(১) V. A. Smith's Early History of India (2nd Edition) Pages 366-367. কিন্তু এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে হরিমিশ্র ও এডু মিশ্রের কারিকার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার পূর্ব মতের আংশিক পরিবর্তন করিয়াছেন ।

গবেষণাপূর্ণ আলোচনা দ্বারা নিঃ স্মিথের উক্তির পোষকতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদিগের মতে, আদিশূরের ঐতিহাসিক ভিত্তি অতি ক্ষীণ; কারণ পরবর্তী কালে রচিত পরস্পর-বিরোধী কুল-গ্রন্থ নিচয় এবং প্রচলিত কিম্বদন্তী ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ

ও নিদর্শন অত্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং আদিশূরের অস্তিত্ব ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্ট ভবদেবের বিষয়ে নানা সন্দেহ বংশ বৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণা-

নয়ন-বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। গোড় রাজমালায় লিখিত হইয়াছে, “ভবদেব সাবর্ণ গোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ সিদ্ধল গ্রামবাসী, এবং তাঁহার জননী বন্দঘটাংবংশীয়া ছিলেন। স্মৃতাং ভবদেব যে রাঢ়ি-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। প্রশস্তির রচয়িতা, ভবদেবের সুহৃদ বাচস্পতি, যে ইদানীন্তন কালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভবদেবের পূর্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রশস্তিতে ভবদেব বালবলভী ভূজঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গোড় নৃপ হইতে হস্তিনী ভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রোত্রীয়েরা তথায় বাস করিতে ছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাঝেই আদিশূর আনিত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত

থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয়-স্বহৃদের প্রশস্তিতে তাহার 'উল্লেখ করিতে বিন্মত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্তৃক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যতদিন না কোনও তাত্ত্বশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পর বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশূরের ইতিহাস উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনা মাত্র" (১) অন্তত লিখিত হইয়াছে "বাৎস-গোত্র ছাড়িয়া দিলে বর্তমান কালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড় পড়তায় ৩৪১৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্বে [১০৬০ খৃষ্টাব্দে] বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, "বেদবাণীক শাক্তে গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" [৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গোড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিম্বদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্বপুরুষের গোড়ে আগমন কালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না" (২)

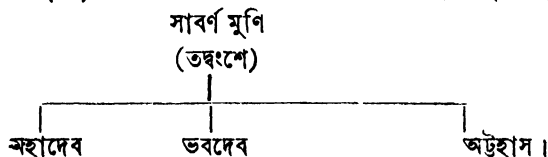
"ভুবনেশ্বরের কুল প্রশস্তিতে ভবদেবের উর্দ্ধতন সাত পুরুষের নাম দেওয়া হইয়াছে! প্রশস্তি রচয়িতা বাচস্পতি, গোত্রপ্রতিষ্ঠাতা সাবর্ণ শূনের পয়েই প্রথম ভবদেবের নাম করিয়াছেন তিনি যখন

(১) গোড় রাজমালা—৫৯ পৃষ্ঠা।

(২) গোড় রাজমালা ৫৮—৫৯ পৃষ্ঠা

প্রথম ভবদেবের (১) কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তখন অবগত থাকিলে এবং সত্য হইলে তিনি অবশ্যই আদিশূর কর্তৃক বেদগর্ভ বা পরাশরের আনয়ন বার্তা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। সূতরাং তাঁহার নাম না

(১) বাচস্পতি প্রশস্তিতে লিখিত ভবদেব-বংশমালা উদ্ধৃত করা গেল।



(ইনি গোড়াধিপের নিকট হইতে
হস্তিনোভট্ট নামক একটি
শাসন প্রাপ্ত হন)

রথাজ

অপর সপ্ততনয়

অত্যঙ্গ

বুধ

শ্রী আদিদেব = সরস্বতী । (বঙ্গ রাজের রাজ্য লক্ষ্মীর বিশ্রাম সচিব,
মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধি বিগ্রহী)

গোবর্দ্ধন = সঙ্গোক । (বন্দ্যঘটা বংশীয়া)

(ইনি বীরস্থলী মধ্যে ভুজলালা দ্বারা এবং বাগ্মী
তাত্ত্বিকদিগের সভাস্থলে স্বীয় বিদ্যাবত্তা দ্বারা
বহুমতী ও সরস্বতীকে বর্দ্ধিত করি। স্বীয় নামের
সার্থকতা করিয়াছিলেন)

ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গ

(হরি বর্ন্দদেব এবং তদীয় পুত্রের মন্ত্রণা সচিব)

থাকাই সন্দেহ জনক”(১)। আমরা কিন্তু এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ভবদেব প্রশস্তিতে

ভবদেব প্রশস্তি আদিশুর কর্তৃক ব্রাহ্মণানয়নের বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইবার কোনই কারণ নাই। কারণ এই ব্যাপার

ভবদেব বংশের বিশেষত্ব নহে। ভবদেবের উর্দ্ধতন পুরুষগণ মধ্যে যাহারা কৃতী ছিলেন, তাঁহাদিগের কীর্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রশস্তিতে লিখিত হইয়াছে। ইহাই ভবদেব-বংশের বিশেষত্ব। সম্ভবতঃ বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে কেশব পর্য্যন্ত এই বংশে কোনও খ্যাতনামা লোক জন্ম গ্রহণ করেন নাই; পরে প্রথম ভবদেবই এই বংশে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন; সে জন্যই প্রথম ভবদেব হইতে সপ্তম পুরুষের নাম কীর্তিত হইয়াছে।

খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গ গোবিন্দ চন্দ্র রাজত্ব করিতে ছিলেন। ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গের পিতামহ আদিদেব যে বঙ্গ রাজের বিশ্রাম সচীব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র। প্রথম ভবদেব বোধ হয় খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রোতুভূত পাল বংশীয় নারায়ণ পাল দেবের নিকট হইতেই হস্তিনীভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। গোড়াধিপ নারায়ণপাল দেব পরম ভট্টারক ও পরম সৌগত বলিয়া কীর্তিত হইলেও তিনি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পাণ্ডপত আচার্য্যকে দেবসেবা নির্বাহার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন, বলিয়া জানা যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি পরম উদার ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ওভাব ধীরে ধীরে অন্তর্মিত হইতেছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব প্রাধান্ত লাভ করিতেছিল। রাজাগণ প্রজাপুঞ্জের সম্বোধন বিধানার্থ হিন্দু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে ছিলেন।

বেদ গর্ভের ৬ষ্ঠ পুত্র বশিষ্ঠ বাসের অল্প সিদ্ধল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই সিদ্ধল গাঁৱের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কুলগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে । সিদ্ধল গ্রামী বলিয়া পরিচিত করিলেই সেই বংশ যে বেদগর্ভাঙ্কুর বশিষ্ঠের অনন্তর-বংশ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না । এ অঙ্কুরই [গোড় নৃপতি হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইলেও] ভুবনেশ্বর প্রাশস্তিতে এই বংশকে সিদ্ধল গ্রামী বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছে । প্রাশস্তি রচয়িতা বাচস্পতি লিখিয়াছেন :—

“সাবর্ণশ্চ মুনেমহীয়াসিকুলে যে যজ্ঞিরে শ্রোত্রীয়া

স্তেবাং শাসনভূময়োহজনি গ্রহংগ্রামাঃ শতং সন্ততে ।

আর্য্যাবর্ত্তভূবাংবিভূষণমিহধ্যাতস্ত সর্বাগ্রিমো গ্রামঃ

সিদ্ধল এব কেবল মলকারোহন্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ” ॥

অর্থাৎ, “সাবর্ণ মুনির স্মমহান বংশে যে সকল শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন. তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিগণ রাজপ্রদত্ত একশত ধানি গ্রামেই বাস করিতেন । তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমির ভূষণ স্বরূপ সিদ্ধল গ্রামই সমুদয় গ্রামের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বিদা বিখ্যাত রাঢ়াশ্রীর অলঙ্কার স্বরূপে বর্ত্তমান ।” এহলে সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ থাকায় ভবদেব যে বেদগর্ভবংশ-সম্বৃত তাহা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, আদিশূরের নামোল্লেখ করিয়া বংশ-পরিচয় বিবৃতি করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই । সুতরাং ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতে গোড়রাজমালার লেখক মহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । পক্ষান্তরে, ভবদেব-জননী সাদ্ধিকা দেবী বন্দ্যযটী বংশোদ্ভবা ছিলেন বলিয়া প্রাশস্তিতে উক্ত হইয়াছে (১) । সুতরাং বঙ্গাধিপতি হরিবর্মা দেবের পূর্বকই

(১) “বন্দ্যাং বন্দ্যযটীরস্ত ব্রহ্মণঃপ্রযত্যাং সূতাং ।

সাদ্ধিকাবন্দনা রত্নং পত্নীং স পরিণীতবান্” ॥

যে রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞী নিরূপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে।

ত্রিপুরার প্রাপ্ত সামন্তরাজ লোকনাথের তাম্রশাসন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন (১)। এই তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, “স্ববুজ” বিষয়স্থিত অটবী ভূখণ্ডে প্রদোষশর্মা “দেবাবসথ” নির্মাণ করাইয়া, “ভগবান অবিনিতান্তানন্ত নারায়ণ” স্থাপিত করিয়া, দেবতার বলি-চক্র-সত্ত্ব-প্রবর্তনের অস্ত্র ও কৃতবিত্ত

ত্রিপুরার তাম্র-

শাসন।

ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারের অস্ত্র রাজ সৰীপে ভূমি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। অটবী ভূখণ্ডের কত পাটক ভূমি কোন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহার বিভাগ স্থচনার অস্ত্র, এই তাম্রশাসনে শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ বাবু নিম্ন-লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—“ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্র কোনও প্রদেশ হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার সহিত আদিশূর কাহিনীর কিরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে, তাহা কুল-শাস্ত্রজ্ঞ স্মৃতিগণের আলোচ্য” (২)। প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা বাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,

(১) সাহিত্য ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০, ১৪৬ পৃষ্ঠা। ডাঃ বুজার এই তাম্রশাসনের লিপিকাল দশম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধাগোবিন্দ বাবুর নির্দেশিত কালই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

(২) সাহিত্য ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ ১৪৫ পৃষ্ঠা।

“সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে ব্রাহ্মণ ছিল তাহা এই ত্রিপুরার শাসনের পাঠোদ্ধারের পূর্বে লোকে বিশেষ ভাবেই জানিতেন, তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান এবং কুলশাস্ত্রজগণও সম্ভবতঃ তাহা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আদিশূর কাহিনীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য কোথায়, ইহা নির্ধারণ করা শক্ত। বরং এই তাম্রশাসনেই এমন একটি কথা রাখাগোবিন্দ বাবু আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে আদিশূর কাহিনী কিরূপ পরিমাণে সমর্থিত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে “বিজ-সন্তমেরা”ও শূত্রানীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। লোকনাথের তাম্রশাসন হইতে বর্তমান বিষয়ে যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে তাহা এই যে, সপ্তম শতাব্দীর বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ শূত্রানী গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই অসবর্ণ বিবাহ প্রথা রহিত হয় এবং আর্যসদিক অভ্যন্তর আচার অনুষ্ঠান ও সম্ভবতঃ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে যে বঙ্গদেশীয় একজন নরপতি ও তৎকর্তৃক আনীত বিস্তৃত আচার সম্পন্ন পক্ষ ব্রাহ্মণ ছিলেন বা থাকিতে পারেন, ইহাতে অসামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই” (১)।

যদিও মহারাজ আদিশূর-সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদগণ মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে, যদিও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে কোনও কথা জানা যায় নাই, যদিও পাল কুলশাস্ত্র ও
শিলালিপি ।
এবং সেন রাজগণের দ্বারা ইহার নামাঙ্কিত কোনও শিলালেখ বা তাম্রশাসন অত্যাধিক আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি লোক পরম্পরাগত প্রাচীনও প্রবল বিশ্বাস, পুরুষাবলম্বিক রক্ষিত ও সংগৃহীত কুলাচার্য্য-

গণের বিবরণ, পরস্পর বিরোধী হইলেও, একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কুলাচাৰ্য্যগণের বিবরণীগুলিতে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও, বঙ্গাধিপতি আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। এই সমুদয় কিস্বদস্তী ও কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মহারাজ আদিশূর নামে একজন নরপতি বঙ্গের সিংহাসনে সমাদীন ছিলেন (১)। প্রবল জনশ্রুতির যদি কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকে তবে আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে; যে পর্য্যন্ত এই জনশ্রুতি কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী বলিয়া স্থিরীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অধিকাংশ শিলালেখ এবং তাম্রপট্টোল্লিখিত প্রমাণগুলিও যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য-দোষ-ভূষ্ট ও অনিশ্চয় (২) কুলগ্রন্থগুলিও তদ্রূপ ভ্রম-প্রমাণপূর্ণ। বহু আবর্জনা ইহাতে লক্ষ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সুতরাং শিলাফলক এবং তাম্রশাসনের শ্লোকগুলির মৰ্ম্ম যেরূপ বিশেষ সাবধানতার ও সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, কুলগ্রন্থাদির প্রমাণগুলিও ইতিহাসের উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করিতে হইলে, বিশেষ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অত্যাধিক কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলির যথার্থ মূল্য নির্ণীত হয় নাই এবং এতদৰ্থে কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। কুলশাস্ত্রগুলিকে প্রমাণ স্বরূপ

(১) আদিশূর কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উহা একটি উপাধি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রবি সেন মহামণ্ডল কৃত “কুল-প্রদীপ” এবং জয় সেনের “বৈষ্ণব কুল-চম্বিকার” ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) As the authors who composed the grants cannot be expected to be impartial in their account of the reigning monarch, much of what they say about him cannot be accepted as historically true. And even in the case of his ancestors, the vague praise that we often find, must be regarded simply as meaningless, & & &. Early History of Dakkan by R. G. Bhandarkar, introduction page ii.

ব্যবহার করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং কায়স্থাদির কুলগ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা না করিয়া বরং বিভিন্ন কুলশাস্ত্র হইতে কোনও সারোদ্ধার করা যায় কি না তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । যিনি এই কার্যে অগ্রসর হইবেন, তাঁহাকে জ্ঞান ও সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরপেক্ষ ভাবে কঠোর বিচারকের জ্ঞান কার্য্য করিতে হইবে । কিন্তু বর্তমান সময়ে যেকুল কুলগ্রন্থ আবিষ্কারের বজ্র আসিয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত নিরাপদ নহে ।

আদিশূবের নামের সহিত বঙ্গে সাধিক ব্রাহ্মণের আগমনের বিবরণ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত । কিন্তু ইহার পূর্বেও যে বঙ্গে সাধিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । সুতরাং আদিশূবই যে বঙ্গে সাধিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বৈদিক ধর্মের উন্নতি বিধান করিয়া ছিলেন, তাহা স্বীকার করা যায় না । রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আদিশূব সামবেদী ব্রাহ্মণই আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১) । সমুদ্র কুলজগণের মতেই আদিশূব যজ্ঞসম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে । যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্যু, হোম ও উদ্গান এই তিনটি ক্রিয়ার প্রয়োজন । উদ্গাথো অধ্বর্যু সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুঃ ধারা, হোমক্রিঃ। যজুঃ ধারা, উদ্গান সাম ধারা নিম্ন হইয়া থাকে (২) । সুতরাং যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন হইলে, অধু সামবেদী ব্রাহ্মণ ধারা ঐ কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ?

(১) “সত্রীকান্ শাস্ত্র সংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ বিজ্ঞান্, ।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৮ পৃঃ পাদটীকা ।

(২) “অধ্বর্যাবং যজুর্ভিঃ স্তাদ্ব্যুত্তি হোত্রঃ বিজ্ঞোত্তমাঃ ।

উদ্গানং সামতিক্রৈঃ” ব্রহ্মবক্ষ্যপাথর্কভিঃ ” । হৃদ্য পুরাণ, ৪২ অঃ ।

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি হিন্দুধর্মের প্রধান সহায় এবং আশ্রয়দাতা এবং পরাজিত কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া আদিশূর সম্বন্ধে করেন। কুলপ্রহকারগণের মধ্যে এই ঘটনার প্রচলিত প্রবাদ কারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া পরম্পরা ! থাকে। খ্রীষ্টাব্দ কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের “আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ” প্রবন্ধে যে কয়েকটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল।

(১) “আদিশূর পুত্রোষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী বৌদ্ধরাজগণের সময়ে উৎসাহ অভাবে বাল্যায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২) রাজপ্রাসাদের উপরি গৃহপাত ও রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবোৎপাতের শাস্তি কামনার যজ্ঞ নির্বাহ করিতে রাজার সাংঘিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়।

(৩) তিনি কান্তকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন, এবং রাজ্যের চাক্ষুরণ ব্রত নিষ্পন্ন করিবার জন্ত বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ অসমর্থ হইলে রাজা পরীর অগ্ররোধে সন্নিধান বেদবিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণের নিমিত্ত কনোজপতি বীরসিংহকে পত্র লিখেন।

(৪) কাশীর রাজাকে বুদ্ধে পরাজয় করিয়া আদিশূর বারাণসী হইতে কনস্বরূপ পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন।

(৫) পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কনোজ হইতে আনীত হয়।

উপরে যে কয়টি মত উদ্ধৃত হইল, সবগুলিই পরম্পর বিরোধী। আমাদের বিবেচনার উহার কোনটাই প্রকৃত নহে। উহা বহু পূর্ব ঘটনার

৫ম অঃ] আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ পরম্পরা। ১০৩

দূর-ঈশ্বর প্রতিধ্বনি মাত্র। এই সমুদয় বিভিন্ন মতের মধ্যে এই ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় যে, আদিশূরের সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে একদল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন পূর্বক উপনিষিট হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ (রাঢ়ীয়) ও দামোদর (বারেন্দ্র), স্মৃধানিধির পুত্র ছান্দর (রাঢ়ীয়) ও ধরাধর (বারেন্দ্র), বীতরাণের পুত্র দক্ষ (রাঢ়ীয়) ও স্মবেণ (বারেন্দ্র), তিধিমেষার পুত্র শ্রীহর্ষ (রাঢ়ীয়) ও গৌতম (বারেন্দ্র) এবং সৌভরীর পুত্র বেদগর্ভ (রাঢ়ীয় ও পরাশর (বারেন্দ্র) হইতে বধা ক্রমে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুল উদ্ভূত হইয়া সমুদয় বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে লিখিত আছে যে, আদিশূর বঙ্গের তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ দর্শনে কান্যকুব্জাধিপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নামে বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনয়ন করেন। তাঁহারা পত্নী ও ভৃত্য সহ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ও দেবীবরের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় স্মৃধানিধি, বাৎস গোত্রজ বীতরাণ, ভরদ্বাজ গোত্রজ তিধিমেষা (বা মেধাতিথি) ও সাবর্ণ গোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন। বঙ্গে সমাগত ব্রাহ্মণগণের নাম সম্বন্ধে বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ মধ্যেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। “কেহ কেহ বলেন, শাণ্ডিল্য গোত্রজ নারায়ণ, কাশ্যপগোত্রজ স্মবেণ, বাৎস গোত্রজ ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রজ পরাশর গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইহারা কে কোন গ্রাম হইতে আগমন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে।

কোন কোন কুলাচার্য্য গণের মতে ইহারা কোলাঙ্ক দেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। শক রত্নাবলি মতে কোলাঙ্ক কনোজের নামান্তর

মাত্র। আবার কেহ কেহ বলেন কাম্বোজ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডকেরা বঙ্গে সমাগত হইরাছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত ফুঁসে লিখিয়াছেন,—নেপালে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তিব্বত দেশেরই নামান্তর কাম্বোজ দেশ।

বঙ্গে ব্রাহ্মণগমনের কাল সম্বন্ধেও বহু মতামত লক্ষিত হইয়া থাকে। “কুলার্ণবের” মতে “বেদ বাণাহিমেশাকৈ” অর্থাৎ ৮৫৪ বা ৬৫৪ শাকে (১) বাচস্পতি মিশ্রের মতে “বেদবাণঃকশাকৈ” অথবা “বেদ বাণাদ শাকৈ” অর্থাৎ ৯৫৪ বা ৬৫৪ শাকে, “বারেন্দ্র কুল পঞ্জী” মতে বেদ কলঙ্ক ষট্‌ক বিমিতে” অথবা “বেদ কলঙ্ক বঙ্গে ব্রাহ্মণগমনের ষট্‌ক বিমিতে” অর্থাৎ ৬০৪ বা ৬৫৪ শাকে, কাল। ভট্টগ্রহ মতে “শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ

পশ্চাৎ যদা। একে একে বামা পতি বেদমুক্তা তদা। কল্যাণত তুলাক একে গুরু পূর্ণ দিশে। সহর পহর ত্যজিয়ে নৌড়ে প্রবেশিলেন এসে”। অর্থাৎ ৯৯৭ শাকে। “ক্লিষ্টাশ বংশাবলি” মতে “নব নবত্যাধিক নবশতী শকাকৈ” অর্থাৎ ৯৯৯ শাকে, কারস্থ কৌন্তভের মতে ৩৮০ বঙ্গাব্দে (৮১ শাকে)। “দত্তবংশমালা” মতে

(১) “ঐবৃত্ত বিনোদ বিহারী রায় মহাশয় বলেন, কুলার্ণব গ্রন্থে “বেদ বাণাহিমেশাকৈ” পাঠ দেখা যায়। ইহার পাঠান্তর দেখা যায় না, কিন্তু অর্ধান্তর ঘটিয়া ৮৫৪ শক হইয়াছে। অহিম অর্ধ ৮১৭৭ হইয়াছে। হিমালয় প্রভৃতি ৭টি বধ পর্বত আছে, তন্মধ্যে অহিম অর্ধাৎ হিমালয় বাদে ৬টি পর্বত অবশিষ্ট থাকে, তদনুসারেই অহিম অর্ধে ৬ বুঝিতে হইবে। সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে ৭ টি গ্রহ আছে। যথা—“চন্দ্রাশ্বরেজ্য ভূপুত্র সূর্য্য শুক্রেন্দু জ্যৈষথঃ। অর্থাৎ “শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র,” এখানে চন্দ্র সপ্তমে আছে। চন্দ্রের এক নাম হিম। এই সপ্ত গ্রহকে অহিম করিলে অর্থাৎ চন্দ্র বাদ দিলে ৬টি থাকে, এরূপে ও অহিম অর্ধ ৬ হয় : শব্দটি “অহিম” ধরিলে বলান্ত হইতে হিমবত্ পর্বত ৬ ওতু হয়, এই অর্থেও ৬ পাওয়া যায়। সুতরাং ৮ হইবদ্য ৬ হইবে ; অতএব “বেদ বাণাহিম” অর্ধ ৬৫৪ পাওয়া গেল”।

“শাকে সবেদাষ্ট শতাব্দকে” অর্থাৎ ৮০৪ শাকে । সম্বৎ নির্ণয়ের মতে ১১১ সংবতে অর্থাৎ ৮৬৪ শকাবে, “গৌড়ে ব্রাহ্মণ” রচয়িতার মতে ১৫৪ শকাবে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ১৬৪ খৃষ্টাব্দে (৮৮৬ শকে), বল্লভ জাতীয় ইতিহাস রচয়িতার মতে ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ শকাব্দের মধ্যে (১), গৌড়রাজমালা-লেখকের মতে আনুমানিক ১০৬০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৮২ শকাবে, লঘু ভারত কারের মতে ১৫১শকাবে মহারাজ আদিশূরের রাজ্যারম্ভ হয় (২) । বিপ্রকল্পলতা মতে ৮৬৪ শকাবে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩) । এই সমুদয় পরস্পর বিরোধী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণায়নের কাল নির্ণয় করা অসম্ভব । হরত আদিশূর নামে খ্যাত কোনও রাজা

(১) । রাজত্বকালে “রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জরী ধৃত” বহুকর্ষ্যাক্ষকে শাকে গৌড়ে ‘বিপ্রঃ সমাগতাঃ’ এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ৬৬৮ শাক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ ব্রাহ্মণায়নের কাল নির্দিষ্ট হইরাছে ।

(২) “পুস্তবলি বিশ্ববেদমিতে কলাবকে গতে ।

ভেজশেখর বংশৈক আদিশূরো নৃপোহভবৎ” ।

লঘুভারত ২ খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা ।

“কলির ৪১৭২ গতাব্দে (১৭১৩ শাকে) লঘু ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হয় । সেই সময়ে গ্রন্থকর্তা, কলির ৪২০০ বৎসর গতে আদিশূর রাজ্য করা লিখিতেছেন । কলির গতাব্দ ৪১৭২ হইতে ৪১৩০ বিরোগ করিলে ৮৪২ অব্দ লক্ষ হয় । ৮শকাব্দ ১৭১৩ হইতে ৮৪২ অব্দ বিরোগ করিলে ১৫১ লক্ষাব্দ শকাব্দার মানজ্ঞাপক । অথবা কলির ৩১৭১ বৎসরে শকাব্দারম্ভ হয় ;—৪১৩০ হইতে ৩১৭১ বিরোগ করিলে ১৫১, শকাব্দার মানজ্ঞাপক অব্দ পাওয়া যায় ।”

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৩ পৃষ্ঠা পাদটীকা ।

(৩) “বিদ্বান্ প্রহরিতে শকাবে বিগতে পুরা ।

তৎশে জনতিঃ ঐমানু আদিশূরো নবীপতিঃ”

পণ্ডিত-প্রবর ঐযুক্ত উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ১৫১ কে শাক মনে নাকরিয়া

বজ্জের সিংহাসন এক সময়ে সমলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি কুলগ্রহ লেখকগণ এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য নানা প্রকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং এজন্যই কুলগ্রহ সমূহে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অষ্টম শতাব্দীর চতুর্থ পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পৌড়ে পাল নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। একাদশ শতাব্দে শূর-রাজ-বংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং মধ্যদেশ বা কাঞ্চকুল হইতে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে প্রমাণ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই (১)। কিন্তু ৭৮০—১১০০ খৃঃঅঃ মধ্যে আদিশূরের আচ্য ভারতে সার্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না! সুতরাং আদিশূরের অভ্যুদয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদেই নির্দেশিত করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণের কুলগ্রহ

সংবৎ বলিয়া অনুমান করেন। কারণ, বিদ্রকল্পলতা-গ্রন্থকার ইহার অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন :—

“বেদবট্ তণি মানাখে শাকে সদ্গুণ সাগরঃ।

গৌড় রাজ্যাধি রাজঃ সন্ অভিষিক্তো মহারতিঃ”।

১৫১ শকাব্দে জন্ম হইলে ৮৬৪ শকাব্দে রাজ্যাভিষেক হয় না। ১৫১ সংবতে ৮১৬ শকাব্দা হয়। আদিশূর ৮১৬ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮৬৪ শকাব্দে গৌড় রাজ্যের রাজা হইতে পারেন।

(১) রাজেন্দ্র চৌলের ১০২৩ পৃষ্ঠাধি সন্মাদিত তিরুঙ্গলয় লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণধূরের পরিচয় পাওয়া যায়। নবাবিকৃত বিজয় সেনের ভাষ্যশাসনে বিজয় সেনের মহিষী এবং বল্লাল সেনের জননী বিলাসদেবী শূররাজ বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্মাদিত “রাম চরিত” পুস্তকে রামপালের অধীন সামন্তরূপে অপার-বন্দ্যরাধিপতি লক্ষ্মীশূরের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। বিজয় সেনের ভাষ্যশাসনের প্রতিগ্রহ-কর্তা বাৎস গোত্রীয়

হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন, মহারাজ বজ্রালসেনের সময়ে তাঁহাদেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল। সুতরাং বজ্রাল সেনের সময়কে আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ গণের কাল হইতে গড়পড়তা ১২:১৩ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে

আদিশূরের ৩০ বৎসর ধরিয় লইলে আদিশূর বজ্রালসেনের
আবির্ভাবকাল ৩১০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন এরূপ অনু-
মান করা যাইতে পারে। ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে

লক্ষণাব্দ আরম্ভ হয়। সুতরাং ১১১৯—৩১০ = ৭২৯ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের
আত্মস্থানিক আবির্ভাব কাল নির্দেশিত হইতে পারে।

চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্য হইতে জানা যায় যে, বরেন্দ্র ভূমে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে ঋতি স্মৃতি পুরাণ কুশল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই গ্রামে বিপ্রবর স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ধর্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত গ্রাম ধানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। এই ধর্মপাল গোড়ীর পালবংশীয় ধর্মপালের প্রায় ২০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ দিগের কুলগ্রন্থ, চতুর্ভুজ বিরচিত হরি চরিত কাব্য এবং বরেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে ইহার অতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। সুতরাং তিনি যে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাষয়ে সন্দেহ নাই (২)। বরেন্দ্র

এবং তাহার প্রপিতামহ মধ্যদেশে বিনির্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তেজ বর্ষার বেলায় লিপির প্রতিগ্রহ কর্তা সাবর্ণ গোড়ীর ছিলেন এবং তাহার প্রপিতামহ মধ্যদেশে বিনির্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

(১) হরিচরিত কাব্য ১৩শ অধ্যায়।

(২) South Indian Inscriptions Vol. III.

কুলগ্রহ মতে বারেন্দ্র কাভ্রপ গৌড়ীর বীজীপুরুষ স্রুষণ (ইনি আদিশূরা-
নীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্ত্যস্তম) হইতে স্বর্ণরেখ ১০ম পুরুষ অবতন ।
৩৭রাজা বারেন্দ্র লাল মিত্রের মতানুসারে ৩০ বৎসরে একপুরুষ গণনা
করিয়া স্রুষণ হইতে স্বর্ণরেখ পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
সুতরাং ধর্ম্মপালের সমসাময়িক স্বর্ণরেখ আদিশূরের সমসাময়িক স্রুষণ
হইতে ৩০০ বৎসর পরে অঙ্গগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে । এই
হিসাবেও ১০২৪—৩০০=৭২৪ খৃষ্টাব্দ আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব
কাল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

প্রাচীন কুলাচাৰ্য্য হরিমিশ্র সেনবংশীয় নৃপতি ননৌজ সাধবের সম-
সাময়িক । ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।
হরিমিশ্রের গ্রহ আমাদের দেখিবার স্রবোগ হয় নাই, কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী
মহাশয় লিখিয়াছেন, এই হরিমিশ্রের কারিকায় বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়নের
অত্যন্তকাল পরেই পাল রাজগণ বঙ্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । পালরাজগণ যে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বঙ্গে রাজ্য
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আধুনিক অঙ্গসন্ধানে নির্ণীত
হইয়াছে । সুতরাং আদিশূরকে পাল রাজগণের পূর্বেই স্থাপিত করিতে
হইবে । আবার, বারেন্দ্রগণের নাহেড়ী বংশাবলী পার্শ্বে জানা যায়, পাল-
বংশীয় দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল ক্ষিতীশে ৩ গোত্র তট্টনারায়ণ-সুত আদি-
গাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন (১) । তট্টনারায়ণের
জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম আদিগাঞি ওঝা, রাঢ়ীয় শ্রেণীর মতে আদি বরাহ বন্দ্য ।

(১) “রাজা ধর্ম্মপালঃ সুখ সুরধুনী তীর দেশে বিধাতুঃ

নানাদিগাঞি বিক্রং গুণযুত ভদ্রঃ তট্টনারায়ণস্ত ।

বজ্রান্তে দক্ষিণার্ধং সঞ্চক রজতৈর্ধামসারাতি ধামঃ

গ্রামঃ ভদ্রৈ বিচিত্রঃ সুরপুর সদৃশঃ প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ” ॥

নাহেড়ী কুলপঞ্জী ।

আদিগাঞি ওঝা ও আদি বরাহ বন্দ্য একইব্যক্তি । ইনি আদিশূরানীত
ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্ততম শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পৌত্র । ক্ষিতীশের
পুত্র ভট্টনারায়ণ, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ।

“তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো পৌড়মণ্ডলে ।

ভট্টনারায়ণস্তন্যং সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥

তৎপুত্রা তুরিবিখ্যাতাঃ সৰ্ব্ব শাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ ।

আজ্ঞো বরাহ বাটশ্চ রামো নানো নিপোত্তথা” ।

—হরিমিশ্র ।

ধৰ্ম্মপাল সম্ভবতঃ ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন । সুতরাং
অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্ষিতীশ ও আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্দেশ
করা যাইতে পারে ।

উল্লিখিত বিবরণ সত্য হইলে আদিশূর যে পালবংশীয় নৃপতি ধৰ্ম্মপালের
তিন পুত্রের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে
না । বগ্নভট্টস্মৃতি চরিত, রাজশেখরের এবং কোব প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ
হইতে জানা যায় যে, কান্তকূজাধিপতি যশোবর্ষদেবের পুত্র আমরাজ
গোড়াধিপ ধৰ্ম্মপালের চিরশত্রু ছিলেন । উভয়ের মধ্যে সৰ্ব্বদাই বাদ
বিসম্বাদ হইত । তাহা হইলে আদিগাঞি ওঝার পিতামহ আমরাজের

পিতা যশোবর্ষদেবের সমসাময়িক ছিলেন ;
সুতরাং বজ্রাধিপতি মহারাজ আদিশূর হয়ত
কান্তকূজাধিপ যশোবর্ষদেবের সময়েই প্রাক্তজুত
হইয়াছিলেন । ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে

যশোবর্ষদেব খ্রীঃ ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন (১) । পূজাপাদ
মহামহোপাধ্যায় ঐব্রহ্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, “মহাকবি ভবভূতি

উক্ত কাজকুজাধিপতি বশোবর্ষদেবের রাজসভা সমন্বৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বে হইতেই হুগ্লেসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। কুমারিল-শিষ্য রাজকবি ভবভূতিও যে ভারতব্যাপী এই আন্দোলনে স্বীয় গুরুর সহায়ক হইয়াছিলেন, তদ্বিবরে কোনও সন্দেহ নাই (১)। সুতরাং কাজকুজের অনতিদূরবর্তী বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানকল্পে ভবভূতি-নিয়ন্ত্রিত বশোবর্ষদেব যে আদিশূরের সাহায্য করিয়া থাকিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অতএব মনে হয়, আদিশূর কর্তৃক কাজকুজ হইতে বঙ্গে বৈদ্য ব্রাহ্মণানয়ন-প্রসঙ্গ কুলাচার্য্যগণের উর্কর মস্তিষ্ক প্রস্তুত অসার কল্পনা মাত্র নহে” (২)। কিন্তু পূজ্যপাদ শান্ত্রী মহাশয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কল্পনার আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে বশোবর্ষা নামক একজন নৃপতি কাজকুজের সিংহাসন অধিকার করিয়া মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানীর প্রাণ্ট নৌরথ পুনরুদ্ধারের জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বশোবর্ষার দ্বিখিজয় কাহিনী ওদীয় সভা কবি বাকুপতিরাজ কর্তৃক “গউড় বহো” নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, “বশোবর্ষা পলায়নপর “মগহ নাহ” বা মগধ নাথকে নিহত করিয়া, দাক চিনির হুগ্লে পরিপূর্ণ সমুদ্রতীরস্থিত বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলে, অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বজ্রেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিজৈতার

(১) মালভূমি মাধ্যমে পরিব্রাজিকা কামলকীর কার্য্যকলাপ দ্বারা বৌদ্ধ সমাজের তরোহা চিত্রিত করা হইয়াছে। বীর চরিত এবং উত্তর চরিতে বৈদিক মার্গ প্রবর্তনের চেষ্টা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1912. Page 348.

পদানত হইরাছিলেন" (১) । চীনদেশের ইতিহাসে যশোবর্মা I-cha-fon-mo নামে পরিচিত (২) । চীনদেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ৭০১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্মা চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । যশোবর্মার প্রতিবন্দী "গৌড়পতি" সম্ভবতঃ আদিত্য সেনের অপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত ওপ্ত । তৎকালে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবর্তিত উত্তরাপথের পূর্বাংশের অধিপতি "গৌড়াধিপ" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । কিন্তু "বঙ্গপতি" এই সামন্ত চক্রের বহির্ভূত ছিলেন (৩) । যশোবর্মা কর্তৃক পরাজিত এই বঙ্গপতির পরিচয় অত্যাশি নির্ণীত হয় নাই ।

ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৮৭শ্রীবদন বিজ্ঞানরত্ন ষটক-সংগৃহীত কুলপত্রিকা গ্রন্থে "ভূশূরেণ চ রাজ্যাপি শ্রীজয়ন্ত হুতেন চ" লিখিত আছে, দেখিতে পাইয়া, প্রাচ্যবিজ্ঞা মহার্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকোষ" এবং "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগে" প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন আদিশূর ও জয়ন্ত । ব্যক্তি এবং ইনিই রাজতরঙ্গিনীতে উল্লিখিত গৌড়াধির জয়ন্ত । পরে শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয় ও "সাহিত্য" ১২শ ভাগ ৭২৩ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্র বাবুর মতের পোষকতা করিয়াছেন । "গৌড়ের ইতিহাস" এবং "বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব" গ্রন্থেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজত্বকাণ্ডে, নগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত বচনের আকর "প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত" "রাঢ়ীয় কুল-মঞ্জরী" বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন ।

(১) গউড়বহো—Bombay Sanskrit Series No. 34.

(২) M. M. Chavannes and Levi, Journal Asiatic Society of Bengal 1895. Page 353.

(৩) গৌড় রাজমালা ১৫ পৃষ্ঠা ।

এই “রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জরী” গ্রন্থ হইতে তিনি যে আর একটি অভিনব তথ্য আহরণ করিয়াছেন তাহা এই—

“বেদবাণাঙ্গশাকেতুনুপোংভূচ্চাদিশূরকঃ ।

বহুকর্মাঙ্গকে শাকে গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” ॥

অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে আদিশূর রাজা হন, এবং ৬৬৮ শাকে সাম্প্রিক বিপ্রগণ গোড়ে আগমন করেন ।

কিন্তু এই বচনটি “ব্রাহ্মণকাণ্ডে” উদ্ধৃত হয় নাই কেন তাহা কোতুল জনক । “রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জরীর” উপরোক্ত বচনটি ৮বংশীবদন বিজ্ঞানর মহাশয়ের দৃষ্টিপথেই বা অতিক্রম করিয়াছিল কেন তাহাও বুঝিতে পারা যায় না ।

সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ মহাশয় কলিকাতা সাহিত্যসভায় “আদিশূর” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন । তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বরেন্দ্র অল্পসন্ধান সমিতির কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জরী-গ্রন্থ বচন দুইটির পাঠগুলি বিষয়ে সংশয়াবিত হইয়া উহার বাথার্থ্য নিরূপণ জন্য সমিতির সহকারী পুস্তক রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যভীর্ষকে ব্রাহ্মণ-ডাকার প্রেরণ করিয়াছিলেন । কাব্যভীর্ষ মহাশয় ৮বংশীবদন বিজ্ঞানর বটকের পোত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন বটকের বাড়ী হইতে “কুলদোষ” নামক একখানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ মহাশয় বলেন, “এই কুল দোষ গ্রন্থই যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বহু প্রাচ্য-বিজ্ঞানসাহায্য কর্তৃক “ব্রাহ্মণকাণ্ডে” ৮বংশীবদন বিজ্ঞানর সংগৃহীত “কুল-পঞ্জিকা” বা “কুলকারিকা” নামে অভিহিত এবং ব্রাহ্মণকাণ্ডে “রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জরী” নামে অভিহিত, তাহার বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে । কিন্তু এই গ্রন্থে বহু মহাশয় দ্বত—

বেদ বাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোহুচ্চাদি শূরকঃ ।

বহু কৰ্ম্মাজিকে শাকে গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” ॥

দেখিতে পাওয়া যায় না ।

২য় পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে—

“বেদবাণাঙ্গ শাকেতু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” ।

“কুলদোষ” গ্রন্থে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত “ভূশূরেণ চ রাজ্যাপি জয়ন্ত
সুভেন চ” বচন নাই, আছে—

“ভূশূরেণ চ রাজ্যাপি আদিশূর সুভেন চ ।

নাম্যপি দেশভেদৈস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী” ॥

এই গ্রন্থে আদিশূরের কালজ্ঞাপক ও বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের সময়
নির্দেশক শ্লোক পরিলক্ষিত হয় না । ইহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটি
দেখিতে পাওয়া যায়—

“কজ্রিয় বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ ।

বহুধৰ্ম্মাষ্টিকে শাকে নৃপ (বো) ভু (ভু) চাদিশূরকঃ” ॥

কিন্তু বংশীবদন বিস্তারনের বাড়ীতে “কুলমঞ্জরী” গ্রন্থ খুজিয়া পাওয়া যায়
নাই । সুতরাং বংশীবদন বিস্তারনের ঘরের পুস্তকের দোহাই দিয়া আদিশূর
ও জয়ন্ত অভিন্ন বলা চলে না, এবং ৬৬৮ শকাব্দে গোড়ে ব্রাহ্মণ আগমন
করিয়াছিলেন এ কথাও বলা চলে না” । যখন রাঢ়ীর কুলমঞ্জরী গ্রন্থ উক্ত
বিস্তারিত ঘটকের বাড়ীতে খুজিয়া পাওয়া যায় নাই, তখন ঐ গ্রন্থের অভিন্ন
সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিতেছে । সুতরাং উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন
প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না । কুলদোষ গ্রন্থে আদিশূর ও
জয়ন্তের একত্ব প্রতিপাদক কোনই প্রমাণ নাই । সুতরাং ইহার অভিন্ন
ছিলেন বলিয়া যে তথ্য-কথিত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন ।

রাজতরঙ্গিণীর অরন্ত-অরাণীড়-কাহিনী উপজ্ঞাসের জ্ঞান অকৃত ।
আমরা রাজতরঙ্গিণীর এই স্থানটি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (১) ।

* স্বদেশ গমনানুজ্ঞাং সৈন্তজ্ঞাপ্ত যুধেন সঃ ।

নবা নিশারামেকাকী নিযমৌ কটকান্তরাং ॥

* * *

গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং অরন্তাধোন ভূভুজা ।

প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্র বর্ধনম্ ॥

তস্মিন্ সৌরাজ্য রম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌর বিভূতিভিঃ ।

লাভ্যং স নৃষ্ট্রমবিশং কার্ত্তিকৈর্য নিকেতনম্ ॥

ভরতানুগমালক্য নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রবিৎ ।

ততো দেব গৃহদ্বার-শিলা মধ্যান্ত স কণম্ ॥

ভেজোবিশেষ চকিতৈর্জর্জরৈঃ পরিক্রান্তিকম্ ।

নর্তকী কমলা নাম কাস্তিমন্তং দদর্শ তম্ ॥

অসামান্যাকৃতেঃ পুংসঃ সা দদর্শ সবিস্ময়া ।

অংসপৃষ্ঠেহথ ধাবন্তং করং তন্তান্তরান্তরা ॥

অচিন্ত্যং ততো গুঢ়ং চরম্বেষ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।

রাজা বা রাজপুত্রো বা লোকোত্তর কুলোত্তমঃ ॥

এবং গ্রহীতুমভ্যাসঃ পৃষ্ঠস্থাঃ পর্ণবীটিকাঃ ।

অংস পৃষ্ঠেন যোনাং লসৎ পাণিঃ প্রতিক্রমম্ ॥

লোলপ্রোত্পুটোমনোৎকমধুপাপাতাত্যয়েহপি দ্বিপঃ ।

সিংহো হসত্যপি পৃষ্ঠতঃ কঠিকুলে ব্যাবৃত্য বিপ্রেক্ষিতঃ ॥

মেঘোন্মুখ্য-শমেহপ্যাশান্ত-বদনোদগীর্ণ অরো-বহির্গঃ ।

শেষ্ঠানাং বিরমেন্ন হেতু বিগমেহপ্যাভ্যাস-দীর্ঘা দ্বিভিঃ ॥

ইত্যন্ত শিষ্টরসী সা কৃতা সংক্রান্ত সংবিদম্ ।
 সখীমতিভ্র-হৃদয়াং বিসসৰ্জ্য তদন্তিকম্ ॥
 প্রাপ্ত-বৎ পৃষ্ঠাংগতে পাণৌ পুণ ৰণ্ডাং ত্ত্যাপিতান্ ।
 বস্ত্রে ক্ৰিপন্ অগ্ন-পীড়: পৰিবৃত্তা দৰ্শ-তাম্ ॥
 ক্রসংজ্ঞয়াসি কন্ত ত্বং পৃষ্ঠায়ী ইতি স্তম্ভব: ।
 দমত্যা বীটিকান্ততা। বৃত্তান্ত মুপলব্ধবান্ ॥
 তয়া অনিত দাক্ষিণ্যন্তেষ্টেষ্টম'ধুরভাষিতৈ: !
 সখ্যা:সমাপ্ত নৃত্যায়। নিজে স বসতিং শটৈ: ॥
 অগ্রাম্য পেশলালাপা তথা তং সা বিলাসিনী ।
 উপাচরং পরাক্ষাত্ৰী: সোহপাতৃষ্মিতো বখা ॥
 তত: শশাক ধবলে সজ্ঞাতে বজ্রনী মুখে ।
 পাণিনালম্ব্য ভূপালং শব্যাবেশ্য বিবেশ সা ॥
 তত: কাকনপৰ্য্যাক-শায়ী মৈরেন-মত্তরা ।
 ত্ত্যার্থিতোহপি শিখিলং বিদধে নাধরাং শুকম্ ॥
 প্রবেশয়ন্নিব বুহদ্ভবকৃত্যং সজ্ঞপাং তত: ।
 দীৰ্যবাহ: সমাপ্তিযা স শটৈরিন্নদমত্তবীং ॥
 ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয় হারিণী ।
 কিন্তু কালাহুরোধোহয়ং সাপরাধং করোতি মাম্ ॥
 দাসন্তবায়ং কল্যাণি শুণৈ: ক্রীতোহস্মাকৃজ্জিটৈ: ।
 অচিরাজ্জাতবৃত্তান্তা ঞ্চবং দাক্ষিণ্যমেব্যসি ॥
 কার্যশেষ বনিপ্পাত্ত সজ্ঞং মানিনি ককল ।
 অতোগে কৃতসংকল্পং স্তথান্যং ত্বমবেহি মাম্ ॥
 জামেব মুক্ত,। পর্য্যকং সাবুলীয়েন পাণিনা ।
 বাদয়ন্নিব নিখন্ত শ্লোকমেতং পপাঠ স: ॥

অসমাণ জিগীষস্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ ।
 অনাক্রম্য অগং কৃৎস্নং নো সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ ॥
 শ্লোকেনাশ্রয়ং তেন পঠিতেন মহীভুজা ।
 সা কলাকুশলাজ্ঞাসীশ্রহাস্তং ককিদ্দেব তম্ ॥
 গন্তকামকং তং প্রাতনূপং প্রণয়িনী বলাং ।
 অর্থশিক্ষা চিরং কালমপ্রস্থান মযাচত ॥
 একদা বন্দিতুং সন্ধ্যাং প্রয়াতঃ সরিতন্তটম্ ।
 চিরায়াতো গৃহং তস্তা দদর্শ ভূশবিহ্বলম্ ॥
 কিমেতদ্বিতী পৃষ্টাথ তমুচে সা শুচিন্মিতা !
 সিংহোহত্র শুমহান্ রাত্রৌ নিপত্যাহস্তি দেহিনঃ ॥
 নরনাগাশ্ব সংহারঃ কৃতস্তেন দিনে দিনে !
 তথ্যভূষণ চিরায়াতে তন্তয়েন সমাকুলা ॥
 রাজানো রাজপুত্রা বা তন্তয়েন বিস্তুজিতাঃ ।
 গৃহেভ্যো নাত্র নির্যাস্তি প্রবৃন্তে কণদাক্ষণে ॥
 তামিতি ক্রবতীং মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহস্ত চ ।
 সত্রীড় ইব তাং রাত্রিং অয়া পীড়োহত্যাবাহরং ॥
 অপরেহ্যর্দিনাপায়ে নির্গতো নগরাস্তরাং ।
 সিংহাগম প্রতীকোহভূন্নহাবটতরোরধঃ ॥
 অদৃষ্টত ততো দূরাহংকুলবকুলচ্ছবিঃ ।
 অষ্টহাসঃ কৃতান্তস্ত সকারীষ মৃগাধিপঃ ॥
 অধ্বনাভেন বাস্তং তমথ মহয়গামিনম্ ।
 রাজসিংহো নদন্ সিংহং সমাহবন্ত হেলয়া ॥
 শুকশ্রোত্রো ব্যাস্তবক্তৃঃ কস্ত্রকূর্টঃ প্রদীপদৃক্ ।
 উদন্তপূর্বকারন্তং সগজ্জঃ সমুপাত্তবৎ ॥

তন্ত ন্যস্তাননবিলে কফোণিঃ পতন্তঃ ক্রুধা ।
 ক্ষিপ্ৰকারী জয়াপীড়ো বক্ষঃ স্মুরিকণাভিনং ॥
 শোণিতং জগ্গগন্ধেভ-সিন্দুরাভং বিমূৰ্ছিতা ।
 এক প্রহারভিন্নেন তেনাত্যজ্যাত জীবিতম্ ॥
 আমুক্ত ব্রণপটুঃ স কফোণি মথ গোপয়ন্ ।
 প্রবিশু নর্তকীবেষ্মা নিশি জ্বাপ পূৰ্ব্ববৎ ॥
 প্রত্যভায়াং বিভাবৰ্ঘ্যাংক্রতা সিংহং হতং নৃপঃ ।
 প্রহুটঃ কৌতুকাদ্ দ্রষ্টুং অবতো নির্ঘরৌ স্বয়ম্ ॥
 সদৃষ্টাতং মহাকায়মেক প্রহুতি সংহতম্ ।
 সাস্চৰ্য্যো নিশ্চয়ান্মেনে প্রহস্তার সমাহুযম্ ॥
 তন্ত দস্তান্তরাম্লকং কেয়ুরং পার্শ্বগাপিতম্ ।
 শ্রীজয়াপীড়নামাকং দদর্শাধ সবিস্ময়ঃ ॥
 স্তাং কুতোহত্র স ভূপাল ইতি ক্রবতি পার্ধিবে ।
 জয়াপীড়গমাশাকপূরমাসীদ্ ভয়াকুলম্ ॥
 ততঃ পৌরান্ বিমূৰ্ছিতবৎ জয়ন্তঃ ক্রিতিপোহব্রবীৎ ।
 প্রহৰ্ষাবসরে যুতাঃ কন্দাদ্ বো ভয়সন্তবঃ ॥
 ক্ষয়তে হি জয়াপীড়ো রাজা ভূজ বলোজ্জিতঃ ।
 কেনাপি হেতুনা ভ্রাম্যম্মেকাক্যেব দিগন্তরে ॥
 রাজপুত্রঃ কল্লট ইত্থুক্তা কল্যাণ দেব্যসৌ ।
 তস্মৈ নিরমিতা দাতুং নিম্পুত্রেণ হুতা ময়া ॥
 সেহবেষ্যশ্চেৎ স্বয়ং প্রাপ্তভক্ত্যাহরণেচ্ছয়া ।
 রত্নবীপং প্রতিষ্ঠাসোনিধানাসাদনং গৃহাং ॥
 অগ্নিন্নেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবন শাসিনা ।
 জয়াদেনং মমাবিধ্য বোহস্মৈ দত্তামভীজিতম্ ॥

বাচি স প্রত্যয়াঃ পৌরা ভূপতেঃ সত্যবানিনঃ ।
 অধ্বা কামলাবাস-বর্জিনং তং ভবেদয়ন ॥
 সামাত্যাস্তঃ পুরোহভ্যেত্য প্রবহ্নেন প্রপাত্ত তম্ ।
 ততঃ অবশ্য নৃপতি নিনায় বিহিতোৎসবঃ ॥
 কল্যাণ দেব্যাস্তেনাধ কল্যাণাতি নিবেশিনা ।
 রাজলক্ষ্যা ব্যাপাত্তায়া ইব সোহজিগ্রহং করম্ ॥
 ব্যাধাদ্ বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন ।
 পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্বা স্বত্বরং তদধীশ্বরম্” ॥

ইহার মর্ম্ম এই যে, অজ্ঞা নামক এক ব্যক্তি জয়াপীড়ের রাজত্ব হস্তগত করিলে তিনি অমুযাত্রীগণ সহ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন এবং একাকী ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক পুণ্ড্র বর্দ্ধন নগরে আগমন করেন। জয়াপীড় নগরে প্রবেশ করিয়া সন্দর্শন করিলেন যে কাষ্ঠিকেশ্বর মন্দিরে আরাতি হইতেছে। সেই সময় দেবনর্ত্তকী কমলা মন্দির-প্রান্তরে দেবতার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল; জয়াপীড় কমলার সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হন। কমলাও এই অপরিচিত যুবর সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া তাহাকে লইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই বারবিলাসিনীর গৃহ সজ্জা দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই রমণী সুবর্ণ-পর্য্যাক্ত শয়ন করিত এবং তাহার আহারের পাত্রাদিও সুবর্ণ-নির্ম্মিত ছিল। কমলা সংস্কৃত জানিত, কিন্তু বারাজনা-সুলভ মত্তগানেও অভ্যস্তা ছিল। এই সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহভয় উপস্থিত হইয়াছিল। নগর-বাসীরা এই সিংহকে বিনাশ করিতে পারে নাই। জয়াপীড় কমলার মুখে নগর-বাসীলগ্নের বিপদের কথা শুনিয়া, সিংহের উদ্দেশে গমন করেন; জয়াপীড়ের হস্তে সিংহ বিনষ্ট হয়। জয়াপীড়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার স্বনামাক্ত অন্নদ সিংহ-মুখে সংসক্ত হইয়া থাকে। পরদিন নগরবাসিগণের মুখে সিংহের

নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পৌণ্ড্রবর্কনাধিপতি জয়ন্ত সপার্বন ঘটনা হলে উপস্থিত হন ও সিংহের মুখে জয়্যাপীড়ের নামাক্রিড কেবুর্ দেখিতে পান । তিনি ইতঃপূর্বেই লোকমুখে জয়্যাপীড়ের পূর্ক দেশাভিবান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া ছিলেন । জয়্যাপীড়কে অহুসন্ধান করিয়া কমলার গৃহে পাইলেন । অতঃপর তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন পূর্কক আপনার কস্তা কল্যাপী দেবীকে ক্তাহার করে সমর্পণ করিলেন । জয়্যাপীড়, জয়ন্তের আলয়ে কিছুকাল অবস্থান পূর্কক গোড়ের পাঁচজন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া ষণ্ডরকে রাজচক্রবর্ত্তী করেন । অতঃপর জয়্যাপীড় নবপরিণীতা পত্নী কল্যাপীকে ও বারাক্তনা কমলাকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন ।

এইরূপ অলৌকিক উপাখ্যান লইয়া সরস উপন্যাস রচিত হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে ইহার স্থান হইতে পারে না ।

রাজতরঙ্গিণী যে সর্ক্যাংশে বিশ্বাস-যোগ্য নহে তাহা কাহারও অবিদিত নাই । ডাঃ বুলার বলেন, “রাজতরঙ্গিণীর বিবরণগুলি কাশ্মীর বা ভারতেতিহাসের উপাধান স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার পূর্কে প্রথম হইতে ককটিক রাজবংশের প্রথমংশ পর্যন্ত বিচার পূর্কক সংক্কার করা আবশ্যক (১) । রাজতরঙ্গিণীর ভূমিকায় ডাঃ ষ্টাইন গ্রন্থের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন । তিনি বলেন, কহ্লন মিশ্রকে সমসাময়িক ঘটনা ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করা যায় না । ঐতিহাসিক ষ্টাইন লিখিয়াছেন :—

“Miraculous stories & legends taken from traditional lore are related in a form showing that the chronicler fully shared the nave credulity from which

they had sprung. Manifest impossibilities exaggerations and superstitious beliefs such as which we must expect to find mixed up with historical reminiscences in popular tradition, are reproduced without a mark of doubt and critical misgiving:—

All the above observations combine to show that Kalhan knew nothing of that critical spirit which to us now appears the indispensable qualification of the Historian. Prepared as he himself is to believe, we cannot expect him to have chosen his authorities to the events they profess to relate. Still less can we credit him with a critical examination of the statements he chose to reproduce from them.” (১)।

Allusions have been made already to the fact that the Indian mind has never learned to divide mythology & legendary tradition from true history. That spirit of doubt does not arise which alone can teach how to separate tradition from historic truth, to distinguish between the facts and the reflections they have left in the popular mind”. (২)

(১) Stein's Introduction to Raj Tarangini Page 28.

(২) Stein's Introduction to Raj Tarangini Page 29.

বসন্ত: রাজতরঙ্গিণী-রচয়িতা অলৌকিক উপাখ্যান ও গল্প সমূহ বিচার পূর্বক গ্রহণ করেন নাই, অকপট ভাবেই উহাতে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। পরম্পরাগত প্রাচীন ও প্রবল বিশ্বদত্তী এবং বিচিত্র ও পৌরাণিক উপকথা ওতপ্রোত ভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। সেজন্যই এই সমুদয় বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া ইতিহাসের সহিত প্রযুক্ত করা আবশ্যক। কিন্তু কল্লহন মিশ্র উপাখ্যান বা বিশ্বদত্তীতে অস্বাভাবিক ও অসম্ভবতার রেখা পাত করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিলেটে ম্রিধ জয়্যাপীড়ের গোণ্ড বর্দ্ধন নগরে অথবা গোড়দেশে আগমনের কথা কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। (১) ঠাইন সাহেব ও জয়্যাপীড়ের গোড়-বিজয় কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। (২)

কল্লহনের মতে কাশ্মীর রাজ জয়্যাপীড় ৭৫১ খ্রষ্টাব্দে প্রোভুত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-তরঙ্গিণীর অনুবাদক ঠাইন সাহেব উহা নিতুল বলিয়া মনে করেন না। তিনি এতদ্বিষয়ে বহু পর্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, জয়্যাপীড় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে ৭৭২—৭৮০ খ্রষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং জয়ন্ত-কাহিনীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও গোণ্ড বর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্তকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেই স্থাপিত করিতে হয়। জয়্যাপীড়ের গোণ্ড বর্দ্ধনে আগমনের পূর্বে তিনি একজন সামান্য নরপতি ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার দোড় এই পর্য্যন্ত যে তিনি রাজধানী হইতে ব্যাজ্র-ভীতি দূর করিতেও সমর্থ হন নাই।

(৩) V. A. Smith's Early History of India 3rd. E. D. Pages 375—376.

(৪) Chronicles of the kings of Kashmere Vol I Page 94.

জয়গীড়কে কন্যা সম্ভাদান করিয়াই জামতার সাহায্যে তিনি তথা-কথিত “পঞ্চ গোড়াধিপ” গণকে (?) জয় করিয়া আপনায় রাজ্যসীমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে সাধিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুণ্ড্র বর্ধনের একজন সামান্য রাজা দ্বারা সংঘটিত না হইয়া “পঞ্চ গোড়াধিপ” (?) জয়ন্তের পক্ষেই কতকটা সম্ভব পর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং আদিশূর ও জয়ন্ত অস্তিত্ব হইলে, জয়ন্তের ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যাপার অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে, কমোজরাজ যশোবর্ষদেব ৭৫৩ খ্রষ্টাব্দেই কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ষ তখন আমরাজ বপত্তর সূরি কর্তৃক অল্প বয়সেই জৈন ধর্মে লীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তিনি যে বৈদিক ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রসার কল্পে আদিশূরের সত্যার সাধিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ যশোবর্ষই এই কার্যে আদিশূরের প্রধান সহায় ছিলেন। জয়ন্তের জামাতা কাম্বীররাজ জয়গীড়ের পিতামহ ললিতাদিত্য “বাকপতিরাজ-শ্রীভবভূতি” প্রভৃতি কবিগণ সেবিত কনোজাধিপতি যশোবর্ষদেবকে সম্বরে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ জয়দ্বীপে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জয়ন্ত কর্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা যশোবর্ষার জীবিতকাল মধ্যে কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? যশোবর্ষার সম সাময়িক “আদিশূর” ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়গীড়ের বহু পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং আদিশূর এবং জয়ন্তকে ‘অস্তিত্ব মনে করিবার যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে। গোড়রাজমালা-প্রণেতার দ্বায় আমরাও বলি, “যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্না জয়গীড়ের অজ্ঞাত বাস উপভাসের উপনায়ক মাত্র তাহা বলা কঠিন।”

“মাংস্ত-ভায়” বিদূষিত করিবার জন্য গোড়ীর প্রকৃতি-পুঞ্জ বস্ট তনয় গোপালদেবকে ৭৮০ খ্রষ্টাব্দ মধ্যে গোড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সুতরাং ৭৭২—৭৮০ খ্রষ্টাব্দে জয়্যাপীড়ের পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন এবং তৎকর্তৃক পঞ্চগোড়াধিপগণের (?) পরাজয়ের কাহিনী কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য ৭২৩—৭৬০ খ্রষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জান যায়; তৎপরে কুবলয়্যাপীড় ১ বৎসর, বল্লাদিত্য ৭ বৎসর, পৃথীব্যাপীড় ৪ বৎসর, সংগ্রামপীড় ৭ দিবস, এবং তৎপরে জয়্যাপীড় ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৭৭২ খ্রষ্টাব্দে জয়্যাপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। জয়্যাপীড় প্রথমতঃ স্বরাজ্যে থাকিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং কতিপয় বৎসর পরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। অতএব ৭৭৫ খ্রষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহার পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন সম্ভবপর হয় না। ৭৭৫ খ্রষ্টাব্দে বা তৎপরবর্তী সময়ে গোড় মণ্ডলে জামাতা জয়্যাপীড়ের সাহায্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্তের সার্কভৌমত্ব অর্জন করিবার কাহিনী সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, “মাংস্তভায় প্রপীড়িত” গোড়ীয় প্রকৃতি পুঞ্জের “রাজভট-বংশ-পতিত” গোপালদেবকে গোড়ের সিংহাসনে সংস্থাপনের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়।

ঐযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় প্রচলিত কিম্বদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়া আদিশূরের সময়-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এক অভিনব মত নব্যভারতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন “বৎস রাজদেব, তদীয় পিতা দেবশক্তিদেবের মৃত্যুর পর ৭৮০ খ্রষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খ্রষ্টাব্দ (৭০২—৭২৭ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কান্তকূলে পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে কনোজ রাজ্যের সীমা কাশ্মীর ও মালবদেশ হইতে গোড়দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, কনোজপতিদিগকে আধ্যাবর্তের সর্কপ্রধান নরপতি করিয়া

তোলে" । ১৮৩৭ খ্রষ্টাব্দের কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার
নাসিকের একখানি ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খ্রষ্টাব্দ) লিখিত তাম্র শাসনের

যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে,

বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকূট পতি গোবিন্দ রাজের পিতা পৌররাজ গোড়

আদিশূর বঙ্গবিজেতা বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া উত্তরের রাজ

ছত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন । কৈলাস বাবু বলেন,

"এমতাবস্থায় ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, বৎসরাজ গোড়ের বৌদ্ধ ধর্ম্মা-

বলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্তে অনেক হিন্দুকে গোড়ের

সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন । আমাদের বিবেচনায় ইনিই আদিশূর ।

বৎসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরও শৈব

হওয়ারই সম্ভব । আদিশূর কোনবংশীয় নরপতি তাহার কোনও উল্লেখ নাই ।

আদিশূর কিম্বা তাহার উত্তর-পুরুষ কোন রাজা দিনাজপুর অঞ্চলে যে

শিব মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মন্দির স্তম্ভের খোদিত লিপি পাঠে

অবগত হওয়া যায় যে, ইহারা আপনাদিগকে কন্বোজ বংশজ বলিয়া পরিচয়

দিয়া গিয়াছেন । সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৎসরাজ

কন্বোজ বংশীয় কোন সেনাপতিকে গোড়ের সিংহাসনে স্থাপন

করিয়াছিলেন" (১) । উপরোক্ত অনুমানের কোনও কারণ প্রদর্শিত হয়

নাই । দিনাজপুর স্তম্ভ লিপির "কান্বোজাবয়জেন গৌড় পতিনা" বাক্যাংশ

দৃষ্টে তিনি বৎসরাজের কল্পিত সেনাপতি আদিশূরকে কান্বোজ বংশীয়

বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন ।

কৈলাস বাবু এখানে সম্ভবতঃ গুর্জরপতি বৎসরাজের বিষয়ই

বলিতেছেন । হর্ষ বর্দ্ধনের মৃত্যুর কিকিদিধিক এক শতাব্দী পরে গুর্জর

জাতি কর্তৃক মধ্য ভারত বিজিত হইয়াছিল । গুর্জরের প্রতি হার বংশীয়

বৎসরাজ ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ইনি অবন্তিরাজকে পরাজিত এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া পৌড়পতি এবং বঙ্গপতি উভয়কেই পরাজিত করিয়াছিলেন এবং উভয়ের রাজহত্ন হস্তগত করিয়াছিলেন । “ইহার কিয়ৎকাল পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ ঋষ শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গুর্জরপতি বৎসরাজকে উত্তরাপথ হইতে তাড়িত করেন এবং গোড়বঙ্গের ছত্রঘর হস্তগত করেন” । এই সময়ের ঘটনা ৭০৫ শকাব্দের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল, কারণ জৈন হরিবংশ প্রণেতা জিন সেন লিখিয়াছেন (১) :—

“শাকেব্দ শতেষু সপ্তম দিশং পশ্চিমে চতুরেবৃত্তরাং

পাতীজ্রায়ুধ নাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্ ।

পূর্বাং শ্রীমদবন্তি ভূভূতি নৃপে বৎসাদি(ধ)রাজেহ পরাং

সৌর্য্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেহ বতি” ।

অর্থাৎ :—৭০৫ শকাব্দে ইজ্রায়ুধ নামক রাজা উত্তর দিক শাসন করিতেছিলেন, কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ (রাষ্ট্রকূট রাজঋষ) দক্ষিণ দিক শাসন করিতেছিলেন, পূর্বদিক অবন্তিরাজের শাসনাধীনে ছিল এবং পশ্চিম দিক বৎসরাজ কর্তৃক শাসিত হইতেছিল, এবং সৌর্য্যগণের রাজ্য বীর জয় বরাহের শাসনাধীনে ছিল ।

“কিন্তু বশোবর্ম্মার ত্রায় বৎসরাজকেও শত্রুর তাড়নায়, অচিরকাল মধ্যেই পৌড়-বঙ্গ-বিজয়-ফল-সন্তোষে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল । রাষ্ট্রকূট রাজ ঋষ বৎসরাজকে নবজিত প্রদেশ নিচয় ত্যাগ করিয়া রাজপুতনার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন” (২) । ঋষশাসিত গুর্জর

(১) Indian Antiquary XV Page 141 and J. R. A. S. 1909 P 253.

গৌড়রাজ মালা ২০ পৃষ্ঠা ।

(২) গৌড়রাজ মালা ২০ পৃষ্ঠা ; প্রবাসী ১৩১১ অগ্রহায়ণ ২০১ পৃষ্ঠা ।

রাজ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার্থেই যত্নবান ছিলেন । সুতরাং বৎসরাজ কর্তৃক গোড়ের সিংহাসনে তৃতীয় সেনাপতিকে সংস্থাপিত করিবার করণা অমূলক বলিয়াই মনে হয় । তৃতীয় গোবিন্দের ওয়ানি এবং রাধনপুরের তাম্রশাসনে গুর্জরপতি বৎসরাজের গোড় বক বিজয় প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ লইয়াছে (১) :—

“হেলা স্বীকৃত গোড় রাজ্য কমলা মন্তঃ প্রবেশাচিরা-

দূর্মাণং মরুমধ্যমপ্রতি বৈলৈধৌ বৎসরাজং বৈলৈঃ ।

গোড়ীয়ং শরদিন্দু পাদধবলং ছত্রঘরং কেবলং

তস্মান্নাহত তদ্যশোপি ককুভাং প্রান্তেস্থিতং তৎক্ষণাৎ” ॥

অর্থাৎ “তিনি (ধ্রুব) অতুল পরাক্রম-সৈন্ত বলের দ্বারা, হেলায় গোড়রাজ্য অয়তনিত অহঙ্কারে মত্ত বৎসরাজকে অচিরায় ভুগ্নম মরু মধ্যে তাড়িত করিয়া, কেবল যে (তাঁহার) গোড়জয়লক শরদিন্দু ধবল ছত্রঘরই কাড়িয়া লইয়াছিলেন এমন নহে ; তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিপত্তব্যাপী যশও কাড়িয়া লইয়াছিলেন ।

বরোদায় প্রাপ্ত ইন্দ্ররাজ তনয় ককরাজের ৭০৪ শকাব্দের তাম্রশাসনে এই ঘটনা আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে (২) :—

“গোড়েন্নে বঙ্গপতি নির্জয় হুর্বিদদ্ধ সদৃগুর্জরেশ্বর নিগগ্গলতাং চ যন্ত ।

নীত্বা ভূজং বিহত মালব রক্ষণার্থং স্বামী তথাশ্রমপি রাজ্য ফলানি ভূঙ্তে ॥”

অর্থাৎ :—“প্রভু (তৃতীয় গোবিন্দ) পরাজিত মালবরাজকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহার (ককরাজের) এক হস্তকে গোড়েন্ন এবং বঙ্গপতি

(১) Indian Antiquary Vol. XI. Page 157. Epigraphia Indica Vol. VI. Page 243.

(২) Indian Antiquary Vol. XII. Page 190.

বিজেতা চুরাশা মন্ত গুর্জর-পতির আক্রমণার্থ আগমন পথের হৃদয় অর্গলে পরিণত করিয়া, অপর হস্তকে রাজ্যকল স্বরূপ উপভোগ করেন।” এই গুর্জর-পতি যে বৎসরাজ তদ্বিবরে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ প্রম কর্তৃক গুজরাট ও মালবে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্ত হাপিত হইলে, আর কোনও গুর্জরপতির পুনর্ব্যায় গোড়বল বিজয়ের অবসর পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা (১)। গুর্জরপতি বৎসরাজ যে বজাধিপত্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজত্ব হস্তগত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জানা যায় নাই। সুতরাং বৎসরাজের সহিত আদিশূর বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনও নৃপতির সংশ্রব কল্পনা করা সমীচীন নহে।

কানিং হাম সাহেব, ব্রহ্মেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র আদিশূর ও বীরসেনকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদনুসারে স্বর্গীয় বার কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর আদিশূরকে

আদিশূর

ও বীরসেন ।

বীরসেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু অধুনা এইমত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ডাক্তার হরপ্‌লি বলেন, বিজয়সেন আদিশূরের নামান্তর মাত্র। সুতরাং তাঁহার মতে বল্লালের পিতার

রাজ্য শাসনকালে ব্রাহ্মণগণ কান্ডকুল হইতে বঞ্চে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী গণনা দ্বারা আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। পিতা পুত্রের মধ্যে কখনই এতাদিক অন্তর হইতে পারে না।

নেপালাধিপতি জয়দেব পরচক্রকামের ১৫৩ বর্ষ সম্বতের (৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের) শিলা লিপিতে কামরূপরাজ হর্ষদেবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

বার। এই শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, জয়দেব (নেপালরাজ),
 কামরূপাধিপতি ভগদত্ত বংশীয় “গোড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোশল-
 পতি” এই হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীর পাণি-
 গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। প্রাচীন কামরূপের
 বঙ্গরাজ্য। নৃপতিগণ নরক এবং ভগদত্তের বংশধর বলিয়া

আত্ম পরিচয় দিতেন। হর্ষদেব সম্ভবতঃ কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ সমুদ্ভব
 ছিলেন ; এবং কামরূপ ত্যাগ করিয়া, কামরূপের পশ্চিম সীমান্ত হিত কর-
 তোয়া নদী পার হইয়া, বঙ্গরাজ্য উল্লঙ্ঘন পূর্বক যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্যের অধঃ-
 পতন জনিত উত্তরাপথবাপী বিপ্লবের সুযোগে গোড়, উৎকল, কলিঙ্গ এবং
 কোশল লইয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
 কামরূপের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বঙ্গরাজ্য, হয়ত হর্ষদেবের এই
 সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল, অথবা স্বীয় স্বাভাব্য রক্ষা করিতে
 অসমর্থ হইয়া এই অভিনব সাম্রাজ্য-চক্রের কর্তৃপক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল।
 হর্ষদেবের সমসাময়িক বঙ্গরাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান সম্মত
 প্রণালীতে বঙ্গে শূররাজ বংশের আবির্ভাব কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে
 নির্দ্ধারিত হইলে, আদিশূর বা তাহার পুত্রকে হর্ষদেবের সমসাময়িকরূপে
 গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে না।

(১) “রাজ্যদন্তি সমুদ্র-দত্তমুদল-সুধারি-ভূভূমিরো
 গোড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশল পতি-ঐহর্ষদেবরাজা।
 দেবী রাজ্যমতী কুলোচিত শুণৈশ্চৈত্র্যভূতাকুলৈ-
 র্বে নোচ ভগদত্ত রাজ কুগজালক্ষ্মীরিবজাভূজা ॥”
 Indian Antiquary, Vol, IX, Page 178,

৫ম অঃ] আদিশূরের পূর্ববর্তী বঙ্গাধিপ । ১২৯

কোনও কোনও কুলপ্রদীপের মতে, আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আদিশূরের রাজবংশ বলের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে- পূর্ববর্তী বঙ্গাধিপ । ছিলেন । আদিশূরের অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে হিন্দু-ধর্ম সগর্বে মস্তক উন্নত করিয়া বৌদ্ধধর্ম উন্নতনের সমিধে চেষ্টা করে ।

ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে :—

“শ্রীমজ্জাআদিশূরোহভবদবনিপতি স্তত্র বঙ্গাদি দেশে,
সল্লোকঃ সধিচারৈরিদিত্তি স্তত্তপতিঃস্বর্থধাসীং তথাসীং ।
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিল তিমির রিপু স্তম্ভবেত্তা মহাত্মা,
জিত্বা গুজ্ঞান্ চকার স্বয়মপি নৃপতি গোড়রাজ্যাং নিরস্তান্ ॥”

বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে :—

“উজ্জাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্ ।
শশাস গোড়ং দিত্তিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রজিদিবং শশাস ॥”
(কুলরমা) ।

এখানে “বৌদ্ধং নৃপপালবংশম্”, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজগণকে না বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নরপতিগণের বংশও বুঝাইতে পারে ।

রবিনেন মহামণ্ডল প্রণীত কুলপ্রদীপে লিখিত হইয়াছে :—

“আসীং পুরা বৈজবংশে লক্ষ্মীনারায়ণো নৃপঃ ।
গাজেন ইব ধর্ম্মাত্মা দৃঢ় ব্রতো মহাবলঃ ॥
দানে বৈকর্জনঃ কর্ণো রণে চাপি ধনঞ্জয়ঃ ।
নিহতনাস্তিকান্ বৌদ্ধান্ আদিশূরাধ্যঃ কীর্ত্তিত ॥

অভ্যুত্থানমধর্মস্ত বদা বজ্রে বভূবহ—

তদানয়ং দ্বিজান্ পঞ্চ সাধিকান্ কান্তকুব্জতঃ ॥”

ঋষানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে :—

“আগম্য ভারতং বর্ষং দায়দ্যং স রবিপ্রভঃ ।

জিত্বা চ বোদ্ধ রাজানং তথা গোড়াধিপং বলান্ ॥”

আদিশূর কান্তকুজাধিপতির নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ও তিনি ব্রাহ্মণদিগকে “সুজিত-সুগত-বৃন্দে” (১) গোড়রাজ্যে অল্পগ্রহ পূর্বক আসিতে অল্পরোধ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুলাচার্যাগণের মতে আদিশূর এক বোদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়া বজ্রের সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বোদ্ধ রাজবংশের পরিচয় কোনও কুলশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই।

আদিশূরের রাজধানী কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাও মত ভেদে রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রোচ্য-বিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় বলেন, “এখনও পূর্ববঙ্গের বহু লোকের বিশ্বাস, আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানেই রাজত্ব করি-
 আদিশূরের
 রাজধানী।
 তেন এবং এখানেই পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথম আগমন করেন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য লুপ্তান্বিত নাই। গোড়াধিপ আদিশূর কোন কালে বিক্রমপুরে পদার্পন করিয়াছেন কিনা, তাহারই

(১) . . “সুকৃত সুকৃত সংঘাঃ সর্গ-শাস্ত্রার্থ দক্ষা,

লপিত হত বিপক্ষাঃ স্থতি বাক্যাঃ প্রতিজ্ঞাঃ ।

সুজিত সুগত বৃন্দে গোড় রাজ্যে মন্যোরে,

দ্বিজকুল পরজাভাঃ সানুকম্পাঃ প্রায়াক্ত ॥”

বিশ্বাসজনক প্রমাণাত্মক । আদিশূর যে সময়ে গোড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ড বর্কন নগরে তৎকালে রাজধানী ছিল” (১)। পুজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষর-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় “রারেন্দ্রকুল পঞ্জীর” লিখিত—

“সকল গুণ সমেতাঃ সাধিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ,

হৃদবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কাশ্যকুজাং ।

নিজপরিকর বর্গেঃ পাবনং পাপমুক্তং,

সুরসরিদবধৌতং যাস্তি গোড়ং মনোজ্ঞং ॥”

এই বচনটি অধ্যাহার করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ-বধৌতপাদ গোড়নগরে সমাগত হইয়াছিলেন ।

“গোড়ের ইতিহাস প্রণেতা” এবং “বঙ্গের পুরাতত্ত্ব”—রচয়িতা প্রভৃতি অনেকে উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়াছেন ।

পঞ্চাস্তরে লঘুভারত-কর্তা ৮ গোবিন্দকান্ত বিজ্ঞানভূষণ, সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিজ্ঞানিধি, বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় ৮ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ৮ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, পণ্ডিতাশ্রমী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন, এবং আদিশূর ও বল্লাল সেন প্রণেতা প্রভৃতি অনেকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালের পঞ্চপাতী । আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন এখন পর্য্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে না, তখন তাঁহার রাজধানী কোনস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণই উঠিতে পারে না । কিন্তুও তবু একথা স্থির যে আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে তাঁহার রাজধানী প্রাচীন বঙ্গেই স্থাপন করিতে হইবে ।

নগর বাবুর উক্তির সমালোচনা করা নিম্নপ্রয়োজন, কারণ উহার মূলে কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নাই । কুল-গ্রন্থগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে

লিখিত হয় নাই। তৎকালে গোড়রাজ্য বলিতে গোড় ও বঙ্গ এই উভয় প্রদেশই বুঝাইত। রামদেবের “বৈদিক কুলমঞ্জরী” গ্রন্থে সামলবর্ণা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি “গোড়াস্তর্গত কান্ত বিক্রমপুরোপান্তে পুরী” নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অপরাপর কুলগ্রন্থ সমূহেও এরূপ দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে লিখিত গোড় শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত না হইয়া প্রদেশার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। গঙ্গা বা পদ্মা গোড় বঙ্গের বঙ্গোদেশ ভেদ করিয়াই সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সুতরাং গোড় ও বঙ্গ যে সুরসরিদবধৌত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গঙ্গার প্রবাহ যে বহু পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক মনোবিদ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মেজর রেণেল, বুকানন হেমিণ্টন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মধুপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমস্থ নিম্নভূমি গঙ্গার প্রাচীন খাত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে রাজসাহীর চলন বিলে এবং ঢাকার আইরল বিলেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ঘটিয়াছিল। এবিষয় ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। সুতরাং “সুরসরিদবধৌতপাদ” প্রমাণের বলে আদিশুরের রাজধানীকে পশ্চিম বঙ্গে নেওয়া চলে না।

খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয়পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীরঅন্ত পর্য্যন্ত গোড় মণ্ডলে পালরাজ গণের প্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে শূররাজের প্রাচ্য ভারতে সার্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না। আবায় বাকুপতি রাজের “গৌড়বহো” কাব্য হইতে জানা যায় যে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে মগধেশ্বর শশাঙ্ক-প্রবর্তিত উত্তরা পাণ্ডের পূর্বাংশের অধিপতি “গৌড়াদিগ” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সুতরাং তৎকালে গোড় মণ্ডল যে মগধাধিপতির করায়ত্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ণার প্রতিষন্ধী এই “গৌড়পতিক” গোড়রাজ মালার লেখক আদিত্য

সেনের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (১) এবং আমরাও উহাই সত্য বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে গোড়পতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে তৎকালে আদিশূরকে গোড়ে স্থাপন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

কুলাচার্য্য গণের লিখিত গ্রন্থসমূহে আদিশূরের বংশাবলী পওয়া যায়, কিন্তু উহা ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই। কুলগ্রন্থে এবং প্রাচীন কুলজ্ঞ গণের কথামুসারে নিম্ন লিখিত বংশাবলী জানা যায়, কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কবিশূর শূর বংশাবলী। তৎপুত্র মাধবশূর, তৎপুত্র আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর। তৎপুত্র ক্রিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর,

তাহার পর প্রহ্মশূর ও বরেন্দ্রশূর। তাহার পরে অম্বশূর গোড়ে রাজা হন (২)। আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তদীয় ঐতিহাসিক চিত্রের ৮৫ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছিলেন, “বারেন্দ্র কুলশাত্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশূরের পর ভূশূর, এবং তৎপরে বরেন্দ্রশূর ও প্রহ্ম শূর নামে দুই ভ্রাতা রাজা হন। তাঁহাদের সময়ে বিদ্রব সংঘটিত হইয়া বরেন্দ্র একদেশে ও প্রহ্ম অন্ডদেশে রাজ্য স্থাপন করায় কান্ধকুজাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। বরেন্দ্রের নামামুসারে বরেন্দ্রদেশ এবং প্রহ্ময়ের রাজ্য রাঢ় দেশ নামে খ্যাত। বাসস্থানের নামামুসারে কাল ক্রমে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন”।

(১) গোড়রাজ মালা ১৫ পৃষ্ঠা।

(২) পঞ্চান্তরে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী অনুসারে আদিশূর বংশীয় সাতজন মরপতির

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আদিশূর-বংশ নিম্ন লিখিত ভাবে লিপি বদ্ধ হইয়াছে :—

- ১। আদিশূর
- ২। ভ্রমেনি ভান্ (যামিনী ভান্) ?
- ৩। আনরুদ (অমিরুদ্ধ) ?
- ৪। পরতাপ রুদ্র (প্রতাপ রুদ্র) ?
- ৫। ভবদত্ত (ভবদত্ত) ?
- ৬। রেকদেত্ত (রত্নদেব) ?
- ৭। গিরধার (গিরিধারী) ?
- ৮। পরতিহিধর (পৃথ্বীধর) ?
- ৯। শিস্টিধর (সৃষ্টিধর) ?
- ১০। পিরভাকর (প্রভাকর) ?
- ১১। জয়ধর ।

বিশ্রকল্প লতা গ্রন্থে লিখিত আছে :—

“আসীং বৈষ্ণা মহাবীৰ্য্যঃ শাল বান্ধাম ভূপতিঃ ।

বঙ্গ রাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্ম পরিপালকঃ ।

তদ্বংশে জনিত শৈবকঃ প্রতাপ চন্দ্র ভূপতিঃ ।

তৎকালে জনিত শচীন্দ্র স্তেজঃশেখর সংজ্ঞকঃ ॥

বিধূবাণ গ্রহ্মিতে শকাব্দে বিগতে পুরা ।

তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহাপতিঃ ॥

নাম পাওয়া যায় ।.. যথা :—

আদিশূরো ভূশূরোশ্চ ক্ষিতিশূরোবনৌশূরঃ ।

ধরনৌশূরকন্টাপি ধরাশূরো রণশূরো ॥

এতে সপ্তশূরোঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ স্মৃতবর্ণিতাঃ”

কিন্তু ইহাতেও শালবান, প্রতাপ চন্দ্র, তেজঃশেখর ও আদিশূরের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণীত হয় না। লঘুভারত-প্রণেতা তেজঃ শেখরকে আদিশূরের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (১)। জামনা নিবাসী পণ্ডিত-প্রবর জয়সেন বিশ্বাস মহাশয় তদীয় বৈষ্ণবুল চন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

“যেনানৌতা ষিভাঃ পূর্বং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ ।

জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্য কীর্তিতঃ ॥

লক্ষ্মী নারায়ণ সন্তানো বিমলাখ্যো নৃপো মহান ।

কারিকা কুল কর্তাসৌ মহাবংশস্ত সম্মতঃ ॥”

অর্থাৎ—যিনি বঙ্গ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁহার উপাধি আদিশূর এবং তাঁহার পুত্রের নাম মহারাজ বিমল, তিনি বহুকারিকা প্রণয়ন করেন, কুলীন গণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

“সাহিত্য দর্পণ” প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ কবিরাজ “ভূশূরকে “ভানুদেব” নামে অভিহিত করিয়াছেন, যথা :—

“মম তাত পাদানাং মহাপাত্র চতুর্দশ ভাষা বিলাসিনী ভুজঙ্গ মহাকবীন্দ্র শ্রীচন্দ্র শেখর সাক্ষিবিগ্রহিকাণাং—

দূর্গালঙ্ঘিত বিগ্রহো মনসিঅং সন্মীলয়ন্ তেজসা ,

প্রোচদ্রাজকলো গৃহীত গরিমা বিশ্বগ্ বৃতো ভোগিভিঃ ।

নক্ষত্রেশকুতেক্ষণো গিরি গুরৌ গাঢ়াং কচিং ধারয়ন্,

গামাজ্জমা বিভূতিভূষিত তনুং রাজত্বামাবলভঃ॥”

অল্প প্রকরণে অভিজ্ঞা উমানারী মহাদেবী তৎকালীন ভাষ্কর্য নৃপতি-
রূপে অর্থে নিরন্তরে ব্যঞ্জনরৈব গৌরীবলভরূপঃ অর্থো বোধ্যতে ।”

সাহিত্য দর্পণ, ৫২।৫৩ পৃষ্ঠা।

অশেষ-শাস্ত্রার্থদর্শী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিহার্য মহাশয় লিখিয়া-
ছেন, “এখানে বৈষ্ণব কেশরী মহামহোপাধ্যায় মহাকবি বিষ্ণুনাথ
কবিরাজ তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর কবীন্দ্রের কথা বলিতেছেন যে তিনি
চতুর্দশ ভাবার মহাপণ্ডিত ও মহারাজ ভাষ্কর্যের প্রধানমাত্য ও সাক্ষি-
বিশিষ্ট ছিলেন। রাজমহিবীর নাম উমা ছিল। আমরা মনে করি, এই
ভাষ্কর্য, বামিনীভাষ্ক, ভূশূর এবং বিমল সেন একই ব্যক্তি।” উক্ত
বিহার্য মহাশয়ের লিখিত আদিশূরের বংশাবলী এস্থলে উদ্ধৃত হইল (১)।

প্রকৃত নাম	উপনাম
১। মহারাজ শালবান সেন	×
২। প্রতাপচন্দ্র সেন	কবিশূর
৩। তেজঃ শেখর সেন	মাধবশূর
৪। লক্ষ্মীনারায়ণ সেন	আদিশূর
৫। বিমল সেন	ভূশূর, বামিনী ভাষ্ক বা ভাষ্কর্য।
৬। অনিরুদ্ধ সেন	ক্লিতিশূর
৭। প্রতাপরুদ্র সেন	ধরশূর
৮। ভূদত্ত সেন (ভবদত্ত সেন) ?	
৯। রঘুদেব সেন	×
১০। গিরিধারী সেন	×

১১। পৃথ্বীধর সেন	×
১২। সৃষ্টিধর সেন	×
১৩। জয়ধর সেন	×

গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—আদিশূরের পর ভূশূর রাজা হন। ভূশূর রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাত শতী ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী বিভাগ করেন, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগকে ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম প্রদান করেন (১)। ইনি সাতশতী দিগকে ২৮ খানি গ্রাম প্রদান করেন। ইহার পর অবনীশূর, ধরনীশূর ধরশূর, যথাক্রমে রাজা হন। ধরশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগকে কুলাচল ও সংশ্রোত্রীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বন্দ্য প্রভৃতি ২২টী গাঞী কুলাচল বলিয়া গণ্য হয় এবং সিদ্ধল প্রভৃতি ৩৪টী গাঞী সংশ্রোত্রীয় বলিয়া কথিত হয় (২)। তিরুমলয়ের শিলালিপি ইহাতে অবগত হওয়া যায় যে রাজেন্দ্র চোল উত্তর রাঢ়ের মহাপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর এবং দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল এবং বঙ্গের গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করেন। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত প্রণেতা শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে এই রণশূর ধরশূরের পুত্র! কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে আদিশূরের বংশাবলী সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। সুতরাং কোন বংশাবলীকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? সম্ভবতঃ প্রাচীন কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী সময়ে কুলশাস্ত্র গুলি রচিত

“(১) ক্ষিতিশূরেণ রাজ্যাপি ভূশূরস্ত সূতেন চ।

ক্রিয়তে গাঞী সংজ্ঞানি ভেবাংস্থান বিনির্ণয়ান্” ॥

(২) এই জন্ত রাঢ়ীদিগের মধ্যে এই কথাটি প্রচলিত হয়-যে, “পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই”।

হইয়াছিল। সুতরাং উহা প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য।
আবার অনেক স্থলে কুলগ্রন্থ গুলি কোনও উদ্দেশ্য মূলে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল
বলিয়াই বোধ হয় ; অভিনব ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোক পাতে কুল
গ্রন্থের অনেক স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায়
কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে ইতিহাস রচনা করা নিরাপদ নহে।



ষষ্ঠ অধ্যায় ।

খড়্গ রাজগণ ।

কান্তকুজাধিপতি যশোবর্মার সাম্রাজ্য-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই গোড়-বঙ্গের সহিত কান্তকুজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল । এই সময় হইতেই বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইতেছিল বলিয়া অনুমিত হয় । রায়পুরা-থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত দেব-খড়্গের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে নবম শতাব্দীতে প্রোতুভূত বঙ্গের এক অভিনব রাজবংশের কিকিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই রাজবংশ ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ভক্তিমান উপাসক ছিলেন । উভয় তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই, “অবিজ্ঞাহতি হেতুভূত

আসরফ পুরের

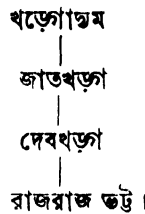
তাম্রশাসন

সংসার মহাস্মুরাশি সংতীর্ণ, ভগবান মুণীশ্বেয়” এবং “অনুশয়াককার দ্বয়ী-করণে সমর্থ বৈদ্যগিরি দিগের বিবেক বুদ্ধির উন্মেষ কারী ভাস্কর প্রভিম জিনের ভেজোময় বাক্যাবলির” জয় ঘোষণা করা হইয়াছে । তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য (১) কলিকাতা যাহুঘরে রক্ষিত আছে । এই চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্মিত এবং আতপত্ৰাচ্ছাদিত ছিল । ইহার শীর্ষদেশের চতুর্দিকে ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি চতুষ্টয়, তন্মধ্যে অপর চারিটি বুদ্ধমূর্তি এবং পাদ-দেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া ষাটশটি মূদ্রাসম সংবদ্ধ বুদ্ধ মূর্তি বিরাজিত । এই চৈত্যটি এবং অপরাপর

(১) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৫৬৩ পৃষ্ঠায় এই চৈত্যটির একখানি অলোক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে ।

চৈত্র সম্ভবতঃ দ্বিতীয় তাম্রশাসনোদ্ভূত বুদ্ধ-মণ্ডপে অথবা বিহার বিহারিকা চতুর্দিকেই রক্ষিত হইত ।

এই তাম্রশাসনে খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গা দেব খড়্গা এবং রাজরাজ ভট্ট বাতীত মহাদেবী প্রভাবতী, এবং উদীর্ণ খড়্গোরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় । উদীর্ণ খড়্গাও এই খড়্গা বংশীয়ই ছিলেন, কিন্তু দেবখড়্গোর সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় না । নিম্নে এই খড়্গারাজ গণের বংশলতা প্রদত্ত হইল ।



শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয়ের মতে রাজভট্ট সম্ভ্রম শতাব্দীর শেষ পাদে প্রোচুভূত হইয়া ছিলেন ; এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে, খড়্গাবংশীয় প্রথম নরপতি খড়্গোদ্যম সমভূতে স্বীয় প্রাধান্য-বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১) !

প্রাচ্য বিজ্ঞা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বক্তার জাতীয় ইতিহাস, রাজত্ব কাণ্ডে লিখিয়াছেন, “আমরা খড়্গারাজগণের তাম্র শাসনের লিপি আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, আবির্ভাব কাল পঞ্চম হইতে আবিষ্কৃত শশাঙ্ক তেজের মহাসামন্ত মাধবরাজের তাম্রশাসন এবং অফসড় হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ আদিত্য সেনের খোদিত লিপির অক্ষর বিজ্ঞাসের সহিত দেবখড়্গোর তাম্রপট্ট লিপির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে । এরূপ স্থলে

দেবখড়্গকেও আমরা খৃষ্টিয় ৭ম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। ৬৫০—৬৫৫ খৃঃাব্দ মধ্যে চীন পরিব্রাজক সেঙ্গচি সমতট-পতি রাজভট্টের বৌদ্ধধর্মামুরাগিতা ও শ্রমণ-প্রতিপালকতার বথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখন দেবখড়্গাপুত্র উক্ত রাজরাজভট্ট ও রাজভট্ট উভয়কেই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন সন্দেহ থাকিতেছেন। ইংসিংএর আগমনের পূর্বে প্রায় ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃঃাব্দ মধ্যে রাজভট্ট নামক নৃপতি সমতটে আধিপত্য করিতেন। সঙ্গতঃ যুযুচু অঙ্গ কামরূপ হইয়া সমতট রাজ্যে আসিলেও রাজধানীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, অথবা সমতটপতি দেবখড়্গ তাঁহার সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই,—একারণ তিনি বৌদ্ধ সমুদ্রির উল্লেখ করিগেও নৃপতির নামোল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই” (১)। কিন্তু অঙ্গর তত্ত্বের আলোচনায় আসরফপুর তাম্রশাসনের ভূমিপাতা দেবখড়্গের আবির্ভাব কাল নবম শতাব্দীর পূর্বে নির্দেশ করা অসম্ভব। দেবখড়্গ বা রাজরাজভট্ট যে সমতটের সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং ইংসিং কথিত সমতট-রাজ “হো-লো শে-পো-ত” ই যে দেবখড়্গ-তদয় রাজরাজ ভট্ট তাহা প্রমাণ নাপেক্ষ। নামের সমতা (১) এবং বৌদ্ধধর্মামুরক্তি ব্যতীত উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের অপর কোনও কারণ বিद्यমান নাই। পক্ষান্তরে তাম্রশাসনের অঙ্গর বিজ্ঞাসই এই অনুমানের প্রধান পরিপন্থি।

আসরফপুর তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার-কারী মদীয় সতীর্থ ৩গঙ্গামোহন লঙ্কর এম, এ, উভয় তাম্রশাসনের লেখমালার আলোচনা করিয়া উগা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (২)। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ও এই তাম্রশাসনের কাল ৮ম শতাব্দী

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজত্বকাণ্ড, ৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা।

(২) Memoirs Asiatic Society of Bengal vol. I, page 86.

তাম্রশাসনের লেখমালা

বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে (১) । ৩গঙ্গামোহন লঙ্কর লিখিয়াছিলেন, “অক্ষরগুলি উত্তর ভারতীয় প্রাচীন কুটিলাক্ষর সদৃশ। “মাত্রা” সমূহ বিশেষ-রূপে পরিস্ফুট হয় নাই ; ‘প,’ ‘ম,’ ‘য,’ ‘ষ,’ ‘স’ প্রভৃতি অক্ষর মাত্রা শূন্যরূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছে। সুষোগ সম্বন্ধে “অবগ্রহ” চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। “বিরাম” পরিলক্ষিত হয় না। সংবৎ শব্দে “ৎ” ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি পালও সেনরাজ গণের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়” (২) ।

শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয় বলেন “অষ্টম শতাব্দীর শাসনাবলী এবং লেখ-মালার সহিত তুলনা করিলে নিম্নে প্রতীয়মান হইবে যে এই তাম্রশাসনদ্বয় উহাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এমন কি ৭ম শতাব্দীর শেষভাগের লিপিমালার সহিত তুলনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাম্রশাসনদ্বয় তাহাদের পূর্ববর্তী। হর্ষ সম্বত্তের ৬৬ বৎসর (৬৭২ খ্রষ্টাব্দ) মানাঙ্কযুক্ত মহারাজ আদিত্য সেনের সাহাপুরের মূর্তি লিপি এবং মহারাজ আদিত্য সেনেরই অপসড় শিলালিপির সহিত আসরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে আসরফপুর তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি উক্ত লিপি দ্বয় হইতে প্রাচীনতর। মহারাজধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন এবং বাঁশখারায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন দ্বয়ের অক্ষরের সহিত আসরফপুরের তাম্রশাসন দ্বয়ের অক্ষরের এত সাদৃশ্য আছে যে, দেখিয়াই মনে হয়, এই চারিখানি তাম্রশাসন একই সময়ের”(৩) ।

(১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1885 page 51

(২) Memoirs Asiatic Society of Bengal vol I page 87.

(৩) প্রতিভা ১৩২০, জ্যৈষ্ঠ, ৩৮১ পৃষ্ঠা,

Journal of the Asiatic Society of Bengal, March 1914, page 86

পরে, আবার লিখিত হইয়াছে, “ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে আসরফপুরের তাত্ত্বশাসনের ভূমিদাতা মহারাজ দেবধ্বজা হর্ষের সমসাময়িক রাজা। ইংচিকের বিবরণ পড়িয়া এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না” (১) ।

বস্তুতঃ আসরফপুরের তাত্ত্বশাসনের অক্ষর বিজ্ঞাসের সহিত আদিত্য-সেনের সাহাপুর মৃৎলিপি, অপসড় শিলালিপি, বাঁশখারা তাত্ত্বশাসন, এবং গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত মহাসামন্ত মাধবরাজের তাত্ত্বশাসনের লেখমালা তুলনা করিলে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হইয়া বরং বিসদৃশই লক্ষিত হইয়া থাকে । আসরফপুর তাত্ত্বশাসনের (“”)রেক গুলি সর্বত্রই অক্ষরের মাঝার উপর প্রলম্বমান । কিন্তু বাঁশখারা লিপির সর্বত্র এবং অপসড় লিপির কোনও কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; অনেক স্থলেই “রেক” মাত্রার উপরে দোওয়া হয় নাই; যে অক্ষরের সহিত “রেক” যুক্ত হইবে, সেই অক্ষরের বামদিকে মাত্রার সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র রেখা মাত্র টানা হইয়াছে । বাঁশখারা লিপির “স” এর নীচের দিকের বামকোণের বক্রাংশভাগ বড়শীর জায় ; কিন্তু আসরফপুর লিপিতে “স” এর ঐ স্থানটি চ্যাপটা, সুতরাং রেখাগুলি পরস্পর সংলগ্ন না হওয়ায় মধ্যে ফাঁক রহিয়াছে । আবার বাঁশখারা লিপিতে, এই বক্রস্থান হইতে যে রেখাটি দক্ষিণদিকের প্রলম্বমান রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় একটি কোণের সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু আসরফপুর তাত্ত্বশাসনে এই রেখা অর্দ্ধবৃত্তাকারে অগ্রসর হইয়াই প্রলম্বমান রেখা স্পর্শ করিয়াছে । অপসড় ও বাঁশখারা লিপির “গ” এর নীচের দিকে বামকোণের বক্র টানটির অভাব আসরফপুর লিপিতে পরিলক্ষিত হয় ; প্রাচীনকালের লিপির জায় ইহার উপরিভাগ সরল রেখাকৃতি না

হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে এবং সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে
 বৈকুণ্ঠ কৌলকের আকার দৃষ্ট হয়, আসরফপুর তাম্রশাসনে সেরূপ
 দৃষ্ট হয় না। আসরফপুর লিপির “খ” এর বামদিকের বক্রাংশ
 অপসড় লিপিতে পরিলক্ষিত হয় না। অপসড় লিপির “ন” বর্তমান
 দেবনাগর অক্ষরের অম্লরূপ, পঞ্চাস্তরে আসরফপুর লিপির “ন” এর
 ডানদিকের প্রলম্বমান রেখা বিলুপ্ত। বাঁশখারা লিপির “য” এর
 নীচের দিকে বামকোণের অর্দ্ধবৃত্তটি একটু বেশী গোলাকার, বামদিকের
 উপরের রেখাটি ও মাত্রা হইতে স্ফুটভাবে এই অর্দ্ধবৃত্তের সহিত মিলিত
 হইয়াছে; আসরফপুর লিপির “য” এর এই অর্দ্ধবৃত্তটি ডিম্বাকার,
 বামদিকের উপরের রেখাটিও মাত্রা হইতে বক্রভাবে হইয়াই নিম্নস্থ
 অর্দ্ধবৃত্তের প্রান্তদেশ স্পর্শ করিয়াছে। আসরফপুর লিপির “শ” এর
 উপরিভাগ বাঁশখারা ও অপসড় লিপির “শ” উপরিভাগের ভ্রায়
 চ্যাপটা না হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। আসরফপুর লিপির
 “ষ” এর ডিম্বাকার স্থানটির মধ্যে ফাঁক নাই, কিন্তু অপসড় লিপিতে
 “ষ” এর এই ফাঁকটি অনেক বেশী। ৭ম শতাব্দীর অক্ষরের ভ্রায়
 “প”, “ম”, “ব”, “য” “স” এর উপরিভাগ খোলা হইলেও ব্যঞ্জন বর্ণের
 সহিত সংযুক্ত (†), (f), (i), (e), (a) প্রাচীনকালের ভ্রায়
 মাত্রার উপরে না হইয়া, পরবর্তী কালের ভ্রায় মাত্রা হইতে প্রলম্বমান।
 আসরফপুর লিপির একার দামোদর গুপ্ত প্রণীত “কুটিনীমতম্” নামক
 হস্ত লিখিত পুণ্ডিতে ব্যবহৃত একারের অম্লরূপ। অপসড় লিপির
 “জ” পুরাতন ঢঙ্কর, পঞ্চাস্তরে আসরফপুর তাম্রশাসনের “জ”, “ত”,
 “ট”, “র” ও “ল” সপ্তম শতাব্দীর বহুপরবর্তী কালের বলিয়াই প্রতীয়
 মান হয়। শ্রীহর্ষের মধুবন ও বাঁশখারা লিপি, শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড
 হইতে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্মার লিপি, আদিত্যসেনের অপসড় শিলা-

লিপি ও সাহাপুরের মুর্তিলিপি হইতে আসরকপুর লিপিতে মাত্র। সম্ভবতঃ
ক্রমবিকাশ অধিকতর পরিদৃষ্ট। লিপিমালা পর্যালোচনা করিয়া
আসরকপুর তাত্ত্বগট্টোনিখিত “ত” ও “র”, ২২৩ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ
দেবল প্রাশস্তির, “ব”, ৮৭৬ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ গোয়ালিরের ভোজ-
প্রাশস্তির, “গ”, ১০৪২ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ কর্ণদেবের তাত্ত্বশাসনের,
“স”, ৮০৭ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের প্রাশস্তির,
“ব”, “জ” ও “দ” ৯০০ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ পোহোবা প্রাশস্তির, “প”
৮০৪ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ বৈজনাথ প্রাশস্তির অল্পরূপ বলা যাইতে পারে
আলোচ্য লিপিতে উপাখ্যানীয় ও জিহ্বামূলীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই
অপসড় ও বাঁশখারা লিপির জায়, “ম” এর নীচের দিকে বামকোণে
পুঁটুলি দেখা যায়না, তৎস্থলে উপরমুখী একটি টান আছে। এই
লক্ষণটি প্রাচীনতর কালের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই প্রথা দেবপাল্লের
ঘোঁষরাবা প্রাশস্তিতে ও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। পরবর্তীকালের
অপর কোনও অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র
অক্ষরভেদের আলোচনা করিয়া, খড়্গরাজগণের আবির্ভাবকাল
নির্ণয় করা অসম্ভব। অক্ষর-বিস্তার দৃষ্টে আসরকপুরের লিপিকাল
সপ্তম শতাব্দীর না হইয়া নবম-শতাব্দীর হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত
বলিয়া বোধ হয়। কাজকুজাধিপতি যশোবর্মার সাম্রাজ্য-ধ্বংসের
বহুকাল পরে, নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে খড়্গোত্তম এবং ঐ শতাব্দীর
শেষপাদে দেবখড়্গ ও রাজ রাজভট্টের আবির্ভাব কাল অনুমান করা
যাইতে পারে। সুতরাং ইং-সিং-লিখিত সমভট-রাজের সহিত দেব-
খড়্গোত্তমের রাজ-রাজভট্টের একই প্রতাপমানের চেষ্টা নিশ্চল।
খড়্গ-রাজগণ সম্ভবতঃ গোড়ীর পাল নৃপতিগণের সামন্ত ভূপতি রূপেই
স্ববর্ণপ্রাপ্ত অল্প শাসন করিতেন।

“সৰ্বলোক-বন্দ্য ত্ৰৈলোক্য ব্যাভীৰ্ণ ভগবান্ হৃদয়ত এবং তৎ-
 প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্ৰ, ভব-বিভব-ভোগ-কারী, ভোগীগণের ভোগগদ্য ধর্ম”
 এবং তদীয় “অগ্রবৈষ্ণব শ্রীবিধ তৃণ বস্পন্ন সংবেদ পরম তত্ত্বজ্ঞান উপাসক”,

ধৰ্ম্মবিশেষ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্বৎসল “সদগ্র-
 বৎসলগোপালকঃ । কিত্তিভম” ভদ্র করিলে ও (“কিত্তিরিকিত্তিত্তে
 কিত্তিত্তা যেন”) ভঁহার রাজ্যোপাধি হুই

হয় না। বিজয় তান্ত্রশাসনোন্নিবিষ্ট নৃপতিগণের ভায় ধৰ্ম্মবংশীয়
 রাজগণ “পরমভট্টারক”, উপাধিতেও ভূষিত হন নাই। তিনিই
 “পরম সৌগভোপাসক” পুরবাস জাতধৰ্ম্মকে “কিত্তিপতি” এবং
 “সেব ধৰ্ম্মকে “নৃপতি” বা “নরপতি” বলিয়াই অভিহিত
 করিয়াছেন। সুতরাং ধৰ্ম্মবংশীয় রাজগণকে বাক্যত রাজা বলিয়াই
 গ্রহণ করা সম্ভব ।

ধৰ্ম্মোত্তম-তনয় “কিত্তিপতি” জাতধৰ্ম্মা বীর শৌৰ্য্যপ্রভাবে “বাত
 বিকিণ্ড তৃণ এবং ক্রি-তাক্তিত্ত অশ্বক্কেয় ভায় অগ্নি-সংঘ বিধ্বস্ত”
 করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (“যেন সর্বারি সংঘো

জাতধৰ্ম্মঃ । বিধ্বস্তঃ শূরত্বা তৃণমিব দ্রুতা দত্তিসেবাধ-
 বক্”) । ইহা হইতে পাঠাই প্রতীতিমান হয় যে,

অবিদিত রাজবিশ্বে এবং পুনঃ পুনঃ বহিঃপত্নয় আক্রমণে সৌক-বদ
 জর্জরিত হইবার পরে পরাক্রান্ত-শত্রু-বিদারণ-পটু জাতধৰ্ম্মের শাসনাবধানে
 পূৰ্ব্ববঙ্গের প্রজাপুত্র কলকালের জন্তও শান্তির কোমল-দ্রোণকে আশ্রয়লাভ
 করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।

জাত-ধৰ্ম্মের পরে, “অনেক-কিত্তি-পাল-মৌলি-বাল্য দত্তি-নৃপতি-
 শাস-নীঠ” অবিজিত সেনাবল্লভ সিংহ সিংহাসন সমলভূত করিয়াছিলেন ।
 এই নরপতিই আসরকপুর তান্ত্রশাসন ধর্ম্মের প্রতিপাদিত্ত্ব । প্রথম

তাম্রশাসন দ্বারা দশ-দ্রোণাবিক বটপটিক তুমি কুমার রাজরাজতটের
আত্মকামণার্থে আচার্যাবল্য সংঘবিশেষ বিহারি-
দেবখড়গ । বিহারিকা চতুর্ভুজে প্রদত্ত হইরাছে (১) ।

দেব খড়গের অরোদশ রাজ্যকে, ১৩ই বৈশাখ
তারিখে, পরম-সৌগত পুরদাস কর্তৃক প্রণতি লিখিত হইরাছিল ।
দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশ-দ্রোণাবিক বটপটিক তুমি বুধ, ঐশ্বর্য
সংঘ এই বিশেষের উদ্দেশ্যে শালিবর্দ্ধক-হিত আচার্য্য সংঘবিশেষ
বিহারে প্রদত্ত হইরাছে (২) । এই তাম্রশাসন খানিও দেব খড়গের
অরোদশ রাজ্যকে ২৫শে পৌষ তারিখে পরমসৌগত পুরদাস কর্তৃক
উৎকীর্ণ হইরাছে ।

দ্বিতীয় তাম্র-শাসনের শীর্ষদেশের নথ্যস্থলে একটি রাজমুদ্রা সংযুক্ত
আছে । তন্মধ্যে “ঐশ্বদেবখড়গ” এই শাখাটি
খড়গবংশের উৎকীর্ণ রহিয়াছে । রাজার নামের উপর উপস্থিত
রাজমুদ্রা । পবিত্র ব্রহ্মমুর্তি অঙ্কিত । অর্ধচন্দ্রের ধ্বজা
ও বাহন সমূহ মধ্যে ব্রহ্ম অস্ত্রতম বলিরা কীর্তিত
হইরাছে (৩) । সম্ভবতঃ খড়গ রাজগণ এই ব্রহ্ম-লাহিত ধ্বজা ব্যবহার
করিতেন ।

আমরক পুরের দ্বিতীয় তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,
দেবখড়গের শাসনকালে, হুবর্ণপ্রাচীর কোনও স্থানে একটি বুদ্ধবস্ত্র

(১) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা ।

(২) ঢাকার ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা ।

(৩) “ব্রহ্ম গমোহঃ প্রবণঃ ক্রৌঞ্চোহজঃ পথিকঃ পথি ।

সকরঃ ঐশ্বতঃ বর্জাঃ মহিঃ পুংসঃ তুর্বা ।

ভেনো খড়গঃ ব্রহ্ম-হাসোঃ সন্ধ্যাকর্তাঃ পটোহপি চ ।

কুর্জোঃ পীমোৎপলাঃ পথঃ কপিঃ সিংহোহবিহাঃ ॥

দেবীজাঃ ।

প্রতিষ্ঠিত ছিল (১)। এই বুদ্ধ-মণ্ডপটি কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু তাম্রশাসন এবং চৈতন্যের প্রাপ্তিস্থান রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরকপুর গ্রাম; সুতরাং বুদ্ধমণ্ডপটি যে আসরকপুরের অনতিদূরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অসম্ভব নয় বাইতে পারে। এই

বুদ্ধমণ্ডপ ও
বিহার।

তাম্রশাসনদ্বয় হইতে খড়্গরাজগণের রাজত্বকালে সুবর্ণ-গ্রাম-স্থিত বিহার-বিহারিকা চতুর্দশের সন্ধান পাওয়া বাইতেছে। নৃপতি দেবখড়্গ কুমার রাজ রাজ ভট্টের আয়ু-কামনার্থে দশ জ্যোতিষিক নবপাটক ভূমি আচার্য্য বন্দ্য সংঘ মিলিত প্রদান করিয়া বিহার বিহারিকা চতুর্দশ একগুণীভুক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে সংঘমিত্র শালিবর্দ্ধক স্থিত বিহারের আচার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শালিবর্দ্ধক সম্ভবতঃ রায়পুরা থানার অন্তর্গত শাবদিয়া মোজা বা গ্রাম। শালিবর্দ্ধক স্থিত বিহারটিই সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বিহার ছিল; সন্ধারণ এই বিহারের ভারই আচার্য্যবন্দ্য সংঘমিত্রের হস্তে গুপ্ত ছিল।

খড়্গরাজগণ বঙ্গের কোন স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহাদিগের রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাহাদের রাজধানীই বা কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা অত্যাশি তিমিরচ্ছন্ন রহিয়াছে। মর্লিনী বাকু “পূর্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিভা পত্রিকায় এবং “A forgotten Kingdom of East Bengal” প্রবন্ধে ১৯১৪ সনের

মার্চ মাসের এমিরাল্টিক সোসাইটির পত্রিকায় খড়্গরাজগণের এই বিষয়ে সহ আলোচনা করিয়া লিখিত করিয়াছেন যে, এই খড়্গরাজগণ গনপতীর রাজা ছিলেন, এবং কুমিলার অনতি দূরবর্তী বড় কানডা

(১) “বুদ্ধমণ্ডপ প্রাপ্তি বহু পরেখরেন প্রতিপাদিতক বঙ্গবাস পাটক”।

কর্মান্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাঁহার এই সিংহাসনের মূল আসনক তাত্রশাসনোক্ত “লিখিতঃ জয় কর্মান্তবাসকে পরম সৌগতো-পাসক-পুরদাসেন” এবং “জয় কর্মান্ত বাসকাং লিখিতঃ পরম-সৌগত পুরদাসেনেতি” (১) এই কথা কন্নট, এবং বড় কামতার গ্রাণ্ড একটি তম নর্ত্তেবর মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপি (২)। এই নর্ত্তেবর মূর্তির পাদপীঠে লিখিত আছে (৩) :—

১। “শ্রীমল্লড (১)হ চন্দ্র-দেব-পাদীয় বিজয় রাজ্যে অষ্টা * * * ক চতুর্দশা (২) তিথৌ বৃহস্পতি বারে সু (পু) বা নক্ষত্রে কর্মান্তপাল শ্রী

২। কুম্ভম-দেব-সুত শ্রীভাবুদে (ব)-কারিত-শ্রীনর্ত্তেবর তট্টা * * * (চন্দ্রশর্মা ১) আবার দিনে ১৪ ॥ খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্বাঙ্গরঃ (২)। খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেতি ॥”

অর্থাৎ শ্রীমল্লডহ চন্দ্রদেবের বিজয়রাজ্যের অষ্ট পূর্ব-দাশমিক-সম্বন্ধিত দশমতে কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে পুণ্যানক্ষত্রে আবার দ্বাদশের ১৪ই তারিখে কর্মান্ত পাল শ্রীকুম্ভম দেবের পুত্র শ্রীভাবুদেব শ্রীনর্ত্তেবর

(১) বর্গীর পঞ্জাবোহন লিখিয়াছিলেন, “Both the charters were issued in the same year (Samvat 13) from the Jaya Karmanta Vasaka.” অর্থাৎ ত্রণেশ রাজ্যকে জয়কর্মান্ত বাসক নামক স্থান হইতে তাত্র শাসন বর প্রচারিত হইয়াছিল।

(২) উৎকীর্ণ শিলালিপি সম্বন্ধিত এই তম নটেশ মূর্তিটি শ্রীমুক্ত বসিন্দী প্রস্তুত প্রকাশসমীর উদ্ভবের কলে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে রক্ষিত আছে।

(৩) সাহিত্য, আখিন ১০২১।

দিল্লী বাবু উৎকীর্ণ শিপির চিত্র সহ ১০০ বর্গাক্ষের ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তিকার উহার প্রাচীরে প্রস্তুত করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীমুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসক এম, এ মহাশয় সাহিত্য পরিষদের উহার সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ বাবুর পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

ভট্টায়কের প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদয় অক্ষর রাতাক দ্বারা খনিত। জীমুখুদন দ্বারাও খনিত।

ললিতা বাবু কর্ণাস্তকে একটি নগরের নাম মনে করিয়া কুতুমদেবকে তথাকার রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন, এবং আসরকপুর সিংহাসনে উৎকীর্ণ “জয় কর্ণাস্তবাসক” ও কামতা শিলালিপি “কর্ণাস্ত” কে অভিন্নস্থান মনে করিয়া, ইংসিং-কথিত সমতট-রাজের সহিত দেবদত্ত স্তনয় রাজরাজ ভট্টের সম্বয় বিধান করিয়া, “কর্ণাস্ত” নগরকে সমতটের রাজধানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কুমিল্লা বা কামলাক সমতটের অন্তর্গত কিনা তাহা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতীচ্য পণ্ডিত গণের মতে সমতটের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বস্থিত চৈনিক পরিব্রাজকের উল্লিখিত “ক্রীক্ষেত্র” বা “ক্রীক্ষেত্র” দেশ বর্তমান ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়া বিস্তৃত (১)। সুতরাং সমতটের রাজধানী অন্তর্গত নির্দেশ করিতে হইবে।

কুতুম দেবকে কর্ণাস্ত-রাজ বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

“গ্রাম সীমা তুপশল্যং মাংস গ্রামাস্তরাটবী।

পর্যাস্তভূঃ পরিসরঃ স্তাৎ কর্ণাস্তস্ত কর্ণভূঃ ॥”

শব্দ কল্পদ্রুমে, “কর্ণাস্তঃ কর্ণভূঃ কুটুম্বিঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ” বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানে কর্ণাস্তিক শব্দের ঐতিহাসিক কর্ণকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহা সংহিতায়ও কর্ণাস্ত শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে :—

“তেষামর্থে নিযুক্তি শূরান্ দক্ষাণ্ কুলোদগতান্।

গুটীনা কর-কর্ণাস্তে, তীরনস্ত নির্বেশনে ॥” (২)।

(১) Waters, Vol II. Page ১৪৭.

(২) মহা সংহিতা ৭।৩২।

এই সোকের টীকার যেথাতিথি লিখিয়াছেন, “কর্ম্মভাঃ তস্য কার্ণসি বাপাদয়ঃ,” কুম্ভক ভট্টের টীকার লিখিত আছে “কর্ম্মভেষু ইচ্ছা ধাতাদি সংগ্রহ স্থানেবু।” কোটিচের অর্থশাস্ত্রে কর্ম্মভ শব্দ শিল্পশালা অর্থে ব্যাক্ত হইরাছে :—

“ধাতু-সমুখিতং তজ্জাত-কর্ম্মভেষু প্রযোজয়েৎ।” লোহাধ্যক্ষঃ তাস্য সীল-এবু বৈকৃত-আরকুট-বৃত্ত কংসতাল-লোএক-কর্ম্মভান্ কারয়েৎ।” খজ্রাধ্যক্ষঃ শয্য বজ্রমণি-মুক্তা-প্রবাল-কার কর্ম্মভান্ কারয়েৎ।” (১)।

“দ্রব্য-বন-কর্ম্মভাংচ প্রযোজয়েৎ।”

বহিরন্তশ্চ কর্ম্মভা বিস্তৃতাঃ সর্বভাণ্ডিকাঃ।

আজীব-পূজ-সকর্মাঃ কার্ণাঃ কুপ্যোপ জীবিনা ॥ (২)।

“আকর কর্ম্মভ-দ্রব্যহতি বন-ব্রজ বণিক পথ প্রচারাণ্ বারিহল পথপণ্য পত্তনানি চ নিবেশয়েৎ।” (৩)।

উপরি উক্ত প্রমাণের বলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্, এ, মহাশয় কর্ম্মভপাল শব্দের অর্থ “ধাতাদি সংগ্রহ স্থানের কার্য্যাধ্যক্ষ [the superintendent of the grain market], কুঠভূমির অধ্যক্ষ, অথবা ধাতু, মণি, মুক্তা প্রভৃতি দ্রব্য সমূহকে ব্যবহারো-পযোগী করিয়া শিল্পরূপে পরিণত করিবার জন্ত যে সমস্ত শিল্পশালা ব কারখানা থাকে, তাহার তত্ত্বাবধানকারী রাজকর্ম্মচারী” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মভ শব্দকে সংজ্ঞা দাচক বলিয়া অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। কার্ণভার নক্শের সুর্ভির পাদপীঠ লিপিতে উল্লিখিত কুম্ভমদেব সম্ভবতঃ এতরূপ রাজকর্ম্মচারী

(১) অর্থশাস্ত্র—২ অধিঃ। ১২ অঃ।

(২) ঐ ২ অধিঃ। ১৭ অঃ।

(৩) ঐ ২ অধিঃ। ২১ অঃ।

ছিলেন। এমতাবস্থায়, আসরফপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত “জয়কর্ণাস্ত-বাসক” শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজা দেবখড়্গ বা তৎপুত্র রাজ রাজ ভট্ট করিত “কর্ণাস্ত নগর” হইতে দানা-দ্রব্য প্রচার করেন নাই। “বরং লেখক বৌদ্ধ পুরোদাসই দেব খড়্গের-কর্ণাস্তপাল বা কর্ণাস্তিক হইলেও হইতে পারেন, এবং তাঁহার বাসস্থান-বা কারখানা হইতেই লিপিবদ্ধ লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা-যাইতে পারে”।

আসরফপুরের তাম্রশাসনে এমন কোনও কথা পাওয়া যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া দেবখড়্গ অথবা রাজরাজভট্টকে সচ্ছন্দে সম্রাটের অধিপতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ বা দেব-খড়্গের “পরমেশ্বর” “পরম ভট্টারক” অথবা “মহারাজ” প্রভৃতি কোনও বিশেষণই পরিলক্ষিত হয় না। ভূমিদান সময়ে অপরাপর তাম্রশাসনের দ্বারা বিভিন্ন রাজকর্ণচারীবর্গকে জানাইয়া ও রাজাদেশ প্রচার করা হয় নাই; কেবল মাত্র “বিষয়পতি” এবং “কুটুম্ব” গণকেই দানের বিষয় বিজ্ঞা-পিত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় খড়্গরাজগণের রাজ্য কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (১)। এই তাম্রশাসনোক্ত “পরনাতননাদ-বর্ধি”, “পলগত”, “তলপাটক”, “দত্তকটক”, “শালি বর্দ্ধক”, “কোড়ার-চোরক”, “নবরোপ্য” প্রভৃতি স্থান কাপাসিয়া ও রায়পুরা থানাস্থগত বর্ধিরা, পলাণ, তলপাড়া, দত্তগাঁও, শাবর্দিরা, কোতালের চর, নবিপুর প্রভৃতি গ্রাম হওয়া অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রাম এবং তাওয়ারলের কতকাংশ লইয়াই খড়্গরাজগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পঞ্চদশে ইংসিংএর সম্রাট

(১) বগীর গদামোহন ও এইরূপ অনুমান করিয়া ছিলেন,, “These Kings were local Kings of no very extensive dominion”—Memoirs of A. S. B. Vol I Page. 86,

বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয়, সমতটবিপত্তি এহজন গণনীয় রাজা ছিলেন । সম্ভবতঃ ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর মহকুমা ; বরিশাল, যশোহর ও ফরিদপুর জিলার সমুদয় ; ঢাকা জিলার মধুপুর বনভূমি এবং ভাওয়ালের কতকাংশ ব্যতীত সমগ্রস্থান ; এবং খুলনা জিলার কতকাংশ লইয়াই সমতট রাজ্য গঠিত হইয়াছিল ।



সপ্তম অধ্যায় ।

পালরাজগণ ।

গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্যসেনের প্রপৌত্র মহারাজ দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত এবং শূররাজ আদিশূরের মৃত্যুর পরে কোনও রাজাই মগধ গোড় এবং বঙ্গে স্বীয় প্রাধান্য স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে উত্তরাপথের প্রাচ্যভূখণ্ডে সার্কসডোম শাসনতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারিগণ সর্বদা আত্ম-কলহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। অবিরত রাজ-বিপ্লবে গোড়-বঙ্গ জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। কান্যকূজাধিপতি মাৎস্তন্যায় । যশোবন্দ্য, গুর্জরপতি বৎসরাজ, রাষ্ট্রকূট বংশীয় ঐব, কামরূপরাজ হর্ষদেব প্রভৃতি বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গোড়বঙ্গের প্রজাবৃন্দ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোড়বঙ্গে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। “সুযোগ পাইয়া মদ-বল-দৃষ্ট চুইগণ চুর্কল প্রতিবেশীকে অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত করিতেছিল। তিব্বত-দেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিখিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, “গোড়ের এক রাজমহিষী গোড়ের সিংহাসনে যে রাজা উপবেশন করিতেন তাঁহাকেই বিনাশ করিতেন” (১)। এই সময়ের গোড়বঙ্গের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, “উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যভূখণ্ডের অপর পাচটা বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক

রাজ্য, এবং প্রত্যেক বৈরাগ্য পার্শ্ববর্তী ভূভাগে আপন আপন আধিপত্য
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোনও রাজা ছিলনা" (১) ।
এই অরাজক অবস্থাই সংস্কৃত ভাষায় "মাৎস্তস্ত্যায়" নামে অভিহিত হয় (২) ।

(১). "In Odisha, in Bengal, and the other five provinces
of the east, each Kshatriya Brahman and Merchant con-
sidered himself a king of his surroundings, but there was
no king ruling the Country."

The Indian Antiquary vol IV. Page 365-366.

(২) "মাৎস্তস্ত্যায়" সংস্কৃত সাহিত্যে স্থপরিচিত একটি লৌকিক স্তায়। তাহার অর্থ,
কর্তৃদের প্রতি সকলের অত্যাচার জনিত অরাজকতা। উদাহরণ শ্রীমদ্রামায়ণ বর্ণন-বিবরণিত
লৌকিক স্তায় সংগ্রহে "মাৎস্তস্ত্যায়" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা :—

"একল-নিবল-কিরোথে সকলেন নিবল-বাণাবিবন্ধারাং তু মাৎস্তস্ত্যায়বতারঃ । অয়ং
যঃ ইতিহাস-পুরাণাদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাসিষ্টে প্রহ্লাদখ্যানে, তৎ সমাধিং
স্ততোক্তম্,—

এতাবতাত্ কালেন তদ্রসাতল-মণ্ডলং

বভূবুরাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্তস্ত্যায় কলর্ষিতম্ ॥

যথা :—এবলা মৎস্তা নিবল্লাঃ স্তায়ানরতি স্তেতি স্তায়ার্থঃ ॥"

অধ্যাপক বোধলিঙ্গ একটি কানিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যথা :—

পরম্পরাভিবত্তরা জগতো তিন্ন বর্তনঃ ।

দণ্ডাভাবে পরিধঃসী মাৎস্তোস্ত্যায়ঃ প্রবর্ততে ॥

Von Bohtlingk's Inde Spruche.

গোড় লেখকজনা—১২ পৃষ্ঠা পাদটীকা ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচন্দ্রিতের ভূমিকায় মাৎস্তস্ত্যায়ো-
ইত্যুৎ" নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । "To escape from being absor-
bed into another kingdom, or to avoid being swallowed up like a
fish." অর্থাৎ অন্তরাজ্য ভুক্ত হইবার আশঙ্কা বিছিন্নিত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর
স্ত্রের উদ্বাস্তু হইবার আশঙ্কা দূরীকরণ জন্য ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মাৎস্তস্ত্যায়ের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য হইয়াছে "অপ্রবর্তো
মাৎস্তস্ত্যায় স্তায়ানরতি বজ্রীয়াঃ খলং হি প্রবর্তে দণ্ডবৎ ভাবে" অর্থাৎ দণ্ড প্রযুক্ত
কিলে মাৎস্তস্ত্যায়ের প্রভাব উপস্থিত হয়, দণ্ডবৎ প্রভাবের ক্ষমতার বলকরি হীনবলকে প্রাস-
ন্ন্যিরা থাকে ।

এই মাংস্তজ্ঞায়ের কলেই গোড়বঙ্গে পাল রাজগণের অভ্যাস হইয়াছিল । গোড়বঙ্গে মাংস্তজ্ঞায় প্রবর্তিত হইলে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্যই, প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বিতীয় বিষ্ণুর পৌত্র, রণনীতি-কুশল বণ্যাটের পুত্র

গোপাল গোপালদেবকে গোড়বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিল । ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে

৭৮০-৭৯৫খঃঅঃ লিখিত আছে, “মাংস্তজ্ঞায় দূর করিবার অভি-
প্রায়ে প্রকৃতপুঞ্জ যাহাকে রাজলক্ষীর করগ্রহণ করাইয়া (রাজা
নির্বাচিত করিয়া) দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর দিগ্‌মণ্ডল-প্রধাবিত
জ্যোৎস্নারশির অতিমাত্র ধবলাতাই যাহার স্থায়ী যশোরশির অলঙ্করণ
করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা
বণ্যাট হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন (১) । লামা তারা নাথও জন-
সাধারণের এই নির্বাচনের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন (২) ।

দেবপালদেবের মুন্দের লিপি হইতে জানা যায় যে “তিনি (গোপাল
দেব) সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর যুদ্ধোত্তমের

(১) “মাংস্তজ্ঞায়মপোহিতঃ প্রকৃতি ভিলক্যাঃ করোগ্রাহিতঃ ।

ঐগোপাল ইতি ক্রীতীশ শিরসঃ চূড়ামণিতৎস্বতঃ ।

বখানুক্রিতে সনাতন যশোরশি দিশা মশরে

যেতিয়া যদি পৌর্ণমাসী-রজনী জ্যোৎস্নাতি ভারিরা ।”

খালিমপুর তাম্রশাসন, সৌড়লেখ হালা ১২ পৃষ্ঠা ।

(২) “The widow of one of these departed chiefs used to kill every night the person who had been chosen as king, until after several years, Gopal, who had been elected king, managed to free himself, and obtained the kingdom.”

Cunningham's Archaeological Survey Reports
vol XV. Page 148.

প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া, আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে- আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচন-বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল। তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থে প্রচলিত হইলে, সেনা পদাঘাতোখিত ধূলি-পটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্ত বিহঙ্গমগণের বিচরণোপ-যোগী পদ প্রচারকম অবস্থা প্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত” (১) । ইহা দ্বারা অমুমান করা যাইতে পারে যে গোপাল দেবের রাজ্য সমতট-পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল ।

তাঁহার রাজত্বের প্রথমার্ধ গোড়বঙ্গের অরাজকতা নিবারণ, স্থানীয় বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্তই ব্যয়িত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর লিপিতে লোক-নাথ এবং গোপালদেব তুল্যভাবে প্রশংসিত হইয়াছেন । উহাতে লিখিত আছে, “যিনি কারুণ্যরত্ন প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমরূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান তরঙ্গিনীর সুবিমল সলিল ধারায় অজ্ঞান পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক (কামদেব) অগ্নির পরাক্রম-সজ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাখতী শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান দশবল লোকনাথের জয় হউক । এবং যিনি করুণারসোত্তাসিত বক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া, সম্যক-সম্বোধ-প্রদারিনী জ্ঞান-তরঙ্গিনীর সুবিমল সলিল-ধারায় লোক সমাজের অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত-

(১) “বিজিত্য বেনাঙ্গলধেৰ্ব্বজ্জরং বিমোচিতামোষ পরিগ্রহ ইতি ।

সবাণ্ণ মুদাপ্প বিলোচনান্ পুনর্বসেবু বজ্জুন্ দদু (৩) মর্ত্তজ্জাঃ ॥

চলংখনন্তেবু বলেবু বন্ত বিবত্তরাদা মিচিভং রজ্জোতিঃ ।

পাদ প্রচার কম মত্তরীকং বিহঙ্গমানাং হৃটীরং বজ্জব ॥”

গোড় লেখমালা ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪২ পৃষ্ঠা ।

করিয়া, দুর্কালের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ স্বৈচ্ছাচারী কামকারিগণের সম্ভ্রাত বাৎস্তভায়ের আক্রমণ পরাজিত করিয়া রাজ্যমধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান গোপালদেব নামক অপর রাজা-বিরাজ লোকনাথেরও জন্ম হইল (১) ।

বর্ষসালের খালিগুন্ন লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে গোপালদেবের পত্নীর নাম “নন্দদেবী” । অধ্যাপক কীলহর্ন নন্দদেবীকে ভদ্র নামক রাজার কন্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই । শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার বৈতের মহাশয় লিখিয়াছেন, “এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখানে কেবল পৌরাণিক আখ্যায়িকাটী স্মৃতিত হইয়াছে ।

গোপালদেব নাগন্দ নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ দেবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন ।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিকেন্ট স্মিথের মতে গোপালদেব ৭৩০-৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং গোপালদেবের নিকট হইতেই বৎসরাজ গোড়বদের খেত আবির্ভাবকাল । ছত্রধর হস্তগত করিয়াছিলেন (২) । কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তদীর মাতুল পুত্র ভণ্ডির বংশ কলোদ্ভব

(১) “মৈত্রী কাম্যায়র প্রমুখিত হনঃ প্রেমসী সন্ধ্যামঃ

সম্যক সন্ধ্যাধি বিদ্যা সরিষমল জল-কাসিতাজানপদঃ ।

লিখা যঃ কামকারি প্রভবদতিতবঃ শাখতীঃ প্রাপশান্তিঃ

স শ্রীমান্ লোকনাথো জরজি নন্দদেবঃ ১৩৩ গোপাল দেবঃ ৪”

গৌড়লেখ মালা. ৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ৫৩, ৫৪পৃষ্ঠা ।

(২) V. A. Smith's Early History of India. 3rd Edi.
Page 378 & 397-398.

সিংহাসন প্রাপ্ত হইরাছিলেন। গুর্জরপতি বৎসরাজ বলপূর্বক এই ভণ্ডিত্র অনন্তর বংশীরগণের হস্ত হইতে সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। বৎসরাজ কর্তৃক ভণ্ডিত্র বংশের অধিকার লোপ, এবং কনোজের সিংহাসন হস্তগত করা, এবং ধারাবর্ষ কর্তৃক তাঁহার পরাজয়ের পূর্বেই সংঘটিত হইরাছিল সন্দেহ নাই। এবং ধারাবর্ষ ৭০৫-৭১৬ শকাব্দের (৭৮৩-৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রায়ুধ কাশ্মীরের সিংহাসনে (উত্তরদিকের) অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ইন্দ্রায়ুধ গুর্জর-প্রতীহার রাজগণের আশ্রিত ছিলেন এবং ধর্মপাল ইহাকে কনোজের সিংহাসন হইতে চ্যুত করিলে বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক ধর্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্মরণ্য ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই কাশ্মীর হইতে বৎসরাজ কর্তৃক ভণ্ডিত্র বংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইরাছিল। হহা হইতে স্পষ্টই অন্বেষিত হয় যে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বৎসরাজ গোড় ও বদের যেত-ছত্রবর হস্তগত করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষাংশে গোড়-বঙ্গ গুর্জর, রাষ্ট্রকূট এবং কামরূপাধিপতির পুনঃপুনঃ আক্রমণে ব্যভিচার; স্মরণ্য ভ্রমকালে গোপালদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ প্রবল আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অতি-নব রাজশক্তির সমুদয় উত্তম নিরোজিত হইলে ধর্মপাল আত্মব্যর্থ জয় করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হইলে গোপালদেব গোড় বদের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন (২)।

(১) Archaeological Survey of India. Annual Report—
1903-1904. Page 280-281.

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol V.
Page 471.

বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি তৎকালে ঋষ ধারাবর্ষ কর্তৃক পরাজিত হইয়া মরুময় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং এই সময়ে গোপালদেব স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। এই সমুদয় কারণে মনে হয় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা ইহার সন্নিকটবর্তী কোনও সময়ে গোপালদেব সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ।

তারানাতের মতে গোপালদেব ৪৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ছিলেন (২)। মিঃ স্মিথও ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না । কিন্তু সম্ভবতঃ গোপালদেব প্রৌঢ়বয়সেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন ; কারণ শত্রুর আক্রমণে দীর্ঘ গোড়বঙ্গকে অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণনীতি বিশারদ প্রবীণবয়ঃ লোকের সাহায্যই আবশ্যক হইয়াছিল । মিঃ স্মিথের মতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গোপাল দেবের দেহাত্ম্য ঘটিয়াছিল । গোপাল-তনয় ধর্মপাল যে ৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ।

খালিমপুরের তাম্রশাসনে গোপালের পিতামহ দয়িত-বিষ্ণু সর্ক বিজ্ঞাবিৎ (‘সর্কবিজ্ঞাবদাত’) এবং তদীয় পিতা বপাট শত্রুজিৎ (“খণ্ডিতারাতি”) এবং তাঁহার কীর্তিমালা সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । ৭৩০ খৃষ্টাব্দে

পূর্ব পুরুষ ।

গোড়বঙ্গ কনৌজ-রাজ বশোবর্ষদেবের পদানত হইয়াছিল । এই সময়ে দয়িত-বিষ্ণু বিপুল-

(১) সৌভদ্রাঙ্গ দালা ২২ পৃষ্ঠা ।

(২) Indian Antiquary vol IV Page ৩৬৬,

বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় (১)। তোর-
মাণের প্রথম বর্ষে উৎকীর্ণ ইরাণ প্রস্তর লিপিতে ইন্দ্র-বিষ্ণুর প্রপৌত্র, বরুণ
বিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র, ধাত্রবিষ্ণুর ভ্রাতা, মাতৃবিষ্ণু নামধেয় জনৈক
মহারাজের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্রুতি বিষ্ণুর সহিত ইহাদের কোনও
সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে।

গোড় ও বজ্রের প্রকৃতি-পুঞ্জ গোপালদেবের গলদেশে রাজমালা অর্পণ
করিলেও, সম্ভবতঃ তিনি অধিকদিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই;

ধর্মপাল তদীয় প্রণয়পাত্রী, মহিষী দক্ষ দেবীর গর্ভজাত
৭৯৫-৮৩০. ধর্মপালই তাহার ফলভোগী হইয়াছিলেন।

থঃ অঃ ধর্মপাল অতি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন;
তিনি প্রায় সমুদয় আর্য্যবর্ত্তেই স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন।

ত্রৈকুটক বিহারের আচার্য্য মহাযান-মতাবলম্বী হরিভদ্র অষ্ট সাহস্রিকা
প্রজ্ঞাপারমিতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তিনি ধর্মপালের সময়ে
প্রোদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন। আচার্য্য হরিভদ্র ধর্মপালকে “রাজ ভট-বংশ
পতিত” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)। ইহা হইতেই কেহ কেহ
অসুমান করিয়া থাকেন যে পালরাজগণ আসরফপুরের ভাষ্যশাসনোক্ত
দেবখজা-তনয় রাজরাজভট্টের অনন্তর-বংশ। কিন্তু ইহা সমীচীন

(১) Stein's Introduction to Rajtarangini Page 49.
and Gouda vaho.

(২) Introduction to Ramacarita by Sandhyakara Nandi.
Edited by Mahamahopadhya Haraprasad Sastri : Page 6.

“রাজ্যে রাজভট্টাধি বংশ পতিত ঐশ্বর্য্যরাজভট্ট
তদ্বালোক বিহারিনী বিরচিতা সংপঞ্জিকেরঃ সরা”।

বলিয়া মনে হয় না। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় “রাজভট” শব্দের অর্থ “The descendant of a military officer of some King” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (১)। খজা রাজগণ মধ্যে দেবখড়া তনয় রাজ রাজ ভটের প্রতিষ্ঠা ও যশো গৌরবের একরূপ কোনও নিদর্শন অত্য়পি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে অনন্তর বংশীয়-গণ তাঁহার নামোন্মেষ করিয়া স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান পূর্বক গৌরবান্বিত হইতে পারেন। পালরাজ গণের সহিত খজাবংশের কোনও সম্বন্ধ থাকিলে খজোত্তম, জাতখড়া বা দেবখড়ার নাম উল্লিখিত থাকিবাবই অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ আসরফপুরের তাম্রশাসনের অক্ষর বিজ্ঞাসের বিষয় পর্যালোচনা করিলে রাজ রাজ ভটকে ধর্মপালের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করা চলেনা। এমতাবস্থায় পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

পালবংশীয় নরপতিগণের সহিত যে সমস্ত বজ্রের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় এবং গবেষণার ফলে পালরাজগণের যে কয়খানি প্রস্তরলিপি বা তাম্রশাসন অপৰ্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার “গৌড়েশ্বর” ও “গৌড়ধিপ” বলিয়া কীর্তিত হইলেও প্রতিহার-রাজ ভোজের সাগর-তালের শিলালিপিতে ধর্মপালকে “বজ্রপতি” এবং তাঁহার সেনাগণকে বাজালী (বজ্রান্) বলা হইয়াছে। বজ্র পালরাজগণের সাম্রাজ্য ভুক্ত না হইলে একরূপ উক্তি নিরর্থক হয়। দিনাজপুরের বামাল প্রস্তর-লিপির (গরুড় স্তম্ভলিপি) দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে, “সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে, শত্রু (ইন্দ্রদেব) কেবল পূর্ব-দিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না, কিন্তু বৃহস্পতির

শ্রায় মন্ত্রী থাকিতেও তিনি সেই একটীমাত্র দিকেও সন্তঃ দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ; আর আমি সেই পূর্বদিকের অধিপতি ধর্ম নামক নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি” (১) ।
এস্থলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, “পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারানাতের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, “তদধিপ” শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে । পাল নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়” (২) ।

তারানাতের মতে ধর্মপাল প্রথমে বঙ্গে আধিপত্য করিতেন, পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয় । এই সমুদয় কারণে মনে হয় ধর্মপাল হইতে গোপালের জীবিতাবস্থায় বঙ্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন (৩), “কোন সময়ে যে ধর্মপাল পিতৃ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং

ধর্মপালের ইচ্ছাযুধকে পরাভূত করিয়া উত্তরাপথের সার্ব-
সময় নিরূপণ ভৌম হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন ।

রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘ বর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, অমোঘ বর্ষের পিতা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে—

- (১) শত্রুঃ পুরোধিশ পতিম'দগন্তরেষু
তত্রাপি দৈত্য পতিভিজিত এব (সদাঃ)
ধর্মঃ কৃত স্তদধিপ অখিলায় দিহু
স্বামী মর্যেতি বিজহাস বৃহস্পতিঃ যঃ ।”

গৌড়লেখ মালা ৭১, ৭২ ; ৭৭ পৃষ্ঠা, ।

(২) গৌড়লেখ মালা ৭৭ পৃষ্ঠা, পাদ টীকা ।

(৩) গৌড় রাজমালা ২৩, ২৪ পৃষ্ঠা ।

“স্বয়ম্বেশ্বরপন্থী চ যন্ত মহত স্তৌ ধর্ম চক্রায়ুধৌ (১)

ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া, (গোবিন্দের নিকট) নতশির হইয়াছিলেন। ধর্মপাল প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশির হইয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই পংক্তিটি প্রমাণ করিতেছে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে, ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কাশ্মিরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ ৭২৪ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এবং অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে (২)। অনেকে মনে করেন, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২১৩ বৎসর পূর্বে, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এবং অমোঘ বর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসর কালস্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাঁহার রাজ্যাভিষেক কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপী রাজত্ব করনা অসম্ভব। তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইয়া, ইহার ২১৩ বৎসর পূর্বে, (৮১৫ কি ৮১৬ খৃষ্টাব্দে) ধর্মপাল চক্রায়ুধকে পরাভূত এবং চক্রায়ুধকে কাশ্মিরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং ঐ ঘটনার অব্যবহিত পূর্বেই, পিতৃ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা বাইতে পারে।

৮১৭ খৃষ্টাব্দের এত অল্পকাল পূর্বে, ধর্মপালের রাজ্যলাভ অল্পবয়সক কারণ, ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মৃত্যুরে প্রাপ্ত তাত্রিশাসনে উক্ত হইয়াছে—ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট-ভিলক ঔরবলের হুহিতা রণা দেবীর

(১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic.

Society, Page 116.

(২) Epigraphia Indica, Vol VIII, Appendix II, Page 3.

পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্য ভারতের অন্তর্গত “পথরি” নামক করদ রাজ্যের প্রধান নগর পথরিতে অবস্থিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, রাষ্ট্রকূট পরবলের রাজত্বকালে (সম্ভব ৯১৭ বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দে) পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এপর্যন্ত এই স্তম্ভ লিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তম্ভলিপির পরবলই ধর্মপালের পত্নী রম্মাদেবীর পিতা। এই অনুমানই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ধর্মপাল দীর্ঘকাল সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন তাঁহার “অভি বর্দ্ধমান বিজয় রাজ্যের ৩২ সম্বতে” সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং তারানাথ লিখিয়াছেন, ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। ৮১৫ সালে রাজ্যের আরম্ভ ধরিলে, তারানাথের মতানুসারে, ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ধর্মপালের রাজত্বের অবসান মনে করিতে হয়। খালিম পুরের শাসনোক্ত ৩২ বৎসর, এবং জনশ্রুতির ৬৪ বৎসরের মধ্যে, ধর্মপাল অন্যান্য ৫০ বৎসর বা ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ছিলেন এরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে।”

গত কতিপয় বৎসর মধ্যে বহু খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় ধর্মপালের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কানিংহাম, হোরগ্‌লি, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির মত ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। একনে অভিনব আলোক পাতে ধর্মপালের কাল-নির্ণয় কতকটা স্পষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্যই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিক্টোরিয়া ধর্মপালের আবির্ভাবকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে নির্দেশ করিয়াছেন (১)।

(১) V. A. Smith's Early History of India.

নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুরের তাম্রশাসনে ধর্মপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, “সেই বলবান্ রাজা ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন; এবং পুরাণ-প্রসিদ্ধ বলি রাজা যেমন পুরাকালে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী লাভ করিয়াও বাচকরূপী চক্রায়ুধ বামনাবতারকে তৎসমস্ত দান করিয়াছিলেন, এই বলবান্ রাজাও সেইরূপ প্রণতি পরায়ণ বামনরূপে চরণাবনত চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন” (১)। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জিনসেন প্রণীত জৈন-হরিবংশের উপসংহারে, ৭০৫ শাকে বা ৭৮৩-৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, ইন্দ্রায়ুধ নামক রাজা উত্তর দিক পালন করিতেছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, —ভাগলপুর তাম্রশাসনোক্ত ইন্দ্ররাজই জৈন হরিবংশে উল্লিখিত উত্তর দিকপাল ইন্দ্রায়ুধ।

গোয়ালিয়র-নগর-প্রান্তস্থিত সাগরতাল নামক স্থানে প্রাপ্ত দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের শিলালিপিতে নাগভটের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—“আদিপুরুষ (বিষ্ণু) পুনরায় বৎসরাজ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিখ্যাত-কীর্তি এবং গজ সেনা বিশিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, সেই (নাগভট) নামধারী হইয়াছিলেন। তাঁহার কৌমার কালের প্রজ্জ্বলিত প্রতাপ-বহিতে অন্ধ, সৈন্ধব, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের ভূপতিগণ পতঙ্গের মত পতিত হইয়াছিলেন। বেদোক্ত পুণ্য কর্মের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মামুসারে কর-

(১) “জিন্বেন্দ্ররাজ প্রভৃতি নরাতী মুপাজিতা যেন মহোদয় শ্রী।

দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বামনায় ।”

গৌড়লেখমালা ৫৭, ৬৫ পৃষ্ঠা।

(২). Journal of the Royal Asiatic Society, 1909. Page 253. & Rajendra Lal's Sanskrit M. S. S ; vol VI. Page 80.

ধাৰ্য্য করিয়াছিলেন। পরাধীনতা ষাঁহার নীচ ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, সেই চক্রাযুধকে পরাজিত করিয়াও তিনি বিনয়াবনত দেহে বিরাজ করিতেন। দুৰ্জয় শত্রুর (বঙ্গপতির স্বকীয়) শ্রেষ্ঠগজ, অশ্ব, রথ সমূহের একত্র সমাবেশে গাঢ় মেঘের ন্যায় অন্ধকাররূপে প্রতীক্ষমান বঙ্গপতিকে পরাজিত করিয়া, তিনি ত্রিলোকের একমাত্র আলোকদাতা উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশ্ববাসিগণের হিতে রত তাঁহার অসাধারণ (অতীন্দ্রিয়) পরাক্রম (আত্ম বৈভব) আনন্দ, মালব, তুরক, বৎস, মৎস্য প্রভৃতি দেশের রাজগণের গিরিধ্বংস বল পূর্ব্বক অধিকার দ্বারা, শৈশবকাল হইতে (আকুমারং) পৃথিবীতে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন” (১) ।

(১)

“আদ্যঃ পুমান্ পুনরপি ক্ষুট কীর্ত্তিরাশ্না
জ্ঞাতস্ স এব কিল নাগভট স্তদাখ্যঃ ।
যত্রাক্-সৈন্ধব-বিদর্ভ কলিঙ্গ-ভূপৈঃ
কৌমার ধামনি পতঙ্গ সমৈ রপাতি ॥
এয্যাম্পদস্ত স্কৃতস্য সমুজ্জি মিচ্ছ -
বঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবজ্জ-বলি-এবন্ধঃ ।
জিহ্বা পরাশ্রয় কৃত-ক্ষুটনীচ ভাবং
চক্রাযুধং বিনয় নত্র বপু র্য্যরাজ্যং ॥
দুৰ্জয় বৈরি (?) বর বারণ বাজিবার
বানৌষ সংঘটন ঘোর ঘনাক্কারং ।
নির্জিত্য বঙ্গপতি মাঝির ভূ দ্বিবস্থা
সুজ্জগ্নিব দ্বিজগদেক বিকাশ-কোষঃ ॥
আনন্দ-মালব-কিরাত-তুরক বৎস-
মৎস্যাদিরাজ গিরিধ্বং হটাপহাটৈঃ ।
যস্যাম্-বৈভব-মতীন্দ্রিয়-মাকুমার-
মাবিক্ৰভূব বিব জনীন বৃত্তেঃ” ॥

সাগর তাল লিপির এই পরাশ্রিত চক্রায়ুধ যে ধর্মপাল কর্তৃক কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত চক্রায়ুধ, এবং এই বঙ্গপতি যে স্বয়ং ধর্মপাল, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না (১)। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘ বর্ষের তাত্রাশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এই শেষোক্ত তাত্রাশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম (পাল) এবং চক্রায়ুধ এই উভয় নৃপতি স্বয়ং আসিয়া (গোবিন্দের নিকট) নতশির হইয়াছিলেন (২)। এই তাত্রাশাসনে আরও লিখিত আছে

(১) গুর্জর এবং মালবের বহির্ভাগে অবস্থিত, গান্ধার (পেশোয়ার প্রদেশ) হইতে মিথিলার ঝুসীমাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত উত্তরাপথ ইন্দ্রায়ুধের করতলগত ছিল। ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধ এবং তাঁহার সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া, উত্তরা পথের সার্ক ভৌমের সমুন্নত পদলাভ করিয়াছিলেন। এত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্বয়ং শাসন করিতে সমর্থ হইবেন না মনে করিয়া, তিনি আয়ুধ-রাজ বংশীর আর একজনকে (চক্রায়ুধকে) স্বকীয় মহাসামন্তরূপে কান্তকুব্জে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

গৌড় রাজমালা—২২ পৃষ্ঠা।

(২) “হিমবৎ পঙ্কত নির্ঝরাধু-ভুরগৈ পীতক গাঢ়জৈ

রুনিভঃ সজ্জন্ তুর্ঘ্যাকৈ ষিগুনিভম্ তু-ম্হোহপি তৎ কন্দরে।

স্বরমেবোপনতো চ যন্ত মহতি তৌ ধর্ম চক্রায়ুধৌ

হিমবান্ কীর্তিবরুণতাম্পগতন্তুৎ কীর্তি নারায়ণঃ”।

Verse 13.

যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত গুর্জর রাজের নামই নাগভট (১) ।
এই নাগভট যে দ্বিতীয় নাগভট তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ
যোধপুর রাজ্যান্তর্গত বিলাডা জিলায় বৃচকলা গ্রামে আবিস্কৃত শিলা-
লিপিতে “মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবৎস রাজদেব পাদামুখ্যাত পরম-
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীনাগভট্টদেবের প্রবর্তমান রাজ্যের”
উল্লেখ দৃষ্ট হয় (২) ।

উল্লিখিত ভাগলপুরের তাত্রশাসন, গোয়ালিয়রের প্রস্তর লিপি, এবং
প্রথম অমোঘবর্ষের তাত্রশাসন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গোড়-
বঙ্গপতি ধর্মপাল, কান্যকুজাধিপতি ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ, রাষ্ট্রকূটপতি
তৃতীয় গোবিন্দ এবং গুর্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট
সমসাময়িক (৩) ।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ ঋষধারাবর্ষের পুত্র । তিনি ৭২৪
খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎকাল পূর্বে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ
৭১৬ শকাব্দের (৭২৪ খৃষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসের অমাবস্তা তিথিতে
স্বর্গ্যগ্রহণোগলক্ষে দক্ষিণাপথস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে ইনি কতিপয়
ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন (৪) । তোর খেডের

- (১) “স নাগ ভট চন্দ্র গুপ্ত নৃপয়ো ধর্ষোঃ (?) রণে
বহাধ্য মপহাধ্য ধৈর্য বিকলানখোয় ল্লয়ন ।
বশোর্জন পরো নৃপান্ স্বভুবিশালি শস্যানিব
পুনঃ পুনরতিষ্ঠিগং স্বপদ এষ চাত্তানপি” ॥

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic
Society 1906. Page 118.

- (২). Epigraphia Indica, vol IX Pages 198-200.
(৩). Epigraphia Indica vol. IX Page 26 note 4.
* Epigraphia Indica vol III. Page 105.

তাত্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেও জীবিত ছিলেন (১) । ৭৩৬ শকাব্দে বা ৮১৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় গোবিন্দ পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসন প্রাপ্ত হন (২) । সুতরাং তৃতীয় গোবিন্দকে আমরা ৭২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত দেখিতে পাইতেছি । সুতরাং তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ধর্মপাল ৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ইজ্রায়িলকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং গুর্জর প্রতীহার বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাষ্ট্রকূটপতি তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আশ্রয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন ।

রাধনপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খৃষ্টাব্দের) শ্রাবণ মাসের অমাবস্তার পূর্বে তৃতীয়

(১). *Epigraphia Indica* vol III. Page 54 & 161. vol VII. Appendix, page 12.

(২) সিরর ও নীলগুড় স্থান ধরে আবিষ্কৃত দুইখানি শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে ৭৮৮ শকাব্দে বা ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম অমোঘ বর্ষের ৫২ রাজ্য্যক্ গণিত হইত, সুতরাং ৭১৪ খৃষ্টাব্দ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘ বর্ষের রাজ্যের প্রথম বৎসর । ডাঃ কিলহর্শ শকাব্দের অতীত বর্ষ ও অচলিত বর্ষ গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ৮১৭ খৃষ্টাব্দের পর প্রথম অমোঘ বর্ষের রাজ্যের প্রথম বৎসর পতিত হইতে পারে না ; কিন্তু ৮১৫ বা ৮১৬ খৃষ্টাব্দে পতিত হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকে না ।

Epigraphia Indica vol VI. Page 104-5

Epigraphia Indica vol IV. Page 210.

Epigraphia Indica vol VIII. Appendix. II Page 3

গোবিন্দ গুর্জরবংশীয় জ্ঞৈনক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১) ।
 ত্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার কর্তৃক আংশিক প্রকাশিত প্রথম অমোঘ
 বর্ষের তাত্রশাসন হইতে এই পরাজিত গুর্জর পতির নাম নাগভট
 বলিয়া জানা গিয়াছে । স্মৃতরাং ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই যে তৃতীয় গোবিন্দ
 গুর্জর রাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও
 সন্দেহ নাই । তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে উপস্থিত
 হইলে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তাঁহার আহুগত্য স্বীকার করিয়া ছিলেন,
 তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ইহার পূর্বেই ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে
 কাশ্মিরের সিংহাসন হইতে অপসৃত করিয়া চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত
 করিয়াছিলেন ; এবং এ জন্তই সাগরতল লিপিতে “পরশ্রয় কৃত স্মৃট নীচ-
 ভাব” এই বিশেষণ দ্বারা চক্রায়ুধকে চিত্তিত করা হইয়াছে । স্মৃতরাং দেখা
 যাইতেছে যে, ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর প্রতীহার
 বংশীয় দ্বিতীয় নাগভটকে, পরাজিত করেন ; ইহার পূর্বে দ্বিতীয় নাগভট
 চক্রায়ুধ ও ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; ইহারও পূর্বে ধর্মপাল
 ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কাশ্মিরের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত
 করিয়াছিলেন এবং ইহারও পূর্বে ধর্মপাল গোড়-বজ্রের সিংহাসন প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন । উল্লিখিত ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ ও সামঞ্জস্য রক্ষা
 করিয়া ধর্মপালের রাজ্যাভিষেক কাল ৮০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে (সম্ভবতঃ ৭৯৫
 খৃষ্টাব্দে) নির্দেশ করা যাইতে পারে । তারানাত্থের মতে ধর্মপাল ৬৪ বৎসর

(১) “সংখ্যান্ত শিলীমুখাঃ স্বসমরাং বাণাসনন্তোপরি

প্রাপ্তঃ বর্জিত বংধুজীব বিভবং পদ্মাবিবৃদ্ধাবিতং ।

সন্নক্স মুদীক্ষ্য বং শরদুতুঃ পর্জন্তবৎ গুর্জরো

নষ্টঃ কাপি ভরাস্তথা ন সমরং স্বমোপি পশ্চন্তথা ॥”

রাজত্ব করিয়াছিলেন। গোড় রাজমালা-লেখক ধর্মপালের রাজত্বকাল ৫০ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। খালিমপুরের তাম্রশাসন তাঁহার ৩২ রাজ্যাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং ধর্মপালের রাজত্ব কাল ৩৫ বৎসর অনুমান করাই সম্ভব ।

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের নৃপের শাসনে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট-তিলক ত্রীপরবলের কন্যা রম্মা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন (১)। মধ্যভারতে পাথারি নামক স্থানে অবস্থিত একটা দেবমন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূট পরবলের রাজত্বকালে সম্বৎ ১১৭ বা ৮৬১ খৃষ্টাব্দে পরবলের প্রধান মন্ত্রী কর্ভুক এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে পরবলের পিতার নাম কররাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। “এপর্যন্ত এই স্তম্ভলিপিতে উক্ত পরবল ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নিমিত্ত, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, এই স্তম্ভলিপির পরবলই ধর্মপালের পত্নী রম্মাদেবীর পিতা” (২)। পরবল ৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কন্যাকে ধর্মপালের বিবাহ করা অসম্ভব বলিয়াই আপাততঃ মনে হইতে পারে। সম্ভবতঃ এতদ্ব্যতীত প্রাচ্যবিজ্ঞা মহার্ঘব ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, “অনেকের মতে ধর্মপাল-রাজমহিষী রম্মাদেবী এই পরবলের কন্যা। রাষ্ট্রকূট সম্রাট ৩য় গোবিন্দ অম্বুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের

(১) “ত্রীপরবলস্ত হুহিতুঃ ক্রিতিপতিমা রাষ্ট্রকূট তিলকস্ত ।

রম্মাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন ॥”

গোড়লেখ মালা—৩৬, ৩৭ পৃষ্ঠা ।

(২) গোড়রাজ মালা ২৪ পৃষ্ঠা ।

আধিপত্য প্রদান করেন। কর্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, স্মৃতরাং রম্মাদেবী হইতেছেন, রাষ্ট্রকূট সম্রাট ওয় গোবিন্দের ভ্রাতৃপুত্রের পৌত্রী অর্থাৎ রাষ্ট্রকূট সম্রাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্মপাল ওয় গোবিন্দের সমসাময়িক। একুপস্থলে তাঁহার সহিত কর্করাজের পৌত্রীর বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্রিট পরবল, ওয় গোবিন্দেরই একটি বিবৃতি পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ওয় গোবিন্দই রম্মাদেবীর পিতা, স্মৃতরাং ধর্মপালের ঋতুর। (*Dynasties of the Kanarese Districts*, P. 394 in *Bom. Gaz.* Vol I. pt, II) এই মতই সমীচীন (১)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “পাথারির মন্দির নির্মাণ কালে পরবল নিশ্চয়ই বার্ককে উপনীত হইয়াছিলেন; কারণ, ধর্মোদ্দেশে দেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠান তরুণ রাজার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ পরবল এবং তাঁহার পিতা এই উভয়েই যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে (২)। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পরে পরবলের পিতা এবং জেজর পুত্র ককরাজ, নাগাবলোক নামক গুর্জরের জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন (৩)। একতাবহার ককরাজ এবং পরবলকে ৭৫৬-৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। স্মৃতরাং ককরাজ এবং পরবল যে একশতাব্দীরও অধিককাল জীবিত

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজত্বকাণ্ড ; ১০০ পৃষ্ঠা, পাদটীকা।

(২). *Epigraphia Indica* vol IX Page 253.

(৩). *Introduction to Ramacarita*—by Mahamahopadhyaya H. P. Shastri Page 5.

ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এবং নাগাবলোকের প্রতিদ্বন্দী কক'রাজের পুত্র পরবল ৮৬১ খৃঃ অব্দে, দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের পর বার্ককো উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং ধর্মপালের পরবলের দ্বিহিতার পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, বরং খুব স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। পরবল যে তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদ্ধ ছিল তাহার কোনও প্রমাণ অতাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পাথারি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে কেহ কেহ অনুমান করিতেন যে পরবল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ অথবা প্রথম অমোঘ বর্ষেরই অপর নাম (১)। তৃতীয় গোবিন্দ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করিয়া ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পরবলের পিতা ককরাজ তৃতীয় গোবিন্দের অন্তঃ ইন্দ্ররাজেব পুত্র নহেন। পাথারি লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে পরবলের পিতার নাম ককরাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ, পঞ্চাঙ্গরে তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র ককের পিতার নাম ইন্দ্ররাজ। তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র ককরাজের অভ্যুদয়কাল ৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে। কিন্তু পরবলের পিতা ককরাজ ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যভূত নাগাবলোকের সমসাময়িক (২)। সুতরাং প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ঘব মহাশয় যে ভ্রান্তমত পোষণ করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

“রাষ্ট্রকূট পরবলের পক্ষে বৈবাহিক সন্ধি স্থাপন করিয়া ধর্মপালের স্ত্রী পরাক্রমশালী নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রকূট মহাসামন্তাধিপতি কক'রাজ স্ত্রবর্ণবর্ষের (বরোদার প্রাপ্ত)

(১). Epigraphia Indica vol IX Page 251.

(২). Epigraphia Indica vol IX Page 251.

৭৩৪ শকাব্দের (৮১২ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,—
রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ, ককরাজের পিতা ইন্দুরাজকে “লাট” মণ্ডলের
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই নিমিত্তই হরত রাষ্ট্রকূট
পরবলকে লাট (গুজরাত) ত্যাগ করিয়া, পথরি-প্রদেশে সরিয়া আসিতে
হইয়াছিল। গুর্জরের উচ্চাভিলাষী প্রতীহার রাজগণ এখানে হরত
পরবলকে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতীহার
রাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন, পরবলের আত্ম-
রক্ষার উপায়ান্তর ছিলনা। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই পরবল রণাদেবীকে
ধর্মপালের হস্তে সম্ভ্রদান করিয়াছিলেন” (১)।

তারানাথ লিখিয়াছেন, “ধর্মপাল কামরূপ, তিরহতি, গোড় প্রভৃতি
অধিকার করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার রাজ্য পূর্বদিকে সমুদ্র হইতে
পশ্চিমে তিলি (দোলি ?) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।”

ধর্মপালের থালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, “অগ্রগামী
(নাসীর নামক) সেনা সমূহের (চরণাঘাতোখিত) ধূলি পটলে দশদিক্
আচ্ছন্নকারী সেনাদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহার ইয়ত্তা করিতে
না পারিয়া, তাহাকে (পুরাণ প্রসিদ্ধ অসংখ্য)

ধর্মপালের রাজ্য মাক্কাহ সৈন্তের সংমিশ্রণ (ব্যতিকর) মনে করিয়া,
বিস্তৃতি। মহেন্দ্র (ভয়ে) চক্ষু নিম্নীলিত করিয়াছিলেন ;
(কিন্তু) সেই সেনাদল যুদ্ধ বাসনার পুলকিত

গাজ হইলেও, তাহাদের পক্ষে (ধর্মপাল) রাজ্যের শত্রু কুলক্ষয়কারী
বাহুযুগলের সাহায্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। তিনি মনোহর
ক্রভঙ্গি-বিকাশে (ইদ্রিত মাত্র) ভোজ, মংশ, মদ্র, কুরু, যহ, যবন,

অবস্থি, গন্ধার, এবং কীর প্রভৃতি (১) জনপদের (সামন্ত ?) নরপাল-গণকে শ্রুতি পরায়ণ চঞ্চলাবনত মন্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীৰ্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত-পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণ কলস উদ্ধৃত করাইয়া, কাষ্ঠকুজকে (অভিষিক্ত করাইয়া) রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন (২) ।

(১) দুন্দেল খণ্ড ও জয়পুর ভোজ ও মন্তনেশ বলিয়া প্রাচীন কালে পরিচিত ছিল। মজ, কুরু ও যহু পাঞ্জাবের প্রাচীন নাম। অবস্থি বা উজ্জয়িনী মালব দেশের রাজধানী। যবন তুর্ক দ্বেশেরই নামান্তর। পূর্বকালে সিন্ধুদেশের পশ্চিম তীর হইতে আক্কাণি-স্থানের অধিকাংশ স্থান গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাঙ্গড়া বা জালামুখী কীর দেশ বলিয়া পরিচিত। ভোজ মন্তাদি দেশ সম্বন্ধে অধ্যাপক কিলহর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন, “Kanyakubja itself was in the Country of the Panchalas in Madhyadesha. According to the topographical list of the Brihatsambhita, the Kurus and Matsyas also belong to the middle country, the Madras to the north west, the Gandharas to the northern and Kiras to the North East division of India. The Avantis are the people of Ujjayini in Malava. Yadus according to the Lakkha mandal prasasti, were long ruling in part of the Punjab, but they are found also south of the Jamuna ; and south of the river and north of the Narmada probably were also the Bhojas who head the list.” Epigraphia Indica vol IV. Page 246.

(২) “বাসীর-ধূলী-ধবল-দশদিশাং দ্রাগপত্তরিরস্তাং

ধস্তে মাকাকৃ সৈন্য-বাতিকর চকিতোথান তজ্জীমহেস্ত্রঃ ।

তাসামপ্যাহবেচ্ছা—পুলকিত বপুর্বাধাহিনীরা বিধাতুঃ

সাহাব্যং বস্ত্র বাস্তো নিখিল-ত্রিপুঙ্কলধঃসিনোর্বিকাশঃ ।

ভোজৈশ্চৈবসৈঃ সমস্তৈঃ কুরুবহু যবনাবস্থি-গান্ধার কীরৈ

র্ভূপৈ বর্গালোল-মৌলি শ্রুতি পরিণতৈঃ সাধু-সন্নীর্ঘাধাপঃ ।

হব্যং পকাল বুদ্ধোদ্ধৃত-কনকমর-বাভিবেকোদকুভো

দন্তঃ শ্রীকন্তকুজস্ সননিত-চলিত-জলভালম্বেন ।”

গৌড় লেখনালা ১৩, ১৪, ২১, ২২ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, (১) উপরোক্ত ছইটি শ্লোকে “ধর্মপালের শাসন সময়ের ছইটি উল্লেখ বোঁগা ঐতিহাসিক ঘটনা স্মৃতিত হইরাছে বলিয়া বোধ হয়। একটি ঘটনা কাশ্যকুজাধিপতি ইন্দ্র (মহেন্দ্র) নামক নরপতির ধর্মপালের হস্তে পরাভব ; অপর ঘটনা মহেন্দ্রের রাজ্যে ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত-নরপালের অভিষেক। মহেন্দ্র ধর্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য্য মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইরাছিলেন যে, ধর্মপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থ উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই,—ধর্মপাল রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্রই তাহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।” পূর্বোক্ত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হয় যে ভোজ মৎস্তাদি দেশের রাজত্ববর্গ, কাশ্যকুজপতি চক্রায়ুধের রাজ্যাভিষেক কালে, প্রগতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে, সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, স্মৃতরাং ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত ও সিংহাসন চ্যুত করিয়া কাশ্যকুজের সিংহাসনে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার পূর্বেই ধর্মপালকে কাজড়া, তুরক, পঞ্চনদ এবং রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিতে হইরাছিল। “ধর্মপাল কাশ্যকুজের স্বাধীনতা হরণ করিয়াও, তাহার জন্ত একজন স্বতন্ত্র রাজা নিযুক্ত করার কাশ্যকুজ পুনরায় রাজশ্রী প্রাপ্ত হইরাছিল”(২)। ইহাতে মনে হয়, শাসন সৌকর্য্যার্থই—সম্ভবতঃ ধর্মপাল চক্রায়ুধকে স্বীয় সামন্ত-রাজরূপে কাশ্যকুজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

(১) গোড় লেখমালা ২১ পৃষ্ঠা, পাদ টিকা।

(২) নারায়ণ পালের ভাসলপুর ভাষ্যশাসনে এই ঘটনাটি আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইরাছে।

পাল নরপতিগণের তাম্রশাসনাদিতে গুর্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভটের সহিত ধর্মপালের বিরোধ বা পরাজয়ের বিবরণ উল্লিখিত না হইলেও নাগভটের পৌত্র মিহির ভোজের সাগর তাল লিপিতে ইহার স্পষ্টতঃ উল্লেখ রহিয়াছে (১) । “নাগভট পিতৃরাজ্যের গ্রাম উত্তরাধি-

কারি হুত্রে পিতার উচ্চাভিলাষ ও লাভ করিয়া-
নাগভট ও ছিলেন । সুতরাং ধর্মপাল ও নাগভটের মধ্যে
ধর্মপাল । সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইলনা” (২) ।

সাগরতাল লিপিতে দ্বিতীয় নাগভট কর্তৃক আনন্ত, মালব, কিরাত, তুরুক, বংস ও মংগ্রাদি রাজগণের গিরি দুর্গ অধিকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । ধর্মপালের খালিমপুর লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, মালব, তুরুক, মংগ্র প্রভৃতি দেশ ধর্মপাল এবং তদীয় সামন্ত কাশুকজাধিপতি চক্রায়ুধের শাসনাধীন ছিল । গুর্জরপতি এই সমুদয় প্রদেশ আক্রমণ করিলে চক্রায়ুধ এবং ধর্মপাল সম্ভবতঃ একযোগে নাগভটের সঙ্গৃহীত হইয়া তাঁহার অপ্ৰতিহত গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; ফলে ইহারা উভয়েই পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিলেন ।

নাগভটের পিতা বৎসরাজও অত্যন্ত পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন ; তিনি প্রায় সমুদয় আর্য্যাবর্তে স্বীয় প্রভুত্ব-বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দের পিতা এবং ধারা-

(১). Annual Report, Archaeological Survey of India
1903-04. Page 281.

(২) গৌড়রাজ মালা, ২৫ পৃষ্ঠা ।

বর্ষের হস্তে বৎসরাজকে লাক্ষিত হইতে হইয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটের প্রবল এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্ততরাং

ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ নাগভট কর্তৃক পরাজিত হইয়া

ধর্মপাল ও গুর্জর রাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের নিকট তৃতীয় গোবিন্দ । প্রতীকার প্রার্থী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকট রক্ষিত

প্রথম অমোঘ বর্ষের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিলে ধর্ম ও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোবিন্দের নিকট নতশীর্ষ হন নাই; গতাস্তর ছিলনা বলিয়াই ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূট-পতিকের গুর্জরপতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে নাগভট গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পিতার ছায় মরু প্রদেশে আশ্রয়লাভ করিতে বাধ্য হন। গুর্জর গণের পুনঃ পুনঃ উত্তরাপথ আক্রমণের পথ রুদ্ধ করিবার জন্তই গোবিন্দ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কককে গুর্জর রাজ্যের রুদ্ধ দ্বারের অর্গলরূপ গুর্জর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১)। স্ততরাং গোবিন্দ সমুদয় উত্তরাপথ জয় করিয়া হিমালয় পর্বতে উপনীত হইলে কৃতজ্ঞতাবনত ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তাঁহার সর্ষর্দনা করিয়াছিলেন (২)। প্রথম অমোঘ বর্ষের সিক্কর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, প্রথম অমোঘ বর্ষের পিতা

(১). Indian Antiquary, vol XII. Page 160.

(২). Pal Kings of Bengal (manuscript) by Babu R. D. Bannerjee M. A.

তৃতীয় গোবিন্দ গোড়ীয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। রাষ্ট্রকূটপতির সহিত ধর্মপালের বিরোধের অপর কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। গুর্জরপতি ২য় নাগভটকে দমন করিবার জন্য যে ধর্মপালকে গোবিন্দের নিকট নতশির হইতে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অমোঘ বর্ষের শিলালিপিতে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে কিনা, বুঝা যায় না।

বোম্বাই প্রদেশস্থিত উনানগরে আবিষ্কৃত বাহক ধবলের প্রপৌত্র ২য় অবনীবর্মার একখানি তাম্রশাসনে বাহকধবল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, “তদনন্তর মহামুভাব শ্রীমান বাহক বাহকধবল ও ধবল জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নিত্য ধর্মপালন করিলেও, রণোত্তত হইয়া, ধর্মকে ধ্বংস করিয়া- ছিলেন” (২)। বাহকধবল গুর্জর প্রতীহার বংশীয় ২য় নাগভটের অধীন সোরাষ্ট্রের মহা সামন্ত ছিলেন (৩)। ২য় নাগভটের সহিত ধর্মপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে বাহকধবল হয়ত স্বীয় প্রভুর সাহায্যার্থে ধর্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাগরতাললিপিতে এবং উনান তাম্রশাসনে উল্লিখিত ধর্মপালের পরাজয় অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

(১) “কেরল-মালব-গোড়ান-সগুর্জরাস্ত্রিকূটগিরিহর্গহান্।

বদ্ধা কাকীশানধ য কীর্তি নারায়ণো জাতঃ”।

Epigraphia Indica, vol VI Pages ১০২-০৩.

(২) “অজনি ততোহপি শ্রীমান বাহক ধবলো মহামু ভাবো যঃ।

ধর্ম ভবরপি নিত্যং রণোত্ততো নিদশাধ ধর্মঃ”।

Epigraphia Indica vol IX Page 5.

(৩) Epigraphia Indica vol IX Page 7.

গুর্জরপতি ২য় নাগভটকে মক্কেদেশে বিতায়িত এবং উত্তরাপথের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্তন করিলে, ধর্মপাল উত্তরাপথের সার্বভৌমত্ব লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে

উক্ত হইয়াছে, “সত্যব্রত-পালন-পরায়ণ শ্রীরাম
উত্তরাপথে চন্দ্রের অমুজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিম সমন্বিত
ধর্মপালের বাক্‌পাল নামে এই রাজার এক (অমুজ) ভ্রাতা
সার্বভৌমত্ব । জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং

বিক্রমের নিবাসস্থল ছিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র-শাসন-সংস্থিত দশদিক্‌ শত্রু পতাকিনী শূন্য করিয়াছিলেন” (১) । দেবপালের মুদ্রে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, “দিথিজয়-প্রবৃত্ত সেই নরপতির ভৃত্যবর্গ কেন্দ্রার তীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া (স্নান-তর্পনাদি) সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাসাগর সম্মুখে তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইরূপে এই রাজার দৃষ্টদলন-শিষ্টপালন-বিষয়ক আনুসঙ্গিক সিদ্ধিও ভৃত্যবর্গের পারলৌকিক সিদ্ধিলাভের হেতুভূত হইয়াছিল। সেই নরপতি, দিথিজয় ব্যাপারের অবসানে, (তৎকাল প্রসিদ্ধ) উৎকৃষ্ট পুরকার বিতরণের দ্বারা পরাজিত ভূপালবৃন্দের পরাজয় জনিত চিন্তাকোত বিদূরিত করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বস্থ ভবনে গমন করিবার জয় অমুজ্ঞা প্রচার করিলে,

(১) “রামস্যোষ গৃহীত-সত্য তপস তত্তানুরূপো ভূগৈঃ

সৌমিত্রেরনপাদি তুল্য মহিমা বাক্‌ পালনামানুজঃ ।

যঃ শ্রীমায়রবিক্রমৈক-বসতি জ্ঞাতুঃস্থিতঃ শাসনে

শূন্তাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরক রোদেকাত পত্রা দিশঃ ” ।

গৌড় লেখমালা, ৫৭, ৩০ পৃষ্ঠা ।

ভূপালবৃন্দ স্ব স্ব রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, যেসময়ে রাজাধিরাজের সমুচিত কার্য্যকলাপের চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যক্ষেত্রে স্বর্গভ্রষ্ট জাতিস্বয় মানবের হৃদয়ের জ্বালা, প্রীতিভরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত” (১)।
কেদার তীর্থে হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং গোকর্ণ বোম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। সুতরাং এতদ্বারা ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয়ের উত্তর ও পশ্চিম সীমা সূচিত হইয়াছে। মধ্যভারতে রাষ্ট্রকূটপ্রবল ধর্ম্মপালের আশ্রয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে “সীমান্তদেশে গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্তৃক, গৃহ চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয় বিক্রয় স্থানে বণিক্ সমূহ (?) কর্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আশ্রয়তব শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত দীর্ঘ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে” (২)।

- (১) “ কেদারে বিধিনোপযুক্ত পয়সাং গন্ধা সমেতানুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিত বতাং তীর্থেষু ধর্ম্মাঃ ক্রিয়াঃ ।
ভূতানাং সুখমেব যস্য সকলানুভূত্য দৃষ্টানিমান্
লোকান্ সাধরতোমুৎস্রজনিতা সিদ্ধি পরপ্রাপ্য ভুং ॥
তৈ স্তৈ দিগ্বিজয়াবসান সময়ে সম্ভ্রমিতানাং পটৈঃ
সংকটৈ রপনীর খেদমখিলঃ স্বাং স্বাং গতানাং ভুবম ।
কৃত্যজ্ঞাধরতাং যদীয় মুচিতং প্রীত্বা নৃপাণাম ভুং
সোৎকর্ষঃ হৃদয়ং দিবশ্চ ত বতাং জাতিস্বরাণামিব ” ॥

গৌড় লেখমালা, ৩৬; ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা

- (২) গোপৈ সীমি বনেচরৈ বনভূবি গ্রামোপ কঠৈ জলৈঃ
ক্রীড়ন্তিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাগমনং মানপৈঃ ।
লীলা বেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকৈরঙ্গলীত মানস্তুবং
যস্যাকর্ণয়ত ব্রূপা বিচলিতা নম্রং সদৈ বাননং ” ॥

গৌড় লেখমালা, ১৪, ২২ পৃষ্ঠা

গোড়রাজমালা-প্রণেতা বলেন, “এই শ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার অভিমত একরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না; এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, একরূপ বিশেষোক্তি ধর্মপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ যাহার পিতাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্মপাল যে প্রজারঞ্জে যত্নবান হইবেন, এবং তাঁহার যে প্রতিভা এক সময় তাঁহাকে উত্তরাপাথের সার্কর্ভোম পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজারঞ্জে সফল মনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?”

ধর্মপাল দেবের থালিমপুর তাত্রশাসনে “যুবরাজ ত্রিভুবন পালের” নাম উল্লিখিত হইয়াছে (১); “ইহা দেবপাল দেবের নামান্তর কিনা, জানা যায় নাই। তজ্জন্তু অনেকে অনুমান করিয়াছেন,—ধর্মপাল দেব বর্তমান থাকিতেই, ত্রিভুবনপাল পরলোক গমন করায়, দেবপাল দেব পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

দেবপাল ইহার কোনরূপ প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় (৮৩০-৮৬৫)। নাই (২)। প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, “ধর্মপাল প্রৌঢ়কালে রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রম্মাদেবীকে বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে দেবপালের জন্ম। কিন্তু ত্রিভুবনপাল ধর্মপালের পূর্ব মহিষীর গর্ভজাত। সম্ভবতঃ ধর্মপালের শেবাবস্থায় গোড় রাজধানীতে তাঁহার

(১) “মত মন্ত ভবতাং মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মণা দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবন পাল মুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ”।

গোড় লেখমালা, ১৬ পৃষ্ঠা।

(২) গোড়লেখমালা, ২৬ পৃষ্ঠা পাদ টীকা।

আত্মীয় রাষ্ট্রকূটগণের প্রভাব বাড়িয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টাতেই রাষ্ট্র-কূট-রাজ-দৌহিত্র দেবপাল গোড়-সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন” (১)। বলাবাহুল্য যে এই সমুদয়ই বহুজ মহাশয়ের কল্পনা প্রসূত। ডাক্তার হলজ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাক্পালের পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। স্তর উইলিয়ম জোন্সের টিপ্পনীসহ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় দেবপাল দেবের মুন্দের লিপির মর্ম্ম ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু পাঠোদ্ধার শৈথিল্যে এবং ব্যাখ্যাভিভ্রাটে দেবপাল দেব (ধর্ম্মপালের ভ্রাতা) বাক্পালের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও অনেকের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এই ভ্রম সংক্রান্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ন যেক্রপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে দেবপাল দেব এই তাত্ত্বশাসনে আপনাকে ধর্ম্মপাল দেবের পুত্র বলিয়াই আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন (২)।

নারায়ণপাল দেবের ভাগলপুর তাত্ত্বশাসনে লিখিত আছে (৩) :—

“রামশ্রেব গৃহীত-সত্য তপস স্তম্ভামুরূপো স্তনৈঃ

সৌমিত্রে রুদপাদিতুল্য-মহিমা বাক্পাল নামামুজঃ ।

যঃ ত্রীমাত্রয়-বিজ্ঞৈমেক-বসতিভ্রাতৃঃ স্থিতঃ শাসনে

শূভ্রাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রাদিশঃ ॥

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজত্বকাণ্ড, ১৫৭, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

(২) “গ্রাম্য পত্তিব্রতাসৌ মুক্তা রত্নং সমুদ্র-সুভিরিহ।

ঐদেবপাল দেবঃ এসন্ন বক্তৃং স্মৃত প্রসূত ” ।

দেবপাল দেবের মুন্দের তাত্ত্বশাসন, ১১ নোক ।

সৌভলেখনমালা ৩৪, ৩৭ পৃষ্ঠা।

(৩) সৌভলেখনমালা ৫৭ পৃষ্ঠা।

তস্মাদুপেক্ষ চরিতৈর্জগতীং পুনানঃ

পুত্রোবভূব বিজয়ী জয়পাল নামা ।

ধর্মদ্বিবাং শময়িতা যুধি দেবপালে

যঃ পূর্বজেন্ভুবন রাজ্য-সুখাশ্রনৈবীং ॥”

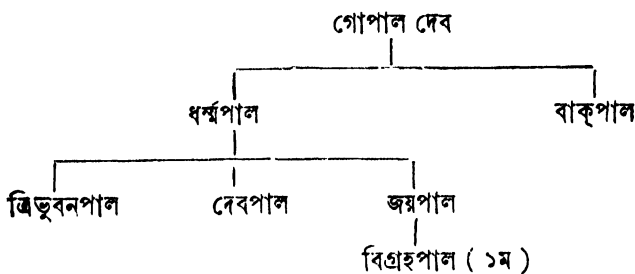
শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উপরি উদ্ধৃত শেযোক্ত শ্লোক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১), “এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-বিত্রাটে পালবংশীয় নরপাল-গণের বংশ বিবরণ ভ্রম সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। “তস্মাৎ”-শব্দকে (পূর্বশ্লোকোক্ত) বাকৃপালের ছোটক রূপে গ্রহণ করিয়া, ডাক্তার হল্জ্ এবং অন্যান্য মনীষিগণ দেবপালকে এবং জয়পালকে বাকৃপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেব কিন্তু তাঁহার (মুন্দের আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে (একাদশ শ্লোকে) আপনাকে ধর্মপালের পুত্র বলিয়াই স্পষ্টাঙ্গুরে পরিচয় প্রদান করিয়াগিয়াছেন। বর্তমান শ্লোকে সেই দেবপাল জয়পালের “পূর্বজ” বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, জয়পালকে ও ধর্মপালের পুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ন স্বয়ং দেবপাল দেবের মুন্দের লিপির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-সাধন করিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন,—দেবপালদেব মুন্দের লিপিতে ধর্মপালের পুত্র এবং অন্তান্ত লিপিতে ধর্মপালের ভ্রাতার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, মুন্দের লিপির উক্তিকে সত্য, এবং অন্তান্ত লিপির উক্তিকে ভ্রাম্যঙ্গক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে (২)। কোন তাম্রশাসনের বংশ-বিবরণই ভ্রাম্যঙ্গক বলিয়া অস্বীকার করা যাইতে পারেনা; সকল তাম্রশাসনে একই বংশ বিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে বলিয়াই অস্বীকার করা কর্তব্য। এখানে

(১) সৌড় লেখমালা, ৩৫, ৬৬ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।

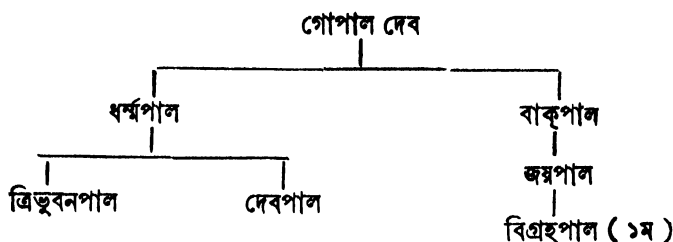
(২) J. A. S. B. Vol Lxi Page 80

“তস্মাৎ” শব্দে ধর্মপালকে গ্রহণ করিলেই, প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইত। “তস্মাৎ” শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া, দেবপালকে ধর্মপালের ভ্রাতার পুত্র কল্পনা করিয়া, মনীষিগণই এই অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।”

সুতরাং ত্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে ধর্মপাল, বাকপাল, জয়পাল ও দেবপালের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়—



উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলে, নারায়ণ পাল, মহীপাল, বিগ্রহপাল প্রভৃতি পরবর্তী পাল রাজগণের তাম্রশাসনে বাকপাল ও জয়পালের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে এবং ধর্মপালের তাম্রশাসনেই বা বাকপালের নাম কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। ইহা দিগের তাম্রশাসনে বাকপাল ও জয়পালের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয়, নারায়ণ পাল প্রভৃতি বাকপাল ও তৎপুত্র জয়পালের শাখায়ই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন; নতুবা ইহাদের উল্লেখ নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বংশ-বিজ্ঞাপক শ্লোক গুলির রচনা রীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই শেবোক্ত সিদ্ধান্তকেই অগ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে ধর্মপাল, বাকপাল, দেবপাল ও জয়পালের সম্বন্ধ নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে,—



কিন্তু এই শ্বেদোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে দেবপালকে জয়পালের “পূর্বজ” বলিয়া পরিচিত করিবার কারণ কি তাহা প্রতিভাত হয় না। দেবপাল, জয়পালের “পূর্বজ” বলিয়া উল্লিখিত থাকায় জয়পালকে ধর্মপালের পুত্র এবং দেবপালের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোকে “বাকপালের গুণ-কর্মাদির উল্লেখ থাকিলেও, ইহা মুখ্যতঃ (তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ধর্মপালেরই প্রশংসা বিজ্ঞাপক” (১)। সুতরাং ৫ম শ্লোকের “তস্মাৎ” শব্দটিকে ধর্মপালের দ্যোতকরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। নারায়ণ পাল ও তৎসংশ্লিষ্ট পাল নম্রপতিগণের তাম্রশাসনোক্ত বংশ-বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম তাম্রশাসনের শ্লোকগুলিই অপরাপর তাম্রশাসনে যথাযথ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু “ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট প্রকাশে” নারায়ণ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ পরিতোষের বংশধর পণ্ডিতাগ্রণী ও বহুশিষ্যের অধ্যাপক উদ্যোগজিকে ঋগপাল জয়পাল তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহা দান

প্রদান করিয়াছিলেন (১) । এখানে জয়পালের পিতার নাম উল্লিখিত হয় নাই । গোড়বঙ্গাধিপতি ধর্মপাল জয়পালের পিতা হইলে নারায়ণ জয়পালের সঙ্গে তদীয় পিতা ধর্মপালের নাম উল্লেখ করিতে সম্ভবতঃ বিস্মৃত হইতেন না । সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জয়পালের পিতা গোড়বঙ্গাধিপতি ছিলেন না । নারায়ণ পাল ও তৎসংশ্লিষ্ট পালরাজ-গণের তাম্রশাসনে যে ভাবে বাকপাল ও জয়পালের গুণকীর্তন করা হইয়াছে তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে নারায়ণ পাল প্রভৃতি বাকপাল ও তৎপুত্র জয়পালের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া শেষোক্ত বংশলতাই গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি ।

দেবপালদেবের মুদ্রের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, “একদিকে হিমালয়, অপর দিকে ত্রীরাষচন্দ্রের কীর্তি-চিহ্ন সেতুবন্ধ,—একদিকে বন্ধন-নিকেতন অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (কীরোদ-সমুদ্র,) —এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা (দেবপাল) নিঃসপত্ন ভাবে উপভোগ করিয়াছেন” (২) । গোড়রাজ-রাজ্যবিস্তৃতি । মালায় এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—“একথা কবিকল্পিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে গোড়াধিপ এবং গোড়জনের অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষের ছায়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং

- (১) “তস্মাদ্ ভূষিত সাক্ষি ভূমিবলয়ঃ শিব্যোপশিষ্য ব্রজৈ-
বিশ্বমৌলিরত্নমাপতিরিত্তি প্রভাকর প্রামণীঃ ।
স্মাপাল জয়পালতঃ সহি মহাশ্রদ্ধং প্রকৃতং মহা-
দানং চার্ষি পণার্ঘ্যার্জ জয়ঃ প্রত্য এহীৎ পুণ্যবাৎ” ।

Eggeling's Catalogue of Sanskrit Manuscript in the India Office Library, Part I Page 92-93.

- (২) “বাগদাদয়-মহিতাৎ সপত্ন স্ত্রী
মাসেভোঃ প্রথিত —দশান্তকেতু-কীর্ত্তেঃ ।

দেবপাল এই অভিল্যষ পুরণে সমর্থ না হইলেও, উহার উত্তোগ করিতে গিয়া, তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় নরপতি-সমাজে বাহুবলে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না" (১)। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, কারণ, ভট্টশঙ্কর মিশ্রের দিনাজপুর তত্ত্বলিপিতে উক্ত হইয়াছে, "সেই দর্ভপাণির নীতি কোশলে শ্রীদেবপাল-নৃপতি মতঙ্গজ মদাভিসিক্ত শিলা সংহতিপূর্ণ রেবা নদীর জনক হইতে মহেশ ললাট শোভি ইন্দুকরণ-শ্বেতাশ্রমণ গৌরোজনক পর্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্ত কালে অক্ষণ-রাগ রঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্র (মধ্যবর্তী) সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (২)। তারানাথ বলেন, দেবপাল বিহ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী সমুদ্র ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন (৩)।

উর্ঝা মাধবরূপ নিকে (ত) নাচ সিদ্ধো

রালন্দী—কুল ভবনাচ বো বুতোজ" ॥

গৌড় লেখমালা ৬৮, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(১) গৌড় রাজমালা ৩২ পৃষ্ঠা।

(২) "আরেবা-জরকান্নতঙ্গ-মদ-তিম্যচ্ছিতা-সংহতে
রংগৌরী-পিভু-রীধরেন্দু-কিরণৈঃ পুষ্যং সিদ্ধিরোগিরৈঃ।
মার্ত্ত্তান্তমরো দয়ারূপ-জলদাবারি-রাশি-ধরাৎ
নীত্যা যন্ত ভুবং চকার করবাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ" ॥

গৌড় লেখমালা ৭২, ৭৮ পৃষ্ঠা।

(৩) Indian Antiquary Vol IV.

নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, যে ভ্রাতার (দেবপাল দেবের) নির্দেশ ক্রমে সেই বলবান (জয়পাল) দিগ্বিজয়াৰ্হ

উৎকলেশ, চতুর্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে (তাঁহার) নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন প্রাগ্জ্যোতিষপতি, হইয়া, (স্বকীয়) রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া-
 ও ছিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষের অধীশ্বরও তদীয় উচ্চ দেবপাল । মস্তকে (জয়পালের) যুদ্ধোত্তমো-পশম-কারিণী

(জয়পালের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতির বৃদ্ধ সংক্রান্ত বাদামূল্য উপশমিত হইয়া গিয়াছিল) আজ্ঞা ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া, চিরকাল (পরমসুখে) অবস্থিতি করিয়াছিলেন" (১) । ডাক্তার হলজ্ লিখিয়া গিয়াছেন, "The sense of this stanza seems to be that Jaypala supported the King of Pragjyctisa successfully against the King of Utkala," (২) কিন্তু শ্লোকের মধ্যে এরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না । ইহাতে উৎকলাধিপতির পরাজয়ের, এবং প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতির সহিত সন্ধিবন্ধনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় (৩) । দিনাজপুরের গরুড়-

(১) "যস্মিন্ ভ্রাতৃশ্রীদেবশাবল্যবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ

সীদন্নামৈব দুর্য়্যাস্ত্রজপুৰ মজ্জহাৱৎ কলানামধীশঃ ।

আসাক্ষ্রে চিরায় প্রগয়ি-পরিবৃত্তো বিলম্বচ্চেন বৃদ্ধ ।

গীজা প্রাগ্জ্যোতিষাণামপশমিত সবিৎ সং কথাং বত চাক্ষাঃ" ।

গৌড়লেখমালা ৫৮, ৬৬ পৃষ্ঠা ।

(২) Indian Antiquary Vol XV. P. 304.

(৩) গৌড় লেখমালা ৬৬ পৃষ্ঠা, পাদ টীকা ।

৭ম অঃ] উৎকলেশ, প্রাগ্জ্যোতিষপতি ও দেবপাল । ১৯১

সুস্ত লিপিতেও “উৎকলকুল-উৎকলিত” করিবার কথা পাওয়া যায় (১) । গোড়রাজমালার লিখিত হইয়াছে, (২) “ভগবন্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু সম্ভবত এই সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । প্রাগ্জ্যোতিষপতি পরাক্রান্ত গোড়াধিপের নিকট নূনতা স্বীকার করিয়া, মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন । কিন্তু যিনি জয়পালের নাম শুনিয়াই রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই উৎকলপতি যে কে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । খৃষ্টীয় নবম দশম এবং একাদশ শতাব্দির, অর্থাৎ কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪২) কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত, উড়িষ্যার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । কলিঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা সম্ভ্রম শতাব্দি যেমন গোড়াধিপ শশাঙ্কের এবং অষ্টম শতাব্দি গোড়াধিপ হর্ষের পদানত হইয়াছিল, জয়পাল কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের কাল হইতে উৎকল পতিগণও সম্ভবত সেইরূপ পালরাজগণের পদানত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন” ।

কামরূপাধিপতি বনমালের তেজপুর-তাম্রশাসন ও বলবর্মার নওগাঁও-তাম্রশাসন হইতে হর্জরবংশীয় রাজগণের বংশবিবরণ অবগত হওয়া যায় (৩) । তেজপুর সহরের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থিত পর্বতগাত্রে লিপিতে নরপতি হর্জরের নাম এবং লিপির সন ৫১০ অব্দ উৎকর্ণ আছে (৪) । ডাক্তার কিলহর্ন এই অন্ধ গুপ্তাক বলিয়া অনুমান

(১) গরুর সুস্ত লিপি ১৩ নোক—গোড় লেখমালা ৭৪ পৃষ্ঠা ।

(২) গোড় রাজমালা ২৯ পৃষ্ঠা ।

(৩) J. A. S. B. 1840. Page 766 : J. A. S. B. 1897 Part I Page 285. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭ ভাগ—১১৩ পৃষ্ঠা ।

(৪) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২০শ ভাগ—১১০ পৃষ্ঠা ।

করিয়াছেন। তাহা হইলে এই লিপির সন ৮২৯ খৃষ্টাব্দ হয়। হর্জর ৮২৯ খৃষ্টাব্দে কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তদীয় পৌত্র জয়মালকে দেবপালের সমসাময়িক না ধরিয়া তাঁহার পুত্র বনমালকেই দেবপালের সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত।

উৎকল ও আগ্জ্যোতিষ-বিজয়ের যশোমালা দেবপালের খুল্লতাত পুত্র জয়পালের মস্তকেই অর্পিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের ভাগলপুর ভাত্রাশাসনে এবং গরুড়স্তম্ভ লিপিতে একথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

দেবপালের মুদ্রের ভাত্রাশাসনে, দেবপালের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, “যুবক অখগণ ও কষোজ দেশে উপনীত হইয়া দীর্ঘকালের পর

স্বকীয়-হর্ষ-সম্ভূত হেয়ারব মিশ্রিত হেয়ারব-
কাম্বোজ ও হুণগণ কারী প্রিয়তমা বৃন্দের দর্শনলাভ করিয়া-

এবং ছিল” (১)। গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ
লিপিতেও দেবপাল “মহেশ-লগাট-শোভি-
ইন্দু-কিরণ খেতারমান গৌরীজনক (হিমালয়)

পর্কত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (২)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কষোজগণ যে হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া গৌড়রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইরাছিল তাহা বানগড়ের ভগ্ন-স্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিমাঙ্গপুর রাজবাড়ীর উদ্ভানে পবিত্রকিত একটি প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা

(১) “কাম্বোজেষু চ বস্ত বাসি যুবতি ধ্বর্ত্তাত রাজৌজসো

হেবা মিশ্রিত হারি হেবিত রবাঃ কান্তা শিরঃ বীক্ষিতাঃ”

গৌড় লেখমালা ৩৭, ৪৪ পৃষ্ঠা।

২) গৌড় লেখমালা, ৭৮ পৃষ্ঠা।

গিয়াছে (১)। সুতরাং অনুমান হয় দেবপালের শাসনকালে কাষোজ-গণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে দেবপাল সসৈন্তে হিমালয় প্রদেশে উপনীত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

দেবপাল দেব কর্তৃক হুণ-গর্ষ খর্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া গুরুডত্ত-লিপিতে উক্ত হইয়াছে (২)। “বৰ্ঠ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে যশোধর্ম কর্তৃক পরাজিত হুণরাজ মিহিরকুলের মৃত্যুর পর, হুণরাজ্যের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না ; কিন্তু উত্তরাপথে স্থানে স্থানে, বিশেষত মধ্যভারতে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হুণপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে খাশেম্বরের অধিপতি প্রভাকর বন্ধন “হুণ হরিণের সিংহ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; এবং ৬০৫ (খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে “হুণ হত্যার জন্য উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন”, এরূপ উল্লেখ আছে (৩)। মিহির ভোজের পুত্র কান্তকুজরাজ মহেন্দ্রপালের সৌরাষ্ট্রের মহাসামন্ত দ্বিতীয় অবনি বর্ম্মা-

- (১) “ দুর্বারারি বরুখিনী প্রমথনে দানে চ বিজ্ঞাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যন্ত মার্গগণ গুণ গ্রামগ্রহো গীয়তে ।
কাষোজাষ্মজেন গোড় পতিনা তেনেন্দু মোসে রয়ং
এসাদো নিরমায়ি কুঞ্জর দটা বর্ষেণ ভু ভূষণ ” ॥

Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,
New Series, Vol VII Page 619.

- (২) গুরুডত্তলিপি ১৩শ শ্লোক, গোড়রাজমালা ৭৪ পৃষ্ঠা ।

(৩) অথ কদাচিৎ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনঃ কবচহরম্ আহুয় হুণান্ হন্তঃ হরিণান্ ইব
হরির্হরিণেশ কিশোরম্ অপরিমিত বলামুযাতং চিরজ্ঞানৈঃ অমাত্যৈঃ অনুরক্তৈশ্চ মহাসামন্তৈঃ
কৃৎসা সান্তিসম্রম্ উত্তরাপথে আহিণোৎ ” ।

জীবানন্দ বিজ্ঞাসাগরের সংস্করণ হর্ষচরিত ৫ম উচ্ছাস ৩১০ পৃষ্ঠা ।

ষোগের, উনানপ্রাপ্ত ৯৫৬ বিক্রম সংবতের (৮৯৯ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসনে তাঁহার পিতা বলবর্মা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি জজ্ঞপাদি নৃপতিগণকে নিহত করিয়া, ভুবন হৃগবংশ হীন করিয়াছিলেন (১)। দেবপালের পরবর্তী যুগে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে, হৃগগণ মালবে উদীয়মান পরমার রাজ-বংশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পদ্মগুপ্তের “নবসাহসাক্ষরিত” এবং পরমার রাজগণের প্রশস্তি হইতে জানা যায়, পরমার রাজ দ্বিতীয় শিয়ক, তদীয় পুত্র উৎপল মুজরাজ (৯৭৪—৯৮৫ খৃঃ অঃ) এবং সিন্ধুরাজ, যথাক্রমে হৃগবাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। দেবপাল সম্ভবত মালবের হৃগগণের গৰ্ব্ব থর্ব্ব করিয়াছিলেন (২)।

গুরুবমিশ্রের গুরুভৃত্তস্ত লিপি হইতে জানা যায় যে, “মন্ত্রী কেদার মিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া, গোড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল উৎকিলিত করিয়া, হৃগ গৰ্ব্ব থর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-দ্রবিড়েশ্বর, গুর্জর-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ পতি ও দেবপাল। হইয়াছিলেন” (৩)। আবার ৫ম শ্লোক হইতে দেবপালের বিদ্যাপর্ষতে অভিযান প্রেরণের প্রসঙ্গও অবগত হওয়া যায় (৪)। দেবপাল দেবের মুন্সের

(১) Epigraphia Indica Vol. IX. P. ৪.

(২) গোড়রাজমালা ৩১-৩২ পৃষ্ঠা।

(৩) “উৎকলিতোৎকল-কুল স্বত-হৃগ-গৰ্ব্বঃ
থর্ব্বী কৃত দ্রবিড় গুর্জর নাথ দর্পঃ।
ভূপীঠ মন্দির শনাভরণ যুতোজ
গোড়েশ্বর শির মুণাস্ত ধিরঃ যদীয়াং” ॥

গোড় লেখমালা ৭৪, ৮১ পৃষ্ঠা।

(৪) গোড় লেখমালা ৭২ পৃষ্ঠা, গুরুভৃত্তস্ত লিপি।

তাত্রাশাসনেও লিখিত আছে, “অপর নৃপতিবৃন্দের গৰ্ব্ব খর্ব্বকারক সেই রাজার দ্বিধিজয় প্রসঙ্গে রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিদ্যাগিরিতে উপনীত হইয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহ প্রাপিত বহুগণকে পুনরায় দর্শন করিল ছিল” (১)। বিদ্যাপর্বত, গুর্জর ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত। সুতরাং দেবপালদেবের বিদ্যাপর্বতে গমন এবং দ্রবিড় ও গুর্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিবার কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যাপর্বতের কোনও স্থানেই এই উভয় নৃপতির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ইহারা উভয়েই দেবপালের হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে করপ্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে এই দ্রবিড়পতি ও গুর্জরনাথের নাম কি ?

যে দ্রবিড়পতি ও গুর্জরনাথ দেবপালের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয় নাই। গোড় রাজমালা লেখকের মতে “এই দ্রবিড়রাজ অবশ্য মান্যথেটের রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ [অম্ম-মানিক ৮৭৭-৯১৩] এবং গুর্জরনাথ গুর্জরের প্রতিহার বংশীয় মিহির-ভোজ, যিনি তৎকালে কান্যকুঞ্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন” (২)। দেবপাল কান্যকুঞ্জ-বিজয়ী গুর্জর-প্রতীহার বংশীয় রামভদ্র ও মিহির-ভোজের (দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র প্রথম ভোজের) সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই (৩), কিন্তু তিনি তৃতীয় গোবিন্দের পৌত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের সিংহাসন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

(১) “ভ্রাম্যন্তিবিজয় ক্রমেণ করিতি (: স্বা) মেব বিদ্যাটবী

মুদামগ্গবমান বাপ্প পয়সো দৃষ্টাঃ পুনর্বাক্ষবাঃ”।

গোড় লেখমালা, ৩৭ পৃষ্ঠা।

(২) গোড় রাজমালা ৩০ পৃষ্ঠা।

(৩) দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্রই সম্ভবতঃ দেবপাল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অনোধ বর্ষ যে ৮১৫ খৃষ্টাব্দেই পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ধর্মপালের প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অনোধবর্ষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সৌন্দত্তির শিলালিপি ৭৯৭ শকে বা ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অকাল বর্ষ বা দ্বিতীয় কৃষ্ণব রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। পক্ষান্তরে কান্হেরি ওহার শিলালেখ ইহার দুই বৎসর পরে ৭৯৯ শকে বা ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কৃষ্ণের পিতা প্রথম অনোধ বর্ষের শাসন সময়ে খোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে (১)। সুতরাং আপাততঃ এই উভয় শিলালেখ-বর্ণিত তারিখে বৈষম্য দেখা গেলেও, অনোধবর্ষ বিরচিত “প্রমোত্তর-রত্নমালিকায়” ইহার মীমাংসা রহিয়াছে। ঊক্তগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিবেক-প্রবুদ্ধ অনোধবর্ষ পরিণত বয়সে সংসারে বীতম্পৃহ হইয়া রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক রত্নমালিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন (২)। সুতরাং অনোধবর্ষের জীবিতকাল মধ্যে তদীয় পুত্র অকালবর্ষ বা দ্বিতীয়কৃষ্ণ রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কান্হেরি ও সৌন্দত্তির শিলালেখ-বর্ণিত সময়ের বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যাহা হউক দ্বিতীয়কৃষ্ণ যে ৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সিংহাসন লাভ করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু দেবপাল যে ৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ অতাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এজন্য আমরা মনে করি

(১) Bhandarkar's History of Deccan Page 200,

(২) “বিবেকাত্মক রাজেন রাজেন্যং রত্নমালিকা।

রচিতানোধবর্ষেণ স্থখিয়াঃ সদলং কৃতিঃ” ।

Bhandar kar's Search for Sanskrit Mss. for 1883-84.
Notes &c Page ii.

৭ম অঃ] ঐবিড়েশ্বর, গুর্জরপতি ও দেবপাল । ১৯৭

রাষ্ট্রকূটপতি প্রথম অমোঘ বর্ষের সহিতই গোড়-বঙ্গাধিপতি দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আবার প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীল-গুণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং ইহা হইতেও গোড়-বঙ্গাধিপতির সহিত প্রথম অমোঘ বর্ষের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অমোঘবর্ষ ষাট বৎসরেরও অধিককাল মাথুখেটের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সুতরাং তিনি সম্ভবতঃ দেবপাল দেবেরই সম সাময়িক। কিন্তু এই পাল রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বে বিজয়লাভ করার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করা শক্ত, কারণ আমরা উভয়পক্ষের প্রশস্তিকারকেই সমন্বরে জয়ঘোষণা করিতে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, পালরাষ্ট্রকূটের এই সংঘর্ষের ফলে দেবপাল বা প্রথম অমোঘ বর্ষ কেহই জয়লাভ করেন নাই (২)। ফ্লিট সাহেব সিরুর লিপির উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন (৩)।

যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত দোলতপুরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত ৯০০ বিক্রমাব্দে বা ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত গুর্জর প্রতীহার রাজ দ্বিতীয়

(১) “অরিনৃপতি মুকুট ঘটিত চরণঃ সকল ভুবন বন্দিত শোৰ্য্যঃ।

বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গীশৈরচিত্তোহতিশয় ধবলঃ ॥

Epigraphia Indica Vol VI. P. ১০৩ & Indian Antiquary Vol XII P. ২১৮.

(২) প্রবাসী ১৩১৯, চৈত্র ৫৮২ পৃষ্ঠা।

(৩) “The Sirur inscription claims that worship was done to him by the Kings of Anga, Vanga, Magadha,

নাগভটের পৌত্র, রামভদ্রের পুত্র, প্রথম ভোজদেবের (মিহির ভোজের) একখানি তাম্রশাসন মহোদয় বা কান্তকুজ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে (১) ।
সুতরাং ৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই যে মহোদয় বা কান্তকুজ প্রথম ভোজ-
দেবের হস্তগত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । স্বীয় অধিকার
অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত দেবপালকে সম্ভবতঃ প্রথম ভোজদেবের সহিত সর্বদা
কম্বছে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল । গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত প্রথম ভোজ-
দেবের শিলালিপিতে ভোজদেব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে (২) :—

“যন্তুবৈরি বৃহদজ্ঞানহতঃ কোপ-বহিনা ।

প্রতাপাদর্শ সাংরাশীন্ পাতুর্কৈতৃক্ষমাবভো” ॥

অর্থাৎ কোপাগ্নির দ্বারা পরাক্রান্ত শত্রু বঙ্গগণকে দহনকারী এক
প্রতাপের দ্বারা সাগরের জলরাশি পানকারী তাঁহার তৃক্ষমাব শোভা
পাইরাছিল” (৩) । কিন্তু গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে প্রথম ভোজদেব
কর্তৃক কান্তকুজ অধিকারের বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই । সুতরাং ইহা
হইতে মনে হয়, গোয়ালিয়র প্রশস্তি রচনা করিবার সময়ে মিহির ভোজের
সহিত দেবপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার

Malava, and Vengis. As regards Anga, Vanga, and Magadha
—places which lay very far to the East, in the directions of
Bengal,—the assertion is doubtless hyperbolic.”

Bombay Gazetteer Vol I Part ii Page 402.

(১) Epigraphia Indica, Vol V. P. ২১১.

(২) Epigraphia Indica Vol IX. P, 5.

(৩) গৌড় রাজমালা, ২৭ পৃষ্ঠা ।

রামভদ্রের পরাক্রমের প্রতিশোধ লইবার জন্তই সম্ভবতঃ ভোজদেব কান্তকুজ অধিকার
করিয়াছিলেন ।

ফলে মিহিরভোজ তৎকালে সম্ভবতঃ দেবপালকে পরাজয় করিয়া পাল সাম্রাজ্যের কোনও অংশই অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই (১) ।

কিন্তু গুর্জরগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিহত করিতে দেবপালও সক্ষম হন নাই । বারম্বার কাণ্ডকুজ হইতে বিভাড়িত হইয়া গুর্জরগণ মিহিরভোজের নেতৃত্বাধীনে ৮৪৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহোদয় বা কাণ্ডকুজ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এই অধিকার এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল যে ইতিহাসে বৎসরাজের বংশ মহোদয়-গুর্জর-প্রতীহার-বংশ-নামে বিখ্যাত । মিহিরভোজ উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চনদ সীমান্ত-স্থিত হুণ রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে সোরাষ্ট্র, উত্তর-পূর্বে কাণ্ডকুজ ও দক্ষিণপূর্বে নর্মদার উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাপথে প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গুরব-মিশ্রের প্রপিতামহ দর্ভপাণি দেবপালেরও প্রধান অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । কেবলমাত্র বাকপাল তনয় জয়পালের ভূজবলেই দেবপাল

আর্য্যাবর্তে স্থায় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ
দেবপালের হন নাই, দর্ভপাণির নীতি কৌশলের সঞ্চকও

মন্ত্রিগণ । তাহার সহিত বর্তমান ছিল । দেবপাল দর্ভ-
পাণিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন । “নানা

মদমন্ত-মতঙ্গ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণিতল-বিসর্পি-ধূলি পটলে দিগন্তরাল
সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চির সঞ্চরমান সেনাসমূহ
বাহাকে নিরন্তর ছুর্কিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল নামক

(১) প্রথম ভোজদেবের সাগর তাল লিপিতে দেবপালের পরাজয়ের কোনই উল্লেখ
নাই—Annual Report of the Archaeological Survey of India.
1903—4. Page 281.

নরপাল উপদেশ গ্রহণের জন্ত দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন” (১)। “সুররাজ কল্প দেবপাল নরপতি সেই মন্ত্রিবরকে ‘অগ্রে চন্দ্র বিদ্যামুকারী মহাহ’ আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র মুকুটাক্তি-পাদ-পাংস্ব হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন” (২)। “প্রবল পরাক্রান্ত পালসাম্রাজ্যের সিংহাসনে স্বকীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে দেবপাল দেবের “সচকিত ভাবে” উপবেশন করিবার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। প্রকৃতি পুঞ্জ কর্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে পতিষ্ঠিত হইবার কথা স্মরণ করিলে, লোক-নায়ক-মন্ত্রী গণকেই (King Maker) রাজ-নির্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। “সচকিত” শব্দের প্রয়োগে ইঙ্গিতে সেই ঐতিহাসিক-তত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান-প্রদর্শন বিজ্ঞাপনার্থ “সচকিত”-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বোধ নরপালগণের আসন সময়ে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদমর্যাদাব অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিলহর্ণ “অগ্রে” শব্দের অর্থ করিয়াছেন,

(১) “মাগ্গগান। গজেন্দ্র-অবদন বরতোদ্যম-দান-এবাহো

অষ্ট কোণী-বিসর্পি-প্রবল-ঘনরজঃ-সম্বৃতাশাবকাশং।

দিক্চক্রাত-ভুভুৎ-পরিকর-বিসরধাহিনী-দুর্খিলোক

সুস্তৌ-ঐদেবসালো নৃপতি রবসরাপেক্ষা দ্বারি বস্ত”।

গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৮ পৃষ্ঠা।

(২) দণ্ডায়মানমুড়ুপুচ্ছবি-পীঠনগ্রে যস্তাসনং নরপতিঃ সুররাজ কল্পঃ।

নানা নরেন্দ্র-মুকুটাক্তি-পাদপাংস্বঃ সিংহাসনং সচকিতঃ স্বরমাসাদ”।

গৌড় লেখমালা, ৭২, ৭৩ পৃষ্ঠা।

first offered to him a chair of state, মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধাত্য ছিল, ইহাতেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়” (১) ।

দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর । তিনি সম্ভবতঃ দেবপালের একজন সেনাপতি ছিলেন ; কারণ গরুড় স্তম্ভ লিপিতে উক্ত হইয়াছে, “তিনি বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা লাভের উপযুক্ত উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াও বিক্রম প্রকাশের পাত্রাপাত্র বিচার সময়ে ধনঞ্জয়ের ভায় ভ্রান্ত বা নির্দয় হইতেন না” (২) । সোমেশ্বর তনয় কেশরমিশ্র দর্ভপাণির পরে দেবপালের অমাত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । “তাঁহার বিস্তারিত শক্তি হৃদমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল । আত্মাশ্রয়-পরিণত অশেষ বিদ্যা যোগ্যপাত্র পাইয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল । তিনি স্বকর্ম্মশূণ্যে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন” (৩) । এই মন্ত্রিবরের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া, গোড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল উৎকিলিত করিয়া হৃণ-পর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জরনাথ দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

দর্ভপাণি, সোমেশ্বর এবং কেশর মিশ্র এই তিন পুরুষ যখন দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন, তখন দেবপাল যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গোড়বংশের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই রাজ্যকাল । সন্দেহ নাই । দেবপালদেবের মুদ্রের-লিপি তদীয় বিজয়-রাজ্যের ৩৩ সংবৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছে । সুতরাং দেবপালের রাজ্যকাল ৩৫ বৎসর নির্দেশ করা যাইতে

(১) গোড় লেখমালা ৭৯ পৃষ্ঠা পাদটীকা ।

(২) গোড় লেখমালা, ৭৯ পৃষ্ঠা ।

(৩) গোড় লেখমালা ৮০ পৃষ্ঠা ।

পারে । তিনি সম্ভবতঃ ৮৩৫—৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোড়বঙ্গের শাসনকার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন ।

দেবপালের রাজত্বকালে নগরহার নগরের (বর্তমান জালালাবাদ) অধিবাসী ইজ্ঞপ্তের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক বৌদ্ধমতের অনুসরণী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিক-বিহারে গমন করিয়াছিলেন, তথায় সর্ব্বজ্ঞ শাস্তি নামক আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া, তিনি বুদ্ধগয়াধামের মহাবোধি দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে, প্রাচ্যভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল যশোবর্ষপুর নামক (১) তৎকাল-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহারে অবস্থিতি করিয়া দেবপাল কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন (২) । দেবপাল বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারের সংঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন (৩) । দেবপাল যেমন বৌদ্ধাচার্য্য বীর দেবের পূজা করিয়াছিলেন তদ্রূপ বেদবিদ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-রক্ষায়ও যত্নবান্ ছিলেন । মুঙ্গের লিপি দ্বারা তিনি উপমন্তব্য গোত্রীয় আশলায়ন শাখার ব্রাহ্মচারী বিশ্বরাতের পৌত্র বরাহরাতের পুত্র

(১) বর্তমান ঘোষরাবা নামক স্থানেই সম্ভবতঃ যশোবর্ষপুরের বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল ।

(২) “তিষ্ঠন্নখেহ হুচিরং প্রতিপত্তি সারঃ

ঐদেবপাল-ভুবনাধিপলঙ্ক-পূজঃ ।

প্রাপ্ত-প্রভঃ প্রতিদিনোদয়-পুৰিতাশঃ

পুণ্ড্রব দারিততমঃ প্রসরো বরাজ” ॥

গোড় লেখমালা ৪৮ পৃষ্ঠা । •

(৩) “ভিক্ষোরায়সমঃ হৃদয়ুজ ইব ঐশত্বেবোথেনি জো

নালন্দা পরিপালনায় নিরতঃ সংঘস্থিতেব স্থিতঃ” ।

গোড় লেখমালা ৪৮ পৃষ্ঠা ।

বীহেকরাতমিশ্রকে শ্রীনগর ভুক্তির ক্রিমিরক বিষয়াস্তগত মেঘিকা গ্রাম মিজ পিতামাতার পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্ত প্রদান করিয়াছিলেন (১)।

দেবপাল অত্যন্ত দাতা ছিলেন। মুঙ্গের লিপিতে উক্ত হইয়াছে, “সত্যযুগে যে দানপথ বলিরাজ্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ত্রেতাযুগে যে দানপথে ভার্গব অগ্রসর হইয়াছিলেন, দ্বাপরে কর্ণ যাহার অনুসরণ করিতেন, কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবে যে দানপথ কলিতাডুনে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এই রাজ্য কর্তৃক সেই পুরাতন দানপথ পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে (২)।

দেব পালের মৃত্যুর পরে প্রথম বিগ্রহপাল গোড়-বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইনি প্রথম শূরপাল বলিয়াও পরিচিত। ডাঃ কিলহর্নের মতে প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল প্রথম গোপাল

দেবের দ্বিতীয় পুত্র ও ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
বিগ্রহ পাল ১ম বাক্ পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র (৩)।
(৮৬৫—৮৭০) কিন্তু এই মত এখনও সর্বত্র গৃহীত হয় নাই।

এখনও দেবপালের সহিত বিগ্রহ পালের সম্বন্ধ লইয়া নানা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্টিনারী রিভিউ পুস্তকের ইতিহাসাংশের পরিশিষ্টে আমগাছি-লিপির আলোচনা

(১) দেবপাল দেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন।

(২) “যঃপূর্কঃ বলিনাকৃতঃ কৃতযুগে যেনাগমভার্গব-
ব্রোতারাঃ গ্রহতঃ প্রিয় প্রণয়িনা কর্ণেণ যো দ্বাপরে।
বিচ্ছিন্নঃ কলিনা শক-দ্বিবি গতে কালেন লোকান্তরঃ
যেন ভ্যাগপথঃ স এব হি পুন বিস্মৃষ্ট মুদ্রাণিতঃ ৷

গোড় লেখমালা ৩৭, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(৩) Epigraphia Indica, Vol VIII. Appendix I. P. ১

এসঙ্গে ডাঃ হরগ্লি বলিয়া ছিলেন, “তাম্রশাসন আলোচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিগ্রহপাল দেবপালের ভ্রাতৃপুত্র নহেন,

সম্বন্ধ নির্ণয় তাঁহার পুত্র; কারণ, (৫ম শ্লোকের) “তং সূহঃ” অবাবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য দেবপালকেই সূচিত করিতেছে” (১)। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার

মৈত্রেয় মহাশয় ডাঃ হরগ্লির মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, “রচনা-বীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম বিগ্রহপাল দেবকে দেবপাল দেবের পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপাল দেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে (৫১—৫২ পংক্তিতে) রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিত কালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাত্মক। গরুড় স্তম্ভ লিপিতে (১৬ শ্লোকে) দেবপালের পরবর্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহ পালের একাধিক নামের

(১) “It seems clear from this grant that VighrahaPal was not a nephew, but a son of Deva Pala; for the pronoun “his son” (tat sunuh) must refer to the nearest preceding noun which is Deva Pala.”

Centenary Review-Appendix II P. 206.

কিন্তু তাম্রশাসনে জয়পালের প্রশংসা বিজ্ঞাপক শ্লোক উল্লিখিত হওয়ার এইস্থান যে দুর্বোধ্য হইয়াছে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন” this reference is obscured through the interpolation of an inter mediate verse in praise of Jaya Pala, which makes it appear as if Vighraha Pala were a son of Jaya Pala”—Ibid.

এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহ পালকে, অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় । এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পাল বংশীয় নরপাল গণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে” (১) ।

পালরাজ গণের বংশলতা-বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলির রচনা রীতি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, গোপাল দেবের প্রসঙ্গে একটি শ্লোক, ধর্মপালের প্রসঙ্গে একটি শ্লোক, বাকুপালের প্রসঙ্গে একটি শ্লোক, জয়পালের শৌর্ধাবর্ণনায় দুইটি শ্লোক, বিগ্রহ পালের পরিচয় জ্ঞাপক দুইটি শ্লোক এবং দেবপালের প্রসঙ্গে শ্লোকাধিকমাত্র রচিত হইয়াছে । বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র হইলে পালরাজ-কুলগৌরব দেবপালের একরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্বাভাবিক হয় না । সুতরাং বিগ্রহপাল যে দেবপালের পুত্র নহেন তাহা সুনিশ্চিত ।

গুরুড়-স্তুস্ত লিপিতে লিখিত হইয়াছে, “সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি (কেদার মিশ্রের) যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু সংহারকারী নানা সাগর মেথলাভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী ত্রিশূরপাল নামক নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র শাস্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন” (২) । নারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল,

(১) গোড় লেখমালা ৬৭ পৃষ্ঠা পাদ টিকা ।

(২) যজ্ঞজ্যায় বৃহস্পতি প্রতিকৃতে: ত্রিশূরপালো নৃপ:

সাক্ষাদিন্দ্রইয় কতাপ্রিয়বশে গঠৈব ভূয়: স্বয়ং ।

নানান্তোনিধি-মেথলন্ত ভগত: কল্যাণ-সঙ্গী (?) চিরং

অক্ষাভ:প্লুত-মানসোন্নত শিরা ভগ্রাহ পুতস্পরঃ” ।

গোড় লেখমালা ৭৪, ৮২ পৃষ্ঠা ।

তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাত্র শাসন হইতে জানা যায় যে, জয়পালের “অজ্ঞাত শত্রুর গ্রাস্ত্রীমান বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বিমল জলধারায় গ্রাস্ত্রীমান অসিধারায় শত্রুক্ষণিতা বর্গের সধবা জনোচিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং স্নহদবর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎ সম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন” (১)। গরুড়-স্তম্ভ লিপিতে দেবপালের পরে ও নারায়ণ পালের পূর্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং নারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদন পালের তাত্রশাসনে নারায়ণ পালের পিতার নাম বিগ্রহপাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার, গরুড়-স্তম্ভ লিপিতে শূরপালকে “নরপাল” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সুতরাং শূরপাল ও বিগ্রহপাল অভিন্ন না হইলে গরুড় স্তম্ভ লিপিতে বিগ্রহ পালের নাম এবং নারায়ণ পাল প্রভৃতির তাত্রশাসন গুলিতে শূরপালের নাম উল্লিখিত না হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। সুতরাং শূরপাল যে বিগ্রহ পালেরই নামান্তরমাত্র তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ডাঃ হরগ্লি লিখিয়াছেন(২), “বাদাল স্তম্ভ লিপিতে শূরপাল দেবপালের অব্যবহিত পরবর্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কেহ কেহ হয়ত

(১) “ঐমান্ বিগ্রহপাল স্তং স্নহদজাত শত্রু ব্রিষজাতঃ ।

শত্রু-বনিতা-প্রসাধন-বিলোপ-বিমলাসি-জলধায়ঃ

রিপকো যেন গুরুবাণং বিপদা মাঙ্গলীকৃতাঃ ॥

পুরুষায়ুস-দীর্ঘাণাং স্নহদঃ সম্পদামপি ॥

গৌড় লেখমালা, ৫৮, ৯৩, ৯৪, ১২৪, ১৪৯ পৃষ্ঠা ।

(২) Centenary Review Appendix II Page 297.

বলিতে পারেন, বাদাল স্তম্ভ লিপিতে পালরাজ গণের বংশলতা বিবৃত করা প্রশস্তিকারের উদ্দেশ্য নহে, উহাতে তাঁহাদিগের মন্ত্রিবর্গের বংশ বিবরণই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রীগণের বংশ বিবরণ পাল রাজগণের বংশ বিবরণের পাশাপাশি ভাবে উল্লিখিত হওয়ায় ইহা ইহাতেই পাল রাজগণের বংশলতা নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ষষ্ঠশ্লোকে দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রী বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যিনি উংকল কুল উৎকলিত করিয়া হুণ-গর্ক খর্বাকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড় গুর্জর নাথদর্প চূর্ণীকৃত করিয়া ছিলেন, দর্ভপাণির পৌত্র কেদার মিশ্র সেই গোড়েশ্বর পাল রাজার মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চদশ শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে এই কেদার মিশ্র শূরপালের ও মন্ত্রী ছিলেন। আবার দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে যিনি বাদাল স্তম্ভ লিপির লিখিত দ্বিধিজয় ব্যাপার সংসাধন করিয়া ছিলেন তিনিই দেবপাল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেদার মিশ্র দেবপাল এবং শূরপাল এই উভয় নরপতিরই মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দেবপালের পরে শূরপালই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর লিপি হইতে জানা যায় যে বিগ্রহ পালই দেবপালের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শূরপাল এবং বিগ্রহপাল যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

গরুড়স্তম্ভ লিপির ২৫শ শ্লোকে “নানা সাগর মেখলা ভরণা বসুন্ধরার চির কল্যাণকামী শূরপালের অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাম্মৃত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শাস্তিবারি গ্রহণ করিবার কথা উল্লিখিত থাকায় ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতানুসরণ করিয়া অনেকে এই শ্লোকে শূরপাল

দেবের অভিষেক ক্রিয়ার সন্ধানলাভ করিয়া থাকেন। “কিন্তু “ভূয়ঃ” শব্দ তাহার প্রবল অন্তরায়। বহুলোকে আশ্রয় কল্যাণ কামনায় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, মন্তকে শান্তিবারি গ্রহণ করিয়া থাকে। “নানা সাগর মেথলা ভরণা বহুধরার চির কল্যাণকামী শূরপাল নামক নরপাল ও তাহাই করিতেন। ভূয়ঃ শব্দে কেনার মিশ্রের অনেকবার যজ্ঞ করিবার এবং শূরপালও অনেকবার যজ্ঞ স্থলে মন্তকে শান্তিবারি গ্রহণ করিবার পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। এই স্লোকে যদি কোন ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে তাহা এই,—(ক) শূরপাল দেবের শাসন সময়েও, বরেন্দ্র মণ্ডলে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। (খ) বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তিবারি গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাতে রাজ্যের কল্যাণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কেনার মিশ্রকে বৃহস্পতির সহিত এবং শ্রীশূরপাল দেবকে ইন্দ্রদেবের সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহারই আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন” (১)।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শূরপালকে দেবপালের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন (২)। কিন্তু তাহা হইলে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র গরুড়-স্তম্ভ-লিপিতে নারায়ণ পালের অব্যবহিত পূর্বে তাহার পিতার নাম উল্লেখ না করিয়া দেবপালের পুত্রের নাম উল্লেখ করিবেন কেন ?

প্রথম বিগ্রহপাল দেবের বিমল অসিধারায় শত্রু বণিতাবর্গের অঙ্গ-রাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল কিনা, অথবা তিনি কোন শত্রুবর্গকে

(১) গোড় লেখমালা ৮২ পাদ টীকা ।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজত্বকাণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা ।

গুরুতর বিপদ ভোগের পাত্র এবং সূহৃদগণকে বাবজীবন সম্পৎ-সন্তোষের পাত্র করিয়াছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ অত্ৰাপি আবিস্কৃত হয় নাই । গোড়রাজমালার লেখক বলিয়াছেন, “ভাগলপুরের তাত্রশাসনে যে প্রশান্তিকার ধর্মপাল কর্তৃক কাণ্ডকুজ-বিজয় এবং দেবপালের আদেশে জয়পাল কর্তৃক কামরূপ ও উৎকল-বিজয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, বিগ্রহপালের সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার থাকিলে তিনি যে তাহা না বলিয়া ছাড়িতেন, এক্রপ বোধ হয় না । বিগ্রহপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালের প্রতিভা এবং উচ্চাভিলাষ উভয়েই বঞ্চিত ছিলেন” (১) । এই অসুমান সম্ভব বলিয়া বোধ হয় । তিনি সম্ভবতঃ অল্পকাল মাত্রই রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন ।

নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপি হইতে জানা যায় যে, বিগ্রহপাল পুত্র-হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন (২) ।

বিগ্রহপাল হৈহয়-রাজকুমারী লজ্জা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই লজ্জা দেবীর বিগুহ চরিত্র তদীয় পিতৃবংশে এবং পতিবংশে পরম “পাবন-বিধি” বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল (৩) ।

(১) গোড় রাজমালা, ৩৩ পৃষ্ঠা ।

(২) “তপো মমান্ত রাজ্যং তে দ্বাভ্যায়ুক্ত মিদং দ্বয়োঃ ।

“যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে” ॥

গোড় লেখমালা ৬০ পৃষ্ঠা ।

(৩) “লজ্জতি তস্ত্র জলধেরিব জঙ্ঘু-কস্ত্রা

পত্নী বভূব কৃত-হৈহয়-বংশভূবা ।

যস্তাঃ শুচীনি চরিতানি পিতৃশু বংশে

পত্নাশ্চ পাবন-বিধিঃ পরমো বভূব” ॥

গোড় লেখমালা, ৫৮ পৃষ্ঠা ।

নারায়ণ পাল ।

(৮৭০-৯২৫) ।

প্রথম বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে পর মহারাণী লজ্জা দেবীর গর্ভজাত নারায়ণ পাল গোড়-বজ্রের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ পাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সংসমতট-জন্মা শুভদাস-তনয় শ্রীমান মংথদাস নামক শিল্পি কর্তৃক উৎকর্ণ মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের ভাগলপুর তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের সপ্তদশ বর্ষে প্রদত্ত হইয়া ছিল (১) ।

রাজ্যকাল । নারায়ণ পালের ৫৪ রাজ্যকে উদন্তপুর নামক স্থানে জনৈক বণিক কর্তৃক একটি পিত্তলময়ী পার্শ্বর্তী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং নারায়ণ পাল যে ৫৫ বৎসর কাল গোড় বজ্রের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে ।

নারায়ণ পাল এবং তদীয় পিতা বিগ্রহ পালের সময় হইতেই পাল-রাজগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। দেব পালের সময়েই গুর্জর-প্রতীহার গণের বিজয়-বৈজয়ন্তী মহোদয় বা কাথকুজে উড্ডীন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে পাল-সম্রাজ্যের কোনও অংশই পরহস্তগত হয় নাই। এই সময়ে গুর্জর-প্রতীহার

গুর্জরপতি

ভোজদেব ও

নারায়ণ পাল

রাজগণের দোদীও প্রতাপ ছিল। “অজাত শত্রু” বিগ্রহ পাল বা তদীয় পুত্র “বিজিগীষু” নারায়ণ পাল এই গুর্জরগণের অপ্রতিহত আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। সামন্ত-চক্রের মিলিত

শক্তির সাহায্যে গুর্জর-পতি প্রথম ভোজ দেব বারানসী হস্তগত করিতে

সমর্থ হইয়া মুদগগিরি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুদগগিরিতে নারায়ণ পালের সহিত ভোজদেব এবং তদীয় সামন্ত রাজগণের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে নারায়ণ পালই সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়াছিলেন। কারণ ভাগলপুর তাম্রশাসনে অথবা নারায়ণ পালের পরবর্ত্তী রাজগণের লিপিতে এরূপ কোনও কথাই পাওয়া যায় না বাহা দ্বারা গুর্জর গণের পরাজয় স্থচিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে ভোজদেবের সামন্ত-চক্রমধ্যে কলচুরী-বংশীয় প্রথম গুণাস্তোষিদেব এবং মাণ্ডব্যপুত্রের প্রতীহার-বংশীয় কক এই উভয় রাজার বংশধর গণের খোদিত লিপিতে গোড়-যুদ্ধে যশোলাভের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে।

ককের পুত্র বাউকের চতুর্থ রাজ্য্যাকে উৎকীর্ণ যোধপুর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কক গোড়ীয় গণের সহিত মুদগগিরির যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন (১)। কলচুরী বংশীয় প্রথম শঙ্করগণের পুত্র প্রথম গুণাস্তোষিদেবের অধস্তন যষ্ঠপুরুষ সরযু পারের অধিপতি সোড়দেবের কল্লগ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রথম গুণাস্তোষিদেব (প্রথম গুণ সাগর) সংগ্রামে গোড়-লক্ষ্মী অপহরণ করিয়াছিলেন (২)। এখন দেখা যাউক, কোন সময়ে ভোজদেবও

[১) "ভতোহপি ঐযুতঃ ককঃ পুত্রো জাতো মহামতিঃ ।

যশোমুদগগিরৌ লকং বেন গোড়ৈ (:) সমং রণে" ॥

J. R. A. S. 1894. p. 7: (Verse. 25).

(২) তৎসমুর্দ্ধাম ধার্ম্যং নিধিরধিক ধিমাং ভোজদেবাপুত্রমি:

প্রত্যাবৃত্তাপ্রকারঃ প্রথিতপৃথুবশাঃ ঐগুণাস্তোষি দেবঃ ।

যেনোদ্ধামৈকদর্পষিপখটিতখটীযাতসংসত্তমুক্তা-

সোপানোদ্ধারাসিপ্রকটপৃথুপতেনাহতঃ গোড়লক্ষ্মীঃ" ॥

তদীয় সামন্তগণ কর্তৃক মুদগগিরি বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণ পালের সপ্তদশ রাজ্যকে উৎকীর্ণ ভাগলপুরের তাম্রশাসন মুদগগিরি সমাবাসিত জয়স্বাক্ষার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা তিনি তীর-ভুক্তির অন্তর্গত কক্ষ-বিষয়স্থিত মকুতিকা গ্রাম “কলসপোত” নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের এবং পাণ্ডপতাচার্য্য পরিষদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং নারায়ণ পালের সপ্তদশ রাজ্যের পর্য্যন্ত যে তীরভুক্তি এবং মুদগগিরি তাঁহার শাসনাধীনে ছিল তাহাব প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেউলীতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসনে তদীয় প্রপিতামহ দ্বিতীয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত আছে, “প্রথম অমোঘবর্ষের, গুর্জরের ভয় উৎপাদনকারী, লাটের ঐশ্বর্য্য জনিত বৃথা-গর্কহরণকাৰী, গোড়গণের বিনয়-ব্রতের শিক্ষাগুরু, সাগরতীর বাসিগণের নিদ্রাহরণকারী, দারস্থ অঙ্গ, কলিক, গাঙ্গ এবং মগধগণকে আত্মাবহনকারী, সত্যবাদী, দীর্ঘকাল ভুবনপালনকারী ঐক্ককরাজ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া ছিল” (২)। গোড়গণের বিনয় ব্রতের শিক্ষাগুরু রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সময় গোড়বঙ্গের সিংহাসনে কোন নৃপতি সমাসীন ছিলেন তাহা অত্যাপি নির্ণীত হয়

(১) গোড় লেখমালা, ৬০—৬১ পৃষ্ঠা।

(২) তন্ত্রোত্তর্জিতগুর্জরো হুহটল্লাটোন্তটীন্দো

গোড়ানাং বিনয়ব্রতাপর্ণগুরুঃ সামুদ্রনিদ্রাহরঃ।

দারস্থাকলিকগাঙ্গমগধৈ রজ্যর্জিতাজ্ঞ চিরং

হুহুসহনৃতবাগভুবঃ পরিবৃত্তঃ ঐক্ককরাজোত্তমঃ” ॥

৭ম অঃ] রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ ও নারায়ণ পাল । ১১৩

নাই। শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, “ত্রিপুরির (জবল-
পুর্বের নিকটবর্তী তেবারের) কলচুরি-রাজ কর্ণের (১০৪২ খৃষ্টাব্দের
বারাণসীতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে কলচুরি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোকল
সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (১),—

“ভোজ্যে বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকূট-ভূপালে।

শঙ্করগণে চ রাজনি যশাসাদভয়দঃ পাণিঃ” ॥ (৯ শ্লোকঃ)

“বাহার ভূজ ভোজকে, বল্লভরাজকে, চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষকে এবং রাজা
শঙ্করগণকে অভয় দান করিয়াছিল” ।

“বিল হরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে কোকল-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—(২)

“জিত্বা কৃষ্ণাং যেন পৃথীমপূর্বকীর্তিস্তম্ভ-দ্বন্দ্ব মারোপ্যতে অ ।

কোম্বোত্তব্যানিশিসৌ কৃষ্ণরাজঃ কোবেধাক শ্রীনিধিভোজদেবঃ” ॥

(১৭ শ্লোকঃ) ।

“যিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, দুইটি অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন
করিয়াছিলেন,—দক্ষিণদিকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাজ এবং উত্তরদিকে শ্রীনিধি
ভোজদেব” ।

“দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ কৃষ্ণ-বল্লভ-নামেও পরিচিত। সুতরাং কোকলের
নিকট অভয়-প্রাপ্ত বল্লভরাজ, এবং তাঁহার দ্বারা দক্ষিণদিকে প্রতিষ্ঠিত
কৃষ্ণরাজ একই ব্যক্তি, কোকলের জামাতা দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ। ভোজ-
অবগ্রহে গুর্জর-প্রতীহার মিহির-ভোজ; চিত্রকূটপতি শ্রীহর্ষ জেজা
ভুক্তির চান্দেল বংশীয় রাজা শ্রীহর্ষ (৩)। এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্
শত্রুর হস্ত হইতে কোকল এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপালগণকে

(১) Epigraphia Indica Vol II Page 306.

(২) Epigraphia Indica Vol I. page 256.

(৩) Epigraphia Indica Vol II. page 300-301.

রক্ষা করিয়াছিলেন ? তৎকালে গোড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন রাষ্ট্রকূট রাজ বা কান্তকূজ-রাজের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে সমর্থ আর কোন নরপালের পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই । সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য, প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজ, কলচুরিরাজ কোকল, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ, এবং চান্দেলরাজ শ্রীহর্ষ, আশ্রয় রক্ষার জন্ত সম্মিলিত হইয়া, বিজিগীষু দেবপালের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন” ।

কোন শত্রুর হস্ত হইতে কোকল এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত নরপালগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা শক্ত । তবে ইহা স্থির যে, কোকলদেব চিত্রকূট ভূপাল হর্ষদেবের এবং রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক হইলে তাঁহাকে গুজ্জর-প্রতীহার বংশীয় প্রথম ভোজদেবের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নহে । যদি কোকল দেবকে প্রথম ভোজদেবের এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, তবুও কোকলদেব যে দেবপালের হস্ত হইতেই ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত অভয় দান করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই । পরন্তু, প্রথম ভোজদেব এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের প্রধান ও প্রবল শত্রু দ্বিতীয় ধ্রুব বা ধ্রুবরাজদেব এবং চালুক্য বংশীয় তৃতীয় গুণক বিজয়াদিত্য ব্যতীত অপর কেহই হইতে পারে না । আমরা জানি যে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দের প্রপৌত্র ধ্রুবরাজদেব বা দ্বিতীয় ধ্রুব, প্রথম অমোঘবর্ষের আদেশে মিহির ভোজকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১) । গুণক বিজয়াদিত্য (৩য়) ও, “হর্ষ

(১) “ধারা বর্ষ সমুন্নতিঃ গুরুতরমালোক্য লক্ষ্মা যুতো
ধামব্যাগু দিগন্তরোপি মিহিরঃ সৎশ্রবাহাধিতঃ।
গাতঃ সোপি শমং পরাভবতমোব্যাপ্তাননঃ কিং
যুন ধৌতীবামলভেজসা বিরহিতা হীণাশ্চ দীনা ভূবি” ।

পরাক্রমশালী দ্বিতীয় কৃষ্ণের ভীতি উৎপাদন পূর্বক তাঁহার রাজধানী মাণ্ডক্ষেত্র ভয়ীভূত করিয়াছিলেন” (১) । কলচুরিরাজ কোকিলদেব হয়ত ভোজদেব এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের এই বিপদের সময়েই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন । পূর্বেই লিখিয়াছি যে, প্রথম ভোজদেবকে কোকিলদেবের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না । সুতরাং কোকিলের আশ্রিত ভোজদেব প্রথম ভোজের পৌত্র দ্বিতীয় ভোজদেব হওয়াই সম্ভব । প্রথম ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্র পালের মৃত্যুর পর প্রতীহার রাজগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল । দ্বিতীয় ভোজদেব নির্বিক্রমে কাশ্যকুঞ্জের পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হন নাট । সম্ভবতঃ কোকিলদেবের সাহায্যেই তিনি কাশ্যকুঞ্জের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

নারায়ণ পালের ভাগলপুর তান্ত্রশাসনে তাঁহার গ্রাম-নিষ্ঠা, দান-শীলতা এবং সাধু চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে । ইহাতে লিখিত আছে যে, “যিনি পৃথিবী পালনার্থ দিক্ পালন কর্তৃক বিভক্ত শ্রী (গুণ সমূহ) আত্ম শরীরে ধারণ করিতেছেন, সেই পুণ্যোত্তর শ্রীমান নারায়ণ পাল নামক পুত্রকে বিগ্রহপাল দেব লজ্জা দেবীর গর্ভে জন্মদান করিয়াছিলেন । সেই পুত্র সমস্ত-সামস্ত-শিরোমণি-জ্যোতিঃ-সংস্পর্শ

সুশোভিত-পাদ-পীঠসংযুক্ত গ্রায়াজ্জিত রাজ
নারায়ণ পালের সিংহাসন আত্ম-চরিত্র-(জ্যোতিঃ)-সংস্পর্শে
চরিত্র । অলঙ্কৃত করিতেছেন । চিত্তক্ষেত্রে পুরাণ-বর্ণিত

পবিত্র বৃত্তান্তের গ্রাম প্রতীক্ষমান নারায়ণপাল
দেবের (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ) চতুর্ভুজ-নিধানভূত পবিত্র চরিত্রের
অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবার জ্ঞাত সকল মহীপালই ইচ্ছা করিয়া

থাকেন। সজ্জন-মনোমোদিনী সু-উক্তি দ্বারা তিনি সাতিবাহন রাজাকে অকারণিক সত্যপুরুষ বলিয়া, এবং দানশীলতায় (কর্ণ নামক) অজ্ঞা-ধিপতির (দান শীলতার) কাহিনী বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইন্দীবরগ্রাম অসিপত্র, রণস্থলে বিক্ষুরিত হইবার সময়ে, তাঁহাকে শত্রুগণ (ভয়াতিশয্যে) পীত লোহিত-বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া দর্শন করিত। তিনি প্রজ্ঞাবলে এবং বাহুবলে জগদ্বাসি-গণকে বিনীত করিয়া, নিয়ত অবিচলিত ভাবে আত্মরক্ষার্থে অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ;—তাঁহার নিকট অর্থিজন সমাগত হইলে, অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়া যায় ; আর কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে না। তাহার চরিত্রে বিচিত্র (বিরুদ্ধ) গুণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি (ঐশ্বর্য্য-গৌরবে) শ্রীপতি (লক্ষ্মীপতি) হইলেও, (অমলিন-কর্ষপরায়ণ বলিয়া) অ-কৃষ্ণ-কর্ষা ;—বিদ্বদ্ভগ্নের অধিনায়ক হইলেও, (ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী বলিয়া) মহা-ভোগী ;—প্রত্যপে অনল-সদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, (কার্য্যকালে) গুণ্যলোক নলের তুল্য বলিয়াই সুপরিচিত। তদীয় শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ শুভ্র যশঃ ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন, (তাহা অতি শুভ্র বলিয়াই) রুদ্রদেবের (সুবিখ্যাত শুভ্র) অট্টহাস্তও তাঁহার শোভাকে ধারণ করিতে পারিতেছে না ; এবং (তদীয় যশোরশ্মির প্রভাতিশয্যে) সিদ্ধাঙ্গনাগণের মন্তকাপিত (শুভ্র) কেতকী মালাও দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর না হইয়া, কেবল অলি-গুঞ্জন রবেই অনুমেন হইয়া রহিয়াছে”(১)।

নারায়ণ পালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজ্যপাল গোড়বন্ধের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় তাম্রশাসনে

লিখিত আছে, “তিনি (রাজ্যপাল) অগাধ-জলধিমূল-তুলা গভীর-গর্ভ-সংযুক্ত জলাশয়ের এবং কুণাচল-তুলা সমুচ্চকক্ষ-সংযুক্ত দেবালয়ের

প্রতিষ্ঠা করিয়া, খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন” (১) ।

রাজ্যপাল ।

৯২৫-৯৩০

রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটকুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের
দুহিতা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন (২) ।

এই রাষ্ট্রকূট কুলচন্দ্র উত্তুঙ্গ মৌলি তুঙ্গদেবের পরিচয়

প্রসঙ্গে মনীবিগণ নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন । ডাঃ কিলহর্নের মতে রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগন্তুঙ্গই ভাগ্যদেবীর পিতা (৩) । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুর মতে রাষ্ট্রকূটপতি শুভতুঙ্গ ২য় কৃষ্ণই রাজ্যপালের স্বশ্র (৪) । আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাবোধি (বুদ্ধগয়া) হইতে তুঙ্গ ধর্মাবলোক নামক যে একজন নৃপতির শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৫), সেই তুঙ্গ ধর্মাবলোকে কথার সহিতই রাজ্যপালের বিবাহ হইয়াছিল । বলা বাহুল্য যে এই সমুদয়ই অনুমান মাত্র ।

(১) “তোয়া (শ) য়ৈ জলধি (মূল)-গভীর-গর্ভ-

দেবালয়েচ্চ কুল ভূধর তুলা-ককৈঃ ।

বিখ্যাত কীর্তির (ভব) ভূনয়চ্চ তন্ত

শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যম লোকপালঃ” ॥

গৌড় লেখমালা ৯৪, ৯৯ পৃষ্ঠা ।

(২) “তস্মাৎ পূর্বকিতিদ্বান্নিধিরিব মহস্যাং (রাষ্ট্র) কূটা (ধ) য়েন্দো-

স্তুঙ্গস্তোত্তুঙ্গ-মৌলেদুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্য্যাং প্রহৃতঃ” ।

গৌড় লেখমালা, — ৯৪ পৃষ্ঠা ।

(৩) “I understand the King referred to be the Rastra-kuta Jagatunga II, who must have ruled in the beginning of the 10th century”—J. A. S. B. 1892 pt. I. page 90

(৪) বসুর জাতীয় ইতিহাস—রাজস্থকাণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা ।

(৫) Raviendra Lal Mitra's Buddha Gaya page 195.

রাজ্যপাল দেবের মৃত্যুর পর ভাগ্যদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় গোপাল গোড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন (১) । পাল-রাজগণের প্রশান্তিতে রাজ্যপালের ভ্রাতৃ এই গোপাল দেব সম্বন্ধে ও গৌরব জনক কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই । কিন্তু, গোপাল দেবের

প্রথম রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত নালন্দার বাগীশ্বরী
দ্বিতীয় গোপাল মূর্ত্তি (২), গয়্যার মহাবোধিতে শত্রু সেন নামক
৯৩০-৯৪৫, জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা (৩), এবং

তাঁহার পঞ্চদশ রাজ্যকে মগধের বিক্রমশিলা-
বিহারে লিখিত “অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা” পুথী আবিষ্কৃত হওয়ায়
(৪), প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, গোপাল দেব অপহৃত পাল সাম্রাজ্যের
কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

দ্বিতীয় গোপালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গোড়-বঙ্গের
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পকাল

(১) “শ্রীমান্ গোপাল দেব শিরন্তরম (বনে রেক) পত্ন্যা ইবৈকো

ভর্ত্তাভূতৈক- (রত্নহা) তি-খচিত-চতুঃ সিন্ধু চিত্রাং শুকান্নাঃ” ॥

গোড় লেখমালা, ৯৪ পৃষ্ঠা ।

(২) “সম্বৎ ১ আশ্বিন হুদি ৮ পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপাল
রাজনি শ্রীনালন্দায়াঃ শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকা-স্ববর্ণব্রীহি-সক্তা”———বাগীশ্বরী প্রস্তর
লিপি, গোড়লেখমালা ৮৭ পৃষ্ঠা ।

(৩) গোড় লেখমালা ৮৯ পৃষ্ঠা ।

(৪) “পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদগোপাল দেব
প্রবর্দ্ধমান কল্যাণবিজয়রাজ্যোত্যাদি সম্বৎ ১৫ অশ্বিন দিনে ৪ শ্রীমদ্বিক্রম শিল দেব
বিহারে লিখিতেন্ন ভগবতী” ।

পবেই বিগ্রহপালকে গোড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। খাজুরাহোগ্রামে আবিষ্কৃত চন্দেল বংশীয় যশোবর্ম্ম দেবের ১০১১ বিক্রমাব্দে (৯৫৪ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি গোড়, কোশল, কাশ্মীর, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল । মিথিলা, মালব, চেনৌ, কুরু, ও গুর্জর রাজগণকে ৯৪৫—৯৭৫ পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। সুতরাং ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই যে গোড় ও মিথিলা যশোবর্ম্মদেব বা লক্ষবর্ম্মের হস্তগত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বিগ্রহপাল যশোবর্ম্মার ভয়েই গোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া নদী-মেখলা-বেষ্টিত পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুধু যশোবর্ম্মার ভয়ে নহে, কাষোজ্জায়ক গোড়পতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও তাঁহাকে গোড় দেশের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ৮৮৮ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই যে কাষোজ্জায়ক গোড়পতি গোড়দেশ হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড় বা বাণগড়ের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত এবং দিনাজপুর রাজ-বাটীর উদ্যানে পরিষ্কৃত একটি প্রস্তর স্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপির “কুঞ্জর ঘট বর্ষণ” পদ হইতে জানা গিয়াছে (২)। প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতে লিখিত আছে যে, “সূর্য্য হইতে

-
- (১) গোড় ক্রীড়ালতাসিন্ধুলিত খসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নগ্ধং কাশ্মীর বীরঃ শিখিলিত মিথিলঃ কালবন্ মালবানাং ।
সৌদংসাবম্বুচৈদিঃ কুরু তরুণ মরুৎ সংজরো গুর্জরানাং
তন্নাস্তস্তাং স যজ্ঞে নৃপ কুল তিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্ম রাজঃ” ॥

Epigraphia indica Vol I. page 126.

- (২) J. A. S. B. New Series Vol VII. Page 690.

যেমন কিরণ কোটি-বর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও সেইরূপ রত্ন-কোটি-বর্ষী বিগ্রহ পাল দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । নয়নানন্দ দায়ক সুবিমল কলাময় সেই রাজকুমারের উদরে ত্রিভুবনের সম্ভাপ বিদূষিত হইয়া গিয়াছিল” (১) । শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, “মহীপাল দেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্তির উল্লেখ নাই । তাঁহাকে সূর্য্য হইতে “চন্দ্র”-রূপে উদ্ভূত বলিয়া, এবং তজ্জন্তু তাঁহাতে কলাময়ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন (২) ।” আমরা এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য বলিয়া মনে করি । কারণ, মহীপাল দেবের বাণগড় লিপির পরবর্ত্তী শ্লোকে (১১শ শ্লোকে) লিখিত আছে যে, “তদায় অত্রতুল্য সেনা গজেন্দ্রগণ (প্রথমে) জল-প্রচুব পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্য-কার চন্দন বনে যথেষ্ট বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল শীকরোৎক্ষেপে তরু সমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল” (৩) । ইহাতে বিগ্রহপাল দেবের নানা স্থানে

- (১) তন্মাধুভব সবিভূ (রত্ন কোটি বর্ষী
কালে) ন চন্দ্র ইব বিগ্রহ পাল দেবঃ ।
নেত্র-প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন
যেনোদিতেন দলিতো (ভুবন) স্ত তাপঃ ॥ গোড় লেখমালা, ২৫, পৃষ্ঠা ৮
- (২) গোড় লেখমালা ১০০ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা ।
- (৩) “(দেশে প্রাচি) প্রচুর-পরসি স্বচ্ছ মাণীয় তোরং
শৈবং ভ্রাত্বা তদনুমলয়োপত্যকা-চন্দনেষু ।
কৃৎবা (সাত্রে) স্তরাসু জড়তাং) শীকরৈ রত্নতুল্যাঃ
প্রালেয়া [দ্রে] : কটক মণ্ডজন্ যন্ত সেনা-গজেন্দ্রাঃ” ॥

গোড় লেখমালা, ২৫, ১০০ পৃষ্ঠা ।

আশ্রয় লাভের চেষ্টাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (১) । কষোজা-
নয়জ গোড়পতির আক্রমণে গোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া বিগ্রহপাল
সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত সমতটে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,
এবং তাঁহার হতবল ছিন্ন ভিন্ন কটক সমূহ পূর্বাঞ্চলের পার্শ্বত্যাগ প্রদেশ
সমূহে লক্ষ্যহীন হইয়া বুড়িয়া বেড়াইতে ছিল (২) ।

বিগ্রহ পালের ২৬শ রাজ্যকে লিখিত “পঞ্চরক্ষা” নামক একখানি
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩) । সুতরাং তিনি যে ত্রিংশৎ বৎসরকাল
রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে ।

দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের দেহাতায় ঘটলে তদীয় পুত্র প্রথম মহীপাল
পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । মহীপাল কেবলমাত্র সমতটের
আধিপত্যই উত্তরাধিকার স্বত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পরে সমতট
প্রদেশে থাকিয়া বলসঙ্কল্প ও সৈন্য পরিচালনা পূর্বক “রণক্ষেত্রে বাহুদর্প
প্রকাশে সমুদয় বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, “অনধি
মহীপাল ১ম । কৃত বিলুপ্ত” পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া,
১৭৫—১০২৬ রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনো-
পাল হইয়াছিলেন” (৪) । মহীপাল সমুদয় রাজত্ব-
বন্ধের মস্তকে চরণপদ্ম গুস্ত করুন আর নাই করুন তিনি যে পৈত্রিক রাজ্যের

(১) গোড় লেখমালা ১০০ পৃষ্ঠা পাদটীকা ।

(২) প্রবাসী ১৩২১, কার্তিক ৪৬ পৃষ্ঠা ।

(৩) “পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপাল
দেবস্ত পবর্জমান বিজয় রাজ্যে.....সম্বৎ ২৬ আষাঢ় দিন ২৪ ।

—Bendall, Catalogue of the Sanscrit manuscripts in
the British Museum, P. 232 ; Journal of the Royal Asiatic
Society, 1910. Page 151.

(৪) “হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে-বাহু-দর্পা-
দনধি কৃত বিলুপ্তঃ রাজ্য মাসান্ত পিত্রাং ।

উদ্ধার সাধন পূর্বক একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। “প্রজাশক্তির সাহায্যে যে পালরাজ-বংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কোন আকস্মিক প্রবল বিপ্লবে তাহাব পতন হইলেও প্রজা সাধারণের প্রিয় সেই পালবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে বিলম্ব হয় নাই” (১)। কিন্তু অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে যাইয়া দক্ষিণবাঢ় ও বঙ্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ দক্ষিণাপথাদিখর দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়-লিপিতে মহীপালের সমসাময়িক ভূপতিরূপে আমরা দক্ষিণরাঢ়ে রণশূরকে, দণ্ডভুক্তিতে [উৎকল রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রদেশ] (২) ধর্মপালকে এবং বঙ্গাল দেশে গোবিন্দ চন্দ্রকে দেখিতে পাই। ইহারা যে মহীপালের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ অত্য়াবধি আবিস্কৃত হয় নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে বাধ্য যে, মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের বিনষ্ট ও অপহৃত অংশের উদ্ধাব সাধন করিতে সমর্থ হইলেও ভাগ্যবিপর্যয়ের সময়ে তাঁহার পিতা যে স্থানে আশ্রয়লাভ করিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উত্তরাধিকার-সূত্রে পালসাম্রাজ্যের যে ক্ষুদ্র অংশ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বাঘাউরা নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি

নিহিত চরণ পদ্যো ভূভূতাং মুক্তি

তন্মাদন্তবদবনিপালঃ শ্রীমহীপাল দেবঃ ॥”

গৌড় লেখমালা ৯৫, ১০০ পৃষ্ঠা।

(১) প্রবাসী ১৩২১—কার্তিক, ৪৬ পৃষ্ঠা।

(২) Mss Pal Kings of Bengal by R. D. Banerjee.



বাহাদুর প্রাপ্ত বিষমুদ্রের পান-পুষ্টিস্থ শিল্প-কির্তি ।

প্রথম মহিপাল সেনের হুতীয় রাজ্যাদিষ্ট উৎকীর্ণ ।

৫৮—বাহাদুর—কলিকাতা ।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির পাদ-পীঠে উৎকীর্ণ শিলা লিপিতে লিখিত আছে (১) :—

(১ম) “ওঁ সৰ্বত্ ৩ মাঘ দিনে ২৭ ? (১৪ ?) শ্রীমহীপাল দেবরাজ্যে

(২য়) কীর্তিরিং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকিন্ন

(৩য়) কীর পরম বৈষ্ণবস্ত বণিক লোকদত্তস্ত বহুদত্ত স্ত

(৩র্থ) শ্রমাতা পিত্রোরাঅনশ্চ পুণ্যযশো অভিবৃদ্ধয়ে” ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এক মহীপাল দেবের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে সমতট প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পালবংশে দুইজন মহীপালের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। একজন প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র এবং অপরজন তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র। প্রথম মহীপাল দ্বিতীয় মহীপালের প্রপিতামহ। সুতরাং এক্ষণে কথা হইতেছে, বাবাউরা লিপির এই মহীপাল কে ? দ্বিতীয় মহীপাল কখনও সমতটে রাজ্য-বিস্তৃতি করিতে পারেন নাই। তৎকালে সমতট-বঙ্গে বর্ষবংশীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল। সুতরাং বাবাউরা লিপির লিখিত মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল হইতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির সহিত বাবাউরা লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে উভয় লিপিমাল্য এক সময়ের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

(১) Dacca Review May 1914 Page 58 plate.

এই বিষ্ণুমূর্তিট ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, মহাশয় আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, মহাশয়ের সহায়তায় পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য এম এ, মহাশয় উক্ত পাঠের কোন কোন ক্রটি প্রদর্শন করিয়া ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং রাধাগোবিন্দ বাবু তাঁহার পূর্ব পাঠের স্থান বিশেষ পরিবর্তন করিয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করেন।

মদনপাল দেবের মনহলি-লিপিতে দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, “সেই বিগ্রহপাল দেবের চন্দনবারি-মনোহর-কৌর্টিপ্রভা-পুলকিত-বিশ্বনিবাসি-কৌর্টিত শ্রীমান মহীপাল নামক নন্দন মহাদেবের ত্রায় দ্বিতীয় “দ্বিজেশ মৌলি” হইয়াছিলেন” (১)। মনহলি-লিপির এই উক্তি যে অত্যাুক্তি-দোষ-দুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। অধস্তন-পুরুষের শাসন লিপিতে পূর্বপুরুষের অপযশের কথা লিপিবদ্ধ হইতে কুত্ৰাপি দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, “দ্বিজেশ মৌলি” শব্দে শ্লিষ্ট প্রয়োগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিবপক্ষে তাহার অর্থ সুগম, মহীপাল-পক্ষে অর্থ কি, তাহা প্রতিভাত হয় না। তিনি পরলোকগত হইয়া [শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন] এরূপ অর্থে “শিববদ্বভূব” প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। প্রশস্তিতে পরাভবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না বলিয়াই, তাহা ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিতে পারে (২)। সক্ষ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপাল সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। রামচরিত কাব্যে লিখিত বিবরণ হইতেও প্রমাণিত হয় যে মনহলি লিপিতে দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা অলৌকিক। রামচরিতে লিখিত আছে, তৃতীয় বিগ্রহপাল উপরত হইলে দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শের বিরুদ্ধে নীতি-বিগর্হিত আচরণ আরম্ভ

- (১) “তন্নন্দন শচন্দন-বারি-হারি-
কৌর্টি প্রভানন্দিত-বিশ্বগীতঃ ।
শ্রীমান মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ে
দ্বিজেশ-মৌলিঃ শিববদ্বভূব” ॥

গোড় লেখমালা, ১৫১, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

- (২) গোড়লেখমালা ১৫৬ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা।

করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবার ভয়ে রামপালের সহিত অপর ভ্রাতা শূরপালকেও লোহ নিগড়বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। খলন্যতাব ব্যক্তিগণ মহীপালকে বলিয়াছিল যে, রামপাল রুতী এবং ক্ষমতাশালী, সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যাগ্রহণ করিবেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবেন। রামপাল দেব যে সময়ে কারারুদ্ধ, সেই সময়ে মহীপাল সামান্ত সেনা লইয়া বিদ্রোহীদিগের সম্মিলিত সেনা সমূহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন” (১)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় মহীপাল অতি অল্পকাল মাত্রই সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন এবং যে কয়দিন ছিলেন তাহা ভ্রাতৃ-নির্ধ্যাতনেই ব্যয়িত হইয়াছিল; পরে বরেন্দ্রের প্রজা-বিদ্রোহ-দমন করিতে যাইয়া বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য-বিস্তার বা বিশষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিবার একেবারেই অবসর ছিল না। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাঘাউরা-লিপি প্রথম মহীপাল দেবেরই তৃতীয় রাজ্যক্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম মহীপাল পিতৃ-রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বরেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে আর কেহই তাহা মুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই।

মহীপাল দেবের নবম-বাজ্যক্ষে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ে গোকলিকা মণ্ডলে চুটপল্লিকা বর্জিত কুরটপল্লিকা গ্রাম মণ্ডলিস্থ সংক্রান্তিত বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে কৃকাদিত্য দেব

(১) রামচরিত ১২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭ টীকা।

শব্দকে প্রদত্ত হইয়াছিল (১)। নালন্দা মহাবিহার অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে কোশালী-বিনির্গত হরদত্তের নপ্তা, বুদ্ধদত্তের পুত্র, ভৈলাড়ক বাসী মহাবান মতাবলম্বী জ্যাবিষ বালাদিত্য, মহাপালদেবের একাদশ রাজ্যকে উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন (২)। বুদ্ধগয়ার মহা-বোধি-মন্দির-প্রাক্নস্থিত একটি মূর্তিব পাদপীঠস্থ খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর পরমভট্টাবক মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহাপাল দেবের প্রবর্তমান বিজয়-রাজ্যের দশম সম্বৎসরে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল (৩)। মহাপালদেবের ৪৮ রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় পিতল মূর্তি বজ্রফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছে (৪)। সারণাথে প্রাপ্ত ১০৮৩ সম্বতের (১০২৬ খ্রষ্টাব্দের) একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহাপাল দেবের আদেশে বাবাণসী ধামে স্থিরপাল ও বসন্ত পাল নামক তদীয় অনুজদ্বয় কর্তৃক ঈশান ও চিত্রা বস্তুদিয় শত কীর্তিরত্ন প্রতিষ্ঠিত, ধর্মরাজিকা ও সাজ ধর্ম চক্র সংস্কৃত এবং অষ্ট মহাস্তান শৈলগন্ধকুটী নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল (৫)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম মহাপাল দেব ১০২৬ খ্রষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে মহাপাল দেব ৫২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন (৬)।

মহাপালের পিতৃ-সিংহাসন লাভের অনতিকাল পরেই তুরুঙ্গগণ কর্তৃক উত্তরাপথ বিজয়ের স্তম্ভপাত হইতেছিল। দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে

(১) মহাপালদেবের বাণগড় লিপি—গৌড় লেখমালা ১৭ পৃষ্ঠা।

(২) বালাদিত্য-প্রস্তর লিপি—গৌড় লেখমালা ১০২ পৃষ্ঠা।

(৩) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol III, P 122, No 9.

(৪) Indian Antiquary, Vol XIV, P. 165 & note 17.

(৫) সারণাথ লিপি—গৌড়লেখমালা ১০৪-১০৮ পৃষ্ঠা।

(৬) Indian Antiquary Vol IV, page 366.

সামান্য রাজ্যের সেনানায়ক আলগুগান গজনীতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আলগুগানের মৃত্যুর পর তদীয় ক্রান্তদাস সবুজগান গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তদীয় দশম রাজ্যকে, ১৮৭ খ্রষ্টাব্দে উত্তরাপথের সিংহদ্বার সাহিরাজ্য অধিকারে বহুপরিষ্কার হইয়া উহা আক্রমণ করিতে আবৃত্ত করেন। “সবুজগান আরজ সাহি রাজ্য-ধ্বংস-সাধন ব্রত অসম্পূর্ণ রাখিয়া ১১১ খ্রষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী মহম্মদ প্রবলতর পরাক্রমে বারম্বার আক্রমণ করিয়া সাহিরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর্ঘ্যাবর্তের এই যৌর দুর্দিনের সময় সাহি জয়পাল উদভাণ্ডপুরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কালঞ্জরের (জেজাভুক্তি) অধিপতিগণ প্রাণপণে বিপন্ন সাহিরাজ্যেব সহায়তা করিয়াছিলেন। মহম্মদের গতিরোধ করিতে বাইয়া সাহি জয়পাল, তদীয় পুত্র সাহি অনঙ্গপাল এবং পৌত্র সাহি ত্রিলোচন পাল একে একে প্রাণ বিসর্জন করিলে সাহিরাজ্য মহম্মদের করায়ত্ত হইয়াছিল। “শেষ মুহূর্ত্তে আর্ঘ্যাবর্ত-রাজগণের চৈতন্ত হইলে প্রতীহার, চন্দেল ও লোহর বংশীয় রাজগণ, যখন সাহিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য কবিয়া ছিলেন, তখনও মহীপাল আর্ঘ্যাবর্ত রক্ষার জন্ত স্বদেশীয় রাজবৃন্দের সহিত এই মহাযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ বুঝার্থে সমবেত আর্ঘ্যাবর্ত-রাজগণের মধ্যে গোড়েশ্বরের নাম করেন নাই, সুতরাং ইহা স্থির যে, গোড়েশ্বর সাহি-রাজগণের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই” (১) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদচন্দ্র মহীপালের এই অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন (২), “মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গোড়েশ্বর

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাধালাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২২৭ পৃষ্ঠা।

(২) গোড় রাজমালা ৪১, ৪৩ পৃষ্ঠা।

মহীপালের ঔদাসীন্যের আলোচনা করিলে মনে হয়, কলিঙ্গ জয়ের পর মৌর্য অশোকের ন্যায় [কান্ধোজাব্রজ গোড়পতির কবল হইতে] বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অশোকের ন্যায় মহীপালও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে রুতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বারাণসীধামকে কীর্্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া, মহীপাল এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, আর্ধ্যাবর্তের অপরাধের তীর্থক্ষেত্রের কীর্্তিরত্নের কি দশা হইতেছিল, সে দিকে দৃকপাত করিবার ও তাঁহার অবসর ছিল না”।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন (১), “বাস্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই। তখনও রাজেন্দ্র চোল রাঢ়দেশে পদার্পণ করেন নাই, তখনও মহীপাল আপন পৈতৃক সম্পদ উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন, তখনও তিনি নানাবিধ উপায়ে নিজের গোড়রাজ্য রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, বিশেষতঃ যে কালজ্বর পতি তাঁহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও একতাস্থাপন করিয়া বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই।”

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন (২), “চন্দ্র মহাশয় বৈরাগ্যের যুক্তি দেখাইয়া মহীপালের কাপুরুষতা ও সন্ধীর্ণ চিন্ততা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহীপালের ঔদাসীন্যের কোনই উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাপুরুষতাও ঈর্ষাই যে মহীপালের ধর্ম্মযুদ্ধের প্রতি ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন কাণ্ড ১৭৬ পৃষ্ঠা।

(২) বাংলার ইতিহাস, ঐরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২২৮ পৃষ্ঠা।

নাই।” “প্রাচীন সাহী-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সুলতান মহম্মদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতে ছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, অনুমান করেন যে, গোড়েশ্বর তখন “বারাণসী ধামকে কীর্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন” । “স্থানীধর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাব্দি, কলঙ্কর সোমনাথ প্রভৃতি নগর, দুর্গ ও পবিত্র তীর্থসমূহ যখন ধ্বংস হইতেছিল, তখন উত্তরাপথের পূর্বাঙ্গের অধীশ্বর পরম নিশ্চিন্ত মনে “কস্মিন্দুষ্ঠান” করিতে ছিলেন। দুর্জের গোপাব্দিদুর্গ অধিকৃত হইল, প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপাল দেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহম্মদেব শরণাগত হইলেন। মহম্মদ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে, চন্দেলরাজ গণ্ডের পুত্র বিজাধরের আদেশে কচ্ছপখাত বংশীয় অর্জুন রাজ্যপালের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন (১)। তখনও কি গোড়েশ্বর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন?”

যিনি “অনধিকৃত-বিলুপ্ত-পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুবলে দ্বাদশজয়ী চোল-ভূপতি রাজেন্দ্র চোলের উত্তরবঙ্গ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাকে কাপুরুষ বলা চলে না। মহম্মদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের সময়ে, সাহী রাজ্যেব পতনকালে বা কান্যকুব্জ ও কলঙ্কর বাজ্যের বিপদে মহাপালও নিরাপদ ছিলেন না।

(১) আবিষ্কারদেব কাম্বোজবৃত্তঃ ঐরাজ্যপালঃ হঠাৎ

কস্মিন্ চিদ্দনেক বংশ নিবহে হ'বা মহতাহবে ।

ডিঙীরাখলি চন্দ্রমণ্ডল মিলন্যুক্তা কলাপোজ্জ্বলৈ

ত্রৈলোক্যং সকলং যশোভিরচলৈ যোজ্যপ্রমাপুরয়ৎ” ॥

হুবকুণ্ডে আবিক্ত বিক্রমসিংহের শিলালিপি ।

সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ গাঙ্গের দেব (১) ও দ্বিত্বজয়ী রাজেন্দ্র চোল এই সময়েই তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় বাজ্যরক্ষার উপায় নির্ধারণ করিতেই বাস্তব থাকিতে হইয়াছিল ; আত্ম-বর্ত্তের অপরাংশের কি দশা হইতেছিল, হয়ত তাঁহার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর ছিলনা ; অথবা হয়ত তিনি সেরূপ ক্ষমতাশালীও ছিলেন না । শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, “তিনি স্বীয় রাজ্যের বহির্ভূত তীর্থক্ষেত্রে সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ছিলেন, স্থলতান মামুদের অভিজ্ঞাননিচয় সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের এই প্রকার উদাসীনতা উত্তরাপথের সর্ব্বনাশের অন্ততম কারণ । যদি মহীপাল গৌড়রাজ্যের সেনাবল লইয়া সাহি জয়পাল, অনঙ্গপাল, বা ত্রিলোচন পালের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন, তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত ।” কিন্তু মগধে গোবিন্দ পাল ও বঙ্গের লক্ষণ সেনের পুত্রগণ প্রায় দ্বিশত বৎসর পরে মহীপালের এই উদাসীনতার ফলভোগ করিয়াছিলেন ।

শ্রীযুক্ত রমাশ্রমাদ চন্দ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, “রাঢ়দেশে (মুর্শিদাবাদ

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত একখানি রামায়ণের পুস্তিকায় লিখিত আছে, “সংবৎ ১০৭৬ আষাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাজ পূর্ণাবলোক সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ শ্রীমদ্ গাঙ্গের দেব ভূজ্যমান তীরভুক্তো কলাণ ঐবজয় রাজো নেপাল দেশীয় শ্রীভাবু শালিক শ্রী আনন্দন্ত পাটকাবহিত [কারস্থ] পণ্ডিত শ্রীশ্রীকুরস্তাভজ শ্রী গোপতিনা লেখিদম্ । (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol LXXII. 1903, pt I P. 18.) সুতরাং মহীপাল দেবের রাজ্যকালে, ১০১১ খৃষ্টাব্দে সোম বংশোদ্ভব গাঙ্গের দেব যে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন তাহাযে কোনও সন্দেহ নাই । যেগুল এই গাঙ্গের দেবকে চেনার কলচুরি বংশীয় গাঙ্গের দেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন । প্রকাস্ত শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ্র বলেন, “ফরাসী পণ্ডিত লেভি স্বরচিত নেপালের ইতিহাসে (Levis Le Nepal, Vol II. P. 202. note) বেঙেলের উদ্ধৃত

জেলায়) “সাগর দৌষি” এবং বয়েস্বে (দিনাজপুর জেলায়) “মহীপাল দৌষি” অত্ৰাপি মহীপালের পরহিত নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে । তিনটি সুবৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ—বগুড়া জেলার অন্তর্গত “মহীপুর”, দিনাজপুর জেলার “মহীসন্তোষ” এবং মুর্শিদাবাদ জেলার “মহীপাল,”—মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে ” (১) । দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত মহীসার গ্রাম এবং মহীসারের বিপ্লবায়তন দৌর্খিকা প্রথম মহীপাল দেবেরই অন্যতম কীর্তি বলিয়া মনে হয় । বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটি কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে । তন্মধ্যে একটি চাচুর তলার “ঠারিণ বাড়ী” অপরটি মহীসারের দিগম্বরী বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ । প্রবাদ যে মহীসারে চাঁদ কেদার রায়ের গুরু গোসাই ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন (২) । বিক্রমপুরের মধ্যে মহীসার এক প্রাচীনতম স্থান । এইস্থানের মুক্তিকা খননকালে প্রায়ই ইষ্টকাদি এবং দেবদেবীর মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

পার্শ্বের বিতুন্ধি সম্বন্ধে সম্ভেহ প্রকাশ করিয়াছেন, বেঙ্গলের বাৰ্ণাও গ্রহণ করেন নাই । “গৌড়রাজ” বা গৌড়রাজের পতাকা অর্ধে গৌড়াধিপকেই বুঝাইতে পারে । চৌদীর কলচুরী বংশীয় কোনও রাজা কর্তৃক কখনও গৌড়াধিপ উপাধি ধারণের প্রমাণ বিদ্যমান নাই । চৌদীরাজ গাঙ্গের দেবের সময়ে মগধ যে গৌড়াধিপ মহীপালের পদানিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে, এবং মগধের পশ্চিমদিগ্বর্তী জেজাভুক্তি (ব্লেফ থণ্ড) চন্দেল রাজগণের অধিকৃত ছিল । সুতরাং মগধও জেজাভুক্তি ভিন্নাইয়া, চৌদীরাজের পক্ষে মিথিলায় কলান বিজয় রাজা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে । নেপালী লেখক কর্তৃক উল্লিখিত এই সোমবংশীয় গাঙ্গের দেব হস্তত মিথিলার একজন সামন্ত নরপাল ছিলেন ” (গৌড়রাজমালা ৪২ পৃষ্ঠা) । রাধাল বাবু কোনও মূক্তি প্রদর্শন না করিয়াই এই আপত্তিকে অস্বাধা বলিয়া বেঙ্গলের মতানুসরণ করিয়াছেন ।

(১) গৌড় রাজমালা ৪১—৪২ পৃষ্ঠা ।

(২) বারভূঞা শ্রী আনন্দ নাথ রায় প্রণীত ১১ পৃষ্ঠা ।

অষ্টম অধ্যায় ।

চন্দ্ররাজগণ ।

কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে মধ্য বঙ্গ পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অভিনব আবিষ্কারের আলোক-পাত ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইবেনা। পুনঃপুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে এবং অন্তর্বিপ্লবে পাল সাম্রাজ্য অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। ফলে পাল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশই পরহস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তসাধারণ অধ্যবসায়ের বলেন অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেও প্রথম মহীপালের অদৃষ্টে অধিক দিন অথও পাল-সাম্রাজ্য-সন্তোষ ঘটয়া উঠে নাই। ববেঙ্গ ও মগধে মহীপাল দেবের সমর-বিজয়-যাত্রার সুযোগেই সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরাজ শ্রীচন্দ্র হরিকেল বা পূর্নবঙ্গ অধিকার কবিত্তাপালরাজ গণের সংশ্রব ছিল কবিত্তাছিলেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পালরাজ গণের রাজমুদ্রা। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্ররাজগণ পালরাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।

ইদিলপুরে এবং রামপালে শ্রীচন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রামপাল লিপি (শ্রীচন্দ্র দেবের নবাবিস্কৃত তাম্রশাসন) এবং ইদিলপুরের তাম্রশাসন হইতে মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্ম্মালম্বী বঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র

দেবের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। স্বর্গীয়

ইদিলপুর ও

রামপাল লিপি

বঙ্গবর গঙ্গা মোহন লস্কর এম, এ ইদিলপুর

শাসনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন,

তাং ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের “ঢাকা

রিভিউ” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, টি, রেন্ডিন মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত

হইয়াছে। এই তাত্ত্বশাসন খানি এখনও অপঠিত অবস্থায় ইদিলপুরের কোনও একটি উচ্চশিক্ষিত সন্তান জমিদার-ভবনে রক্ষিত আছে। গঙ্গা মোহন উহার ছাপমান্নই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু মূল তাত্ত্বশাসন খানি বহুচেষ্টায়ও হস্তগত করিতে পারেন নাই।

রামপাল-লিপির উদ্ধার কর্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্, এ। ইহা এখন বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতি কর্তৃক সম্বন্ধে রক্ষিত হইতেছে। এই প্রশস্তির বিবরণ উক্ত অধ্যাপক মহাশয় কর্তৃক ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যার সাহিত্যে তাত্ত্বফলকের আলোক-চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই উভয় লিপিতে এই বৌদ্ধ নৃপতিগণের যেরূপ বংশলতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

(রামপাল লিপি)

পূর্ণচন্দ্র
স্বর্ণচন্দ্র
ত্রৈলোক্যচন্দ্র
শ্রীচন্দ্রদেব

(ইদিলপুর-লিপি)

স্বর্ণচন্দ্র
ত্রৈলোক্যচন্দ্র
শ্রীচন্দ্রদেব

ধর্ম-চক্র-মুদ্রা সমন্বিত এই উভয় তাত্র শাসনই বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্বর্জাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। রামপাল লিপির প্রারম্ভে রাজকবি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উল্লেখ করিয়া রাজবংশের বৌদ্ধ মতানুষ্ঠানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রামপাল-লিপিতে উক্ত হইয়াছে, “চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাদ-পীঠিকাতে সন্তানির অগ্রভাগে এবং টঙ্কোৎকীর্ণ নবপ্রশস্তি-সমন্বিত জয়ন্তস্তে ও

ভাত্রপট্টে ইহার নাম পঠিত হইত। যে ভগবান অমৃতরশ্মি (চন্দ্রমা) ভক্তিৰশতঃ বুদ্ধরূপী শশক জাতক (১) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলেজাত বলিয়াই যেন পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র জগতে বোদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক অমাবস্তা রজনীতে সুবর্ণচন্দ্রের মাতা গর্ভাবস্থায় স্পৃহাবশতঃ উদয়িচন্দ্রবিশ্ব দর্শনের অভিলାষ জ্ঞাপন করিলে সুবর্ণনির্মিত চন্দ্র দ্বারা স্বামী কর্তৃক পরিতোষিতা হইয়াছিলেন, এমন লোকে (তাহার পুত্রকে) সুবর্ণচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত। “(মাতৃ-পিতৃ) উভয়কুল পাবন, (সুবর্ণচন্দ্রের) পুত্রের অপবাদ-ভীর্ণ গুণাবলী চতুর্দিকে অতিথিক্রমে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের রাজচিহ্ন-সূচক পুত্র যে রাজ-লক্ষ্মীর হস্তরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজ্য-লক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে নৃপতি হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাকনা নানী কাকনকান্তি কান্তার গর্ভে রাজযোগ মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এবং রাজাকে একাতপত্র সূশোভিত করিয়া অরিগণকে কারানিবদ্ধ করিয়া, স্বীয় যশঃসৌরভে দিগ্‌মণ্ডল আমোদিত করিয়াছিলেন। ” (২)

(১) বুদ্ধদেব “শশকরূপে একবার ধরাতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আর্ধ্যশুর রচিত জাতক মালার ৬ষ্ঠ স্তবকে বর্ণিত আছে:—

“সংপূর্ণহৃদ্যপি তদিসং শশবিশ্বং নিশাকরে।

ছায়ামরমিবাধর্শে রাজতে দিবি রাজতে ॥

ভতঃ প্রভৃতিলোকেন কুম্বদাকর হাসনঃ

ক্ষণদভিলকচ্ছন্দঃ শশাঙ্ক ইতি কীর্ত্নতে ॥”

আর্ধ্যশুর রচিত জাতক মাল। ৬।৩৭-৩৮

(২) শ্রীচন্দ্রের ভাষ্যশালন (২—২) শ্লোক, সাহিত্য ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন, “ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভাষ্যকে রাজকবি প্রিয়া” মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, মহিষী বলেন নাই। এই কারণে এ বং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের “নৃপতি” মাত্র উপাধি দর্শনে, মনে হয়, তিনি কোনও প্রবল পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্তশ্রেণীভুক্ত “নৃপতি” উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতে ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে “রাজা” হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিকগণ তাঁহার জন্মসময়ে সূচিত করিয়াছিলেন।” * * *

“বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগে বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত। শ্রীচন্দ্রের পর তাহার বংশধর অন্য কেহ বঙ্গরাজ ছিলেন কি না, তাহা বর্তমান অবস্থায় (অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়) নিঃসন্দেহে বলা যায় না”।

“এখন জিজ্ঞাস্য—কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে ‘নৃপতি’ হইয়াছিলেন—কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ নরপতির (বা নরপতিগণের) রাজ্যপতন সংঘটিত হইয়াছিল ? লিপিকাল-বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই শাসনের “ত” “ন” ও “ম” বর্ণবংশীয় ভোজবর্ষদেবের বেলাবলিপি ও হরিবর্ষদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির “ত” “ন” ও “ম” এর অত্মরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে “প” এবং “য” কিছু বেশী আধুনিক। “ব” বিজয়সেনের দেবপাড়া-লিপির অত্মরূপ। বেলাবলিপিতে ও ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে

অবগ্রহ চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই লিপির কাল যেন বর্ষরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্বে নির্দেশ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেন দেবের বিক্রমপুর অধিকার করিবার পূর্বে এবং বর্ষরাজ হরিবর্ষদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। * * ভোজবর্ষদেব এবং তৎপরবর্তী বর্ষরাজগণ শেষ পাল রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গ রাজ্যশাসন করিতেন। এদিকে ষাটশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপাল দেবের তনুত্যাগের পর, তৎপুত্র কুমারপালদেব বরেন্দ্রভূমিতে (রামাবতী নগর হইতে) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কুমার পাল দেবের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন বিষড়িত হইয়া আসিতেছিল। কুমার পাল দেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, “বৈদ্যদেবই অমৃতবঙ্গে” অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে নৌবল লইয়া বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদায় (কমৌলীতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্তৃক এই দক্ষিণবঙ্গের বিদ্রোহবল্লি নির্ধাপিত হইলেই হয়ত পালরাজ সর্বশুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রবীপের সামন্তরূপে নিযুক্ত করিয়া “নৃপতি” উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত চন্দ্রবীপ বঙ্গরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্ষরাজগণের দুর্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্বেই

উক্ত হইয়াছে যে রাজকবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল (বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এই সময়েই ভট্টভবদেববংশ-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্মা বা তদাত্মজ (অজ্ঞাতনামা রাজার) অধিকার হইতে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছিল । তৎপর বৈদ্যদেব যেমন কামরূপে তিগ্ৰদেবকে সিংহাসন প্রাপ্ত করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্র ও বর্ম্মবংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসন প্রাপ্ত করিয়া স্বয়ং “পরমেশ্বর ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সর্ব্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন, অথবা বর্ম্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মূলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত করিয়া শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালন করিয়াছিলেন । আলোচ্য শাসনের অন্তিম প্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে । অপর দিকে এই সময়েই বিজয় সেন সাম্রাজ্যের হ্রবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এবং পরে এই বিজয়সেন কর্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে ।”

“সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে যখন বরেন্দ্রীতে কুমারপাল দেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম্ম দেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয় সেন গোড়ে রাজ্যস্থাপনের প্রযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন এবং কুমারপাল দেবের দক্ষিণ বাহুরূপী সচিব বৈদ্যদেব, তিগ্ৰদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি ত্রৈলোক্য চন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বর্ম্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া অথবা অন্য কারণে বর্ম্মরাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর রাজধানী হইতে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ।”

ঐচ্ছদেবের তাম্রলেখের পাঠোদ্ধারকারী উহার লেখমালা ষাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১ম মহীপালের বানগড় লিপির সহিত রামপাল লিপির অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে ; সুতরাং অক্ষরভেদের হিসাবে রামপাললিপিকে ষাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ না বলিয়া দশম বা একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় এই লিপির কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রামপাল লিপি বেলাব লিপির পূর্ববর্তী। বিশেষতঃ ভোজবর্ষদেবের বেলাব লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিজয় সেনের পূর্বে বঙ্গে সামন্তবর্ষা ও তাহার পিতা জাতবর্ষা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালরাজগণের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব ছিল না। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে জাতবর্ষার পূর্বেই পালরাজগণের অধিকার পূর্ববঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। বর্ষরাজগণের প্রবল শক্তি উপেক্ষা করিয়া পালরাজগণের সামন্ত-রাজ রূপে চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল শাসন করিবার সামর্থ্য ঐচ্ছদেবের পূর্ববর্তী চন্দ্ররাজগণের ছিল কি না সন্দেহ। এমতাবস্থায় ঐচ্ছকে বর্ষরাজগণের পূর্বে স্থাপিত না করিলে পালরাজগণের সামন্ত রাজ্যরূপে চন্দ্ররাজগণকে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং রামপাল লিপির অষ্টম শ্লোকোন্নিষিত “অরি” শব্দ দ্বারা বর্ষবংশীয় কোনও নরপতি সূচিত হইতে পারে না।

“বিগ্রহপাল যখন অনধিকারীর হস্তে পিতরাজ্য ছাড়িয়া দিয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হয়ত তিনি তদীয় সামন্ত চন্দ্ররাজগণের আতিথ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন”। চন্দ্ররাজগণেরও উচ্চাভিলাষ ছিল। পালরাজগণের দুর্বলতার বিষয় তাঁহারা উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং মহীপাল যখন পিতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া বয়েস

চলিয়া গিয়াছিলেন তখন শ্রীচন্দ্রের উচ্চাভিলাষ পূরণ করিবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ।

দূর্লভমল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে :—

“স্বর্ণ চন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা ।

তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥”

উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহায্যে মাণিকচন্দ্রের বংশলতা নিম্নলিখিত রূপে লিখিত হইতে পারে ।

স্বর্ণচন্দ্র

|

ধাড়িচন্দ্র

|

মাণিকচন্দ্র

|

গোবিন্দ চন্দ্র

কেহ কেহ উক্ত বংশাবলী দৃষ্টে রামপাল ও ইদিলপুর লিপির স্বর্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দ চন্দ্র গীতের স্বর্ণচন্দ্র এই উভয়ের অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন ; তাহা হইলে রামপাল লিপির ত্রৈলোক্য

গোবিন্দচন্দ্র

চন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচন্দ্র ছিল অস্বাভাবিক বলিতে

বনাম

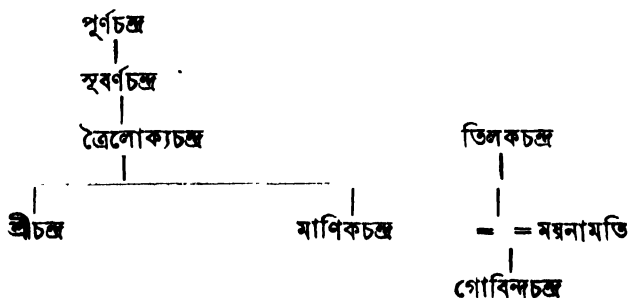
হয় । আবার ময়নামতীর গানে ময়নামতী

গোবিন্দচন্দ্র

তিলোকচাদের (ত্রৈলোক্য চন্দ্র ?) কস্তা বলিয়া

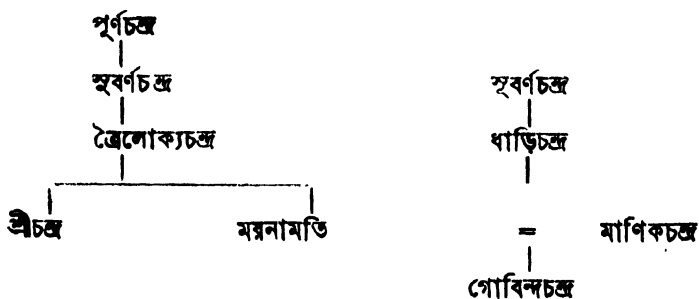
উল্লিখিত হইয়াছেন । এই উভয় ত্রৈলোক্য চন্দ্র

অভিন্ন হইলে মাণিকচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র না হইয়া আমাত্যরূপেই পরিচিত হইয়া পড়েন । ধাড়িচন্দ্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামান্তর হইলে রামপাল লিপির চন্দ্ররাজগণ এবং ময়নামতীর গানের গোবিন্দ চন্দ্রের মধ্যে নিম্ন-লিখিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় :—



উপরোক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে এবং মাণিকচন্দ্র-তনয় গোবিন্দচন্দ্র তিরুমলয় শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র হইতে অভিন্ন হইলে, বলিতে হয় যে, শ্রীচন্দ্র অপুলক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে গোবিন্দচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের পরিত্যক্ত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; এবং সেজন্যই রাজ্যে চোল ১০২৪ খ্রষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সময়ে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গালদেশের অধিপতি দেখিয়াছিলেন ।

আবার ময়নামতীর পিতা ভিলোকচাঁদ এবং শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্ৰৈলোক্যচন্দ্র অভিন্ন হইলে ময়নামতীকে শ্রীচন্দ্রের ভগিনী এবং মাণিকচন্দ্রকে ভিন্ন-বংশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় । তাহা হইলে এই উভয় বংশলতা আবার নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে,—



এবং শ্রীচন্দ্রকে অপুত্রক বলিয়া নির্দেশ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে মাতুলের ত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, এবং ময়নামতীর পিতৃরাজ্য বিক্রমপুরে ছিল বলিয়া যে ময়নামতীর গানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু, তিলক চাঁদই রামপাল লিপির ত্রৈলোক্যচন্দ্র কিনা, অথবা এই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের অপর নাম ধাড়িচন্দ্র ছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বয় পরস্পর বিরোধী, সুতরাং উহার একটি সত্য হইলে অপরটি পরিত্যাগ করিতেই হইবে। বর্তমান সময়ে এমন কোনও প্রমাণই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারাময়নামতীর, গানের তিলোকচাঁদের সহিত রামপাল-লিপির ত্রৈলোক্যচন্দ্রের, ধাড়িচন্দ্রের সহিত ত্রৈলোক্যচন্দ্রের, অথবা গোবিন্দচন্দ্র গৌতের স্বর্ণচন্দ্রের সহিত রামপাল-লিপির স্বর্ণচন্দ্রের সম্বন্ধ নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র নামের সামঞ্জস্য দ্বারা ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ করা কখনও সমীচীন নহে।

পরকেশরী বর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র চোলাদেব ১০১২ খৃষ্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিরুমলয় পর্ব্বত-লিপি তদীয় রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে বা ১০২৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উক্ত তিরুমলয় পর্ব্বত গাত্রস্থিত তামিল ভাষার লিপিতে উক্ত হইয়াছে :—

“পরকেশরী বর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র চোল দেবের (রাজত্বের) দ্বাদশ বৎসরে —যিনি………তাহার মহান্ সমরপটু সেনা দ্বারা (নিম্নোক্ত দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন,—ভূগম ও ডুবিয়য়, (যাহা তিনি) প্রবলযুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন,) মনোরম কোশল-নাড়ু, যেখানে রাজেন্দ্র চোলের ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উত্তান-বিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভাষণ যুদ্ধে

দিত্তিজয় ।

ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন : সকল দিকে প্রসিদ্ধ তরুণাডম্, সবেগে

রণশুরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন ; কর্ণভূষণ, চন্দ্রপাছুকা এবং বলয়-বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া, যিনি তাঁহার অদ্ভুত বলশালী করি সমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন ; সাগরের ত্রায় রত্ন সম্পন্ন উত্তির লাড়ম্ ; বালুকাময় তীর্থ ধৌত কারিনী গঙ্গা” (১) ।

উক্ত শিলালেখে যে সমুদয় স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওড়ু বিষয়—উড়িয়া । বহু তাম্রশাসনাদিতে ওড়ু বিষয়ের নাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । ওড়ু বিষয় এবং ওড়ু বিষয় সম্ভবতঃ অভিন্ন ।
কোশল-নাড়ু—কোশলনাড় বা দক্ষিণকোশল (সম্বলপুর ও উড়িয়ার গড়জাত স্থান) ।

তন্দবুত্তি—দণ্ডভুক্তির বিস্তৃতিতে তন্দবুত্তি হইয়াছে । রামচরিতে রাম-পালের সামন্তচক্র মধ্যে দণ্ডভুক্তি-পতি-জয়সিংহের নাম আছে (২) । সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলাস্থিত দান্তন বা দাঁতনগড় প্রাচীন তন্দবুত্তির রাজধানীর স্থতিরক্ষা করিতেছে । কেহ কেহ মগধের অন্তর্গত উদন্তপুর বিহারের সহিত তন্দবুত্তির অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন (৩) । তিব্ব-মলয় লিপিতে কোশল দেশের পরে, এবং দক্ষিণরাঢ়ের পূর্বে, দণ্ড ভুক্তির

(১) Epig. Indica Vol IX. pp. 232-233

গৌড়রাজ মালা ৩৯ পৃষ্ঠা ।

(২) রামচরিত ২।৫ টাকা ।

(৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol. iii
P. 10.

নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং দণ্ডভুক্তি কখনই বিহার হইতে পারে না । রাজেন্দ্রচোল উত্তর রাঢ়ের গঙ্গাতীর পর্য্যন্তই উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি যে গঙ্গা উত্তরণ পূর্ব্বক অপর তীরেও গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না (১) ।

তরুণলাড়ম্—দক্ষিণরাঢ় । রায়বাহাদুর বেক্স এবং ডাক্তার হল্‌জ্ “তরুণ লাড়ম্” দক্ষিণবিরাট বা দক্ষিণবেরার অর্থে এবং “উত্তরলাড়ম্” উত্তরবেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু ওড়্‌ড বিষয়, বঙ্গালদেশ এবং গঙ্গার সহিত উল্লিখিত দেখিয়া “লাড়”কে রাঢ় অর্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত । রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণরাঢ়ের রণশূরকে পরাজিত করিয়াই বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ।

উত্তরলাড়ম্—উত্তররাঢ় । কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ বিরাট অভিযান, তথা হইতে যুদ্ধার্থে বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর বিরাটে গমন এবং তথা হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয় । সুতরাং তরুণলাড়ম্ এবং উত্তরলাড়ম্, দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত (২) ।

বঙ্গালদেশ—পূর্ব্ববঙ্গ ।

তিরুমলয়ের লিপিতে যে ভাবে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয় স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি উড়িষ্যা, মেদিনীপুরও দক্ষিণরাঢ় হইয়া বঙ্গাল দেশে লক্ষপ্রবীষ্ট হইয়াছিলেন । উত্তর রাঢ়ের মহাপালের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্ব্বই হউক, আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তি যুক্ত বিবেচনা

(১) Pal Kings of Bengal by Babu R. D. Banerjee.

(২) Pal Kings of Bengal by R. D. Banerjee.

না করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চোলরাজ গঙ্গাপার হইতে সাহসী হন নাই, উত্তররাঢ় হইতেই তাঁহাকে ফিরিয়া বাইতে হইয়াছিল। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, বঙ্গালদেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র পূর্ববঙ্গেই রাজত্ব করিতেন। সুতরাং গোবিন্দ চন্দ্রগীতের এবং ময়নামতীর গানের গোবিন্দচন্দ্রের সহিত বঙ্গালদেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। শেবোক্ত গোবিন্দচন্দ্র “বঙ্গের গোসাঞি” “বঙ্গাধিকারী” “বঙ্গের ইশ্বর,” “বঙ্গের মহীপাল” বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার রাজ্য ষোল দণ্ডের পথ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্র হাড়িসিদ্ধাকে গুরু করিবার কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, রাণী ময়নামতী পুত্রকে বলিতেছেন :—“এ দেশী আ হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর”। সুতরাং এই গোবিন্দচন্দ্র যে বঙ্গালদেশে বা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যে গোবিন্দচন্দ্র মাতার উপদেশে রাজ্যপরিভ্রমণ পূর্বক দীর্ঘজীবন কামনায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হাড়িসিদ্ধার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি যে কাঞ্চিপতি দিগ্বিজয়ী চোল ভূপতির সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রাজ্য পাটিকানগরের ও তৎসম্বন্ধ কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সন্দেহ নাই।

সুরেশ্বর প্রণীত “শব্দ প্রদীপের” ব্যঞ্জনাধিকাংশে লিখিত আছে :—

“শ্রীমদগোবিন্দচন্দ্রস্ত রাজ্যো বৈদ্যগণাগ্রণীঃ ।

করণাং দয়জঃ (করণাশ্বয়জঃ ?) শ্রীমানভূদ দেবগণঃ স্তুধীঃ ॥

তস্মাদজায়ত স্ত্বধাকর কান্তকীর্তিঃ ।

শ্রীমান্ যশোধন ইতি প্রথিতস্তমুজঃ ।

তস্মাদ্ব্যজঃ সকল বৈদ্যকসারবেত্তা

ভদ্রেশ্বরঃ কবিকদম্বক চক্রবর্তী ॥

স্বৈরং নিজ গুণোৎকর্ষে: শ্রীমৎগেখরস্য যঃ ।

রাজ্যংপ্রাপ্য মলংচক্রে রামপালস্য ভূপতে ॥

তস্যাশ্রয়ঃ পরম সজ্জনকৈ রবেন্দুঃ

শ্রীমান্ সুরেশ্বর ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ।

পাদীশ্বরস্য ভূজনির্জিত বীর বৈরি

শ্রীভীমপাল নৃপতে ভিষগন্তরংগ ॥” (১)

ইহা হইতে জানা যায় যে, পাদীশ্বর ভীমপালের “ভিষগান্তরঙ্গ” সুরেশ্বরের পিতা “সকল বৈद्यকসারবেত্তা” “কবি কদম্বক চক্রবর্তী” ভদ্রেখর বঙ্গরাজ রামপালের সভা কবি এবং প্রধান চিকিৎসক ছিলেন ; ভদ্রেখর-জনক “সুধাকর কান্তকোষ্ঠি” যশোধন । এই যশোধনের পিতা “সুধী” দেবগণ, রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের রাজ সভায় “বৈद्यগণাগ্রণী” ছিলেন । যিনি রামপালদেবের সভা কবি এবং প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার পিতামহ যে তিরুমল্লুরের শিলা লিপিতে উল্লিখিত বাঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভার বৈद्यগণাগ্রণী ছিলেন তাহাযে কোনও সন্দেহ নাই ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় এই পাদীশ্বর ভীমপালের ভিষগান্তরঙ্গ সুরেশ্বরকে একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে গ্রাহ্যভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২) । সুতরাং সুরেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্র রাজার বৈद्यগণাগ্রণী দেবগণকে দশম শতাব্দীর শেষপাদে, বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্থাপিত করা যাইতে পারে । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গোবিন্দচন্দ্রকে মহীপাল এবং রাজেন্দ্র

(১) India office Catalogue 2739, vol. v.

(২) Chronology of Indian Authors—J. A. S. B. 1907.
Page. 20.

ঢোলের সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১)। কিন্তু তিনি ষড়নাথতীর গানের এবং গোবিন্দচন্দ্র গীতের গোবিন্দচন্দ্রকেও রাজেন্দ্র ঢোলের সম সাময়িক গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন কেন, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

- (১) “The grandfather of Bhadrasvara, Devagana by name, was Court physician of that Govinda Candra, contemporary of mohipala and Rajendra Coda, so well known in Bengali Songs.”

Memoirs A. S. B. Vol III. p. 15.



নবম অধ্যায় ।

বর্ষরাজগণ ।

চন্দ্ররাজগণের শাসন-পাট উন্মূলিত হইবার পরেই সম্ভবতঃ বর্ষ-বর্ষরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বেলাবলিপি, ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি, হরিবর্ষ দেবের বেঙ্গনীসার-তাত্ত্বলেখ প্রভৃতি হইতে বঙ্গাধিপতি বর্ষ-বংশীয় নরপালগণের কথঞ্চিৎ পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। হরিবর্ষার ১৯ শ রাজ্য্যাহ্নিক লিখিত “অষ্টসাহস্রিকা প্রজাপারমিতা” নামক একখানি

হরি বর্ষা পুঁথি, তদীয় ৩৯ শ রাজ্য্যাহ্নিক লিখিত বিমলপ্রভা নামক লঘুকাল-চক্রযান টীকা, ভুবনেশ্বর-মন্দির-

গাত্রে-উৎকীর্ণ ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তি, হরিবর্ষার বেঙ্গনীসার লিপি, রাঘবেন্দ্র কবিশেখর-বিরচিত ভবভূমিবাস্তী, প্রভৃতিতে হরিবর্ষা নামক জনৈক বঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেলাব লিপির ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকের মধ্যেও এক হরিবর্ষার আভাস পাওয়া যায়; এবং পঞ্চম শ্লোকোল্লিখিত “হরে বান্ধবাঃ” এই কথা করটীতে আভাস-প্রাপ্ত হরিবর্ষার সহিত ভোজবর্ষার জ্ঞাতিত্বের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন (১)।

বেলাব তাত্ত্বশাসনে লিখিত আছে, “তিনিও (যযাতি) যহুকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ বিকৃতি লাভ করিয়াছিল সেই রাজবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই হরিও ইহলোকে গোপীশত কেলিকার মহাতারত

(১) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—১৩১০, কার্তিক—৩১৯ পৃষ্ঠা।

স্বত্বধার পূজা পুরুষ অংশাবতার কৃষ্ণ বলিয়া ও অভিহিত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন ।

সেই পুরুষের আবরণ ত্রয়ো (বেদ), হীনাও নহে এবং নগ্নাও নহে অর্থাৎ সেই পুরুষের বেদই অবলম্বন, তিনি কখন বৈদিকাচার ছাড়া নহেন এবং নগ্ন বা বোদ্ধ রূপণকাদির মত অবৈদিকাচার সম্পন্নও ছিলেন না । ত্রয়ো বিজ্ঞান এবং অদ্ভুত সময় ক্রীড়ায় আনন্দ হেতু রোমোলগাম দ্বারা বর্শিণঃ (বর্শাবৃত কলেবর বা বর্শা উপাধি ধারী) হরির বান্ধব বা জ্ঞাতিবর্গ, “বশ্মণ” এই অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহু যুগল ধারণ করিয়া সিংহ-বিবর তুল্য সিংহপুর নামক স্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন” (১) ।

“উক্ত ৩টা শ্লোক মধ্যে যাদব বংশে বহু হরির জন্ম এবং হরির “বর্শা” উপাধি দেখিয়া মনে হয়, কবি যেন বঙ্গাধিপ হরি বর্শাকেই ইঙ্গিত

(১) গোপাশুঃ সমজীজনম্মনুসমো রাজন্ততো জজিবান্

স্মাপালো নহব স্ততোজনি মহারাজো যযাতিঃ হৃতম্ ।

সোপিপ্রাপ বহুঃ ততঃ কিত্তিভুজাং বংশোরমুজ্জন্ততে

বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বহুহশঃ প্রত্যক্ষমেবৈক্ষ্যত ॥

সোপীহ গোপীশত-কেলিকারঃ ।

কৃষ্ণ মহাভারত-স্বত্বধারঃ ।

অর্থাৎ পুমানংশকৃতাবতারঃ

প্রাহুবভুবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ ॥

পুংসামাবরণং ত্রয়ো ন চ তন্মা হীনা ন নগ্না ইতি

ত্রয়ো (ন) চাভুত-মজরেব্ চ রসাহ্রোমোলগমৈর্বর্শিণঃ ।

বর্শাগোতি-গভীর নাম নথতঃ শ্লাঘ্যোভুজো বিজ্ঞতো

তেজু সিংহপুরং শুভাসিষ যুগেনাগাং হরেবর্ষাভবাঃ” ॥

সাহিত্য ১৩১২, ভাৱ, ৩৮১—৩৮২ পৃ:

করিতেছেন । ভুবনেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির ১৬ শ শ্লোকে হরিবর্মার “ধর্মবিজয়ী” বিশেষণ দৃষ্ট হয় (১) । তিনি ধর্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বিধর্মী দলন করিয়াছিলেন বলিয়া, হয়ত তিনিও কৃষ্ণাবতার বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন” (২) ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতামুসারে হরিবর্মার ভোজবর্মার পরবর্তী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে (৩) । শ্রদ্ধাম্পাদ বজ্রবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “শিলালিপির সহিত শিলালিপি এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় ও দ্বিচত্বারিংশ রাজ্য্যাক্ষের শিলালিপি অপেক্ষা ভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কমলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম দেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন” (৪) । বাস্তবিক পক্ষেও হরিবর্মাকে ভোজ বর্মার পরে স্থাপন করা অসম্ভব ।

হরি বর্মদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে

(১) বঙ্গব্রহ্মশক্তি সচিবঃ হুচিরং চকার রাজ্যং স ধর্ম বিজয়ী হরিবর্ম দেবঃ” ।

ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি, ১৬শ শ্লোক ।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড প্রথমাংশ) পৃষ্ঠা ।

(২) ঢাকা রিসিউ ও সন্মিলন—১৩১৯ ক্রান্তিক, ৩১৯ পৃষ্ঠা ।

(৩) “If Hari Varma cannot be proved to have belonged to a dynasty different from that of Bhoja Varma, he can have no place in history before Bhoja Varma.”

Modern Review, 1912, P. 249.

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথমভাগ ২৭৪ পৃষ্ঠা ।

উহা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ জ্যোতি বর্মা, হরি বর্মার পিতা এবং এই তাম্রশাসন হরি বর্মার ৪২ রাজ্যকে উৎকর্ণ হইয়াছিল (১)। কিন্তু ইহা হইতেও হরিবর্মার সময় নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং হরিবর্মার সময় নিরূপণার্থে বর্তমান সময়ে ভবদেব ভট্টের কুল প্রশস্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। ভবদেব কর্তৃক ভুবনেখরের অনন্ত বাহুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে তাঁহার মিত্র বাচস্পতি ভবদেবভট্টের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক উক্ত মন্দির গাত্রস্থিত প্রস্তর ফলকে যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ভবদেব ভট্টের কুল প্রশস্তি নামে পরিচিত। এই প্রশস্তির পাঠ কাপ্তেন মার্সাল সাহেব কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (২), এবং প্রদ্বতঙ্ক বিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩)। পরে ডাক্তার কিলহর্ন এপি-গ্রাফিয়া ইণ্ডিকা গ্রন্থেও উহা প্রকাশ করিয়াছেন (৪)। ভবদেব প্রশস্তির বাচস্পতি বাণীতে ভবদেব ভট্ট, হরি বর্মদেব ও তদীয় পুত্রের মন্তণা সচিব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৫)।

(১) “ভূমিচ্ছিন্নস্তারেন দ্বাচচারিংশদকীয় মুদ্রয়া তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তান্নাভিঃ”।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা।

(২) *Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol. vi, Pages.

(৩) *The Antiquities of Orissa* Vol. ii Pages 84—85.

(৪) *Epig. Ind.* vol. vi. pp. 205-7.

(৫) “বহুপ্রশস্তি সচিবঃ হরিবর্ম চকার

রাজ্যং স ধর্ম বিজয়ী হরিবর্ম দেবঃ।

ভরদ্বাজে বলতি বস্ত চ দণ্ডনীতি

বর্মাদুগা বহল করলভেব লক্ষ্মীঃ”।

৮ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রশস্তি-রচয়িতা ও ভবদেবসখা বাচস্পতিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া উহাকে একাদশ শতাব্দের শেষাংশে স্থাপিত করিয়াছেন (১) । কিন্তু

আবির্ভাব কাল তাঁহার এই যুক্তি বিচার-সহ নহে । প্রশস্তি-রচয়িতার নাম বাচস্পতি বলিয়াই যে তিনি

বাচস্পতি মিশ্রের সহিত অভিন্ন হইবেন, তাহার কোনও কারণ নাই । বাচস্পতি মিশ্র “ভ্রায় হুচী নিবন্ধ” নামে ভ্রায় বার্তিক তাৎপর্য্য গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে “বসন্ধ বহু বৎসরে” বা ৮৯৮ শকাব্দে (১৭৬ খৃষ্টাব্দে) উহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (২) । সুতরাং বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাবকাল দশম শতাব্দীর (একাদশ শতাব্দীর নহে) শেষাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ।

অক্ষরাশুলীন-তত্ত্ব প্রমাণে ডাক্তার কিলহর্ণ এই প্রশস্তির অক্ষর-গুলিকে দ্বাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়াছেন (৩) । প্রত্নতত্ত্ব বিৎ মহারথী

- (১) “ The record was composed by Vacaspati Misra, a distinguished Pandit, author of many original works and Commentaries. The date of Vacaspati is well-known ; it was about close of the 11th Century.”

The Antiquities of Orissa Pages 84—85.

- (২) “ভ্রায়হুচী নিবন্ধো সাবকারী হুধিরাং মুদে ।

শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেন বসন্ধবহু বৎসরে” । Printed Ed Page 26.

- (৩) “ On palaeographical grounds I do not hesitate to assign this record...to about A. D. 1200.—Epig. Ind. vol. vi P. 205.

ডাঃ কিলহর্নের এবংবিধ উক্তি যে সমধিক মূল্যবান তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অধুনা অক্ষরানুশীলন তত্ত্বের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাম্রশাসন, শিলালিপি অথবা দলিলাদির সময় নিরূপণ করা, আলেখ্যের পশ্চাৎকাবন করিতে যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব-ভারতীয় অক্ষর গুলির বিবর্তনের ক্রম আজ পর্য্যন্তও পূজ্যানুপূজ্য রূপে বিবৃত, অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত হয় নাই,—ইহলেও, মধ্যযুগের অক্ষর গুলির আকৃতি, স্থান এবং কালানুসারে এরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র উহা দ্বারা ই দলিলাদির সময় নির্ধারণ করা অসম্ভব (১)।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী ভবদেবের আবির্ভাব কাল ১০১৬—১১৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন (২)। কিন্তু তাঁহার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ভবদেবের আবির্ভাব কাল আরও সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে।

বল্লাল-গুরু চাম্পাহট্টীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধভট্ট বিরচিত “কর্ম্মোপদেশিনী পদ্ধতি” গ্রন্থে ভবদেব ভট্টের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (৩)। দানসাগর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে, বল্লাল সেন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন কালে তদীয় গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্ট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষণ সংবতের কাল-নির্ণয় দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1912, Sept. Page 342.

(২) Ibid Page 333—347.

(৩) “ভবদেব ভট্ট বিবরণ” —India office Library Catalogue Page 475 (Mss. 1553).

যে, বঙ্গাল সেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

অনিরুদ্ধ স্মৃতরাং ১১১৯ খৃষ্টাব্দে অনিরুদ্ধভট্টের আবির্ভাব কাল ধরা

লক্ষ্মীধর ও যাইতে পারে। ইহার পূর্বেই যে ভবদেব ভট্ট আবির্ভূত

ভবদেব হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনিরুদ্ধ ভট্টের “কর্মোপদেশিনীপদ্ধতি” নামক গ্রন্থে কান্ত-
কুজাধিপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের সন্ধি

বিগ্রহিক লক্ষ্মীধর ভট্ট-বিরচিত “কল্পতরু” (“কৃত্য কল্পতরু”) পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে (১)। মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র দেবের ১১০৪—১১৫৪ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (২)। স্মৃতরাং অনিরুদ্ধ ভট্টকে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করা চলে না। ভবদেব ভট্ট ইহারও পূর্ববর্তী হইবেন সন্দেহ নাই।

ভবদেব প্রণীত “প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্” গ্রন্থে বিশ্বরূপের নাম উল্লিখিত
ভবদেব ও হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা কালেও তিনি বঙ্গাধিপের

বিশ্বরূপ সাক্ষিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (৩)।

হেমাদ্রিকৃত পরিশেষ খণ্ডে বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে অহুমান করেন, ইনিই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দেবদ-বিরচিত ব্যবহারকাণ্ডেও এই বিশ্বরূপের উল্লেখ

(১) “ইতি কল্পতরু কাম খেদাদি সংগ্রহাকৃষ্টে মহামহোপাধ্যায়েন বিরচিত্তে হৃদ্বি
প্রকরণেঃস্তোত্রি বিধিঃ”—India office Library Catalogue Page 475

(Ms. folio 114 b).

(২) Epigraphia Indica vol IV. Page 116.

(৩) ইতি সাক্ষি বিগ্রহিক শ্রীভবদেব কৃতৌ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদঃ

সমাপ্ত :—প্রথম অধ্যায়।

রহিয়াছে। বিশ্বরূপ, ধারেশ্বর বা ধারারাজ 'ভোজের পরবর্তী বলিয়া সুপরিচিত (১)। উদয়পুর প্রশস্তি, নাগপুর-প্রশস্তি, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামণি ও রাসমালা (২) একত্র পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, কর্ণচেন্দী এবং গুর্জরাদিধিপতি প্রথম ভীম এই দুই প্রবল পরাক্রান্ত সীমান্ত-রাজের সম্মিলিত শক্তি কর্তৃক ধারা রাজ্য আক্রান্ত হইলে ভোজরাজ এই ভীষণ রণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অথবা এই সঙ্কট সময়েই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। মেরুতুঙ্গের সাক্ষ্যত বৎসর পূর্বের রচিত হেমচন্দ্রের

ভোজরাজ ও

বিশ্বরূপ।

“দ্বয়াশ্রয়” কাব্যে অথবা চেন্দীরাজগণের কোনও শিলালিপিতেই ভীম অথবা কর্ণদেব কর্তৃক একাদশ শতাব্দীর এই সুপ্রসিদ্ধ নৃপতির বিনাশের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় না। ১০৭৮ শকাব্দে (১০২১

খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ ভোজরাজের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩)। অবশেষে কর্তৃক “টণ্ডিকা” গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে অর্থাৎ ১০৩০ খৃষ্টাব্দে ভোজরাজ, ধারা এবং মালববাজ্য শাসন করিতেছিলেন (৪)। ভোজরাজের “রাজ মৃগাঙ্ক করণ” নামক জ্যোতিগ্রন্থ “শাকো বেদন্তু নন্দে” অর্থাৎ ১৬৪ শকাব্দে বা ১০৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছে। স্মরণ্য ১০৪৩ খৃষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। আবার বিহলনের “বিক্রমাদেব চরিত” গ্রন্থে লিখিত আছে :—

“ভোজঃ ক্রমাভূৎ স খলু ন খলৈস্তত্ত সাম্যং নরৈর্জৈ

স্তং প্রত্যক্ষং কিমিতি ভবতা নাগতং হা হতাস্মি।

(১) Catalogos Catalogorum. Pt II Page 138.

(২) প্রবন্ধ চিন্তামণি ১১৭ পৃঃ, রাসমালা ৬৮ পৃঃ।

(৩) Indian Antiquary vol. vi Page 53.

(৪) Professor Sachau's Translation of Al Beruni's Indica
vol. I. Page 191.

যন্ত ষারোডমরশিখর ক্রোড় পারাবতানাং

নাদ ব্যাঙ্গাদিতি সক্রগং ব্যাঙ্গহারেব ধারা” ॥

ইহা ধারা অমুমিত হয় যে, বিহ্বলন হয়ত ধারারাজ ভোজের মৃত্যুর অন্তই শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে উপরোক্ত শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।

কিন্তু, উপরোক্ত শ্লোকধারা ভোজরাজের মৃত্যু কল্পনা করা যায়না বলিয়া বুলায় সাহেব অমুমান করেন । তিনি বলেন, হয়ত কোনও অমুল্লিখিত কারণে ভোজরাজের সন্দর্শন না পাইয়াই বিহ্বলন এরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং তাঁহার মধ্যভারত পরিভ্রমণকালে ভোজরাজ জীবিত ছিলেন । এই অমুমান সত্য হইলে ভোজরাজের মৃত্যু ১০৬২ খৃষ্টাব্দের পরেই সংঘটিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে ; কারণ এই সময়েই বিহ্বলন কান্দীর হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন (১) । কিন্তু তাম্রশাসন ধারা বুলায় সাহেবের অমুমান সমর্থন করা যায় না ।

(১) রাজতরঙ্গিনীর সপ্তম তরঙ্গে উক্ত হইয়াছে :—

“কান্দিরেভ্যো বিনির্বাণ্ডং রাজ্যে কলশ ভূপতেঃ । (১৩৫ শ্লোক) ।

অর্থাৎ রাজা কলশের রাজ্য শাসনকালে (পণ্ডিত বিহ্বলন) কান্দীর ত্যাগ করিয়া (কর্ণাটে) গিয়াছিলেন ।

২৩৩ শ্লোকে লিখিত আছে :—

“একান্ন চত্বারিংশত বর্ষস্ত তনয়ঃ সিতে ।

যঠেহি বাহলস্তাভূদভিবিজ্ঞো মহাভূজা” ॥

“লৌকিকাক্ষের উনচল্লিশ বৎসরে (১০৬৩ খঃ অঃ) কাণ্টিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে (অনন্ত দেব) পুত্র কলশকে রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন ।”

২৫৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

“সচ ভোজ নরেন্দ্রশচ দানোৎকর্ষণে বিপ্রতো ।

দুরী তস্মিন্ কণে তুলাং বাবাস্তাং কবিরাজকৌ” ॥

তৎকালে ভোজরাজও দান শ্রেণী কিত্তিরাজের কলশের) তুলা প্রসিদ্ধ ছিলেন ;

কারণ, উদয়পুর মন্দিরের প্রশস্তিতে ভোজরাজের পরবর্তী উদয়-
দিত্যের সময় বিক্রম সম্বৎ ১১১৬ বা শক সম্বৎ ৯৮১ (১০৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দ)
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১)। আবার ধারারাজ জয়সিংহের ১১১২
বিক্রমসংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ধারেশ্বর ভোজদেব
এবং উদয়দিত্যের মধ্যে জয়সিংহ নামক অপর একজন রাজার অস্তিত্ব
উপলব্ধি হইয়াছে (২)। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জয়সিংহই
ভোজদেবের অব্যবহিত পরে এবং উদয়দিত্যের পূর্বে ধারার সিংহাসন প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। সুতরাং ভোজদেবকে ১১১২ বিক্রমসংবৎ বা ১০৫৯ খৃষ্টাব্দের
পরে ধারার সিংহাসনে রাখা চলে না। বিশ্বরূপ হয়ত এই সময়েই প্রাহুভূত
হইয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণের বলে আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত
করিতে পারি যে, হরিবর্ষদেবের সাক্ষি বিগ্রহিক ভবদেব ভট্ট তদীয়
প্রারচিত্ত “নিকুপণম্” গ্রন্থ ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরেই এবং ১১০৪
খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন।

উভয়েই তুল্যজ্ঞানী, বিদ্বান এবং কবিগণের উৎসাহ দাতা ছিলেন।

“তস্মিন্ ক্ষণে” এই কথা করটিতে কলণের রাজ্যাভিষেক কালের পরবর্তী সময়ই
সূচিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

(১) Journal American Or, Soc. vol vii Page 35.

(২) “পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর ঐবাকপতিরাজ দেব পাদামুখ্যাত
পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর ঐসিদ্ধুরাজদেব পাদামুখ্যাত পরম ভট্টারক
মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর ঐভোজদেব পাদামুখ্যাত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ
পরমেশ্বর ঐজয়সি [জ্য] দেব: কুশলী। সংবৎ ১১১২ আষাঢ় বদি ১৩।”

Mandhata plate of Jaysimha of Dhara, Epigraphia
Indica vol III. Page 40.

কৃষ্ণমিশ্রের “প্রবোধ চন্দ্রোদয়” নাটকের প্রস্তাবনা হইতে জানা যে,
চন্দ্রেন্দ্ররাজ কীৰ্ত্তিবর্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল, দাহলাধিপতি কর্ণ
চেদীকে রণে পরাজিত করিয়া কীৰ্ত্তিবর্মার
প্রবোধচন্দ্রোদয় ও প্রহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন পূর্বক তাঁহাকে
ভবদেব । সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অবাবহিত পরে,
গোপালের আদেশে উহা কীৰ্ত্তিবর্মার সমক্ষে
অভিনীত হইয়াছিল * ।

উক্ত নাটকের দ্বিতীয় সর্গে বঙ্গীয় দার্শনিকগণকে মুর্ত্তিমন্ত অহঙ্কার রূপে
অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই নাটকের একস্থানে এইরূপ লিখিত
আছে (§) :—

* “গোপাল ভূমিপালান্ এসমভ্যসিলতামাত্রমিত্রেন জিহ্বা সাম্রাজ্যে কীৰ্ত্তিবর্মা নরপতি
তিলকো যেন ভুরোভ্যবে চি ॥”

“প্রবোধ চন্দ্রোদয়”, কলিকাতা সংস্করণ, ৫ পৃষ্ঠা ।

এই নাটকের তিন স্থানে কর্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) “যেনচ । বিবেকেনেব নিজ্জিত্য কর্ণমোহমিবোজিতম্ ঐকীৰ্ত্তিবর্ম নৃপতে
বোধন্তেবোদয়ঃ কৃতঃ” । ৮ পৃষ্ঠা ।

(২) সকল ভূপাল কুল প্রলয়-কালারি রুদ্রেন চেদিপতিনা সমুদ্রলিতং চন্দ্রাবর
পার্শ্ববানঃ পৃথিব্যামাধিপত্যং হিরীকর্তৃময়মস্ত সংরতঃ” । ৭ পৃষ্ঠা ।

(৩) “যেন কর্ণসেন সগরঃ নিমধ্য মধু মথনে নব ক্ষীর সমুদ্রঃ সমাসাদিতা সমর
বিজয় লব্দী” । প্রাকৃত ভাষার লিখিত অংশের সংস্কৃতানুবাদ, ৬ পৃষ্ঠা ।

কবি বিহ্লান কর্ণকে “কালঞ্জর গিরিপতি বিমর্দন” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন
অতরাং অনুমিত হয়, চন্দ্রেন্দ্ররাজ কীৰ্ত্তিবর্মা কর্ণদেবের হস্তে পরাজিত হইবার পরে
কীৰ্ত্তি বর্মার সেনাপতি গোপালের হস্তে কর্ণের পরাস্ত হইয়াছিল ।

(§) “প্রবোধ চন্দ্রোদয়”— দ্বিতীয় সর্গ ।

“অহংকার—“অহো মূৰ্খ বহুলাং জগৎ । তথাহি-
 নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিতং দর্শনং
 তৎসং জ্ঞাতমহো না শারিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা ।
 সূক্তং নাহপি মহোদধেরধিগতং মাহাত্মতী নেক্তিতা
 স্মান্না বস্ত বিচারণা নৃপশ্রুতি স্বইহঃ কথং স্বীয়তে” ॥

এখানে মীমাংসা-দর্শন এবং তৌতাতিতের উল্লেখ থাকায় ভবদেব-
 প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ “তৌতাতিকমততিলকম্” গ্রন্থের ইঙ্গিত রহিয়াছে
 বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন (১) । খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে
 প্রোফুভূর্ত রাজা কৃষ্ণরায়ের সমসাময়িক টাকাকার নাগিল্লগোপও
 তদীয় “চন্দ্রিকা” নামক টাকার উপরোক্ত অংশের পাদদেশে
 লিখিয়াছেন (২)—

“ভবদেববস্তবনাথ বৎ শারিকনাথ মতামুভর্তী মহোদধিঃ চ্ছারিকনাথ
 প্রতিল্পর্কী ইদানীমাচার্য্যমতে ভবদেব মতস্ত গুরুমতে ভবনাথ মত সৈব
 প্রোচুৰ্য্যমিতি গ্রন্থকারৈরনুশ্লিখিতমপি মতভয়মশ্র্যভিরূৎকম্” (Nir—
 Sag—Press. Edi, Page 53)

সুতরাং, এস্থলে ভবদেবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলে বুঝা যাইতেছে যে
 প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক লিখিত হইবার পূর্বেই ভবদেব প্রোফুভূর্ত হইয়া-
 ছিলেন । পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত নাটক কীর্ত্তিবর্মা রাজস্ব
 সময়ে রচিত হইয়াছিল । কীর্ত্তিবর্মা ১০৫০ খৃষ্টাব্দে বিজয়মান ছিলেন (৩) ।
 আবার তাঁহার ১১৫৪ বিক্রম সংবতে (১০৯৮ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ লিপিও

(১) J. A. S. B. New Series Vol Viii Page 346.

(২) Ibid—Footnote.

(৩) Indian Antiquary Vol. xvi P. 204.

পাওয়া গিয়াছে (১) । সুতরাং কীর্তিবর্মা যে ১০৫০—১০৯৮ খৃঃ অব্দ. পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । এই সময়ের মধ্যেই চেন্দীপতি কর্ণদেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ।

কর্ণদেব ১১০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন । সুতরাং ১১০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই যে তিনি কীর্তিবর্মার সেনাপতি গোপাল-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গোপাল কর্তৃক কর্ণ দেবের পরাজয় ১০৮০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল (২) । শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ১০৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এবং ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরে ভবদেব ভট্ট বালবলভি ভূজঙ্গ, বঙ্গাধিপতি হরিবর্মার শাক্তিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত 'ছিলেন । যাহা হউক ভবদেব যে ১১০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এবং ১০৫৫ খৃষ্টাব্দের পরে হরিবর্ন্দেবের সচিব ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না ।

বেলাব লিপির চতুর্দশ শ্লোকের পাদ টিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন, 'অলঙ্কাধিপ' শব্দটি রামকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে, এবং তদ্বারা 'রামপাল' নামক পাল বংশীয় নরপাল স্মৃতিত হইয়া থাকিলে, এই শ্লোক আর hopelessly indistinct বলিয়া কথিত হইতে পারেনা ।" অধ্যাপক বসাক মহাশয় উক্ত শ্লোকে রামপালের ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করেন । তাহা হইলে ভোজবর্মাকে রামপালের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে । রামপাল ১০৫৫ খৃঃ অঃ হইতে ১০৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতানুসরণ করিয়া ভোজবর্মার অব্যবহিত পরেই জ্যোতিবর্মা

(১) Indian Antiquary Vol. xviii Page 238,

(২) Introduction to Rama carita Page 11.

এবং তদীয় পুত্র হরিবর্মান্নর রাজত্বকাল অনুমান করিয়া লইলেও ১০২৭ খৃঃ অব্দের পরেই হরিবর্মান্নকে স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, হরিবর্মান্নর সচিব “সাক্ষিবিগ্রহিক” ভবদেবভট্ট, ১০৫৫ খৃঃ অঃ হইতে ১১০০ খৃঃ অঃ মধ্যে আবিভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং হরি বর্মান্নর রাজ্যারম্ভকাল একাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে স্থাপন করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। ভবদেব হরিবর্মান্নর রাজত্বের শেষাংশে তদীয় মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোল “বঙ্গাল” দেশে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চোল রাজ্যের ১৩শ রাজ্যাব্দের পূর্বেই তাঁহার উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। ডাক্তার স্মিট, সিউয়েল, ও ডাক্তার হলজের গণনামুসারে অনুমান ১০১১।১২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদমুসারে অনুমিত হয় যে, ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই চোলরাজ্যের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই হরিবর্মান্নর পিতা জ্যোতিবর্মান্ন পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। জ্যোতিবর্মান্নর বিষয়ে অজ্ঞাবধি কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, তিনি যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিয়া হরিবর্মান্নর রাজত্বকাল ১০২৫—১০৬৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

হরিবর্মান্ন, “নিখিলশাস্ত্রানিগুণ-পরিজ্ঞান-লক্ষানন্তবৈচক্ষণ্য—বালভট্ট-ভট্টাচার্য্য-গর্গ-বাচস্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সপ্ত সচিবের” (১) সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীর রাষ্ট্রের সর্বকর্ম্য সুসম্পন্ন করিতেন। রাজকীর

(১) রামবেন্দ্র কবি শেখরের ভবভূমি বার্তা—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য় অংশ), ৬০ পৃষ্ঠা।

কার্যে নিযুক্ত থাকা সময়েই ভবদেবের “প্রারশ্চিত্ত নিরূপণম্” গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, “ইতি সাক্ষি বিগ্রহিক শ্রীভবদেব কৃতৌ প্রারশ্চিত্ত প্রকরণে বধ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ” ॥ অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি রচিত হইবার বহু পূর্বেই তিনি বহুগ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অসুমান করা যাইতে পারে ; কারণ ভবদেব-প্রশস্তির বাচস্পতি-বাণীতে লিখিত হইয়াছে :—

“যিনি ব্রহ্মাঈশ্বরবিদ্দিগের (অদ্বৈত বাদিগণের) উদাহরণ স্থান, উদ্ভূত বিদ্যা সমূহের অদ্ভুত স্রষ্টা, ভট্টগণের বাক্যাবলীর গভীরতাগুণের প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধরূপ সমুদ্রের অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিক দিগের প্রজ্ঞা ধণ্ডনে পণ্ডিত,—ইনি

ভবদেব

পৃথিবী তলে সর্বজ্ঞের ত্রায় লীলা করিতেন।

যিনি সিদ্ধাস্ত, তন্ত্র ও গণিত রূপ অর্ণবের পারদর্শী,

ফল সংহিতা সমূহে বিখ্যে অদ্ভুত প্রসবিতা নূতন হোরাশাস্ত্রের প্রণেতা ও প্রচারক হইয়া স্মৃটরূপে অপর বরাহ স্বরূপ হইয়াছিলেন। যিনি ধর্মশাস্ত্র পদবীতে সমুচিত প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া জীর্ণ নিবন্ধ সমুদয় অকীকৃত করিয়াছিলেন এবং ব্যাখ্যা দ্বারা মুনিদিগের ধর্ম গাথা সকল বিশদীকৃত করিয়া স্মার্ত্তক্রিয়া বিবরণের সংশয় রাশি ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইনি কুমারিল ভট্ট-কথিত নীতি অনুসারে মীমাংসা দর্শনের এক উপায় রচনা করেন, যাহাতে স্মৃৎকিরণ স্বরূপ সহস্র সহস্র ত্রায় সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তমোভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধিক কি, ইনি সামবেদের সীমাভাগে, সমস্ত কবি কলাতে, সমুদয় আগমে এবং আয়ুর্বেদে, অস্ত্রবেদ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রেই কৃতবিদ্য হইয়া জগতে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। যাহার “বাল-বলভী ভূজঙ্গ” এই নামটী কাহার নিকট না

আদৃত হইয়াছে? মীমাংসা কর্তৃকও ঐ নামটি সপুলকে আকর্ষিত হইয়াছে, বর্ণিত হইয়াছে এবং উদ্গীত হইয়াছে” (১) ।

“যিনি রাঢ়দেশে জলশূন্য জঙ্গলপথে, গ্রামের উপকণ্ঠে ও সীমা-স্থান সমূহে শ্রান্তপাশ্ব গণের প্রাণতৃপ্তিকর এবং পর্য্যন্তভূভাগে স্নাত কুলান্ননা-গণের মুখপথের প্রতিবিম্ব-বিমুগ্ধ মধুপীগণ কর্তৃক শূন্য-নলিনী বন একটি জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (তিনি) ভবসমুদ্র পার হইবার সেতুর ত্রায় ধরাপীঠ প্রসাধনকারী ভগবান নারায়ণকে শিলারূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, উহা প্রাচীদিগের বদনেন্দুর নীলবর্ণ তিলক, ভূমির নীলাবতংস উৎপল ও সর্কসঙ্কলপ্রদ ভূতলের পারিজাত বৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি এই প্রাসাদকে কৈলাস পর্বতের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া

বর্দ্ধিতা-শ্রী এবং শ্রীবৎস লাঞ্জন হরির মত শ্রীমান ভবদেবের কীর্তি ও চক্রচিহ্ন পরিশোভিত করিয়াছিলেন; যে (প্রাসাদ) বৈজয়ন্ত (ইন্দ্রপুরী) জয় করিয়া

আকাশ মার্গে বৈজয়ন্তী শোভা বিস্তার করিতেছে এবং যাহার শ্রী সন্দর্শন করিয়া মহাদেব কৈলাসেও অভিলাষ করেন না। তিনি সেই প্রাসাদের গর্ভ গৃহ মধ্যে ব্রহ্মার মুখ সমূহে বেদ বিস্তার ত্রায় ভগবান বিষ্ণুর নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই তিনটি মূর্তি সংস্থাপন করেন। তিনি এই হরি মেধাকে পৃথিবীতে বিশ্রামার্থ আগত বিদ্যাধরী সদৃশ একশত যুগনয়না ললনা দান করিয়াছিলেন। উহারা (ভগবান) জিনয়ন কর্তৃক ভাস্করীকৃত মদনকেও কটাক্ষপাতে উজ্জীবিত করিত এবং নানাবিধ সঙ্গীত কেলি ও শোভার আকর হইয়া কামিজনের একমাত্র সঙ্গমস্থান হইয়াছিল। তিনি সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ও মরকত

(১) ভবদেব ভট্টের কুল প্রশস্তি ২০—২৪ শ্লোক—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত-বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড—প্রথমাংশ, ৩১১ পৃষ্ঠা।

মণির ত্রায় নির্মল সূক্ষ্ম-জলশালিনী একটি বাপী প্রস্তুত করেন, উহা জলমধ্যে যেন প্রতিবিম্ব চ্ছেলে অহিকলন কারী বিষ্ণুর অদ্ভুত ধাম দেখাইয়া সমধিক রূপে শোভিত হইয়াছিল। তিনি স্বর্ণ শোভাহারী সেই প্রাসাদের সমীপে সংসারের সার স্বরূপ একটি উদ্যান রত্ন প্রস্তুত করেন, উহা সকল মনুষ্যের নেত্র আনন্দ করণের পাত্র, পরম রতি-উৎপাদক এবং ত্রিভুবন জয়ে ক্লান্ত অনঙ্গের বিশ্রাম স্থান” (১)।

ভবদেব-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বাল বলভীভুজঙ্গ ভবদেবের পিতামহ আদিদেব “বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রাম সচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও অব্যর্থ-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন (২)। আদিদেবের পুত্র (ভবদেবের পিতা) গোবর্দ্ধন, বীরস্থলী মধ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ভুজলীলা দ্বারা বহুমতী বর্দ্ধিত করিয়া (রাজ্য বিস্তার করিয়া) স্বীয় গোবর্দ্ধন নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন” (৩)। আদিদেব যে বঙ্গরাজের সচিব ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র। গোবর্দ্ধন

ভবদেবের
পূর্বপুরুষ ।

হয়ত জ্যোতিবর্মা বা হরিবর্মার একজন সেনা
নায়ক ছিলেন, এবং পিতার জীবদ্দশায় পরলোক-
গমন করায় মন্ত্রীপদে উন্নীত হইবার অবসর
পাইয়া ছিলেন না। সুতরাং আদিদেবের মৃত্যুর-
পর, ভবদেব বাল বলভীভুজঙ্গ হরিবর্মার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন,

(১) ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশ—
২৬-৩২ শ্লোক, ৩০৮ ; ৩১১-১২ পৃষ্ঠা।

(২) তন্মাদভূভিজনাভূদরৈকবীজ মবাজ পৌরুষ মহাতর মূল কলঃ ।
ত্রীআদি দেব ইতি দেব ইবাদি মুষ্টি মর্ত্যাস্তনা ভুবন মেতদলকরিকুঃ ।
যো বঙ্গরাজ-রাজ্যত্রীবিশ্রাম সচিব শুচিঃ ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবক্ষ্য সন্ধিবিগ্রহী ॥”

(৩) “বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তাস্থিকানাং
দোলৌলয়া চ কলয়া চ বচস্বিনাং যঃ ।

এবং হরিবর্ষার মৃত্যুর পর, তাঁহার অনুল্লিখিতনামা পুত্রের সময়েও সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

ভবদেব কেবলমাত্র ব্রহ্মাঈষত বিদগ্গণের উদাহরণ স্থান, উদ্ধৃত বিদ্যা সমূহের অদ্ভুত স্রষ্টা, ভট্টগণের বাক্যাবলীর গভীরতা গুণের প্রত্যক্ষ দর্শক ও কবি, বৌদ্ধাশুধির অগস্ত্যমুনি এবং পাবণ্ড ও বৈতণ্ডিক গণের প্রজ্ঞাধ্বনে পণ্ডিত ছিলেন না, তদীয় “উজ্জল-অসিযুক্ত-ভয়ঙ্কর ভূজলতার ভীষণ-রণক्रीড়া প্রভাবে রণস্থল রিপুরুধির-চর্চিত হইত” (১) ।

প্রশস্তি রচনাকালে যে ভবদেব বার্কক্যে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা প্রশস্তি পাঠেই অনুমিত হইয়া থাকে । সম্ভবতঃ তৎকালে তিনি হরিবর্ষার অনামক পুত্রের সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না । কারণ, বাচস্পতি-বাণীতে হরিবর্ষার উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই । ভবদেব তৎকালে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে উহাতে স্বীয় প্রকুর

বো বর্হয়ন্ বহুমতীক সরষতীক

যেথা ব্যথন্ত নিজনাম পদং সদর্থং ॥”

(১) মহাগৌরী কীর্ত্তিঃ কুরদসিকরালা ভুজলতা

রণক्रीড়া চণ্ডী রিপুরুধির চর্চা রণভূমঃ ।

মহালক্ষ্মী মুষ্টিঃ প্রকৃতি ললিতাত্তা পির ইতি

প্রপঞ্চঃ শক্তীনাং যমিহ পরমেশঃ প্রথরতি ॥”

বদ্ ব্রহ্ম তেজসি বলীরসি মন্দবীৰ্য্যঃ খণ্ডোত পোতকরণিঃ তরণি স্তনোতি ।

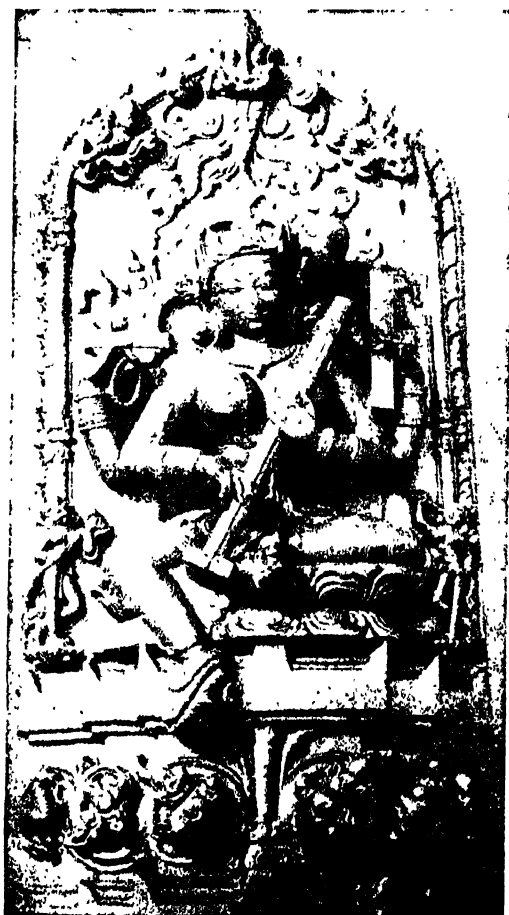
উচ্চৈরুদকভি যদীর বশঃ শরীরে জাত স্তবঃ শিখরী নমু জাহ্নু নদঃ ॥

ব্রহ্মাঈষতবিদ্যামুদাহরণ ভূকান্তুত বিদ্যাত্তুত-

স্রষ্টা ভট্ট গিরাং গভীরমগুণ প্রত্যক্ষ দৃশ্য কবিঃ ।

বৌদ্ধাভ্যোনিধিকৃত সত্ত্ব মুনিঃ পাবণ্ড বৈতণ্ডিক-

প্রজ্ঞাধ্বনে পণ্ডিতোহয়মবনৌ সর্ব্বজলীলায়তে ॥”



সরস্বতী মূৰ্তি ।

বজ্রযোগিনী গামে দীপান্ববের টোলবাড়ীর মন্দিরতে প্রাপ্ত ।

কীর্ত্তি ঘোষণা না করিলেও তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া দিতেন সন্দেহ নাই । আমাদের বিবেচনার পুত্র পিতার উপযুক্ত ছিলেন না, স্মৃতিরাজ অরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই ; ধুব সম্ভব, ইনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই বজ্র বর্শা কর্ত্তক রাজ্য-দ্রষ্ট হইয়া ছিলেন এবং ইহার কিয়ৎকাল পরেই প্রাণত্যাগ করিত হইরাছিল ।

রাধবক্সে কবিশেখরের “ভব ভূমি বার্ত্তা” গ্রন্থে উক্ত হইরাছে (১) :—
“মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মা নগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া
অত্যন্ত বশবী হইরাছিলেন ; তাঁহার প্রেত তুচ্ছদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবাল
ডরে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত ।

তিনি জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মীগণের “শর্ম্ম-
হরি বর্ম্মার কীর্ত্তি । সম্বর্দ্ধনকারী” ছিলেন । তাহার প্রভাবে সমস্ত
রাজত্ববর্গের পূর্ব ও সৌরব ধর্ম্ম হইরাছিল ।

তিনি একান্ত কাননে হরি, হম, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি
অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অশূর পতাকা-পরিশোভিত,
সুৰতি কুম্ভ সমুদায়ের সৌন্দর্য্যে মন্দনকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যন্ত
আনন্দময় উদ্যান সমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ স্তম্ভের মন্দির সকল, এবং
মন্দিরকিনীর ভাষা স্বচ্ছতোর, কমল-কঙ্কণের ইন্দীবর ও কোকনবদ্যকে
সমুদাসিত বিদ্যুত সুরোবর সমূহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । নিখিল শাস্ত্রা-
নিপুণ-পরিজ্ঞান-মগ্ন অনন্ত-বিচক্ষণ বলতী-ভট্টাচার্য্য-শর্ম্ম-বাচস্পতি-এবং
বিধবিখ্যাত সপ্তসচিবের সাহায্যে ইনি খীর এবং পরকীর রাষ্ট্রের
সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন এবং বারানসীখর বিচক্ষণের পদারবিন্দ
সম্বর্দ্ধনার্থ-সমুদ্রত খীর জননী বজ্রদণ্ডগনন ভক্ত একটী প্রাণত্যাগ প্রবর্ত্তিত
করিয়াছিলেন । প্রতিনিয়ত সাধুজন-সেবিত্রী হনুমান্তর আহ্বান করিয়া

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (প্রকাশক ২য় খণ্ড) ১/১, ১৬, পৃষ্ঠা ।

পরিপূর্ণ ও অতীব রমণীয়। তখনও সে স্থানে বহুলোকের সমাগম হয় নাই। স্থানীয় বৃক্ষ সকল কলভরে বিনম্র। বানর, শূকর, ভল্লুক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ছুই বহুজন্তুগণের উপদ্রব ও নষ্ট্য তৎকালদিগে ভয় তথ্য নাই। সাধু সন্ন্যাসীগণও সেখানে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিয়া তাঁহার্য সেইস্থানেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। কোটালিপাড়ের মধ্যে বেহান দিয়া বর্ষের নদ প্রবাহিত এবং যে নদকে কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহার তীরভূমির পূর্বদিকে এক অত্যন্ত সুভাগে তখন তাঁহার্য ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়া নরখানি পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন। পরে কোনও এক সময়ে তিনি রাজ সভাপতি বাচস্পতির সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগতি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্বাদ বাক্যে তাঁহাকে সর্বাঙ্গিত করিলেন, এবং স্বয়ং ও ভ্রাতৃত্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সম্মানিত হইলেন। অনন্তরঃ তিনি বাচস্পতির সহিত সন্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা হরিবর্ষ দেবও এই সময়ে গঙ্গাগতিকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রবর ! আপনি কোথা হইতে কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ; অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি বখাযোগ্য সমস্তই আমার নিকট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। গঙ্গাগতি রাজার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—রাজন্ আমার নাম গঙ্গাগতি বৈষ্ণব-মিশ্র। আমি আপনার অধিকৃত কোটালিপাড় নামক স্থানে বাস করিতেছি। সম্রাতি আমি কাতকুল হইতে সমাগত হইরাছি। আপনার নিকট আমার বক্তব্য এই যে, আমি আপনার অধিকৃত স্থানে বাস স্থাপন করিয়াছি, অতএব আপনি আমার প্রতি বখাযোগ্য কর নির্দেশ পূর্বক পুত্রের ভার আমারদিগকে প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে তথায় বাস করিতে আমরা দিগের আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। রাজা এই কথা শুনিয়া

উদ্ভব করিলেন, আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে করগ্রহণ করিব না । অন্তঃস্বপ্নে আপনাদিগের বাসস্থান এবং তাহার চতুর্দিকে যে সকল ভূমি আছে, আপনি কর ব্যতীত বৃত্তিবদ্ধ তাহা গ্রহণ করুন । গঙ্গাগতি রাজার কথার তুষ্ট হইয়া তথা হইতে পুনরায় কোটালিপাড়ায় বসিয়া আগমন করিলেন ।” কবিশেষ্যের বর্ণনা আড়ম্বর পূর্ণ বা অভিন্নমিত নহে । তিনি তদীয় পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে—বংশপরম্পরাগত ক্রমে বাহা শুনিরাছেন, তাহাই সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । সুতরাং উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা বাইতে পারে । পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, সুলতান মহম্মদ ১০১২ খৃষ্টাব্দে কনৌজ জয়ে অগ্রসর হন । প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বংশরাজ, নাগভট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপালদেব আত্মরক্ষার অসমর্থ হইয়া মহম্মদের শরণাগত হন । মহম্মদ তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেলরাজ গণেশ পুত্র বিজয়ধরের আদেশে কচ্ছপাত বংশীয় অর্জুন রাজ্যপালের মৃত্যু হেদন করিয়াছিলেন । “ভারিখ-ই-বাইহাকী” নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে (১) নামুদের পুত্র নামদেব যখন গজনির অধীশ্বর, তখন (১০৩৩ খৃষ্টাব্দে) লাহোরের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ নিয়ালতিগীন্ বারাগসী নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন ।” তিনি সৈন্তগণের সহিত হইয়া, বামতীর দিয়া চলিয়া গিয়া, হঠাৎ কেনারস নামক সহরে উপনীত হইলেন । এবং অল্প সময়ের মধ্যে কাপড়ের বাজার, সুগন্ধি দ্রব্যের বাজার, এবং মণিমুক্তার বাজার লুণ্ঠন করিয়া সৈন্তগণ খুব লাভবান হইয়াছিল । সকলেই সোণা, রূপা, আতর এবং মণিমুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।” সম্ভব এই সমুদয় রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়েই গঙ্গাগতি প্রাণ ও মান সম্রাট রক্ষার জন্য সশস্ত্রবাহিনী বঙ্গে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছিলেন ।

কল্যাণের চালুকা-রাজ আহবান প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র
 চালুকা কুমার বিক্রমাদিত্য ১০৪৬ খ্রষ্টাব্দ হইতে ১০৭১
 বিক্রমাদিত্য ও খ্রষ্টাব্দ মধ্যে পিতার আদেশ ক্রমে দিখিজরে
 হরিবর্মা বহির্গত হইয়া গোড় এবং কামরূপ আক্রমণ
 করিয়াছিলেন। বিজয়ন “বিক্রমাদেব দেব চরিতে”

এই দিখিজর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

“গারস্তি য় গৃহীত-গোড়-বিজয়-স্তবেশমতাহবে
 ততোম্ম লিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপপ্রিয়ঃ।
 ভাষ্ক-সাম্বন-চক্র-ঘোষ-মুখিত-প্রত্যাষ নিজারসাঃ
 পূর্বাদ্বেঃ কটকেবু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রোলেয়তুঙ্গং বশঃ ॥

৩।৭৪॥

“স্বর্ঘ্যের রথচক্রের শব্দে প্রত্যাষে নিজাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ
 পূর্বাদ্ভির কটদেশে, যুদ্ধে গোড়ের বিজয় হস্তী গ্রহণকারী এবং কামরূপাধি-
 পতির বিপুল-প্রতাপ উন্মূলনকারী কুমার বিক্রমাদিত্যের তুবান শুভ্র বশ
 গান করিয়াছিল” (১)।

১০২৫ খ্রষ্টাব্দ হইতে ১০৬৭ খ্রষ্টাব্দ মধ্যে হরিবর্মদেব বজের সিংহাসনে
 অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিক্রমাদেব চরিতে এই বজরাজের উল্লেখ না
 থাকায়, মনে হয়, কুমার বিক্রমাদিত্য গোড় ও কামরূপাধিপতিকে পরাজিত
 করিলেও বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেবকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন নাই,
 অথবা কামরূপ অভিযানের সময় তাঁহাকে বঙ্গ রাজ্যে অতিক্রম করিতে
 হয় নাই।

ভেরাঘাট হইতে সংগৃহীত কর্ণের শৌর্যবধু অঙ্কনা দেবীর শিলাকলকে
 হরিবর্মা ও উক্ত হইরাছে :—“কর্ণদেবের শৌর্যবিজ্ঞস্বয়
 অপূর্ণ প্রভার পাণ্ডাগণ প্রচণ্ড ভাব পরিত্যাগ
 করিয়াছিল, মুরলগণ গর্জ ভ্যাগ করিয়াছিল,

কুঙ্গ সংপথ অবলম্বন করিয়াছিল, বঙ্গ কলিঙ্গের সহিত প্রকম্পিত হইয়াছিল
 এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পারাবতের ভ্রার কীরগণ বীর গৃহে নিশ্চলভাবে অবস্থিত
 ছিল এবং হুগগণ সানন্দে প্রত্যাঘর্ষন করিয়াছিল” (১)। অরসিংহের
 শিলালিপিতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপ গর্জভ্যাগ করিয়া কর্ণের আক্রা
 বহন করিতেন (২)। কর্ণের সহিত বঙ্গাধিপ হরিবর্মান্দেবের সংঘর্ষ
 উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে ।

কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে হরিবর্মার অনামক পুত্রের অধিকার
 বজ্রবর্মা বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং কোন
 সুযোগে বাদব-বর্ষ-বংশ বঙ্গের শাসন হইতে গ্রহণ
 করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অতাবধি আবিষ্কৃত হয়
 নাই। (৩) বেলাব লিপিতে এই বর্ষবংশের বৈরূপ পরিচয় প্রদান করা

(১) “পাণ্ড্যস্তম্ভিবতাসুদোচ মুরল ভত্যাম গর্জ (প্র)হং

(কু)ঙ্গঃ সপতি বাজগাম চকপে (চকপে ?) বঙ্গঃ কলিঙ্গঃ সহ ।

কীর কীর বাস পঞ্জর গৃহে হুগ গ্রহর্ষ জহৌ

বসিরামনি শৌর্য বিজয় ভরং বিজিত্যপূর্ণপ্রভে ।”

Bheraghat Inscription of Alhana Devi—

Epigraphia Indica vol I. Page 11.

(২) Epigraphia Indica vol. II. Page. 11.

(৩) ঐনুত রাধানবান বন্দোপাধ্যায় লিখিতাছেন, “রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় অরসিংহ
 অবধা পান্ডের দেবের সহিত এই বাদব বংশজাত বজ্রবর্মা নামক জনৈক সেনাপতি উক্তরা-
 পুত্রের পতিবার্হ হইতে পূর্ণার্থে আসিয়া একটি নুতন রাজ্য হুগুন করিয়াছিলেন।”—

বাদালাই ইতিহাস—২০০ পৃষ্ঠা ।

হইরাছে, তৎপাঠে অবগত হওরা যায় যে, বখাতির বংশে এই রাজ বংশের উত্থব এবং বজ্রবর্ণী হইতে এই বংশের ধারাবাহিক পরিচয় আরম্ভ (১)। বেলাব লিপিতে বজ্রবর্ণী যাদবসেনাগণের সমরযাত্রার মঙ্গলরূপী বলিয়া কীর্তিত হইরাছেন; তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বাকুবকুলের পক্ষে প্রিয়দর্শন চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, এবং পণ্ডিত কুলের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন (২)। হরির (হরি বর্মার ?) জাতিবর্ণ বর্ণা উপাধিধারী যাদব-গণ সিংহপুর নামক যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে বজ্রবর্মার অক্যাদর হইরাছিল। (৩)

সিংহপুরের অবস্থান মইরা নানা আলোচনা হইরাছে। শ্রীবৃদ্ধ নগেন্দ্র নাথ বহুর মতে, ঈশ্বর বৈদিক কাশীর নিকটে যে স্বর্ণরেখা পুরীর (৪) নাম

(১) J. A. S. B. Vol. X No. 5 (New Series). Page. 27

সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৮১, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

(২) “অভবদধ কবাচিৎ বাচবীনাং চমুদাং

সদয় বিজয় যাত্রা মঙ্গলং বজ্রবর্ণী [।]

শমন ইব রিপুণাং সোমবদ্যাকবানাং

কবিরপি চ কবিনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাং।”

J. A. S. B. vol X No. 5 (new Series) P. 27.

(৩) “বর্ধাপোতি-পতীর-নাম দধতঃ শ্রাবো দুয়ো বিজতো

ভেজুঃ সিংহপুরং ভবানিবি বৃগেন্দ্রপাণিঃ হরেন্ বীজবাঃ।”

সাহিত্য ২৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৮২ পৃষ্ঠা।

J. A. S. B. Vol X No. 5 (new Series) P. 127

(৪) বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার অত্যন্তকাল পক্ষে বহুর মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ঈশ্বর বৈদিকের স্থল পরিচয় সহিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্যকান্ত বিজীরাণে উক্ত ঈশ্বর বৈদিকের স্থলপরিচয় এই স্থান ভুলনা করিলে দেখা যায় যে, বখাতির পুত্রকে “সেবদ্য” হায়ে “পুরদশ”, “কাশীপুর সর্বাণতঃ” হায়ে, “সেবে কাশী সর্বাণতঃ,” “বর্ণরেখা নদী” হায়ে “বর্ণরেখা পুরী” ইত্যাদি পরিবর্তিত হইরাছে। সুতরাং কোন গ্রন্থ খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব ?

করিয়াছেন, তাহাই সিংহপুর । কিন্তু আবার বলিয়াছেন যে সিংহপুর ইউরানচোরাং-বর্ণিত সাং-হো-পু-লো (১) । নগেন্দ্র বাবু এই উভয়বিধ উক্তির সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব । কারণ ইউরানচোরাং-বর্ণিত সাং-হো-পু-লো কান্দীরের পাদমূলে অবস্থিত, পক্ষান্তরে ঈশ্বর বৈদিকের স্বর্ণরেখা-পুরী ভাগীরথী-তীর-সংস্থিত । আর্গ্যাওর্ডের পশ্চিম সীমার পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন বাদব জাতীয় পুরাতন রাজধানী (২) । হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশস্থ লক্ষ্মণগুল নামক স্থানে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের অক্ষরে উৎকর্ণ একখানি শিলালিপিতে সিংহপুরের বাদববংশীয় বর্ষরাজ-গণের বিস্তৃত বংশাবলী বিবৃত রহিয়াছে । এই সিংহপুর তক্ষশিলা হইতে ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত । সিংহপুর রাজধানীর বর্তমান নাম কেতস্ (৩) । ইউরানচোরাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর রাজ্য-দর্শন করিয়াছিলেন (৪) ।

তাত্রাশাসনের ৩৪ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্টই অসুচিত হয় যে, বজ্রবর্ষী বাদব সেনার অধিনায়ক ছিলেন । তাঁহার রাজা উপাধি ছিল না । সম্ভবতঃ তদীয় তনয় জাতবর্ষী এই বংশের প্রথম রাজা ।

(১) ভারতবর্ষ—১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—ঈশ্বর নগেন্দ্রনাথ বহু লিখিত—“কুলপ্রবাহের ঐতিহাসিকতা ও ত্রাজের দাব্যবিত্ত তাত্রাশাসন” শীর্ষক প্রবন্ধ ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—ঈশ্বরনাথ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২০৫ পৃষ্ঠা ।

(৩) Epigraphia Indica vol. xii. Page 37—41.

Epigraphia Indica vol. I Page 12—14.

J. A. S. B. vol. x No. 5 (new series) Page 127.

(৪) Watters on Yuan Chwang vol. I Page 248.

জ্যোতবর্ণার তাম্রশাসনের ৭ম ও ৮ম শ্লোকে উক্ত হইরাছে :—“শান্তজ
হইতে যেমন গানের জ্যোতসেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্ণা
হইতেও জ্যোতবর্ণা জন্মগ্রহণ করেন। বরাহ
জ্যোতবর্ণা তাঁহার ব্রত, বৃদ্ধি তাঁহার ক্রৌড়া এবং ত্যাগই
তাঁহার মহোৎসব ছিল। তিনি বেণের পুত্র
পুত্র ত্রীকে ধারণ করিয়া, কর্ণের (কড়া) বীরত্রীকে বিবাহ করিয়া,
অজমেশে ত্রীবিত্তার করিয়া, কামরূপ-ত্রীকে পুরাতন করিয়া, দিব্য নামক
কৈবর্ত-নারকের ভূজত্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের ত্রীকে বিকল
করিয়া, শ্রোত্রীর-ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া সার্বভৌম ত্রী বিদূত
করিয়াছিলেন” (১)।

৮ম শ্লোকে কর্ণেকর্তা ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জ্যোতবর্ণা
কর্ণের কড়া বীরত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইরাছে। এই
কর্ণ কলচুরি চেনাংশীর গানের দেবের পুত্র।
জ্যোতবর্ণা ও কর্ণদেব ইনি কর্ণচেনা নামে অভিহিত। সন্ধ্যাকর নন্দী বিবর্তিত
রাবচরিত কাব্যে লিখিত আছে যে, “গৌড়াধিপ
তৃতীর বিগ্রহপাল বলরজিত ও রণজিত রাহলাধিপতি কর্ণের কড়া বৌবন
ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট তুণিকাকন গজাখাদি বহু

(১) “জ্যোত বর্ণা ততো জ্যোত গানের ইব শান্তজোঃ ।

বরাহভঃ ৭মঃ ক্রৌড়া ত্যাগো বত মহোৎসবঃ ।

পুত্রসু বৈশ্য পুত্রজিহবঃ পরিপন্ন কর্ণত বীরত্রীসু

বোমেনু প্রমরতিঃ পরিভবঃ তাম কামরূপ জিহবু ।

হান লাভ করিয়াছিলেন" (১) । তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরাজিত হইয়াই স্বীয় ব্রহ্মভা-
রত্নকে বিগ্রহপালের করে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন । ইহার
পূর্বে তৃতীয় বিগ্রহ পালের পিতা নরপাল দেবের সময়ে কর্ণের সহিত
সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে হীপকর ঐজ্ঞানের বন্ধে উত্তর পক্ষে মৈত্রী
স্থাপিত হইয়াছিল । কর্ণ চিরজীবন ঐতিবেদী রাজত্ব বর্ণের সহিত
বিরোধে রত ছিলেন । সুতরাং অহুমান হইয়া, তিনি সন্ধির মর্যাদা রক্ষা
করিতে পারেন নাই । কর্ণদেবের যৌবনঐ-নামা অপর কত। জাত-
বর্ণা বিবাহ করিয়াছিলেন । চেনীপতি কর্ণ, রাষ্ট্রকূট মহম্মদেব,
পালবংশীয় ৩য় বিগ্রহপাল এবং বর্ষবংশীয় জাতবর্ণার সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক
বংশলতা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল । এই বংশলতা হইতেই ঐতিপন্ন
হইবে, কর্ণদেব, ৩য় বিগ্রহপাল এবং জাতবর্ণা সম সাময়িক ছিলেন ।

নিম্নলিখ্য জ্ঞানবিশিষ্ট বিকলরন গোবর্ডনভ মিত্রঃ

কুব্জ জ্ঞানিঃ সাজ্জিঃ বিত্তত বাস্ বাস্ সার্ব ভৌমজিঃ ।"

J. A. S. B. vol, x No 5 (new series) Page 127.

(১) "সহস্রাবিতরবজিতকর্ণঃ কৌশীং যৌবনজিঃসৌহৃদে ।

অশ্রীত হানবারাতিশয়ো বোদ্ধুং বাহুভয়ঃ ।"

১৯

টীকা—অজ্ঞান । "যৌ বিগ্রহপালো যৌবনজিঃ কর্ণত রাজঃ হুতরা সহ কৌশীমুহু-
বাস্ । সহস্রা বসেনাবিতো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রাহজিতঃ কর্ণোদাহনাবিপতি বেন ।
রক্ষিত এব পরন্ত রক্ষিতো ন উন্নতিঃ কপাল সন্ধি ব (ন) টনাৎ । হানবারো হান
সহুভয়ো দুনি কাকন করিতুরগাদিতির্মানাশ্রকারং হানং তত্ভাতিশয়ো প্রাহুৎ ন
চান্নাতোং বিজিতো বত অতএব বুবাহুভয়ো বর্ণাহুভয়ঃ ।"

চেন্দ্রপতি কর্ণদেবের পিতা গাজের দেবের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রেরণ হইতে ৭২৩ চেন্দ্রী সংবতে (১০৪১ খৃষ্টাব্দ) প্রেরিত কর্ণদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইরাছে ; আবার সম্প্রতি ডাক্তার হল্জ এলাহাবাদজেলার গোহাড়োয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত কর্ণদেবের একখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া Epigraphia Indica পত্রিকার একাদশ ভাগে উহা প্রকাশিত করিয়াছেন । তাহাতে লিখিত আছে, “শ্রীমৎ কর্ণ” প্রকাশে ব্যবহরণে সপ্তম সৎসরে কার্তিকমাসি সুরূপক কার্তিকে পৌর্ণ-মাত্যাং তিথৌ শুক্লদিনে” ইত্যাদি । ইহা হইতে ডাক্তার কিউ এই তাম্র-শাসনের তারিখ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহা কর্ণদেবের রাজ্যের সপ্তম বৎসরে অর্থাৎ ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত হইরাছিল (১) । সুতরাং ইহা হইতে প্রতাপর হর দে, কর্ণদেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইরা-ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবলপরাক্রান্ত কর্ণদেব পার ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (২) । তাহা হইলে কর্ণদেবের রাজত্বকাল ১০৪০ খৃঃ অব্দ হইতে ১১০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

সম্রাট নন্দী-বিরচিত রামচরিতে উক্ত হইরাছে, “তৃতীয় বিগ্রহ-পালদেব উপরত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ২য় মহীপালদেব পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কুর্জার্যরত (অনীতিকারন্তরত) হইরাছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে ও রামপালকে লৌহ নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । তখন ঠেকবর্তনায়ক দিব্য বা দিব্যোক মহীপালকে

(১) Epigraphia Indica vol. xv. Goharwa plates of Karna Deva.

(২) Introduction to Ramacarita—Edited by Mahamahopadhyaya Hara Prasad Sastri Page 11,

যুদ্ধে নিহত করিয়া জনক-সু (পালরাজগণের পিতৃভূমি বা বরেন্দ্র)
অধিকার করিয়াছিলেন (১) । শ্রীযুক্ত রাধাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন

দিব্যাক বোধ হয়, গোড় অধিকার করিয়া বঙ্গ,
দিব্য ও জাতবন্দী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবন্দী
তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন (২) । তৃতীয়

বিগ্রহ পালের পরলোক গমনের পর দ্বিতীয় মহাপালের অত্যাচারে
প্রদীড়িত বরেন্দ্রের প্রকৃতিপুঞ্জ দিব্যের সহায়তার পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত
করিতে সমর্থ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দিব্য কোনও সময়ে বঙ্গ
আক্রমণ করিয়াছিল কি না তাহার প্রমাণ নাই । পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত
হইলেও অঙ্গদেশ সম্ভবতঃ এই সময়ে মহন দেবের শাসনাধীনে ছিল ।
সুতরাং জাতবন্দী কোন সুযোগে যে অঙ্গদেশে শ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন
তাহা বলা যায় না । জাত বন্দীর সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের সম্পর্ক
ছিল । সুতরাং তিনি যে পালরাজগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অঙ্গদেশ
হস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না । জাত
বন্দী পাল সাম্রাজ্যের হ্রস্বতার সময়ে দিব্যের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন
কি না, তাহারও কোন প্রমাণ নাই । সুতরাং জাতবন্দী কোন সময়ে যে
দিব্যের সহিত বল পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং অঙ্গদেশে
তদীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা শক্ত ।

বেলাব-লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, জাতবন্দী গোবর্দ্ধনকে
পরাজিত করিয়াছিলেন । জাতবন্দী কর্তৃক পরাজিত এই গোবর্দ্ধন কে ?
রামচরিতে ঘোরপবর্দ্ধন নামক জনৈক কোশাবী-অধিপতির নাম

(১) রামচরিত ১৯।১৯, ৩১—৩২ ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাধাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৪৯ পৃষ্ঠা ।

আছে (১) । শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন,
 গোবর্দ্ধন ও লিপিকর প্রমাদে শ্রীগোবর্দ্ধন স্থানে ষোড়শবর্দ্ধন
 লিখিত হইয়াছে, এবং এই গোবর্দ্ধনই জাতবর্ণা
 জাত বর্ণা । কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন । জাত বর্ণা কর্তৃক
 পরাজিত কামরূপাধিপতির নাম জানা যায় নাই ।

জাতবর্ণার মৃত্যুর পরে সামলবর্ণা পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া
 ছিলেন । বেলাব-তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, “জগতে প্রথম
 মঙ্গল-নামধারী জাতবর্ণা-নন্দন সামলবর্ণা বীরত্বের গর্ভে জন্ম
 গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি কর্ণ দেবের দৌহিত্র । সামলবর্ণা অধিল
 রাজ্যে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া বেলাব লিপিতে উক্ত হইয়াছে ।
 তাম্র শাসনের ১০ম ও ১১শ শ্লোকে সামলবর্ণার খণ্ডর কুলের
 পরিচয় রহিয়াছে (২) । প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু,
 মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া
 বলিতে চাহেন যে, “১০ম শ্লোকে যে উদয়ীর নাম রহিয়াছে, তিনি
 ধারের পরমার রাজবংশের উদয়াদিত্য এবং ১১শ শ্লোকে যে জগদ্বিজয়
 মল্লের উল্লেখ আছে তিনি উদয়াদিত্য দেবের তৃতীয় পুত্র জগদেব ।
 উদয়াদিত্যের নাগপুর প্রাপ্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ইনি
 দালাধিপতি কর্ণ দেবের কবল হইতে মালব রাজ্য মুক্ত করিয়াছিলেন ।
 স্মৃতরাং কর্ণদেব এবং উদয়াদিত্য যে সমসাময়িক তদ্বিবরে কোনও

(১) “বর্দ্ধন ইতি কোশাখী পতিষোড়শবর্দ্ধনঃ । রামচরিত, ২১৩ টীকা ।

(২) “তথো বরী বৃহদ্রজঃ প্রভূত এতাপ বীরেবশি সঙ্গয়েব ।

বশক্রহা (স) এতি বিধিতং যমেকং যুৎ সন্মুখ নীকতেম ।

তস্য মাল্যদেবাসৌ কস্তা ত্রৈলোকা হৃদয়ী ।

জগদ্বিজয় মল্লস্ত বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ।”

সন্দেহ নাই। জগদ্দেবের নাম কোনও খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়
সামল বর্ণা।

জগদ্দেব গুজরাটের চালুকা বংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ
জয় সিংহের সেনাপতি ছিলেন। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে উদয়াদিত্য-
নন্দন জগদ্দেবের অপূর্ণ আখ্যায়িকা বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।
মেরুতুঙ্গ ইহাকে ধারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক
শিলালিপি ও তাম্র শাসন দ্বারা ইহা সমর্থিত হয় না। নব প্রকাশিত মালব
ইতিহাস (১) পাঠে জানা যায় যে, মালবরাজ উদয়াদিত্যের তিনপত্র
প্রথম লক্ষণদেব, দ্বিতীয় নরবর্মা, তৃতীয় জগদ্দেব। উদয়াদিত্যের মৃত্যুর পর
প্রথমে লক্ষণ এবং পরে নরবর্মা, পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,
জগদ্দেব কখনও রাজা হন নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভাটদিগের
গ্রন্থে লিখিত আছে :—

“সম্বৎগারসৌ একাবন চৈত্র শ্রুদী রববার।

জগদেব সীস সমাপয়ে ধারানগর পর্বর ॥”

অর্থাৎ ১১৫১ বিক্রম সংবতে (১০৯৪ খৃঃ অব্দে) চৈত্র শুক্লাক্ষে
রবিবার ধারা নগরের পরমার জগদ্দেব কালীদেবীকে মাথা দিয়াছিলেন *
শ্রীযুক্ত রাধাগ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, “বেলাব তাম্রশাসনের
১০ম শ্লোকটি দেখিলে বোধ হয় ৯ম এবং ১০ম শ্লোকের মধ্যে এক
বা ততোধিক শ্লোক লেখকের অনবধানতার জন্য বাদ পড়িয়া গিয়াছে।
জগদ্বিজয় মল্ল শব্দটি নাম না হইয়া মনভু বা কামের বিশেষণ হইলেও
হইতে পারে। জগদ্বিজয় মল্ল যদি কাচারও নামই হয় তাহা হইলেও
জগদ্দেব নামের সহিত ইহার এমন কি বিশেষ সাদৃশ্য আছে ?
জগদ্দেব অপেক্ষা জগদেক মল্লের সহিত জগদ্বিজয় মল্লের অধিকতর

সাদৃশ্য আছে। কল্যাণের চালুকা বংশের দ্বিতীয় জগদেক মল্ল শত্ৰুবাটের সিদ্ধরাজ জয় সিংহের সমসাময়িক* (*)। একমাত্র বেলাব লিপির সাহায্যে সামল বর্ম্মার অন্তর-বংশ ঐতিহ্য নিশী হয় না। নূতন আবিষ্কার না হইলে এই বিষয়ের মামাংসা ঠটবে না।

বেলাব তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার বহুপক্ষে পাচাবিগ্রামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্ত বাবিন্দ্র মহাশয়, তদীয় বংশের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড) নামক সামল বর্ম্মা ও গ্রাণ্ডে বহু কল্যাণ মন্তন করিয়া শ্যামল বর্ম্মা শ্যামল বর্ম্মা । নামক চন্দ্রবংশীয় বঙ্গাবধের বিবরণ লিপিবদ্ধ ব্যয়্যাচিত্রিত । এই গ্রন্থে সামল বর্ম্মার বৈষ্ণব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পাঠ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা যেন।

(১) “বিশেষঃ কুণ্ডেহ জনি নৃপতি ত্রিবিক্রমঃ স্ববিক্রমঃ প্রতিহতবোব বিক্রমঃ ।

ত্রিবিক্রমঃ স্ববিনতয়েব লোলযানুঃ পদাংস পাদবিন্দোঃ ত্র্যম্বকঃ ।

নাম্না বিজয় সেনঃ স চন্দ্রমাংসঃ চন্দনঃ ।

ক্ষুরম্বয় গুণোপেতঃ তেজোগাণ্ড দিগন্তরং ।

রাজাভূৎ মোহপি ভূপেন্দ্রো দেবেন্দ্রঃ সদৃশঃ শুভা ।

প্রজাঃ সংপালয়ন্ গমাক্ শশিস পূর্বাধীঃ মুদা ॥

মহিষামথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ ।

মল্ল শ্যামল বর্ম্মানৌ জনয়া মাস নন্দনৌ ।

মল্লো মল্ল সহস্র সমিত্য বলন্তীঃ প্রতাপোজ্জ্বলঃ পুণাক্ষমলঃ স্বকীর্ত্তি ববঃ ।

সংকীৰ্ত্তি সম্মুখলঃ ।

দুরোৎকৃষ্টবলঃ কুপাদুত্তরলঃ শাস্তঃ প্রজা পেশলঃ শব্দৈরিদল ক্ষুরম্বুজবলঃ

সাক্ষাদিবাণ্ডলঃ ।

তঃ সমাক্ষাঃ প্রজঃ ভূপমভিষিক্তঃ পিতুঃ পদে ।

শ্রীমান শ্যামল বর্ম্মা স দিগ্জয় মনোদধে ।

অগণ্য সৈন্ত সমিতো মহামাতো মহীপতিঃ ।

পর্ধ্যটন বহুশো দেশান জিতবানবনীপতান ।

নানা দেশ বিদেশ বাস নিরতান্ লীলা বিশেষাধিতান্ জিত্বা তীত্র পরাক্রমেণ

পৃথিবী পালান্ প্রতাপাধিতান্ ।

দেশেশেষেণ ত্বেণোত্তরে নিরুপমে বাসভিলাবাদসৌ গৌড়ান্তর্গত কান্ত

বিক্রম পুরোপান্তে পুরীঃ নির্মমে ।

বৈদিক কুলমঞ্জরী—রামদেব বিদ্যাভূষণ ।

'চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই ত্রিবিক্রম নিজ বিক্রমে শত্রু বিক্রম বিদলিত করিয়াছিলেন এবং ত্রিবিক্রম যেমন স্বীয় প্রণয়িনী (লক্ষ্মী) কর্তৃক পরিশোভিত হন, ইনিও সেইরূপ স্বীয় সর্বাঙ্গ সুন্দর রাজলক্ষ্মী দ্বারা বিরাজমান ছিলেন। ইনি বিজয় সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে এই পুত্রের ভেজঃ প্রভাবে সর্বাঙ্গিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই দেবেন্দ্র-প্রতিম ভূপেন্দ্র বিজয় সেন বখা-কালে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের মনোরঞ্জন পূর্বক ক্রীত মনে পৃথিবী মণ্ডল সম্যকরূপে সুশাসিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা বিজয়সেন তাহার মালতী নামী গুণবতী মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্রামল নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে মল্ল অত্যন্ত প্রতাপ শালী ছিলেন। ইনি সচস্র সহস্র সেনের বল ধারণ করিতেন। ইহার প্রভাবে শত্রুগণ দূরে পলায়ন করিত। ইনি পুণ্যবলে পাপরাশি বিদূরিত করিয়া সাতিশর কীর্তিশালী, কৃপালু, প্রজাবৎসল ও শান্ত প্রকৃতি হইয়াছিলেন। ইহার ভুজ বলের নিকট বৈরীদল সর্বদাই পরাভব স্বীকার করিত। ইনি অচিরকাল মধ্যেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের স্তার মহেশ্বরীশালী হইয়াছিলেন।

“ক্রীমান শ্রামল বর্ধা অগ্রজ মল্ল বর্ধাকে পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া বরং দ্বিবিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। যোগাভ্যাস মহীপতি শ্রামল বর্ধা অগণিত সৈন্ত সমভিব্যাহারে বহুদেশ পর্যটন করিয়া নরপতি দিগকে পরাজিত করিলেন। দেশ বিদেশ বাসী বহু সংখ্যক প্রবল প্রতাপাধিত নরপতিবৃন্দ তাহার তীত্র পরাক্রমে পরাভূত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাপ্ত হইয়া গৌড়ান্তর্গত রবণীর বিক্রমপুরের উপাভ্যাসে স্বীয় বাসার্থ এক পুরী নির্মাণ করিলেন।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

[২] 'আসীদ্ব সৌড়ে মহারাজঃ শ্রাবলো ধর্মভৎগরঃ ।

প্রচণ্ডা শেষ ভুগালৈ রচিত স মহীপতিঃ ।

বেদ গ্রহ গ্রহমিতে স বভূব রাজা গোড়ে বরং নিজ বনেঃ পরিত্যক্ত শত্রুং ।

শ্রাঘ্নাত্যতিমদান্ বিজিতান্তরাষ্ট্রা শাকে পুনঃ শুভ তিথৌ বিজয়সা নৃমুঃ ।

তস্মৈ দদৌ মৃত্যং ভদ্রাং কাশীরাজো মহাবলঃ ।

গজাথ রথ রত্নাদৌরাজ্যৈ রপি পুরস্কৃতঃ ॥”

পাশ্চাত্য বৈদিক কুল পঞ্জিকা ।

“গোড় দেশে শ্রামল নামে এক ধর্মপরাধ মহারাজ ছিলেন । সেই মহাপাল বহু প্রচণ্ড নৃপতি কর্তৃক অর্জিত হইয়াছিলেন । তিনি শূর বংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতি প্রভাব শালীও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন । নিজ বাহু বলে শত্রুগণকে পরাস্তব করিয়া ৯৯৯ শকাব্দে শুভ তিথিতে রাজ্য হইয়াছিলেন । কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি ও বিবর বৈভবাধি পুরস্কার সহ নিজ ভদ্রা নামী কস্তা তাহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন ।”

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ২য় খণ্ড—দ্বিতীয়ঃ, ১৮ পৃষ্ঠা) ।

[৩] “গজার পূর্বে ভাগক মেঘনা নদ্যাশ্চ পশ্চিমং ।

উত্তরান্নবণাক্ষেপ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণং ॥

করদং রাজ্য মাসাদ্য শ্রামলাখোঃপাশাসিরং ।

সেন বংশীয় ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম ভাক্ ॥”

সামন্ত সারের বৈদিক কুলার্ণব ।

‘গজার পূর্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণ সমুদ্রের উত্তরে এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম শীল শ্রামল বর্ষা সেন বংশীয় নৃপতি গণের আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন ।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয়ঃ—১৯ পৃষ্ঠা)

[৪] “ত্রিবিক্রম মহারাজ সেন বংশ সমুদ্ভবঃ ।

আসীং পরম ধর্মজ্ঞঃ কাশীপুর সমীপতঃ ।

স্বর্ণ রেখা নদীবত্র স্বর্ণ বস্ত্র মদী শুভা ।

স্বর্গদ্বা সলিলৈঃ পূতা সন্তোক জন তারিণী ।

অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিরাং ।

আশ্রয় জনসামাস নারী বিজয় সেনকং ।

আসীং স এব রাজা চ তত্র পূর্বাং মহামতিঃ ।

পত্নী তত্র বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্র সমদ্ব্যতিঃ ।

দ্বিমাং তস্তাংহি পুত্রৌ ধৌ মল্ল শ্রামল বর্ধকৌ ।

স এব জনন্যামাস কোণী রক্ষ করা বুঝে ॥

মল্ল স্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্রামলোহত্র সমাগতঃ ।

জেতুং শত্রু গগান্ সর্বান্ গোড়দেশ নিবাসিনঃ ॥

বিজিত্য রিপু শার্দূলং বঙ্গদেশে নিবাসিনং ।

রাজাসৌ পরম ধর্মজ্ঞো নাম্না শ্রামল বর্ধকঃ ॥

জিহ্মা সর্ব মহীপতিঃ ভূজ বলৈঃ পঞ্চাস্ত তুলোবলৌ শ্রীমধিক্রম পুর নাম নগরে

রাজা ভবশ্রিত্তিতং ।

ভূপালেন্দ্র কুলাবতার কলিতঃ কোণী সরঃপঞ্চজঃ সোঃয়ঃ বঙ্গ শিবোমণিঃ

ক্ষিত্তি তলে ব্যালেন্দ্র কৌর্তি পরঃ ॥

ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী (প্রথম সংস্করণ)

“মহারাজ ধর্মজ্ঞ জিবিক্রম কাশীপুরী সমীপে বাস করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নিকট দিয়া প্রসন্ন সলিলা স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদী গঙ্গা সলিল সংসর্গে পবিত্র হইয়া সাধুজন গণের উদ্ধারের উপায় হইয়াছিল। মহীপাল জিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাহার মতিযী মালতী গর্ভে বঙ্গ : সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয় সেনই সেই পুত্রের রাজা হন। বিজয় সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। বিলোলা পুর্ণচন্দ্রের স্ত্রী শোভা শালীনী ছিলেন। এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয় সেন দুইটা পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্র ভয়েষ মধো একজনের নাম মল্লবর্ধা এবং অপর জনের নাম শ্রামল বর্ধা। মল্লবর্ধা ও শ্রামলবর্ধা ইহারা উভয়েই রাজা রক্ষাধর্মক। মল্লবর্ধা পৈতৃক রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। শ্রামল বর্ধা গোড়দেশ বাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া কতি ধর্মজ্ঞ শ্রামলবর্ধা রাজা হইয়াছিলেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড—১৪ পৃষ্ঠা)

এতদ্ব্যতীত সিদ্ধাস্ত বারিধি মহাশয় অপর একখানি অজ্ঞাত নাম বৈদিক কুল পঞ্জিকার শ্রামল বর্ধার তাম্রশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত আছে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত

অপর বৈদিক কুল পাণ্ডিকায় শ্যামল বন্দ্যর তাত্ত্বশাসনের অতুলিপি বেক্রপ গৃহীত হইয়াছে, আমরা নম্র তাহাই উদ্ধৃত করলাম ।”

“তত্র তাত্ত্বশাসনং যথা:—

“ইহ খলু বিক্রমপুত্র নিবাসি কটক পতে: শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্বক্কাবরাং স্বস্তি সমস্ত
সুপ্রশস্তা পতে সমস্ত বিরাজ মানাংগপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি বর্ধ বংশ কুল
কমল প্রকাশ ভাস্কর মোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্র পঙ্কর পরমেশ্বর
পরম ভট্টারক পরম দৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভ শকর গোড়েশ্বর শ্যামল বন্দ্যদেব
পাদবিজয়িন: সন্মুগতাপেয বাজন্তক রাজা রাণক রাজপুত্র বাক্যমাত্য মহা ধাঙ্গিক মহা
সাক্ষি বিগ্রহিক পৌরপতিক দত্ত নায়ক বিধয়ি প্রভূতীন্যাংচ রাজপাদোপ জীবিনোহ-
ধ্যক্ষ শ্রবরান্ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ বখাইং
সমাজ্য পরতি বিধিত মন্ত্র ভবতাং বঙ্গবিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তান্তে পূর্বে নাগর কুণ্ডা
দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লক্ষ্যচূড়া উত্তরে কুলকুঠ চতু:সীমা বিচ্ছিন্ন পাঠকজয়া ভূমি: সমল
হুলাসখিল নানা সাকলাপুলা সগুণক নারিকেলাদি নানাবিধফলা মহা ভূপেন ঘটতা
আচন্দ্রার্ক ক্রিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দ ভোগেনোপভোক্তুং স্বখেদায় স্বখেদান্তর্গতান্নারয় শাঠ্যৈক
দেশ ধায়িনে শুনক গোত্রায় শ্রীযশোধর দেব শস্ত্রণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরি শকুন
প্রপাতি যজ্ঞ বিধৌ ভূমিচ্ছিন্নস্থায়েন তাত্ত্বশাসনৌক্য প্রদত্তাস্মাভি: । যদেতচ্চি দেয়া ভূমি
দ্বিংশোত্তরমতা তাদৃশ হরণে নরকপতনভয়ং ধর্মং গৌরবাং । ধর্মার্থ সংরিষ্টা: ।

ভূমিং য: প্রতি গৃহ্নাতি বশ ভূমিং প্রযচ্ছতি ।

তাবুভৌ পুণ্য কর্ণাপৌ নিয়তো বর্গ গামিনৌ ॥

বহুভিবহুবা দত্তা রাজভি: সগরাদিভি: ।

যস্য যস্য যদা ভূমি শুস্য তস্য তদা কলং ॥

স্ববস্ত্রাং পরদস্ত্রাং বা যৌ হরেচ বহুস্ত্রাং ।

স বিষ্ঠার্য কুনি হু'ত। পচ্যাতে পিতৃভি: সহ ॥

ময়া দত্তারিমাং ভূমিং য: করোতি হি পালনং ।

তস্য দানস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥

তস্য হেয়া ন কর্তব্য। শ্রোত্রিয়াণাং কথকন ।

বদীচ্ছসি মহারাজ শাশতীং গতিমান্বনঃ ।

ভূমি দানস্য তু কলং বৈকুণ্ঠ গতি রক্ষয় ।

উপরোক্ত প্রমাণাবলির সাহায্যে বঙ্গজ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রামল বর্মা বঙ্গাল সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিজয় সেনের দ্বিতীয় পুত্র । হেমন্ত সেনের অপর নাম ত্রিবিক্রম এবং শ্রামল বর্মা সেনরাজগণের করদ ভূপতি ছিলেন । বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রামল বর্মা সেনবংশ-সমুদ্ভূত নহেন; তাঁহার পিতার নাম বিজয় সেন, এবং তাহার মাতার নাম মালতী বা বিলোলা নহে । বঙ্গজ মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত অধিকাংশ কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রামলাবর্ম্মা বারাগসী বা কান্তকূজ রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে শ্রামল বর্ম্মার প্রধান মঠবীর নাম মালব্য দেবী । প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া পরবর্ত্তীকালে রচিত কুলশাস্ত্রের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে । সুতরাং বলিতে হয় যে শ্রামলবর্ম্মা সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রে বাহ্য কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার মূল্য অতি অল্প । বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে বঙ্গজ মহাশয় টালা মিবাসী ৬/গুরুচরণ বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে একখানি তাল পত্রে লিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন । ইহাও ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জিকা । এই গ্রন্থে শ্রামল বর্ম্মার যে পরিচয় আছে, তাহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত শ্রামল বর্ম্মার পরিচয়ের সহিত একত্র স্থাপন করাই সম্ভব । উহাতে লিখিত আছে :—

(৫) “ত্রিবিক্রম মহারাজ শূর বংশ সমুদ্ভবঃ ।

আসীং পরমবর্ধজো যেনে কান্তি সমীপতঃ ।

বর্ণরেখা পুরীষজ বর্ণ বস্ত্রময়ী শুভা ।

বর্ণজা সলিলৈঃ পুতা বল্লোক জন ভোবিশী ।

অগ্নৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ ত্রিরাং ।
 আশ্বজং জনরামাস নান্না কণক সেনকং ।
 আসৌৎ সএব রাজা চ তত্র পূর্বাং মহামতিঃ ।
 কস্তা তস্ত বিলোলাচ পূর্ণচন্দ্র সমদ্ব্যতিঃ ।
 ত্রিরাং তস্তাং হি যৌ পুত্রৌ মল্ল শ্রামল বর্ষ কো ।
 স এব জনরা মাস কৌণ্ডী রক্ষক বা বৃত্তৌ ।
 ক্ষেত্রে শত্রু রিপু শার্দূলং বজ্রদেশ নিবাসিনঃ ।
 বিজিত রিপু শার্দূলং বজ্রদেশ নিবাসিনঃ ।
 রাজাসৌৎ পরম ধর্মজ্ঞো নান্না শ্রামল বর্ষক ।
 জিহ্বা সর্ব্ব মহীপতিং ভূজবলৈঃ পকাস্য তুল্যাবলী ।
 ঐমদিক্রমপুর নাম নগরে রাজা ভবনিস্থিতং ।

ঐশ্বর বৈদিক কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।

এই শোবোক্ত উভয় পুঁথিই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ
 বসু কর্তৃক “আবিষ্কৃত” এবং তৎকর্তৃক প্রকাশিত । এই উভয় পুঁথি
 “তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার
 দ্বিতীয় পুঁথিতে “কাশীপুর” স্থানে “দেশে কাশী” “স্বর্ণরেখা নদী”
 স্থানে “স্বর্ণরেখা পুরী” “বিজয় সেনকং” স্থানে “কর্ণ সেনকং” “পত্নী
 তস্ত বিলোলা” স্থানে “কস্তা তস্ত বিলোলা,” “ত্রিরাং” স্থানে “শ্রিরাং”
 পরিবর্তিত হইয়াছে” (১) । “আটবৎসর পূর্বে বঙ্গীর পাঠকবর্গ বহুজ
 মহাশয়ের নিকটই শুনিয়া ছিলেন যে সেন বংশীয় মহারাজ ত্রিবিজয়ের
 পত্নী মালতীর গর্ভে বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বিজয়
 সেনের বিলোলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মল্লবর্ষা ও শ্রামলবর্ষা নামে দুইপুত্র
 জন্মিয়াছিল । “শ্রামলবর্ষা গোড় দেশবাসী” শত্রুগণকে জয় করিবার
 জন্য এখানে সমাগত হন । আট বৎসর পরে বেলাব তান্ত্রিশান

আবিষ্কৃত হইলে যখন স্পষ্ট প্রমাণিত হইলে যে কুলশাস্ত্রোক্ত শ্রামলবংশীয় পরিচয় সর্বৈব মিথ্যা, তখন বসুজ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথির বিবরণ মুদ্রিত হইল । বেলাব তাত্ত্বশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে শ্রামলবংশীয় মাতার নাম বীরশ্রী; তিনি বিশ্ববিজয়ী চন্দ্ররাজ কর্ণের কন্যা ও গাঙ্গেয় দেবের পৌত্রী । বসুজ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, শূরবংশীয় মহারাজ ত্রিবিক্রম মালতী নাম্না পত্নীর গর্ভে কর্ণসেন নামক একপুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । কর্ণের বিলোলা নাম্না এক কন্যা ছিল, এই কন্যার গর্ভে মল্ল ও শ্রামল নামক দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে । বসুজ মহাশয় যদি বেলাব তাত্ত্বশাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে এই নূতন পুঁথির আবিষ্কার বার্তা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ চিন্তে তাহা গ্রহণ করিতাম । কিন্তু বেলাব তাত্ত্বশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে এই নূতন আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না । বেলাব তাত্ত্বশাসনে শ্রামল বংশীয় মাতামহ চন্দ্ররাজ কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাত্ত্বশাসন আবিষ্কারের পরে ঐশ্বর্য বৈদিক রূত দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কার হওয়ায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কোন দৃষ্টবুদ্ধি, অর্থলুপ্ত ব্যক্তি ঐশ্বর্য বৈদিকের প্রথম পুঁথি “সংস্কার” করিয়া উদারচেতা, সরল বিশ্বাসী, দয়ালু হৃদয় বসুজ মহাশয়কে প্রতারিত করিয়াছে” * ।

বর্তমান অবস্থায় দুইটি মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে + :—(১) কুলশাস্ত্রের শ্রামল বর্ণা ও যাদব বংশের জাত বর্ণার পুত্র সামলবর্ণা এক ব্যক্তি নহেন ; (২) শ্রামল বর্ণা ও সামল বর্ণা একই ব্যক্তি ।

* প্রবাসী ১৩২০—১০৪ পৃষ্ঠা ।

† প্রবাসী ১৩২০ ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ৪৫৩ পৃষ্ঠা ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কুলশাস্ত্রের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কারণ, কুলশাস্ত্রের লিখিত শ্রামল বর্মার পরিচয়ের সহিত বেলাব-তাম্রশাসনোক্ত সামল বর্মার বংশপরিচয় ঐক্য হয় না।

সামলবর্মা বা শ্রামলবর্মা নামে যে একজন নৃপতি বিক্রমপুরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হস্তত তাঁহার সময়েই বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটিয়াছিল এবং তিনি তাঁহাদিগকে সম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে কুলাচার্যগণ প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই কুলশাস্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন এবং সেইজন্য বহু আবর্জনা ইহাতে লক্ষ-প্রবিষ্ট হইয়াছে। বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন, “যে সময়ে কৈবর্ত নামকের হস্ত হইতে গোড়েশ্বর রামপাল হিন্দু ধর্ম্মাম্বরাগী রাজন্যবর্গের আমুক্যে বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া মহোৎসবে ব্যাপ্ত ছিলেন, তৎকালে রাঢ়দেশে শ্রামল বর্মার অভিব্যেক উৎসব উপলক্ষেও ব্রাহ্মণ-গৌরব-প্রতিষ্ঠার হুচনা হইতেছিল। যাদব, কর্ণাট ও মালব বীরগণ সকলেই প্রায় বৈদিক ধর্ম্মাম্বরাগী ছিলেন, তাঁহাদিগের উৎসাহে নানাস্থান হইতে বেদবিদ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাঢ়াধিপতির সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের রাজলক্ষ্মী বেশীদিন সামল বর্মার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। সামলের ঋগুর-কুল-পালিত মালব ও মাতামহ-পুট কর্ণাটসেনা রাঢ় ভূমি পরিত্যাগ করিবার পর সেন বংশ প্রবল হইয়া তাঁহাকে রাঢ় দেশ হইতে সম্ভবতঃ বিতাড়িত করেন এবং পূর্ব বঙ্গে সেন বংশের করদরূপে কিছুকাল আধিপত্য করিতে থাকেন” *। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় উক্তিই বসুজ

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজত্ব কাণ্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা।

মহাশয়ের করুণা-প্রসূত ; ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের অনেক কুল-গ্রন্থেই লিখিত আছে, বজ্রাধিপ শ্রামল বর্ষ্মাই পাশ্চাত্য-বৈদিকানয়নের কারণ। রাজ প্রাসাদোপরি গৃহপাত-জনিত অনিষ্ট দূর করিবার জন্তই নাকি শ্রামল বর্ষ্মা শাকুন সত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। “তৎকালে বঙ্গদেশবাসী সম্মানিত রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিরখিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈদিক কুলমঞ্জরী, সষক-তত্ত্বার্ণব, সামন্ত-চূড়ামণি-রচিত শ্রামল-চরিত, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী, রামভদ্রের বৈদিক-কুল-দীপিকা প্রভৃতি সমুদয় বৈদিক কুলগ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে যে, তৎকালে বঙ্গদেশে (রাষ্ট্রীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যে) আর সাংখ্যিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না ;

শ্রামল বর্ষ্মাও স্ততরাং শাকুনসত্ররূপ বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন বৈদিক ব্রাহ্মণ। করিবার জন্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হইয়া-ছিল” (১)। রাষ্ট্রী-বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থের স্থায়

বৈদিক-কুলশাস্ত্র গুলিও যে অসংবদ্ধ ও অনৈক্য দোষে দূষিত তাহা ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও স্বীকার করিয়াছেন (২)। তিনি বলেন, “বৈদিক কুলপঞ্জিকা ও বৈদিক কুলপঞ্জীর মতে শুনক যশোধরের সঙ্গে অপর চারি গোত্রও আসিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক কুলদীপিকা, বৈদিক কুলপঞ্জী ও সষক তত্ত্বার্ণবকার একথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে শুনক বা শৌনক গোত্রজ যশোধরই রাজা শ্রামল বর্ষ্মার শাকুন সত্র যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অপর চারি গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [ব্রাহ্মণ; কাণ্ড, দ্বিতীয়ঃ ৩৮, ৩৯ পৃষ্ঠা]।

(২) ঐ ৬৮৮, ৭, ৩৮-৪৮ পৃষ্ঠা।



মুম্বাইয়ে প্রাপ্ত নটরাজ গণেশ।

কমলা প্রেদ, বাসবাজার, কলিকাতা।

সে সময়ে আগমন করেন নাই। সম্বন্ধ তদ্বর্ণনাকার মহাদেব শাণ্ডিল্যের মতে, বৈবাহিক আদান প্রদানের সুবিধা করিবার জন্ত যশোধর ১০০২ শকে বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই চারি গোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া রাজ-সম্মানিত করিয়াছিলেন। বৈদিক-কুলদীপিকাকার রামভদ্র বলেন যে, শাকুন সত্র সম্পন্ন করিয়া যশোধর স্বদেশে গমন করেন, কিন্তু গোড়াগমন হেতু তথায় কেহ তাঁহাকে আদর করেন নাই, তাই ব্রাহ্মণ-প্রবর আর চারিজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিজ অমুজকে লইয়া বঙ্গে আগমন করিলেন। আবার ঈশ্বর বৈদিক কুলপঞ্জীতে লিখিয়াছেন, কালক্রমে শাকুন সত্র সম্পাদক ব্রাহ্মণ প্রবর যশোধর মিশ্রের বহু পুত্র কন্তা জন্মিল। তখন এখানে উপযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলনা, কাজেই তিনি পুত্র কন্তার বিবাহের জন্ত চিস্তিত হইলেন ও অবশেষে পুনরায় কনোজে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার কথায় রাজা শ্রামল বর্ষা চারিগোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে পুত্রাদি সহ আনাইয়া গ্রাম দান করিয়া তাহাতে বাস করাইলেন”। (১)। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের যে পঞ্চ জন বঙ্গে আগমন করেন, বিভিন্ন কুল গ্রন্থে তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নাম ও পিতৃ নামের ও পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্তা, হরিবর্ষ দেবের তাত্ত্বশাসন এবং ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রামল বর্ষার সময়ে বঙ্গে সাম্বিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিলনা; স্ততরাং শ্রামল বর্ষা কর্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজনাভাব উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যখন কুলগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,

তখন তাঁহাদিগের এইমাত্র স্মরণ ছিল যে, তাঁহারা কর্ণাবতী (১) হইতে শ্রামল বর্ষা নামক কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে যে সত্য নিহিত আছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ বেলাব তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই প্রবাদ স্মৃদুত সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠাপিত, কিন্তু কুলশাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ গুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

অধিকাংশ বৈদিক কুল গ্রন্থেই “শাকেন্দ্রশূত্রধবিদ্যোশকান্দে” বা “সোমশূত্রাধ্বরেন্দ্রমে” অর্থাৎ ১০০১ শকে যশোধরের বঙ্গাগমন স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর বৈদিকের বৈদিক কুলপঞ্জীতে “শাকেবেদ রসেন্দ্রচন্দ্র গণিতে” বা ১১৬৪ শকাদে শ্রামল বর্ষা কনোজ স্থিত ব্রাহ্মণ-দিগকে এদেশে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রামল বর্ষার সময়ে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলে এবং শ্রামল বর্ষাও সামলবর্ষা অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইলে ১০০১ শকাদে বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমন অসম্ভব হইবে না।

(১) পান্চাত্য বৈদিক গণের প্রায় সমুদয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, কর্ণাবতী সমাজ হইতেই তাঁহাদের পূর্ব পুরুষগণ এদেশে আগমন করেন। এই কর্ণাবতী সমাজ বারাণসীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া মহাদেব শান্তিল্যের সম্বন্ধ তদ্বর্ণাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সামলবর্ষার মাতামহ দেবীপতি কর্ণদেবের জন্মলপূর তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—

“কমক সি (শি) ধরবেজদৈজয়ন্তী সমীর রূপীতগ ন খেলৎ খেচরী চক্রথে (সঃ)।

কিমপরমিহ কাস্যাং (শ্রাং) ব (স্য) ছকাকি বাটীবল [যব] হল [কীর্তে]

কীর্তনং কর্ণসেরঃ ॥

অগ্রাংখাম শ্রে (শ্রে) রসো বেদ বিদ্যাবল্লীকংনঃযঃ প্রবত্তাঃ কিরীটং।

ব্রহ্মতত্তো যেন কর্ণাবতীতি প্রত্য [ঠাপি] স্মাতল ব্রহ্মলো (কঃ)।”

Epi Indica vol II, P. 4.

কর্ণদেব প্রতিষ্ঠিত এই কর্ণাবতী সমাজ হইতে সামল বর্ষার শাসন সময়ে বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন ঐতিহাসিক বলিয়াই বোধ হয়।



মন্সাগঞ্জে প্রাপ্ত টিচ্চিষ্ট গণেশ

শ্রামল বর্ষার পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র ভোজবর্ষা বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়া ছিলেন। ভোজবর্ষা তাঁহার ৫ম রাজ্যকে পোণ্ড বর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তন মণ্ডলে কোশাধী অষ্টগচ্ছ মণ্ডল সংবদ্ধ উল্লিকা বা উপালিকা গ্রাম, সাবল্ল-ভোজবর্ষা । গোত্রোৎপন্ন, ভৃগু-চ্যবন-আপ্সবান-ঔর্ব-জমদগ্নি-প্রবর, বাজসনেয় চরগোত্র ক্রিয়া কলাপের অমুষ্ঠাতা, যজুর্কৈদের কণ্ণশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর-রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শাস্ত্যাগারাদিকৃত শ্রীরাম দেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন (১) ।

রাম চরিত হইতে জানা যায় যে, বর্ষবংশীয় পূর্বদেশের জনৈক রাজা নিজের পরিভ্রাণের জন্ত নিজের হস্তীও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন (২) । এই বর্ষবংশীয় নরপতি কে ? নবম শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপে বর্ষরাজগণের শাসন লোপ পাইয়াছিল । একাদশ শতাব্দীতে রামপালের সমসাময়িক রূপে কামরূপে আমরা পাল নরপতিগণকে সমাসীন দেখিতে পাই । সুতরাং প্রাদেশীয় বর্ষরাজা কামরূপের কোন রাজা হইতে পারেন না । ত্রিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, “যেখানে সামল বর্ষা গোড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে “রামপাল”

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal (new series)

Vol X. P. 128-129.

(২) “নরপরিভ্রাণ নিমিত্তং পহ্যাবঃ প্রাপ্তদিশীয়েন ।

বর বারগেন চ নিজ-সাম্পন-দানেন বর্ষণা রাধে” ।

নামে পরিচিত হইয়াছে (১)। স্মৃতরাং তাঁহার মতে রামপালের অর্চনা-কারী এই প্রাদেশীয় বর্ষ রাজা ভোজবর্ষার পিতা সামলবর্ষা। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “ভোজবর্ষা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন” (২)।

বর্ষবংশীয় নরপতি কর্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম,—রামপাল কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয়,—সেন বংশীয় বিজয় সেন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার।

বেলাব তাম্রশাসনে লিখিত আছে :—

“হাধিকষ্ট মবীর মদ্য ভুবনং ভূয়োহপি কিং রক্ষসা

যুৎপাতোরমু (প) স্থিতোন্ত কুশলী শঙ্কাবলঙ্কাধিপঃ”।

“হা ধিক্, কষ্টের বিষয়, ভুবন অথু বীরশূন্ত হইয়াছে, আবার কি রাক্ষসদের এই উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে! এই শঙ্কার সময়ে অলঙ্কাধিপ (রাম) জয়যুক্ত হউন” (৩)। শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন (৪)। রামচরিতের একটি শ্লোকে প্রাদেশীয় এক বর্ষ-রাজা যে রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর নানা উপঢৌকন দিয়া রামপালকে আসিয়া আরাধনা করিয়াছিল, সেই বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভোজ-বর্ষার বেলাব-শাসনে রাক্ষস-দের উপস্থিত উৎপাতে রামপালের কুশলের জন্য প্রার্থনার মনে হয় ভোজ বর্ষাই রামচরিতে উল্লিখিত বর্ষরাজা। এই উৎপাত যখন পুনর্বীর সমুস্থিত উৎপাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজস্বকাণ্ড ২৯৫—২৯৬ পৃষ্ঠা।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—২৬৬ পৃষ্ঠা।

(৩) প্রবাসী, ১৩২১, মাঘ ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

(৪) প্রবাসী, ১৩২১ মাঘ ৪৩৪—৩৫ পৃষ্ঠা।

তখন অনুমান করি ভীমের মৃত্যুর পর (১) তদীয়-স্বহৃৎ হরি যে পুনর্বার সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া রামপালকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন,—ইহা সেই প্রসঙ্গ” ।

ভীম অথবা হরি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিনা না তাহা জানা যায় নাই । কৈবর্ত-বিদ্রোহ বরেন্দ্র ছাড়াইয়া বঙ্গদেশেও সংক্রামিত হইয়াছিল কিনা তাহারও কোন প্রমাণ নাই । সুতরাং হরির রামপালকে আক্রমণ করিবার জন্তই যে বঙ্গাধিপ ভোজবর্ণা নানাবিধ উপাটোকন সহ রামপালের আরাধনা করিতে যাইবেন তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না ।

ত্রিযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন, “বঙ্গাধিপ ভোজবর্ণা বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে যেখানে নিজ নামে ভোজেশ্বর নামে দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানই সম্ভবতঃ অধুনা ভোজেশ্বর নামে পরিচিত ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে” (২) । বসুজ মহাশয়ের এই অনুমান সমর্থন করিবার কোনই উপায় নাই, কারণ ভোজেশ্বর গ্রামে ভোজ বর্ণার প্রতিষ্ঠিত কোন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না । অধুনা এই স্থান ভীম প্রবাহা কীর্তিনাশা নদীর কুঙ্কিগত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হইবার পূর্বেও নগেন্দ্র বাবুর লিখিত কোনও মূর্তি ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিল না ।

(১) কৈবর্তরাজ ভীম যুদ্ধকালে জীবিতাবস্থায় হস্তীপৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন (রামচরিত ২।১৭, ২০ টীকা) । যুদ্ধান্তে ভীম বিজুপাল নামক জনৈক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন (রামচরিত ২।৩৬) । হরির সহিত যুদ্ধে রামপালের পুত্র বীরদ্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন । (রামচরিত)

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজস্বকাণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠা ।

দশম অধ্যায় ।

সেন রাজগণ ।

বর্ষ রাজগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইলে বঙ্গে সেন রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেন রাজবংশ বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজ বংশ হইলেও কিরূপে কোন দুর্লভ্য সূত্র অবশ্যে ইহারা বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহা অত্য়পি নিসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। পূজাপাদ ত্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন, “জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নানা কল্পনা জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন কাহিনীর ত্রায় ইহার অভ্যুদয় কাহিনী ও প্রাহেলিকা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি (কাঁটোয়ার নিকটবর্তী স্থানে) এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা, বল্লাল সেন দেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়াছে” (১)।

কিরূপে “দাক্ষিণাত্য ক্ষৌরীন্দ্র বংশোদ্ভব” এই সেন রাজবংশ গোড় বঙ্গে লক্ষ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অনেকানেক মনীষিই অস্বাধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। এখনও বহু পণ্ডিত গণের গবেষণার ফলে নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া ঐতিহাসিক কারণ পরস্পরের মর্মোদ্ঘাটনের আরোজন চলিতেছে। গোড়ীয় পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে এবং বঙ্গে বর্ষরাজ গণের শাসনদণ্ড শিথিলতা প্রাপ্ত হইলেই যে এই আগন্তুক রাজবংশ শক্তি সঞ্চার করিয়া গোড়বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

“সেন রাজবংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন দেবের [রাজসাহীর

অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রচ্যায়েশ্বর-মন্দির লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় :—(১),

“বংশে তন্ত্রামরত্নী বিতত রত কলা-সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
কোনীশৈবীর সেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তি মন্তির্বভূবে ।
যচ্চারিত্রাহুচিন্তা-পরিচয় শুচয়ঃ সৃষ্টি-মাধবীক ধারাঃ
পারশর্য্যোণ বিশ্ব-শ্রবণ পরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ” ॥

লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনেও লিখিত আছে (২) :—

পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগর্গণে বীরসেনস্ত বংশে
কল্পটি ক্ষত্রিয়গামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ ।
কৃষা নিবীর মুর্খীতল মধিকতরাস্তৃপাতা নাক নত্যাং
নির্মিত্তো যেন যুধ্যদ্রি পুরুষিরকণা কীর্দ্ধারঃ কৃপাণঃ ॥”

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, সেন রাজগণ “দাক্ষিণাত্য
কৌলীজ” বীর সেনের বংশ-সম্ভূত । বল্লাল চরিতে লিখিত আছে যে,
বীরসেন কর্ণের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং অঙ্গদেশ হইতে
গোড়ে আগমন করেন (৩) । গোড়ের ইতিহাস
বীরসেন প্রণেতা স্বন্দপুরাণে সহাদ্রিখণ্ডে বীরসেন নামক
এক দাক্ষিণাত্য বীরের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকেই

(১) Epigraphia Indica vol 1 Page 307.

(২) Journal Procudinps of the Asiatic Society of Bengal
vol V. New Series P. 471.

(৩) “যঃ কর্ণং প্রতি জগ্রাহ তেন কর্ণস্ত স্ততজঃ ।

কর্ণস্ত বুধসেনস্ত পৃথুসেনস্তদামজঃ ॥

পৃথুসেনাঘরে বীরো বীর সেনা ভবিষ্যতি ।

গৌড় ব্রাহ্মণ কস্তাযঃ সোমটামুঘহিষ্যতি” ॥

বল্লাল চরিত্র, দ্বাদশ অধ্যায় ৪৭-৪৮ স্লোক ।

সেন রাজগণের পূর্বপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন (১)। দেবীপুরাণে অযোধ্যায় বীরসেন নামক রাজার নাম আছে দেখিয়া হাণ্টার সাহেব মনে করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। “বিপ্রকুলকল্পলতিকা” গ্রন্থের মতে দাক্ষিণাত্য-বৈষ্ণ্বরাজ অশ্বপতি সেনের বংশে চন্দকেতু সেন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বংশে বীরসেন উৎপন্ন হন (২)। ত্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন “পারশর্য্য ব্যাস দেব যাঁহাদিগের চরিত্র-বর্ণনায় বিশ্ব নিবাসিগণকে প্রীতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দ্র বংশীয় দাক্ষিণাত্য-ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেন রাজগণ জন্মগ্রহণ করিবার এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও [মহাভারতোস্তু নল রাজার পিতা বীরসেনের কথা চিন্তা না করিয়া] কেহ কেহ বীরসেনকে আদিশূর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (৩)।

“ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে বীরসেন নামক অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। হর্ষ চরিতে আছে—রাজ গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনকে বলিতেছেন, মহাদেবীর গৃহের গুচু ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া ভদ্রসেনের

(১) গোড়ের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা ।

“সৌমিনী দেবতা ভক্তঃ শান্তিলাভা-রূষে কুলে ।

মহারাজ ইতিথ্যাত স্ততোহভুভুব শঙ্করঃ ॥

তদন্বয়ে চক্রবর্তী দ্ব্যমংসেন ইভীরিতঃ ।

তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালা ততোহপিচ” ॥

সহ্যাদ্রি খণ্ডে পূর্ববর্ত্তে ৩৪।২৫-২৬ স্লোক ।

(২) “দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণ্বরাজশৈ কোঃষপতি সেনকঃ ।

তৎবংশে জনিতশচন্দ্র কেতুসেনো মহাধনঃ ॥

তস্যাবংশে বীর সেনঃ ভূপ পুরঞ্জয়ঃ ।

বল্লাল মোহ মুসলার ৩৪৭ পৃষ্ঠা ।

(৩) গোড়রাজ মালা উপক্রমণিকা ৥৭ পৃষ্ঠা ।

ভ্রাতা বীর সেন জীবিত্বাসী কলিঙ্গরাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল (১) ।
 হর্ষচরিতেই সৌবীর পতি অত্র এক বীরসেনের নাম পাওয়া যায় (২) ।
 এই সকল বীরসেন সেন বংশের পূর্বপুরুষ নহেন, কারণ সেনরাজ গণের
 পূর্বপুরুষ বীরসেন দাক্ষিণাত্য কোণীক্ষ ছিলেন ।

সেনরাজ গণের তাত্ত্বশাসনে ও শিলালিপিতে সর্ব প্রথমে সামন্ত সেনের
 নাম উল্লিখিত হইয়াছে । বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাত্ত্বশাসন হইতে
 অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার (সেই চন্দ্র দেবের) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজ-

পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা বিশ্ব নিবাসি-

সামন্ত সেন

গণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্ত বলিয়া
 পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং ধবল কীর্তি ভরজে

আকাশ তলকে বিধৌত করিয়াছিলেন । তাঁহারা সদাচার পালন খ্যাতি
 গর্বে গর্ভাঙ্কিত রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্বে প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন ।”
 তাঁহাদিগের বংশে প্রবল প্রতাপাবিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধার, শত্রু
 সেনানাগরে প্রলয় তপন, সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি কীর্তি
 জ্যোৎস্নায় শোভা প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদ বনের উল্লাস লীলা সম্পাদক
 শশধর রূপে প্রতিভাত হইতেন ; এবং আজন্ম স্নেহ পাশ নিবদ্ধ বন্ধুগণের
 মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রীপর্কতের ত্রায় বিরাজ মান ছিলেন ।” (৩)

(১) “জীবিত্বাসিনশ্চ মহাদেবী গৃহগৃচভিত্তিক্ ভ্রাতা ভদ্র সেনস্ত অভবন অতাবে
 কালিঙ্গস্ত বীরসেনঃ”—হর্ষচরিতম্ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ), বট উচ্ছাস, ৪৭৬ পৃষ্ঠা ।

(২) হর্ষচরিতম (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ), বট উচ্ছাস, ৪৮১ পৃষ্ঠা ।

(৩) সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১৮১৮ । পৃঃ ৫৭৬ ।

“বংশে তস্তা ভূদায়িনি সদাচার চর্যা-নিষ্ঠা

প্রোচ্যঃ রাঢ়ামকলিতচরৈঃ ভূধন্তাইহু ভাবেঃ ।

শশ্ব বিশাভয় বিতরণ বুললক্যা বলকৈঃ

কীর্ত্বুল্লোলৈঃ নপিত বিয়তো জজিরে রাজপুত্রাঃ ॥

বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন কর্ণাট লক্ষ্মীর লুণ্ঠন কারী দম্মাগণকে নিহত করিয়াছিলেন (১)। পরবর্তী শ্লোকে লিখিত আছে, “যে স্থান আজ্য ধূমের স্রগন্ধে আমোদিত, যে স্থানে মৃগ শিশু বৈধানস-রমণী গণের স্তম্ভকর পান করিত, যে স্থান ব্রহ্মপরাণ, ভব ভয়াক্রান্ত ধার্মিক তপস্বীগণ সেবিত সেই গঙ্গা পুলিন পরিসরের পুণ্যাশ্রম নিচয়েই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন” (২)। সামন্তসেনের কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্ষৃত্ত গণের দমন ও বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাপুলীন পরিসরের অরণ্যময় পুণ্যাশ্রমে বাস, এবং রাজ্য লাভের পূর্বে বিজয় সেনের পিতৃ পিতামহ-কর্তৃক রাঢ় মণ্ডলকে অতুল বিভবে বিভূষিত করার উদ্ভিতে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ লক্ষ্য করিয়া, গোড় রাজ মালার লেখক মহাশয় এই সমুদয় প্রমাণ পরম্পরা আলোচনা পূর্বক প্রাচীন লিপির “কর্ণাট” রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদান জন্ত কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি

তেবাৎশে মহোজাঃ প্রতিভট-পুতনাভোদি কল্লান্ত হরঃ

কীর্তিজ্যোৎস্নোদ্ধলকীঃ প্রিয় কুমুদ বনোদ্ভাস-লীলা-সুগন্ধঃ ।

আসীদাজয় রক্ত-প্রণয়গণ-মনোরাজ্য-সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা

ক্রীদৈল-সত্যশীলো বিরূপধি-করণাধাম সামন্ত সেনঃ ।

বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন ৩-৪ শ্লোক ।

(১) Epigraphia Indica vol I Page 308.

(২) “উৎসবান্যাজ্য ধূমৈর্গণিশিখ রপিত থিয় বৈধানস ত্রী

তত্ত কীরাপি কীর একর পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি ।

যেদাসেব্যস্ত শেষে বরসি ভব ভয়া স্বলিভিম করীলৈঃ

পূর্ণোৎসবানি গঙ্গা পুলিন পরিসরায়ণ পুণ্যাশ্রমাপি” ।

দেওপাড়া প্রশস্তি ৯ম শ্লোক ।

Epi. Indica vol I Page 308.

বিহ্লন দেব রচিত “বিক্রমাদিক চরিত” গ্রন্থের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া (১) কল্যাণীর চালুক্য বংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সময় যাত্রার সহিত সামন্ত সেনের সঙ্গে আগমন প্রাপ্তি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । তিনি বলেন, “এক সময়ে গোড়রাজ্যের একাংশের (রাঢ়ের) সহিত কর্ণাট (২) রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল । সেন বংশের প্রথম নরপতি বিজয় সেনের দেব পাড়া প্রাপ্তিতে উক্ত হইয়াছে, বিজয় সেনের পিতামহ সামন্ত সেন “একাদ্র সেনা লইয়া, অরি কুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠন কারি হুবৃত্ত গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন (৩), এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্তী পুণ্যাশ্রম নিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন । আবার বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের

- (১) “গায়স্তম্ভ গৃহীত-গোড়-বিজয়ন্তেষু রমতাহবে
তন্তোন্মূলিত কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য প্রতাপশ্রিয়ঃ ।
ভানু-স্তম্ভন-চক্রঘোষ মুখিত-প্রভাব নিদ্রারসাঃ
পূর্বাস্রঃ কটকেষু সিদ্ধ বনিতাঃ প্রালেয় শুদ্ধং বশঃ” ।

বিক্রমাদিক দেব চরিতম্ ৩৭৩ ।

অর্থাৎ “সূর্যের রথ চক্রের শব্দে প্রভাবে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সিদ্ধ বনিতাগণ পূর্বাস্রের কটিদেশে, যুদ্ধে গোড়ের বিজয় হস্তী গ্রহণকারী এবং কুমার বিক্রমাদিত্যের তুবার শুভ্র বশ গান করিয়াছিল” । গোড়রাজ মালা ৪৬ পৃষ্ঠা ।

(২) “বিহ্লন বিক্রমাদিক দেব চরিতে” (১৮১০২) বীর প্রভুকে “কর্ণাটেনু” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; এবং কহলন “রাজতরঙ্গিনীতে (৭১৯৩৬) বিহ্লনের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে “পম্বাড়ি ভূপতি” বা বিক্রমাদিত্যকে “কর্ণাট” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং কর্ণাট বলিতে তৎকালে যে কল্যাণের চালুক্য গণের রাজ্য বুঝাইত, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই— গোড়রাজ মালা ৪৬ পৃষ্ঠা ।

- (৩) “হুবৃত্তানামরমরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠকানাং কদমবতনোদ্ভাদ্যুগেকাদ বীরঃ ।
যন্মাদদ্যাপ্য বিহিত বসাবাসে মেঘঃ স্তম্ভিকাং
হব্যং পৌরত্তজতি ন দিশং দক্ষিণং প্রেততর্জা” ।

(কাটোয়ার প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, “চন্দ্রবংশে অনেক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; * * * * তাঁহার! সদাচার পালন খ্যাতি কর্কে রাঢ় দেশকে অননু ভূতপূর্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ শ্লোক)। এই রাজ পুত্র গণের বংশে “শত্রু সেনা সাগরের প্রলয় তপন সামন্ত সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (৪ শ্লোক)।” এই উভয় বিবরণে আপাতত বিরোধ দেখা যায়। প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্ত সেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায়, তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা রাঢ় নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় একই সময় রচিত। এইরূপ তুল্য কালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাট-রাজ কর্তৃক রাঢ় শাসনার্থ নিয়োজিত, (লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগরে তাম্রশাসনে কথিত) “কর্ণাট ক্ষত্রিয়” বংশজাত রাজপুত্র গণের বংশে সামন্ত সেন জন্ম গ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশেই কর্ণাট রাজের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলে এই বিরোধের ভঞ্জন হয়। বিহ্বলন বিবৃত চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য গোড়াধিপের এবং (হয়ত গোড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত) কামরূপাধিপের পরাজয় বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দ্ররাজ কীর্তি বর্ষার (রাজত্ব : ৪৯—১১০০ খৃষ্টাব্দ) আশ্রিত “প্রবোধ চন্দ্রোদয়” রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে “গোড়ং রাষ্ট্র মনুভূমং নিকপমা তত্রাপি রাঢ়া” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গোড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢ়দেশ গোড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাট রাজ যে রাজপুত্র বা ক্ষত্রিয় সেনা নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্ত সেন তাহারই বংশধর (১)।

“(কলিঙ্গাধিপতি) গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, —চোড়গঙ্গ গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে “মন্দারাদিপতিকে” পরাজিত এবং আহত করিয়াছিলেন (১)। এই সূত্রেই হয়ত কলিঙ্গপতির সহিত গোড়পতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিঙ্গপতিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর অমুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। চোড়গঙ্গের অতি দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের প্রথম-ভাগে তাঁহাকে রামপালের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই সময় গোড়াধিপের নিকট মস্তক অবনত করা অসম্ভব নহে; এবং রামপালের মৃত্যুর পর হয়ত চোড়গঙ্গ প্রবলতর হইয়াছিলেন। রামপাল রাঢ়ও অবশ্য কর্ণাট-রাজের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি অনুসারে সামন্ত সেন যে সকল কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দ্রুতগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা গোড়াধিপেরই সেনা। সামন্ত সেন এই সকল “দ্রুতগণকে” বিনাশ করিয়াও রাঢ়ে কর্ণাট-রাজের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়া, হয়ত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন” (২)।

প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী অনুমান করেন, “সম্ভবতঃ সামন্ত সেনের সহিত কলিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের সংগ্রহ ছিল। চোরগঙ্গ উৎকলপ্রদেশ জয় করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে মন্দারাদিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন (৩)। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে,

(১) J. A. S. B. vol L X V. Pt I Page 241.

(২) গোড়রাজ মালা ৫১-৫২ পৃষ্ঠা।

(৩) “আরম্যানগরাং কলিঙ্গজবল প্রত্যাগ্রস্তদ্রাবুতি
প্রাকারায়ত ভোরণ প্রভৃতিতো গঙ্গাতট স্বান্ততঃ।
পার্শ্বাশ্রিত্যুধি জর্জরী কৃতনবজ্রাণ্যেয় গাভ্রাকৃতি
মন্দারাদিপতিগর্ভতো রণ ভুবোগঙ্গে স্বরাহুজতঃ” ॥

চোরগঙ্গ মন্দারাদিপতিকে নিহত করিয়া সামন্ত সেনকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চোরগঙ্গ কর্তৃক উৎকল রাজ্য ১০৪০ শক বা ১১১৮—১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বিজিত হইয়াছিলেন”।

মনোমোহন বাবু সেনবংশের সময় নিরূপণ করিয়া যে বংশলতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

সামন্ত সেন (সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা)

(১১১২-১১২০ খৃঃ অঃ)

↓
তদীয় পুত্র

হেমন্ত সেন = যশোদেবী

↓
পুত্র

বিজয় সেন (রাঘব এবং চোর গঙ্গের সমসাময়িক)

(১১৪০-১১৫৮-৬০ ?)

↓
পুত্র

বল্লাল সেন (১১৫৮-৬০—১১৭০)

↓

লক্ষ্মণ সেন (১১৭০-১২০০) = শ্রীতাম্রা (?)

সম্বৎ ৫১, ৭৪, ৮০, ৮১

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ায়েন নবদ্বীপজয়

(১১৯৯)

↓
পুত্র

বিশ্বরূপ সেন

আর্য্য ক্ষেমীশ্বর শ্রীমত “চণ্ড কৌলিক” (১) নামক পঞ্চাঙ্গ নাটকের প্রস্তাবনার লিখিত আছে :—

(১) কবি আর্য্য ক্ষেমীশ্বর কালিকের রাজার সভাসদ ছিলেন। কবির এপিভা মহ সমধিক এসিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়, এ লভাই তিনি খীর গরিচর প্রদানকালে

“অলমতি বিস্তরেণ । আদিষ্টৌহ্মি ছষ্টামাত্য-বুদ্ধিবাস্তুরাহলজ্য
সিংহরংহসা ভ্রভজ লীলা-সমৃদ্ধ-তাম্বে-কণ্টকেন সমর-সাগরাস্ত ভ্রমজ
দণ্ড মন্দরাক্ষট-লক্ষ্মী-স্বয়ংবর প্রণয়িনা শ্রীমহীপাল দেবেন । যন্তেমাং
পুরাবিদঃ প্রশস্তি গাথা মুদাহরন্তি --

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতি গহনা মার্ঘ্যাচাণক্য-নাতিং

জিত্বা নন্দান্ কুসুম নগরং চন্দ্রশুণ্ডো জিগায় ।

কর্ণাটস্থং ধ্রুব মুপগতা নদ্য তানেব হস্তং

দোদ'পাজ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপাল দেবঃ” ॥

এ স্থলে কবি লিখিয়াছেন, মহীপাল চন্দ্রশুণ্ডের অবতার । সম্প্রতি
নন্দগণ কর্ণাটস্থ লাভ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়, তাহাদিগকে নিধন
করবার জন্যই মহীপাল নন্দবংশের উচ্ছেদকারী চন্দ্র শুণ্ড রূপে আবির্ভূত
হইয়াছেন । পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়
রামচরিতের ভূমিকায় ইহাকে মহীপাল কর্তৃক রাজেন্দ্র চোলের পরাভব
কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কর্ণাট রাজ্যকে চোল রাজ্যের
একাংশ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন (১) ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গোড়রাজ মালার
উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, “চোল রাজকে কর্ণাটরাজ বলিয়া গ্রহণ
করিবার উপযোগী বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, গোড়
রাজমালা-লেখক কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট রাজ্য বলিয়া গ্রহণ

আপনাকে আৰ্য্যপ্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কর্ণাট রাজের সহিত
মহীপাল দেবের সংঘর্ষের কলে মহীপাল বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, এই বিজয়োৎসব
চিরস্মরণীয় করিবার জন্য “চণ্ডকৌশিক” নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল ।

(১) Introduction to Ramcarit by Mahamahopadhyaya
H. P. Shastri Page 10.

করিতে বাধ্য হইয়াত ১ কর্ণাট শব্দের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের প্রস্তাবনা পাঠ করিলে, বলা বাইতে পারে অনেকদিন হইতেই প্রাচ্য ভারতের গোড়ীয় সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য অনেকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই গোড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কল্যাণের চালুক্য-রাজগণের উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল না; তাঁহারাও মহীপাল দেবের সহিত একবার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে “কর্ণাটলক্ষ্মী” লুপ্ত হইয়াছিল,—মহীপালের বিজয়োৎসবে নাট্যাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সেন রাজবংশের পূর্ব পুরুষগণ এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, কালক্রমে (দক্ষিণ রাঢ়ে কর্ণাট রাজ্যের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর) বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের নির্বাচিত পাল রাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র মণ্ডলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন” (১)।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সেন রাজগণের পূর্ব পুরুষ কোনও “ভাগ্যাদেবী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিককে” রাজেন্দ্র চোলের বিজয়যাত্রার অভাগামী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাখাল বাবু গোড় রাজমালা-রচয়িতার যুক্তি জাল খণ্ডন করিবার মানসে যে সমুদয় তর্ক উপস্থিত করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলেন, “সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্য বংশীয় কুমার বিজয়াদিত্য গোড় ও কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল ও তাঁহার পুত্রজয়ের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের যে ছয়বহা ঘটয়াছিল তাহাতে সকলই সম্ভব।

কিন্তু দিগ্বজ্রের পরে কল্যাণের চালুক্য রাজগণ যে গোড়, মগধ বা বঙ্গের কোন প্রদেশ আয়ত্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কল্যাণ হইতে রাঢ় বহু দূর, তখনও আৰ্য্যাবর্ত বা দাক্ষিণাত্য রাজশূন্য হয় নাই। কল্যাণ হইতে গোড় বঙ্গে বিজয় যাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু গোড় বঙ্গের কোন প্রদেশ অধিকার করিয়া আয়ত্তাধীন রাখা তখন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার পক্ষেই সম্ভবপর নহে। তখন প্রাচীন পাল সাম্রাজ্যের অস্তিমদশা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ত্রিপুরীতে ও রত্নপুরে চন্দ্ররাজগণ, জেজ্ঞাতুজিতে চন্দ্রাব্রহ্মগণ, মালবে পরমারগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। * * * * * বিজলনদেবের বাক্য হয়ত সত্য, কিন্তু চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য যে রাঢ় অধিকার করিয়া তাহার শাসন ভার কর্ণাট দেশীয় সেনাপতির হস্তে হস্ত করিয়া-ছিলেন এবং তিনি যে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন একথা ইতিহাসের ক্ষেত্রে টিকিবে কিনা সন্দেহ। কর্ণাট বলিলে কন্নডা ভাষা প্রচলিত দেশকে বুঝায়; কল্যাণ এই কর্ণাট দেশে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি স্বীকার করা যায় না যে, একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে কর্ণাট দেশীয় কোন রাজা আৰ্য্যাবর্তের পূর্ব প্রান্তে আসিয়া স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। * * * * * ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পিতামহ জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ দাক্ষিণাত্য রাজচক্রবর্তী রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মেলপাডি গ্রামে চোলেধর মন্দিরে তামিল ভাষায় লিখিত পর কেশরীবর্মা প্রথম রাজেন্দ্র চোল দেবের নবম রাজ্য্যাক্ষের যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে জয়সিংহদেব চোলরাজ কর্তৃক মুন্ডি বা মুন্ডি ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছিলেন (১)।

চালুক্যরাজ এই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বালগাঙ্গে গ্রামে আবিষ্কৃত কন্নডা ভাষায় লিখিত এই জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ দেবের রাজ্য কালীন একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে চালুক্যরাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাঁহাকে সিংহের সহিত এবং রাজেন্দ্র চোল দেবকে গজের সহিত তুলনা করিতেন (১)। মুশঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যরাজ পরাজিত হইয়া চোল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বোধহয় বহু কর্ণাট-দেশীয় সৈনিক তাঁহার সেনাদলভূক্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল দেব যখন উত্তরাপথ আক্রমণের উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছিলেন তখন হয়ত কোনও ভাগ্যাদেবী দরিদ্র উচ্চবংশোদ্ভব সৈনিক ধন-ধাত্ত-পূর্ণা গোড়ভূমির খ্যাতি শ্রবণ করিয়া চোল বিজয় বৈজয়ন্তীর রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। চোল মণ্ডল হইতে রাজেন্দ্র চোলের বিজয়-বাহিনী উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমায় গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দেশ বিজয় করিয়া সম্ভবতঃ গঙ্গোত্তরণকালে প্রথম মহীপাল দেব কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল প্রত্যাবর্তন করিলে সেই ভাগ্যাদেবী সৈনিক পুরুষ সম্ভবতঃ রাঢ় দেশে বাস করিয়াছিল, তাঁহারই বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়া প্রশস্তি ও বল্লাল সেনের তাম্রশাসন উভয়ের উক্তি সত্য, সামন্ত সেন কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী দুর্কৃতগণকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে রাঢ়মণ্ডলে শত্রুসৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া তিনি বিদেশীয় গণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ়মণ্ডল বাসিগণ যথাসাধ্য বিদেশীয় কটেকোন্মূলনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেশে প্রকৃত রাজশক্তির অভাব হওয়ায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সামন্ত সেন রাঢ়বাসীর উপর অধিপত্য বিস্তার করিয়াও জনকভূমি বিস্তৃত হইতে পারেন নাই, বাংলাদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াও তিনি বাঙ্গালী হইতে পারেন

নাই, সেই জন্তই অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মীর কথা তাঁহার পৌত্রের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে। বল্লাল সেনের তাম্রশাসনে সামন্ত সেনের পিতৃগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও সত্য, বর্দ্ধমান ভুক্তির রাঢ়মণ্ডল সেন রাজবংশের প্রথম অধিকার, তৎপক্ষে বিজয় সেনের পূর্বে কেহই সে অধিকার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাঢ়ায় সেন রাজগণ পালবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন না, সেই জন্তই রামপালের বরেন্দ্রাভিযানে সাহায্যকারী সামন্ত রাজগণের মধ্যে কোন সেন রাজের নামের উল্লেখ নাই। রামপালদেব যখন কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন বোধ হয় হেমন্ত সেন রাজ্যচ্যুত হইয়া সামান্য ব্যক্তির স্থায় দিনপাত করিতেছিলেন” (১)।

লক্ষণ সেন দেব কর্তৃক প্রদত্ত স্থানর বনে, আমুলিয়ার এবং তর্পণ দীঘিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ত্রয়ের ৫ম শ্লোকে কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী নগরীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে (২)। ধোয়ী কবি-বিরচিত “পবনহৃতম্” গ্রন্থের নায়ক লক্ষণ সেন। এই গ্রন্থে চোল রাজধানী কাঞ্চীপুর বা কাঞ্চী নগরীকে অমর-নগর গর্ব্ব হরণকারী, দাক্ষিণাত্য ভূষণরূপে, বর্ণনা করা হইয়াছে (৩)। কাঞ্চী চোল রাজ্যের রাজধানী

(১) প্রবাসী গ্রাবণ ১৩১৯,—৩২৬ পৃষ্ঠা।

(২) “ধর্ম্মীরে রম্যাপি অচিত ভূজতেজঃ সহচরৈঃ

ধ্বশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিগচ্ছাইব দিশঃ।

ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুর চতুরভোধি লহরী

পরিতোর্ব্বা ভর্ত্তাহজনি বিজয় সেনঃ স বিজয়ী।”

(৩) “লীলাগৈ (গা) রৈ রমর নগরম্যাপি গর্ব্বং হরন্তীং

গচ্ছৈঃ কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভূষণং দক্ষিণম্যঃ।

ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাকী নগরী শাস্ত্র চর্চা ও বিজ্ঞাবিবরক গৌরবের জন্য ভারত বিখ্যাত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা চিল্লপুট জেলার অন্তর্গত কক্সবাজার নামক স্থান নামে পরিচিত।

ইহাতে অনুমীত হয় সেনরাজ গণের পূর্ব পুরুষের অতীত গৌরব স্মৃতির সহিত কাকী নগরীর নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত ছিল, এজন্যই লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনে এবং “পবন হৃতম্” গ্রন্থে ইহার নাম সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাকী নগরী চোলরাজ গণের রাজধানী ছিল, সুতরাং মনে হয়, সেন রাজগণ চোল ভূপতির বিজয় যাত্রার অনুগামী হইয়াই প্রথমতঃ রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মহীপাল কর্তৃক কর্ণাট-লক্ষ্মী নুষ্টিত হইলে সামন্ত সেন পরে গোড়ীর সেনাকুল বিধ্বস্ত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছিলেন ইহাই হয়ত দেবপাড়া প্রশস্তি কারকের উল্লেখকরা উদ্দেশ্য ছিল। কল্যাণের চালুক্যরাজ কর্ণাটেন্দ্র বিক্রমাদিত্য (১০৪০-১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে) কর্তৃক গোড়রাজ পরাজিত হইবার পূর্বেই মহীপাল কর্তৃক চোল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়েই হয়ত কর্ণাটলক্ষ্মী “হর্কুত্ত” গোড়ীর সেনাদল কর্তৃক নুষ্টিত হইয়াছিল।

সামন্ত সেনের খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। সামন্ত সেনের পুত্রের নাম হেমন্তসেন। হেমন্তসেন সশব্দে দেবপাড়া

মন্তঃ বত্রঃ প্রহরিক ইবোজ্জাগরং নাগরাণাং

কুর্কন্ প্রা (পা) নি প্রণিহ (হি) ত বহুর্জারতে পকবাণঃ” ।

“হিহা কি (কা) কী বখিল (ব) ববতী ভুত যোধো মিকুজ্জাং

তাং কাবেরী বহুসর খগজ্জৈশি বাচাল কুলাং ।”

বান্ধীকি কিংবা পরাশর নন্দন বর্ণনা করিতে পারেন,—আমি কেবল বাক্য পবিত্র করিবার জন্ত কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম” (১) ! অতুষ্টি প্রের কবি বিজয় সেনকে রামচন্দ্র এবং অর্জুন অপেক্ষাও সমধিক বীর্যশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২) । তিনি বাহুবলে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় কনকছত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন” (৩) । লক্ষণ সেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিজয়সেনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল (৪) ।

সেন বংশের প্রকৃত প্রথম রাজা বিজয়সেন । প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব বিজয় সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার বৎসকিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় ১৩১৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় এবং ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা

নিধিঃ কাস্তে সাক্ষীভূত বিতত নিত্যোচ্ছল যশা

যশোদেবীনাং জিতুবন মনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ।

ততঃপ্রজগদীশ্বরাং সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো

প্যরাতিবলশাতনোচ্ছলকুমার কেলি ক্রমঃ ।

চতুর্জলধিমৈখলাবলরসীম বিশ্বভরা

বিশিষ্ট জয়সামরো বিজয় সেন পৃথ্বীপতিঃ” ।

দেবপাড়া প্রশস্তি, ১৪—১৫ শ্লোক ।

Epigraphia Indica Vol I P. 309.

(১) দেবপাড়া প্রশস্তি ৩৩ শ্লোক—Epigraphia Indica Vol I. P. 311.

(২) দেবপাড়া প্রশস্তি ১৭ শ্লোক ।

(৩) “বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয় কনকছত্রং ধরিত্রীতলং” ।

(৪) “ততঃ কাকীলীলা চতুরচতুরভোবিলহরী

পন্নীতোকীভর্ত্তাহজনি বিজয় সেনঃ স বিজয়ী” ।

মানসী পত্রিকার প্রকাশিত করিয়াছিলেন । রাখাল বাবু লিখিয়াছেন (১), “এই তাম্রশাসন খানির দ্বারা বিজয় সেন দেব তাহার মহিষী বিলাস দেবীর কনকতুলা পুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পোণ্ড বর্দ্ধন ভুক্তির খাড়ি বিষয়ের দ্বাস সম্ভোগ ভাট্ট বড়াগ্রামে চারিটি পাটক, কান্তি জোঙ্গী নিবাসী মধ্যদেশ বিনির্গত রত্নাকর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, বহুস্কর দেবশর্ম্মার পৌত্র ভাস্কর দেবশর্ম্মার পুত্র বাৎস্ত গোত্রীয় ঋগ্বেদের আখ্যায়ন শাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অমুশীলনকারী উদয় কর শর্ম্মাকে তাঁহার একত্রিংশ রাজ্য্যাক্ষে প্রদান করিয়াছিলেন । এই তাম্রশাসন “বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে” প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাতা” (২) । সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বিজয় সেনের ৩১ রাজ্য্যাক্ষের পূর্বেই বিক্রমপুরে বিজয় সেনের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং বঙ্গের বর্ম্মরাজ গণের প্রাধান্ত্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ বিজয় সেনই বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে বঙ্গের আধিপত্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন ।

দান সাগর গ্রন্থে লিখিত আছে :—

“তদমু বিজয় সেনঃ প্রাচুরাসীদ্বরেন্দ্রো । (*)

দিশি বিদিশি ভজন্তে যশস্বীর ধ্বজত্বম্ ।

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—২১১—২১২ পৃষ্ঠা ।

(২) “অভবৎ বিলাসী দেবী শূরকুলান্তোধি কোমরী তস্য ।

নরনয়নমুগ্ধজন বিহার কেলী হলী মহিষী” ।

বাঙ্গালার ইতিহাস, ঐরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২১২ পৃষ্ঠা ।

(*) কেহ কেহ “তদমু বিজয়সেনঃ প্রাচুরাসীদ্বরেন্দ্রো” এই পাঠও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন । “গৌড়ে ব্রাহ্মণ” গ্রন্থে তা এবং গৌড়ের ইতিহাস রচয়িতা “নরেন্দ্রঃ” পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে গৌড়রাজমালা, প্রভৃতি গ্রন্থে “বরেন্দ্রঃ” পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শিখর বিনিহতাজা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ

প্রগতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ ॥”

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে বরেন্দ্রেই বিজয় সেনের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। গোড়রাজ মালার লিখিত হইরাছে “বর্ষবংশের অভ্যুদয় এবং মদন পালের দুর্বলতা নিবন্ধন গোড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্ত সেনের পৌত্র (হেমন্ত সেন ও রাজ্যী যশোদেবীর পুত্র) বিজয় সেন বরেন্দ্রে ভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গোড়রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্ষ-রাজ্যের সহিত প্রতি যোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবতঃ স্বীয় অভিনাষ চরিতার্থ করিবার জন্ত, বরেন্দ্রে অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্ত সেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়া ছিলেন, এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয় সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন” (১)।

হেমন্তসেনের বরেন্দ্রে আশ্রয় লওয়ার কোনও প্রমাণ অত্যাধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দানসাগরের ভূমিকায় হেমন্তসেন সম্বন্ধে বাহা লিখিত হইরাছে তাহাতে তাঁহার বরেন্দ্রে গমন লক্ষিত হয় না (২)। ইহারই

(১) গোড়রাজমালা ৬৯ পৃষ্ঠা।

(২) “তজ্জালকৃত সংপথঃ স্থিরযনচ্ছারাত্তিরামঃ সত্যঃ
বজ্জলধ্বংসোপভোগ হলভঃ কল্পক্রমো জন্মঃ।
হেমন্তে পরিগৃহীতজসরঃ স্যামন্তনৈঃ সন্ধিকৈ
কদগীতঃ শব্দগৈরুদাস্তমহিমা হেমন্ত সেনোহজনি।”

বজ্জালসেন কৃত দানসাগর লিখিত সেন বংশ বর্ণনা।

সৌড়ে ভ্রাঙ্কণ—পারিশিট ২৬১ পৃষ্ঠা।

পরের শ্লোকে হঠাৎ বিজয়সেনের বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভাব সুসঙ্গত হয় না। “বিজয়সেন সম্ভবতঃ মদনপালদেবের অষ্টম রাজ্যাক্ষের পরবর্তী সময়ে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাঢ় ও বঙ্গ ইহার পূর্বেই বিজয়সেনের হস্তগত হইয়াছিল; রাঢ় ও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই বিজয়সেন গঙ্গানদী উত্তরণপূর্বক বরেন্দ্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন” (১)। এমতাবস্থায় বরেন্দ্রে বিজয়সেনের প্রথম অভ্যুদয় করন্য করিবার প্রয়োজন অসম্ভূত হয় না। বিজয়সেনই বাহুবলে গোড়বঙ্গ-কামরূপ-কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া অধিতীর নৃপতি হইয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সেনবংশের প্রথম রাজা। সুতরাং দানসাগরের ভূমিকার লিখিত,—

“তদমু বিজয়সেনঃ প্রোদ্রাসীদ্বরেন্দ্রঃ”

সমীচীন পাঠ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে আলোচ্য শ্লোকটির সমুদয় চরণের অর্থ সঙ্গতি করিলে—

“তদমু বিজয় সেনঃ প্রোদ্রাসীদ্বরেন্দ্রঃ”

পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।

বিজয় সেনের অভ্যুদয় সম্বন্ধে মনীষিগণ মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গোড়রাজমালার লেখক প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ মহাশয়ী ডাঃ কিলহর্নের মতানুসরণ করিয়া সামন্ত-আবির্ভাবকাল। সেনকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে, হেমন্ত সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এবং বিজয়সেনকে দ্বিতীয়পাদে (আনুমানিক ১১২৫—১১৫০ খৃষ্টাব্দে) স্থাপিত করিতে প্রয়াসী (২)। আবার বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তির

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—জীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা।

(২) গোড়রাজমালা—৬০ পৃষ্ঠা।

একবিংশ শ্লোক এবং লক্ষণ সংবতের সময় নির্ধারণ দ্বারা বিজয় সেনের অভ্যুদয়কাল একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। দেব-পাড়া প্রশস্তিতে উক্ত লইয়াছে (১) :—

“স্বং নাত্তবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং

শ্রদ্ধাত্মমামননরূঢ়নিগূঢ় দোষঃ ।

গোড়েশ্বরমদ্রবদপাকৃত কামরূপ

ভূপং কলিঙ্গমপি যন্তরসাং জিগায়” ॥

অর্থাৎ :—“আপনি নাত্তবীর বিজয়ী” কবিদিগের এইবাক্য শ্রবণ করতঃ মনে তাহার অর্থ গ্রহ হওয়াতে, (অর্থাৎ আপনি অত্র বীর বিজয়ী নহেন) তাঁহার অন্তঃকরণে গুপ্ত রোধের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি কলিঙ্গ, কামরূপ এবং গোড় অতি দ্বার জয় করিয়াছিলেন ।

ঐত্বতত্ত্ববিদ অধীগণ এই “নাত্ত”কে কর্ণাটক বংশের আদিপুরুষ নাত্ত-দেব বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন । নেপালের রাজা জয়প্রতাপ মল্লের কাটামুণ্ডতে প্রাপ্ত ৭৬৯ নেপালী সম্বতের (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের) শিলালিপিতে উল্লিখিত মিথিলায় এবং নেপালের “কর্ণাটক”বংশীয় রাজগণের বংশলতায় “নাত্তদেব” উপরোক্ত বংশের আদিপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২) । জর্মানির প্রাচ্য বিজ্ঞানশীলন সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে নাত্তদেব ১০১৯ শকে বা ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা

(১) Epigraphia Indica Vol. I, P. 309.

(২) Indian Antiquary Vol IX. P. 188. Vol XIII P.418.
Keilhorn's List of Northern Inscriptions, Appendix
Epigraphia Indica Vol V.

যায় (১) । নেপাল তরাই এর অন্তর্গত দোস্তিয়া পরগণার সিম্রকণ গড় নামক স্থানে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন । যথা:—

“নন্দেন্দু বিধু বিধু সন্মিত শাকবর্ষে

তৎশ্রাবণ সিতদলে মুনি সিদ্ধতথ্যাম্ ।

স্বাতি শনৈশ্চর দিনে করিবৈরিলগ্নে

শ্রীনাথদেব নৃপতিবিদধীত বাস্তুম্” ॥

সুতরাং এই নাথদেবের প্রতিষন্ধ্যী বিজয়সেনকে একাদশ শতাব্দীর শেষপাদেই নিষ্ক্ষেপ করিতে হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়া, গোড়রাজমালার লেখক বলেন, “দেবপাড়া প্রশস্তির “নাথ” এবং কর্ণাটক বংশের আদিপুরুষ “নাথদেব” অভিন্ন হইলেও একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বিজয় সেনের রাজত্বকাল নিরূপণ অনাবশ্যক; পরন্তু নাথদেব দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং সেই সময়ে বিজয় সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে ! কর্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশতালিকা অনুসারে নেপাল-বিজয়ী হরিসিংহ নান্যদেব হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ । হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের সংগৃহীত “বিবাদ রত্নাকরের” মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, হরিসিংহ ১২৩৯ শকাব্দে বা ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন । সুতরাং প্রতিপুরুষে গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে, হরিসিংহের উর্দ্ধতন সপ্তম-পুরুষ নাথদেব মোটামুটি ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । গোড়রাজ্যের সেই অধঃপতনের সময়, কর্ণাটকত্রির বংশোদ্ভব বিজয় সেন বরেন্দ্রে যে কার্য সাধনে উদ্যোগী হইয়া-

(১) Deutsche Morganlandische Gesselschaft Vol II. P. 8.

ছিলেন, অপর একজন কর্ণাট ক্ষত্রিয়, নান্দের, পূর্বাধিই মিথিলার সেই কার্যে ব্রতী হইরাছিলেন। সুতরাং নুতন ব্রতী বিজয় সেনের সহিত পুরাতন ব্রতী নান্দেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক” (১)। বিজয় সেন মিথিলা রাজ্য নান্দেবের সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যিনি ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তাঁহার সম-সাময়িক বিজয়সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে নিক্ষেপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। মিথিলার কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, নান্দেবের সপ্তমপুরুষ অধস্তন হরিসিংহদেব ১২৪৮ শকাব্দে বা ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় ৩২ রাজ্যাব্দে সভাস্থ পণ্ডিতগণের কুলমর্যাদা জ্ঞাপক পঞ্জী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন (২) ! অতএব নান্দেব হইতে তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ২২৯ বৎসরের ব্যবধান পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদগণের নির্দ্ধারিত তিনপুরুষে শতাব্দী গণনা ধরিয়া লইলেও ঐ সময়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং নান্দেবের সমসাময়িক বিজয় সেনকে একাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদেই অনার্যাসে স্থাপিত করা যাইতে পারে।

রাখাল বাবু বলেন, “কুমার দেবীর সারনাথ লিপিতে, রামপাল চরিতে, বা বৈষ্ণবদেব ও মদনপালের তাম্রশাসনে এমন কোন কথাই নাই বাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বিজয়সেনকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করা যায়। সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপাল দেবের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে মহীপাল দেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত বিজয়মান ছিলেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে

(১) গোড়রাজমালা—পৃষ্ঠা।

(২) শাকে ঐহরিসিংহদেব নৃপতেজু পার্কতুলেজনি।

স্মারকভিত্তিককেন্দ্রজনি: পঞ্জী প্রবন্ধকৃত:।”

১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা হইলে পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের নিম্নলিখিত পর্যায় লিখিত হইতে পারে :—(১)

- খৃষ্টাব্দ ১০২৫—প্রথম মহীপাল দেবের মৃত্যু ।
- „ ১০৪০—নরপাল দেবের মৃত্যু । (গয়ায় কৃষ্ণ ষারিকা মন্দির ও নরসিংহ দেবের খোদিত লিপি ১৫শ রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ) ।
- * „ ১০৫৩—তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের মৃত্যু । (আমগাছির তাম্রশাসন ১৩শ রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ) !
- * „ ১০৫৫—২য় মহীপালের মৃত্যু ।
- „ „ ২য় শূরপাল দেবের মৃত্যু ।
- „ ১০৯৭—রামপাল দেবের মৃত্যু (চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি ৪২শ রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ) ।
- „ ১১০০—কুমারপাল দেবের মৃত্যু ।
- „ „ ৩য় গোপালের মৃত্যু ।
- * „ ১১০৫—বিজয় সেন দেব কর্তৃক দক্ষিণ বরেন্দ্র জয় ।
- * „ ১১০৯—উত্তর বরেন্দ্রে মদনপাল দেব কর্তৃক তাম্রশাসন প্রদান ।
- * „ ১১১৪—মদনপাল দেবের মৃত্যু । জয়নগরের খোদিত লিপি ১৪শ রাজ্যাব্দ) ।
- „ ১১১৯—বল্লাল সেনের মৃত্যু ।
- * „ ১১২০—লক্ষণ সেন কর্তৃক বরেন্দ্র বিজয় ও পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ।

(১) প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ।

* তারকা চিহ্নিত তারিখগুলি ব্যতীত অপর গুলি সম্বন্ধে কাহারও কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না ।

“রামচরিত হইতে জানা গিয়াছে যে গাহড়বাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধু ছিলেন :—

“সিংহী স্তুত বিক্রান্তেনার্জুন ধাম্মা ভুব প্রদীপেন ।

কমলা বিকাশ ভেষজ ভিষজ্ঞা চঞ্জের বন্ধুনোপেতম (তাম্) ॥

চণ্ডীচরণ সরো(জ) প্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহশ্রীকং ।

নখলু মদনং সাদেশমীশমগাদ্ জগদ্বিজয়ঃ লক্ষ্মীঃ” ॥ (১) ।

কান্তকুজাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রম সম্বৎসরে বা ১০৯০ খৃষ্টাব্দে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দুই তিন বৎসর পূর্বে কাশীর নিকট চন্দ্রাবতী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদেব বারাণসীতে ত্রিলোচন ঘটায় ন্নান করিয়া বামন স্বামী শর্ম্মাকে যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহার তাম্রশাসন তৎপুত্র মদনপাল কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গাভীরবর্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, স্তুতরাং সে সময়ে তাঁহার পিতা মদনপাল দেব নিশ্চয়ই সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন ও তাঁহার পিতামহ চন্দ্রদেব স্বর্গগমন করিয়াছেন। অতএব গোড়ীয় মদনপাল দেব ১০৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন”। স্তুতরাং বিজয় সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিক্ষেপ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে তিনি গোড়ৈয়কে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন (২)। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে এই গোড়ৈয় সম্ভবতঃ মদনপাল দেব।

(১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol III.
Page 52.

(২) Epigraphia Indica Vol I. P. 309. Verse 20,

শ্রদ্ধাপাদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র, কুমার পাল ও মদন পালের যে সমস্ত নিরূপণ করিয়াছেন (১), তাহা সম্ভবতঃ নির্ভুল হয় নাই। শ্রীযুক্ত আর্থার ভিনিস্ কৃষ্ণপঙ্কীয় তিথিগুলিই গণনা করিয়াছেন (২), কিন্তু শুক্ল-পক্ষের হরিবাসরেও ভূমিদান করিবার পক্ষে কোনও বাঁধা হয় না। সুতরাং ভিনিস্ সাহেবের গণিত সন গুলি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বৈষ্ণব-দেবের তাম্রশাসনের ২৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “মহারাজ বৈদ্যদেব বৈশাখে বিসুবৎ সংক্রান্তিতে হরিবাসরে ভূমিদান করিয়াছিলেন।” আমরা ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব গণিতাধ্যাপক জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজ কুমার সেন এম,এ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, ১০৬০ হইতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১০৬২, ১০৬৬ *, ১০৭০ *, ১০৭৩, ১০৭৭, ১০৮১, ১০৮৫ *, ১১০০, ১১০৪ (দশমীযুক্ত একাদশী), ১১১৫, ১১১৯, ১১২৩, ১১৩৪ (শুক্ল দ্বাদশী), ১১৩৮, ১১৪২, ১১৫৩, ১১৫৭ সনে বিসুব-সংক্রান্তি দিন দ্বাদশীযুক্ত একাদশী কি শুক্ল দ্বাদশী তিথি পড়িয়াছিল। তারকা চিহ্নিত ৩ বৎসরে শেষ রাত্রিতে সংক্রমণ হওয়ার পরদিন সংক্রান্তি কৃত্য হইয়াছিল এবং সেই পরদিন একাদশী ও দ্বাদশী হইয়াছিল। ১১১৫ খৃষ্টাব্দে বিসুব সংক্রান্তি দিন প্রথম দ্বাদশী এবং পরে ত্রয়োদশী ছিল, কাজেই একাদশীর উপবাস পূর্বদিন হইয়াছিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। ১১০০ খৃষ্টাব্দের বিসুব-দিন সূর্যাসিদ্ধান্ত মতে সূর্য্য ভাবে গণনা করিয়া জানা যায় যে, শুক্রবার ৩৬ দণ্ড ৫৮ পলে (মধ্যরাত্রে) এবং ৩৯ দণ্ড ৩২ পলে বা ৯ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে (অক্ষদেশে) মহাবিসুবসংক্রান্তি হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিন এ দেশের জন্য প্রত্যুষে ৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে

(১) গৌড়রাজমালা ৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) Epigraphia Indica Vol II. P. 349.

(শুক্লা) দশমী ত্যাগ হয়, এবং রাত্রি ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিটে একাদশী ত্যাগ হয়, সুতরাং দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস না হইয়া পরদিন ১লা বৈশাখ একাদশীর উপবাস হইয়াছিল। বৈদ্যদেবের তন্ত্র-শাসনে লিখিত আছে “সূর্য্যগত্যা বৈশাখ দিনে ১”; ইহার অর্থ ১লা বৈশাখ করিয়া যে রাত্রিতে সংক্রমণ হইয়াছিল, তাহার পরদিন হরি-বাসরে ভূমিদান করা গ্রহণ করিলে, ১১০০ খৃষ্টাব্দই সুসঙ্গত হয়।

কুমার দেবীর সারনাথের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রামপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে গোড়ের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (১)। রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল রাজত্ব করিবার পরে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কারণ সন্ধ্যাকর নন্দী “রামচরিতে” একটি মাত্র শ্লোকে তাঁহার রাজত্ব কালের বিবরণ শেষ করিয়াছেন (২)। বিশেষতঃ তাঁহার মৃত্যুকালে, তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোপালদেব শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন না (৩)। তৃতীয় গোপালদেবও অতি অল্প কালই সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং শৈশবেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৪)। তৃতীয়

(১) Epigraphia Indica Vol IX, Pages 323—326.

(২) “অথ রক্ষতা কুমারোদিত পৃথু পরিপস্থিগাৰ্থিষ প্রমদঃ ।

রাজ্যমুপভূজ্য ভরন্য স্ননুগমদ্বিবং তমুত্যাগাং ॥”

রামচরিত ৪।১১

(৩) “ধাত্রী-পালন-জ্ঞান-মহিমা কপূর-পাণ্ডুরকরৈঃ-

দেবঃ কীৰ্ত্তিময়ো নিজ [৭] বিত্তমুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ ॥

(৪) “অপি শত্রুঘ্নোপায়ালোপালঃ স্বজগাম তৎ স্নুতঃ ।

হস্ত কুষ্ঠীনস্যাশ্বনয়সৈ তস্য সাময়িক মেতৎ ॥”

রামচরিত ৪।১২

গোপালদেবের মৃত্যুর পরে রামপালদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মদন পাল দেব গোড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন (১)। এই গোড়েশ্বর মদন পালদেব-কেই সম্ভবতঃ বিজয় সেন পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় বিষয় পর্যা-লোচনা করিয়া ১১০০ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাই সম্ভব। সুতরাং বিজয় সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে স্থাপন করিবার প্রয়োজন অস্বতী হইয়া না।

দেবপাড়া প্রশস্তির একবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে (২) :—

“শূরং মন্যইবাসিনাত্ম কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘ্যসে
স্পর্ধাং বর্জন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যপি দর্পস্তব ।
ইতাংগোমহ নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ স্নাতুজাঃ
যং কারাগৃহ্যানি কৈর্গ্নিরা মিতো নিদ্রাপনোদক্লমঃ” ॥

অর্থাৎ, হে নাত্ম ! তুমি কি আপনাকে শূর বলিয়া মনে কর ? হে রাঘব ! তুমি কিরূপে এখানে শ্লাঘা করিতেছ ? হে বর্জন ! তুমি স্পর্ধা ত্যাগ কর। হে বীর ! অত্ৰাপি কি তোমার দর্প দূর হইল না ? (বিজয় সেন কর্তৃক কারানিবদ্ধ) বন্দী ভূপালদিগের পরস্পরের এবম্বিধ কথোপকথনে কারাগৃহের প্রহরীগণের নিদ্রাপনোদন-ক্লান্তি নিয়মিত হইয়াছিল।” সুতরাং ইহাতে মনে হয়, বিজয় সেন নাত্ম, রাঘব, বর্জন এবং বীর নামধের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া-

(১) “তদনু মদন-দেবী নন্দনশাস্ত্রগৌরৈঃ-

শরিত ভুবনগর্ভঃ প্রাণুভিঃ কীর্তিপুত্রৈঃ ।

জিতিমচরমতাত্ত্ব্য সপ্তাঙ্গিদারী

মমৃত মদনপালো রামপালায়জ্ঞঃ ॥”

গোড় লেখমালা— ১৫২ পৃষ্ঠা ।

(২) Epigraphia Indica vol. I, page 309, verse 21.

ছিলেন। বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত নান্যদেব যে মিথিলার কর্ণাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রামপালের বরেন্দ্র অভিযানের সহযোগী “কৌশাধীপতি হোরপবর্দ্ধন” (১) এবং “নানারত্নকুটকুটমবিকটকোটাবিকটীরবো দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী বীরগুণ” (২) নামক নরপতিষয় বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত, বর্দ্ধন এবং বীর নামক ভূপালষয় কিনা তাহা জানা যায় নাই। ঐত্ব-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী এই রাঘবকে কলিঙ্গাধিপতি রাঘব বলিয়া মনে করেন (৩)। তিনি বলেন, “১১৫৬—১১৭১ খৃষ্টাব্দে রাঘব নামক একজন রাজাকে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। রাঘবের রাজত্বের প্রথমার্শে (১১৫৬—১১৬০ খৃষ্টাব্দে) বিজয় সেনের রাজত্বের শেষাংশ পতিত হইয়াছিল অমুমান করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে” (৫)।

কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্ষী চোরগঙ্গের তাম্রশাসনানুসারে ৯৯৯ শকে বা ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে (৬)। চোরগঙ্গ ১১৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (৭)। তৎপরে তদীয় পুত্র ভানুদেবকে আমরা ১১৫২

(১) রামচরিত ২৫ টকা।

(২) রামচরিত ২৬ টকা।

(৩) *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*. 1905, page 49,

(৪) *J. A. S. B. L XXII*, page 113.

(৫) *J. A. S. B. New Series vol. I, No. 3*, page 49.

(৬) *Epigraphia Indica Vol V. Appendix*, Pages 510-52.

(৭) *Ibid*.

খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই এবং পরে ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে বা তৎসমীপবর্তী কোনও সময়ে রাঘব রাজ্য লাভ করেন (১)। সুতরাং কলিঙ্গাধিপতি রাঘবকে বন্দী করিতে হইলে, বিজয় সেন যে ১১৫৬ খৃষ্টাব্দেরও পরে জীবিত থাকিয়া সমরক্রোড়া করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ সম্বতের আরম্ভ কাল (১১১২ খৃষ্টাব্দ) লক্ষ্মণ সেনের জন্ম সন ধরিয়া লইলেও লক্ষ্মণ সেনের জন্ম সময়ে তদীয় পিতামহের বয়ঃক্রম যে অন্যান্য ৪০ বৎসর হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই হিসাবে ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে বিজয় সেনের বয়স ৭৭ বৎসর হয়। সুতরাং ১১৫৬ খৃষ্টাব্দের পরে অশীতিপর বৃদ্ধ বিজয় সেন যে বানপ্রস্থাবলম্বন না করিয়া দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ইহা কোনও ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষতঃ, দেবপাড়া প্রশস্তির বিংশ শ্লোকের শেষার্ধ্বে বিজয় সেন কর্তৃক কলিঙ্গ এবং কামরূপ বিজয়ের প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই শ্লোকে কলিঙ্গাধিপতির নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহারই অব্যবহিত পরের শ্লোকে রাঘবের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাঘব এবং কলিঙ্গাধিপতি অভিন্ন নহেন। কলিঙ্গ বিজয়ের আভাস পূর্ব্ব শ্লোকেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ প্রশস্তিকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কলিঙ্গপতির নামোল্লেখ করাই যদি প্রশস্তিকারের উদ্দেশ্য হইত তবে গোড়াধিপের এবং কামরূপ রাজেরও নামোল্লেখ করা হইল না কেন? সুতরাং নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত দেবপাড়া প্রশস্তির রাঘবের সহিত কলিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের পৌত্র রাঘবের অভিন্নত্ব কল্পনা করিবার অপর কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

বল্লাল চরিতে লিখিত আছে (১),—

“তস্মাবিজয় সেনোভূচোড়গঙ্গ সখো নৃপঃ।

যোজয়ৎ পৃথিবীং কৃৎসাং চতুঃসাগর মেখলাম্” ॥

কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্মা চোরগঙ্গ ১০৭৮—১১৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্মৃতবাং তিনি যে বিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজয় সেনের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিয়াছেন (১), ‘উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের
[চোরগঙ্গ ও তাত্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্মা
বিজয় সেন গঙ্গাতিরবর্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন
(২)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অনন্তবর্মা

উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই তাত্রশাসনের আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্মা মন্দার দুর্গ অধিকার করিয়া মন্দাধিপতিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন (৩)। এই সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে একটি নৌযুদ্ধে বৈষ্ণবদেব জয়লাভ করিয়াছিলেন। “দক্ষিণ বঙ্গের সময় বিজয় ব্যাপারে চতুর্দিক হইতে সমুখিত তদীয় নোবাট হী হৌ রবে সন্তস্ত হইয়াও, দিগ্গজ সমূহ গম্য স্থানের অসত্তাবেই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। উৎপতনশীল ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণা-সমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে

(১) বল্লাল চরিত ১২।৫২

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(৩) “গুহ্যতিথ্য কয়ঃ ভূমের্গঙ্গাগোতমগঙ্গয়োঃ।

মধ্যে পশ্যাৎস্ব বীরেবু ঞ্চোচঃ ঞ্চোচস্তিরা ইব”।

পারিলে চন্দ্র মণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত” (২) । বিজয় সেন এই সময়ে অনন্তবর্ষা চোড়গঙ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না । চোরগঙ্গের এই গোড়াভি-
যানের পরে বোধ হয় তিনি দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন,
এবং সেই সময় বোধ হয়, বিজয় সেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন” ।

বিজয় সেন যে চোর গঙ্গের সাহায্যে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়
অধিকার করিয়াছিলেন অথবা চোরগঙ্গ কর্তৃক দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণের
ফলেই যে তিনি বিজয় সেন কর্তৃক রাঢ় দেশে পরাজিত হইয়াছিলেন,
তাহার কোনই প্রমাণ নাই । বিজয় সেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়া
সম্ভবতঃ চোরগঙ্গকে কলিঙ্গের কোনও স্থানেই পরাজিত করিয়াছিলেন ।
এই কলিঙ্গ বিজয়ের প্রসঙ্গই বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উল্লিখিত
হইয়াছে । রামপালের রাজত্বের শেষ সময় হইতেই বিজয় সেনের প্রতাপ
পালরাজ্যে অমুভূত হইতে ছিল । রামপালের পুত্র কুমার পাল অত্যন্ত
বিলাসী ছিলেন (৩) সন্দেহ নাই, কিন্তু তদীয় মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্য-
দেবের বাহুবল-রক্ষিত পাল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতন সংঘটিত হইতে

(১) J. A. S. B. 1896. Pt I Page 241.

(২) “বস্ত্রানুত্তর বঙ্গ সঙ্গর জয়ে নৌবাট হীহীরব
ত্রৈলোক্যকিরিতিশ্চ বরচলিতং চেন্নান্তি তদগম্যভূঃ ।
কিঞ্চোৎপাদুককে নিপাত পতন প্রোৎসর্পিভৈঃ শীকরৈ
রাকশৈঃ স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্তান্নিকলঙ্কঃ শশী ॥
গৌড়লেখ মালা ১৩০ পৃষ্ঠা ।

৩) “তস্মাদ জায়ত মিজায়ত বাহবীর্ঘ্য
নিপ্পীত পাবর বিরোধি বশঃ পরোধিঃ ।
নেদ্রিষ্ট কীর্ত্তিষ্ঠ নরেন্দ্র বধু কপোল
কর্ণমুপত্র মকরীষু কুমার পালঃ ॥”
গৌড় লেখমালা ১৫২ পৃষ্ঠা ।

আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটয়া ছিল। কুমার পালের পুত্র গোপাল দেবের পরে রামপালের অপর পুত্র মদন পাল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যোৎস্না-ধবল-কীর্ত্তিপুর দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্ত সাগর মেথলা পৃথিবীকে পালন করিতে সমর্থ হইলেও ইহার সময়েই পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। মদন পালের রাজত্ব কালে পাল সাম্রাজ্য, মগধ ও উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যে পাল রাজগণের শৌর্য্যবিভ্রমে কুস্তল, অঙ্গ, কর্ণাট এবং মধ্যদেশের রাজস্ববর্গের দোর্দণ্ড প্রতাপ থর্ব্ব হইয়াছিল (১), কালের কঠোর শাসনে বঙ্গীয় প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় রাজবংশের বংশধর মদনপাল দেব সমগ্র বরেন্দ্রীর অধিকারও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়েই বিজয় সেন বরেন্দ্রের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই, রামপালের মৃত্যুর পরে, পাল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে চোরগঙ্গ গোড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোরগঙ্গ বিজয় বাহিনী সহ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে, বঙ্গের বর্ম্মরাজগণের হীনাবস্থা ও গোড়ীয় পাল সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা সন্দর্শন করিয়াই সম্ভবতঃ বিজয় সেন রাঢ়েও বঙ্গে স্বাধীন ভাবে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। রাঢ়ে ও বঙ্গে এই অভিনব রাজশক্তির অভ্যুদয় দেখিয়াই বোধ হয় বৈষ্ণবদেব দক্ষিণ বঙ্গের কোনও স্থানে জলযুদ্ধে বিজয় সেনের সন্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং এই জলযুদ্ধের ফলে বিজয় সেন বৈষ্ণবদেবের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে, “প্রতিদিন রণস্থলে তৎকর্ত্ত্বক

(১) “মুকলাপারিতকুস্তলরুটিমাবিললাটকান্তিমবনমদলাং ।

অধরিতকর্ণাটেকণলীলামৃতমধ্যদেশতনিমানমপি ॥”

পরাজিত নৃপতিগণকে কাহার সাধ্য গণনা করে? এ জগতে তাঁহার স্ববংশের পূর্ব পুরুষ স্থাংশই কেবল রাজা উপাধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংখ্যাতীত কপীন্দ্র-সৈন্য-নেতা রামচন্দ্র বা পাণ্ডব চমুনাথ পার্থের সহিতই বা কি তুলনা করিব? তিনি খড়্গালতাবতাংসি ভুজধারা সপ্ত-সমুদ্র-বেষ্টিত বহুধাচক্র একরাজ্য-ফল স্বরূপ লাভ করিয়া ছিলেন। (দেবতাগণ মধ্যে) এক এক গুণে সিদ্ধ হইয়া কেহ সংহার

করেন, কেহ রক্ষা করেন, কেহ জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু ইনি বহুগুণ দ্বারা বিদ্যেধিগণকে বিজয় সেন। দলন, আশ্রিতগণকে পালন, এবং শত্রুগণকে

সংহার পূর্বক (স্বর্গে প্রেরিত করিয়া) স্বয়ং দেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রতি পক্ষ রাজগণকে দিব্যভূমি দান করিয়া (স্বর্গে প্রেরণ করিয়া) বিনিময়ে স্বয়ং পৃথিবীর রাজ্য রাখিয়া

- (১) “গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীং স্তাননেন প্রতিদিন রণভাজা যে দ্বিতা বা ততা বা ।
 ইহ জগতি বিবেহে স্বস্ত বংশস্ত পূর্বঃ পূর্ব ইতি স্থাংশো কেবলং রাজশকঃ ॥
 সংখ্যাতীত কপীন্দ্র সৈন্ত বিজুনা তস্তারি জেতু স্তলাং
 কিং রামেণ বহাম পাণ্ডব চমুনাথেন পার্থেন বা ।
 হেতোঃ খড়্গালতাবতাংসিত ভুজা মাজস্ত যোনার্জিতঃ
 সপ্তাভোষিত টপিনদ্ধ বহুধা চক্রক রাজ্যং ফলম্ ॥
 এতৈকেন গুণেনৈযেঃ পরিণতং তেবাং বিবেকাদৃতে
 কশিচ্ছস্ত্য পরশ্চ রক্ষতি স্ফুটাত্তশ্চ কুংসং জগৎ ।
 দেবোয়ংতু গুণৈঃ কৃতো বহতিথৈর্জানান্ জঘান দিবো
 বৃত্তস্থান পুষ্পচকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥
 দন্দ্য দিব্যভূবঃ প্রতিকিতিভূতানুর্কামুরী কুরুতঃ ।
 বীরান্য়গ্নিপিতাঙ্কিতোহসিরমুন আগেষ পত্রীকৃতঃ ।
 নেথং চেৎ কথমন্তথা বহুমতী ভোগে বিবাদনুধী
 তত্রাকুষ্টে কৃপাণ ধারিণি গতাত্তলং দ্বিবাং সন্ততিঃ ।”

Deopara Inscription of Vijay Sena—verse 16—19.—

Epigraphia Indica Vol I. P. 309.

ভিনি বীরাস্থগ্নিষ্ঠ স্বীয় অসিকেই দান পত্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। যদি ইহার অন্যথা হইত তবে ভোগে বিবাদোন্মুখী বহুমতী আকৃষ্ট রূপাণ ধারী এই রাজাকে কেন প্রাপ্ত হইবে এবং শত্রুসন্ততিগণই বা কেন (রণে) ভঙ্গ দিবে?। ত্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিয়াছেন, “উদ্ধৃত শিলালেখের ১৭ শ, ১৮ শ, ও ১৯ শ শ্লোক হইতে কতকটা প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস পাইতেছি। ঐ শ্লোক ত্রয়ের দ্বার্থ রহিয়াছে। ১৭ শ শ্লোকোক্ত রাম ও পার্থ একপক্ষে রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র ও মহাবীর অর্জুন, অপর পক্ষে গোড়াধিপ রামপাল ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ অঙ্গাধিপ মহনকে ইঙ্গিত করিতেছে। ১৮ শ শ্লোকের “দিব্যাঃ প্রজাঃ”, মদন পালের মনহলি-তাম্রলেখের ১৫ শ শ্লোক-বর্ণিত “দিব্য প্রজা” (১) এবং বিজয় সেনের দেওপাড়া-লিপির ১৯ শ শ্লোকের “দিব্যভুবঃ” এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতোক্ত (৪১২) “দিব্য বিষয়” (২) যেন একই বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছে। “তাঁহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের লীলাস্থলী উত্তর রাঢ় বটে, কিন্তু যখন ২য় মহীপালের হস্ত হইতে বরেন্দ্র ভূমি কৈবর্ত নায়ক দিব্যোর অধিকারে আসিল, শূরপাল ও রামপাল পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই

(১) মদন পালের মনহলি-তাম্রশাসনের ১৫শ শ্লোকে বর্ণিত “দিব্যপ্রজা” শব্দের ব্যাখ্যা করিতে বাইরা পূজাপাদ ত্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন, “এই শ্লোকের দিব্যপ্রজা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কৈবর্ত বেন্দ্রোহের নায়ক “দিব্য” তৎকালে এসিদ্ধিলাভ করার, অস্তান্ত স্থলেও তাঁহার নাম ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে।” ভোজবন্দীর তাম্রশাসনেও ভোজবন্দীর পিতামহ গাতবন্দীর সঙ্গে “দিব্যোর” নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) “অমুনা সতী বরেন্দ্রী যাতাধ দিব্য বিষয়োপভোগ স্বথং।

কচিদপি কদাপি দুর্জন দু (তু) বিতচধ্যাং [২] ন সা সেহে।”

রামচরিত ৪১২

সময় বিজয় সেন নৌবিতান সাহায্যে গঙ্গার অপর পারে নিজাবলী নামক স্থানে (১) আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎপরে নিজ অধিকার রক্ষার জন্য কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সহিত তাঁহাকে একাধিক বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি গোড়াধিপ রামপালের আহ্বানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীমের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালের জয়লক্ষ্মী-অৰ্জ্জুন ও কৈবর্ত নায়ক ভীমের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সহিত বিজয় সেনেরও ভাবী সৌভাগ্য-পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। রামপাল প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সামন্ত রাজগণ সকলে মিলিয়া কৈবর্ত প্রভাব ধ্বংস করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশ্য ঐ ব্যাপারে বিজয় সেনেরও কিছু হাত ছিল সন্দেহ নাই। অতুষ্টি প্রিয় বিজয় সেনের প্রশস্তিকার “দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিকৃতি ভূতাং” ইত্যাদি উক্তি দ্বারা যেন বিজয় সেনের উপরই সেই পুরা বাহাদুরী দিতে চান। যাহা হউক বাল্যকাল হইতেই ক্রমাগত রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া বয়োবৃদ্ধির সহিত বিজয় সেনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নিজ প্রভুত্ব বিস্তারে ব্যগ্রতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে পার্শ্ববর্তী সকল নৃপতির সহিতই তাঁহার বিরোধ অবশ্যস্তাবী হইয়াছিল। সুতরাং যে পালবংশের হইয়া একদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পালবংশই তাঁহার উদীয়মান প্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাই বিজয় সেনের প্রশস্তিতে পালবংশ “প্রতিকৃতিভূং” অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন” (২)।

(১) রামপালের সাহায্যকারী সামন্ত-নৃপালগণ মধ্যে “নিজাবলীর বিজয় রাজ” নামক এক সামন্ত রাজের উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া নগেন্দ্র বাবু তাহাকেই বিজয় সেন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজত্বকাণ্ড ৩০২—৩০৩ পৃষ্ঠা।

রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে সাহায্যকারী সামন্ত-চক্রের অন্যতম নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ্যের সহিত বিজয় সেনের অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া নগেন্দ্র বাবু বিজয় সেনকে কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবপাড়া প্রশস্তির লিখিত “দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিক্রিতি ভূতাং” প্রভৃতি উক্তি হইতে রামপালের বরেন্দ্রী উদ্ধারে বিজয় সেনেরও কিছু হাত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ্যই যে সেন বংশীয় বিজয় সেন তাহার বিশ্বাস যোগ্য কোন প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে সামন্ত সেনের পূর্ববর্তী সেনবংশীয়গণ রাতৃ দেশে বাস করিতেন। সামন্ত সেনও হেমন্ত সেনের বরেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার কোনই প্রমাণ নাই। বিজয় সেন যে প্রথমে রাঢ়ে ও বঙ্গে স্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই সম্ভবতঃ বরেন্দ্র ভূমিতে লব্ধ-প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মতরাং নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে।

বল্লাল সেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসনে বিজয় সেনের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে (১), “তাহা [হেমন্ত সেন] হইতে অখিল পার্শ্ব চক্রবর্তী পৃথ্বীপতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে সাহসাক্ষ অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং দিকপালচক্রের নগরে তাঁহার কীর্তি গীত হইত”।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন (২), “একে একে পাল রাজগণের

(১) “তন্মাদভূদখিল পার্শ্ব চক্রবর্তী দিব্যাজ বিক্রম তিরস্কৃত-সাহসাক্ষঃ।

দিকপাল চক্রপুট ভেদন গীত কীর্তিঃ পৃথ্বীপতি বিজয়সেন পদপ্রকাশঃ।”

বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, ৭ম শ্লোক।

(২) বর্তমানের ইতি কথা—৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠা।

সামন্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয় সেনের অভ্যাদর হইয়াছিল (১) ।

সাহসার্ক ও
বিজয় সেন ।

রামচরিতে দেবগ্রাম বাল বলভী-পতি বিক্রমরাজ ও (২) রামপালের সামন্ত চক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন । রাতের একাধিপত্য লাভের জন্য বিজয় সেনকে বিক্রমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল । এই বিক্রমরাজও একজন অতি বিক্রমশালী নৃপতিছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া সাহসার্ক (৩) নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন ।”

নগেশ্ব বাবু “বিক্রম তিরস্কৃত-সাহসার্ক” পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন । দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসার্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি ? এই সাহসার্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয়ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসার্ককে বিজয় সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন । দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অত্যাধিক আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্য বংশীয় সাহসার্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে । সুতরাং এস্থলে সাহসার্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না । সাহসার্ক নামে একজন রাজা

(১) স্বদেশের জাতীয় ইতিহাস—বাল্লভ্যকণ্ঠ, ৩০৪ পৃষ্ঠা ।

(২) “দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবহুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্ত বিক্রমো বিক্রমরাজঃ”—রামচরিত ২।৫ টীকা ।

(৩) জটা ধরের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কোষ অভিধান ভগ্নে “সাহসার্ক” বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্যায় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

ছিলেন, তিনি বিজয় সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি । সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই ?

দায়ভাগ-কার জীমুতবাহন, বিষ্ণু সেনের আমাত্য ও প্রাড়-বিবাক ছিলেন বলিয়া এড়ুমিশ্রের কারিকায় উক্ত হইয়াছে (১) । ইনি সাবর্ণ গোত্রীয় পারিভদ্র কুলোদ্ভব । জীমুত বাহন ১০১৩—১০১৪ শাকে বা ১০২২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন (২) । বিষ্ণু সেন বিজয় সেনেরই নামাস্তর ; সুতরাং বোধ হইতেছে, যে জীমুত বাহন ও সময়ে বিজয় সেন রাঢ় মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া বিজয় সেন । একদিকে পালরাজ এবং অপর দিকে বর্ম্মবংশীয় নৃপতিগণের কবল হইতে স্বীয় স্বাভাবিক রক্ষায় যত্নবান ছিলেন, ঐ সময়ে জীমুত বাহন তদীয় আমাত্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

দেবপাড়া প্রাপ্তিতে লিখিত আছে (৩), “পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য ক্রীড়া-স্থলে তিনি গঙ্গা-প্রবাহ পথে যে নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি ভর্গের মৌলিস্থিত গঙ্গার পক্ষে [মহাদেবের শিরস্থিত] নিমজ্জিত হইয়া ভস্মে ইন্সুকলার ন্যায় জলিতেছে” । ইহার

(১) “পঞ্চ গোড়ে তদা সখাট বিষ্ণু সেনো মহাব্রতঃ ।

জীমুতোংপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড় বিবাক ঈরিতঃ ।”

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal,

1907, page 206

(৩) পাশ্চাত্য জয় চক্র কেলিষু যন্ত যাবদ্

গঙ্গাপ্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে ।

ভগ্নগুপ্ত মৌলি সরিৎস্বসি ভগ্ন পক্ষ

লগ্নোজ্জ্বলিতৈব তরিরিন্সুকলা চকান্তি ।”

—দেব পাড়া প্রস্তর লিপি ২২শ শ্লোক ।

Epigraphia Indica vol. I, page 309

তাৎপর্য্য এই যে—“মহাদেবের মন্তক হইতে গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । গঙ্গার উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত পরাজয়

বিজয় সেনের না করিলে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ সমস্ত অধিকার নৌবিতান । হইতে পারে না । এজন্য, বিজয় সেনের রণতরী

সমূহ শিবের মন্তক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, এবং

তথায় একখানি রণতরী ভগ্ন হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে” !

স্মৃতরাং ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ

জয় করিবার জন্য বিজয় সেন নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে

একখানি গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল । কিন্তু এই যুদ্ধ যাত্রার

ফল কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কোন্ ভূপতি বিজয় সেনের সহিত শক্তি

পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায় না । প্রকৃত পক্ষে

বিজয় সেনের এই বঙ্গীয় নৌবহর গঙ্গার বীচিমখেলা আলোড়িত করিয়া

হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল কিনা, তাহার প্রমাণ

অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে ! “বাচঃ পল্লবয়িত” উমাপতি ধরের এই

উক্তি ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে কতদূর টিকিবে তাহা

বলা যায় না । গোড়রাজমালার লেখক বলেন, “গোড় রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ

[পাশ্চাত্য চক্র] জয় করিবার জন্য, তিনি যে “নৌবিতান” প্রেরণ

করিয়াছিলেন, তাহা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ

হয় না । দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে, বর্ম্মরাজ “কর্ত্ত্বক বিজয় সেনের

গতিরুদ্ধ হইয়াছিল” (১) । কিন্তু পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য

বিজয় সেনের যে নৌবিতান গঙ্গার প্রবাহ পথে প্রেরিত হইয়াছিল,

তাহার দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবার কোনই প্রয়োজন নাই । বিশেষতঃ

বর্ষরাজগণের প্রভাব প্রতিহত হইবার পরেই বিক্রমপুর জয়স্বক্যাবার হইতে সম্ভবতঃ এই নৌবিতান প্রেরিত হইয়াছিল ।

দেবপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে (১), “সর্বদা অমুক্তিত যজ্ঞের যুগন্তস্তের অগ্রভাগ অবলম্বন পূর্বক কালক্রমে ধর্ম একপদ হইয়াও সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারিতেন । আহত-শত্রু-নিকর পরিব্যাপ্ত মেক প্রদেশের পাদদেশ হইতে অমরদিগকে যজ্ঞদ্বারা আহ্বান করিয়া তিনি স্বর্গ ও মর্তের অধিবাসীবৃন্দকে স্বীয় আবাস ভূমির পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । বহু সংখ্যক অত্যাচার দেব মন্দির নির্মাণ এবং বিস্তৃত জলাশয় সমূহ খনন করাইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর পরস্পরের সৌসাদৃশ্য সংঘটন করিয়াছিলেন” ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন (২), “কর্ণদেব-প্রতিষ্ঠিত কর্ণমেক্রই উক্ত শ্লোকের মেক । সুতরাং কর্ণমেক্র-ভূষিত ভূস্বর্গ কাশীধামে গিয়া বিজয় সেন শত্রুকুল সংহার করিয়া বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারই আভাস পাইতেছি । বলা বাহুল্য, তৎকালে কাশীধামে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল । যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি যে সকল দেব বা ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বারাগসীর

(১) “অশ্রান্ত বিশ্রাণিত বজ্রযুগ স্তম্ভাবলীঃ দ্রাগবলম্ব মানঃ ।

বস্ত্রানুভাবাভূষি সঙ্কটায় কালক্রমাদেক পদোপি ধর্মঃ ॥

মেরোরাহত বৈরিসঙ্কুল তটাদাহর যজ্ঞামরান্

ব্যত্যাগং পুর বাসিনামকৃত বঃ স্বর্গস্ত মর্তস্ত চ ।

উত্তমৈঃ সুরসম্মতিষ্ঠ বিততৈস্তত্তলৈশ্চ শেবীকৃতং

চক্রে যেন পরস্পরস্ত চ সমং স্তাবা পৃথিব্যোর্ব্যপুঃ ॥”

দেবপাড়া প্রশস্তি ২৪—২৫ শ্লোক ।

Epigraphia Indica vol. I, page 310

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্ব ভাগ—৩০৫ পৃষ্ঠা ।



বানপালে প্রাপ্ত নটবাজ শিব।

মধ্যবর্তী কর্ণমেরুর পার্শ্ববর্তী কর্ণাবতী-সমাজস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়"। এই অনুমান হয়ত সত্য হইতে পারে। যাহা হউক এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন বারাণসী পর্য্যন্তও তদীয় বিজয় বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয় সেনের "নৌবিতান" গঙ্গা বাহিয়া যে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্ততঃ ইহা যে গোড়-বঙ্গের গভী অতিক্রম করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

পূর্বোন্নিখিত শ্লোক দ্বয় হইতে বিজয় সেনের বৈদিক ধৰ্ম্মানুরাগ স্পষ্টিত হয়। বিজয় সেনের এই বৈদিক ধৰ্ম্মানুরাগের ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রভূত বিভবশালী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়! কবি উমাপতিধর সেই অভূতপূৰ্ব বিভব প্রাপ্তি এবং রাজার দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন (১), "তঁাহার বিজয় সেনের প্রসাদে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ একরূপ বহু বিভবশালী ধৰ্ম্মানুরাগ। হইয়াছিলেন যে, নাগরিকগণ সেই শ্রোত্রিয় রমণী গণের নিকট মুক্তাকে কার্পাসবীজ, নরকতকে শাক-পত্র, রোপ্যকে অলাবু পুষ্প, রত্নকে দাড়িম্ব-বীজ এবং স্বর্ণকে কুম্ভাগুলতার বিকশিত কুসুম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিল"।

বিজয় সেন দক্ষিণ বরেন্দ্রের দেওপাড়া নামক স্থানে স্বীয় বিজয়কীর্তির স্তম্ভস্বরূপ প্রত্নস্তম্ভের বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং শিব মন্দিরের

- (১) "মুক্তাঃ কার্পাসবীজৈর্নরকত শকলং শাকপত্রৈরলাবু
পুষ্পৈরুপাণিরত্নং পরিগতিভিহুয়েঃ কুঙ্কিভির্দাড়িমানাম্ ।
কুম্ভাণীবল্লরীণাং বিকসিত কুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎ প্রসাদাৎহবিজবজ্রাং বোধিতঃ শ্রোত্রিয়গাম্ ॥"
দেবপাড়া প্রশস্তি ২৩ শ্লোক ।

Epigraphia Indica vol. I, page 310.

পুরোভাগে “পাতাল প্রদেশস্থ নাগরমণীগণের মুকুটমণির কিরণ জালে উজ্জ্বল এক প্রকাণ্ড সরোবর খনন করিয়াছিলেন” (১)। “ভূপাল স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে মহাদেবকে কল্প-কাপালিক বেশে সজ্জীভূত করিয়া-ছিলেন। ব্যাঘ্র চর্শ্বের পরিবর্তে বিচিত্র কৈশবের বস্ত্র দ্বারা, সর্পমালার পরিবর্তে হৃদয়ে লক্ষ্যমান স্থূল হার দ্বারা, ভষ্মের পরিবর্তে চন্দ্রনাথুলেপন দ্বারা, জপমালা-গ্রথিত নীলমুক্তা দ্বারা, এবং নরকপাল-পরিবর্তে মনোহর মুক্তাদ্বারা, তদায় নেপথ্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন” (২)। বিজয় সেনের “বৃষভশঙ্কর গোড়েশ্বর” উপাধি দৃষ্টেও মনে হয় তিনি পরম শৈব ছিলেন। সেখ শুভোদয়্যায় লিখিত আছে, “তিনি শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না”।

“এই (বিজয় সেন) হইতে অশেষ ভুবনোৎসব কারনেন্দু জগৎপতি বজ্রাল সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ! তিনি যে কেবল সমুদয় নরেশ্বর গণের একমাত্র চক্রবর্তী ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সমগ্র বিবৃধমণ্ডলীর ও চক্রবর্তী ছিলেন” (৩)। “পুরুষোত্তম-দয়িতা পদ্মালয়ার ত্রায়, বাল রজনীকর-শেখরের পত্নী গৌরীর ত্রায়, মহারাজ বজ্রাল সেন। বিজয় সেনের প্রধানা মহিষী বিলাস দেবী অন্তঃ-পুরের মৌলি-মণি স্বরূপ বিद्यমান ছিলেন; ইনি সূতপত্নার স্কন্ধতির ফলে গুণ-গৌরবে অতুলনীয় বজ্রাল সেনকে প্রসব

(১) দেবপাড়া প্রশস্তি ২৯ শ্লোক ।

(২) “চিত্রকোমোভচন্দ্রাহুদয় বিনিহিত স্থলহারোরগেলত্র
ঐখণ্ডকোদন্তয়া করমিলিত মহানীলরত্নাক মালাঃ ।
বেষ স্তেনাস্ত্র ভেনে গরুড়মণিলতাপোন সঃ কাস্তমুক্তা
নেপথ্যত্রহিবিচ্ছাস মুচিত রচনঃ কল্প কাপালিকস্ত ।”

দেবপাড়া প্রশস্তি ৩১ শ্লোক—

Epigraphia Indica vol. I, page 311.

(৩) অস্বাদেশে ভুবনোৎসব কারণেন্দুর্বজ্রালসেন জগতীপতিরাজ্যগাম ।

করিয়াছিলেন। যে নরদেব সিংহ পিতার অনন্তর একমাত্র বীর বলিয়া সিংহাসন রূপ পর্কতের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন” (১)।

বঙ্গালের জন্ম সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন,—বঙ্গাল সেন বিধক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র (২), কেহ বলেন, তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। কথিত আছে, “রাজা বিজয় সেন বঙ্গাল-জননীকে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে নির্কাসিত করেন। বঙ্গালের মাতা

বিজয়ের জ্যেষ্ঠা মহিষী ছিলেন, কিন্তু সপত্নীর সহিত

বঙ্গালের জন্ম তাঁহার বনিত না; তজ্জন্তুই তিনি নির্কাসিত হন। সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বঙ্গাল সেনের জন্ম হয়, তজ্জন্তু তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। অরণ্য-প্রদেশে জন্ম হওয়াতে, রাজকুমারের বঙ্গাল নাম হয়” (৩)। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় কিম্বদন্তীর বিশেষ কোনও মূল্য

যঃ কেবলং ন খলু সৰ্ব্ব নরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্র বিবৃথামপি চক্রবর্তী ।”

লক্ষণ সেনের মাধাই নগরের তাম্রশাসন—৮ম শ্লোক।

J. A. S. B. 1909, page 472.

(১) “পদ্মালয়েব দয়িতা পুরুষোত্তমস্ত গৌরীব বাল-রজনীকর-শেখরস্য।

অস্যপ্রধান- মহিষী জগদীশ্বরস্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস বিলাস দেবী ॥

এবা স্তুতং স্তুতপসাং স্কন্ধতৈরস্তুত বঙ্গাল সেন মতুলং গুণ গৌরবেন।

অধ্যাত্ত যঃ পিতুরনন্তর মেকবীরঃ সিংহাসনাত্তি শিখরং নরদেব সিংহ” ॥

—বঙ্গাল সেনের সীতাহাটী তাম্রশাসন, ১০—১১ শ্লোক।

সাহিত্য, ১৩১৮, কার্তিক—৫২৪ পৃষ্ঠা।

(২) “আদিপুত্রের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা।

বিধক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বঙ্গাল সেন রাজা ॥”

রায়জয় কৃত বৈষ্ণবুলপঞ্জী।

(৩) গৌড়ের ইতিহাস ১৮৩ পৃষ্ঠা।

প্রতিভা,—১৩১৮, পৃঃ ৪৬৬।

নাই, সুতরাং কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই এগুলি অনান্যাসে উপেক্ষা করিতে পারি। কেহ কেহ বল্লাল নামের বৈচিত্র লক্ষ্য করিয়া, বললাল, বললাল বা বললাম (বলরাম ?) নাম সুসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বল্লাল নাম অস্বাভাবিক নহে। দক্ষিণাপথের হোয়সল রাজবংশে বীর বল্লাল নামধেয় তিনজন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম বীর বল্লাল ১১০৩ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বীর বল্লাল (ত্রিভুবন-নল্ল-ভুজবল বীর গঙ্গ) ১১৭৩—১২১২ খৃষ্টাব্দে, তৃতীয় বীর বল্লাল ১৩১০ খৃষ্টাব্দে প্রাক্তৃত হইয়াছিলেন(১)। সুতরাং “দাক্ষিণাত্য কোণীজ” সেন রাজগণের মধ্যে বল্লাল নাম থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

দানসাগর গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে লিখিত আছে :—

“ধর্মস্তাভ্যাদয়ান নাস্তিক পাদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।

শ্রীকান্তোহপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ” ॥

এই মহাপুরুষ স্বীয় অনন্ত-সাধারণ প্রতিভা এবং রাজশক্তির প্রভাবে বঙ্গীয় প্রকৃতি পুঞ্জের হৃদয়ে যে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অত্যাপি তাহা বিলুপ্ত হয় নাই! সম্ভবতঃ এক সময়ে তিনি অবতার রূপে পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই দান সাগরে তাঁহাকে “প্রত্যক্ষ নারায়ণ” রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং এজন্যই হয়ত বল্লালের ভদ্র সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। দান সাগরে উক্ত হইয়াছে (২) :—

“দৈন্যোত্তাপভৃত্যাকালজলদ সর্কোত্তরান্নাভূতাং

শ্রীবল্লাল নৃপন্ততোহজনি গুণাবির্ভাব গর্ভেধ্বংঃ” ॥

(১) The Dynasties of the Kanarese Districts by J. F.

Fleet Esqr.—The Hoysalas of Dorasamudra, page 493-

(২) গোড়ে ব্রাহ্মণ—পরিশিষ্ট—২১১ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে, “গুণাবির্ভাব গর্ভেধর” পদটী প্রণিধান যোগ্য। বিজয় সেন কি বল্লালের জন্ম হইতেই তাঁহাকে স্বীয় সিংহাসনের ভারী উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন ?

মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষণসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেন দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয়া রাম দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেন রাজগণ গোড়বঙ্গে স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিবার পরেও সুদূর দাক্ষিণাত্যের সহিত সংশ্রব রাখিবার জন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

বল্লাল সেনের কাল নিরূপণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বল্লাল সেন বিরচিত অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ হইতে বল্লাল সেনের রাজ্যাভিষেকের কাল আবিষ্কার করিয়াছেন (২)। অদ্ভুত সাগরের “সপ্তর্ষীনামভূতানি” প্রকরণে লিখিত

আছে,—“ভুজ-বনু-দশ-মিতে (১০৮২ শকে) শ্রীমদ্

আবির্ভাবকাল। বল্লাল সেন রাজ্যাদৌ বর্ষেক্ষয়ষ্টিমুনির্বিহিতো বিশেষায়াম্”, ইহাতে ১০৮২ শক বা ১১৬০

খৃষ্টাব্দ বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। বল্লাল সেন রচিত দান সাগর নামক নিবন্ধে লিখিত আছে :—

(১) “ধরা ধরাস্তঃপুর মৌলিরত্ন

চালুক্য ভূপাল কুলেনু লেখা।

তস্য প্রিয়াভূত্বহমান ভূমি

লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী।”

লক্ষণ সেনের মাধাই নগর—তাম্রশাসন ২ শ্লোক

J. A. S. B. 1909, page 472

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal 1906, p. 17
note (India Government M. S. Fol. 52 a).

“নিখিল চক্র তিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেনেন পূর্ণ-

শশি নব দশমিতে শক বর্ষে দানসাগর রচিত” (১) ।

অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন “দান সাগর” রচনা করিয়াছিলেন । ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোধাই প্রদেশে সংগৃহীত বল্লাল সেন রচিত যে অদ্ভুত সাগরের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে :—(২) ।

“শাকে খনব খেন্দকে আরেভেহুত সাগরং

গৌড়েন্দ্র কুঞ্জরালান-স্তংভবাহমহীপতিঃ ॥

গ্রহেহ্ম স্নিনসমাণ্ড এব তনয়া সাম্রাজ্যরক্ষা-মহা-

দীক্ষাপর্বণি দীক্ষমিজকুতে নিম্পত্তিমভার্থ্য সঃ ।

নানা দান চিতাংবু সংচলনতঃ সূর্য্যাস্বজা সংগমং

গঙ্গায়্যং বিরচ্য নিজরপূরং ভার্য্যামুঘাটোত গতঃ ॥

শ্রীমল্লক্সণ সেন ভূপতি রতি শ্লাঘ্যো যত্নদ্যোগতো

নিম্পন্নোদ্ভূত সাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লাল ভূমী ভূজঃ ।

খ্যাতঃ কেবল মগ্নবঃ (১) সগরজ-স্তোমস্ত তৎ পূরণ

প্রাবীণ্যেন ভগীরথ স্তু ভুবনে ষষ্ঠাপি বিদ্যোততে” ॥

অর্থাৎ মহারাজ বল্লাল সেন ১০৯১ শাকে অদ্ভুত সাগরের আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া এবং তনয়ের উপর

(১) দান সাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে “সময় প্রকাশ” প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ “নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেব ১০১৯ শকাবে (১০৯৭ খঃ অঃ) রচনা করেন :—

“নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেবেন ।

পূর্ণ নবশশি দশমিতে শকাবে দান সাগরো রচিত ॥”

(২) Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit
Ma nuscripts 1894, page LXXXV.

সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষণ সেনের উদ্যোগে অদ্ভুত সাগর সমাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগরের রচনা কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক গুলি প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার একরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগরের যে সমুদয় পুঁথিতে কাল বিজ্ঞাপক শ্লোক রহিয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে লিপিবদ্ধ হওয়াই সম্ভব; কারণ উক্ত দুই গ্রন্থের আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বোধাইয়ের, কাশ্মীরের বা বঙ্গদেশের সমস্ত “দান সাগর” ও “অদ্ভুত সাগর” গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বল্লাল সেন এই গ্রন্থ দ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া তাহার পরে আধুনিক নাগরী বা বাঙ্গালাঅক্ষরে এই গ্রন্থ দ্বয় লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশত বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই গ্রন্থ কতবার লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বল্লাল সেন এতদেশে আভিজাত্যভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভিজাত্যের অনুরোধে এখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যসমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদেশীয় ধনিগণ কতশত কুল-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোন তারিখ সত্য প্রমাণ করাইবার জন্য কোন ব্রাহ্মণ হয়ত “অদ্ভুত-সাগর” ও “দান সাগরের” মান বাচক শ্লোক কয়টি রচনা করিয়া যোগ

করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ সমূহের অনুলিপি নানাদেশে নীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোকগুলি নাই, তখন সে গুলিকে প্রাক্কথিত ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না” (১)।

গৌড়রাজমালার লেখক বলেন (২)। “দান সাগর” স্থিতি নিবন্ধ, এবং “অদ্ভুত সাগর” জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাহারা স্থিতি বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্থিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনকারীগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। সুতরাং কোন কোন লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। সেই জন্য সকল পুস্তকে এই বচন দৃষ্ট হয় না”।

“এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে যে “অদ্ভুত সাগরের” পুঁথি আছে, তাহার মঙ্গলাচরণের সহিত ভাণ্ডারকার-বর্ণিত পুঁথির মঙ্গলাচরণের তুলনা করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। বোধাইএর পুঁথির মঙ্গলাচরণের প্রথম নরটি শ্লোকে, সেনরাজবংশ, গ্রন্থকার বল্লল সেন, এবং তাঁহার সহযোগী ত্রিনিবাস প্রশংসিত হইয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিতে এই নরটি শ্লোকের পাঁচটি মাত্র দৃষ্ট হয় ; ২, ৩, ৪, এবং ৬নং শ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোধাইএর পুস্তকে এই নরটি শ্লোকের পরে, সাতটি শ্লোকে, যে যে মূল গ্রন্থ হইতে “অদ্ভুত সাগরের” বচন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা-প্রদত্ত হইয়াছে ; এবং তৎপরে আর দ্বাদশটি শ্লোকে গ্রন্থের

(১) প্রবাসী—১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড় রাজমালা, ৬২ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ তালিকা এবং বিষয় সূচী অনেক নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথির ভূমিকায় এই ১৯টী শ্লোকের একটিও স্থান লাভ করে নাই। এই সকল শ্লোক ও কি তবে প্রক্ষিপ্ত ?” বিষয়-সূচীর পর বোম্বাইএর পুঁথিতে যে তিনটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত তিনটি শ্লোক এক সূত্রে গ্রথিত। ইহার একটিকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটিকে রাধিবার উপায় নাই। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিতে তাহাই করা হইয়াছে। প্রথম দুইটি পরিত্যক্ত এবং তৃতীয়টি মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায়, “শাকে খ-নব-খেন্দকে” ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না”।

বল্লাল সেন রচিত দান সাগর গ্রন্থের দুইখানি পুঁথিতে সময় বিজ্ঞাপক শ্লোক আছে। ইহার একখানি ইণ্ডিয়া আফিসে সংগৃহীত হইয়াছে, অপরখানি প্রাচ্যবিজ্ঞা মহার্ঘব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকটে রহিয়াছে। এই শেষোক্ত পুঁথি খানিতে আরও দুইটি শ্লোকসন্নিবেশিত আছে, তাহা দ্বারা বল্লাল সেনের সময় আরও বিশদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোক দুইটি অপর কোনও পুঁথিতে আছে বলিয়া জানা যায় না।

“রবি ভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দান সাগরস্তাত্ত্ব ।

ক্রমশোহত্র সম্পরিদামুপাত্তা বৎসরা পঞ্চ ॥

তদেব মেকনবত্যাধিকবর্ষসহস্রারেহস্তিতে শাকে ।

সম্বৎসরাঃ পতন্তি বিশ্বপদারভ্য চ” ॥ (১)

দান সাগর এবং অদ্ভুত সাগরের উপরোক্ত সময় জ্ঞাপক শ্লোক কর্তী দেখিয়া ডাঃ কীলহর্গ তাঁহার পূর্বমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন (২)।

(১) H. P. Shastri's notices of Sanscrit Manuscripts—2nd Series, Vol I Page 170.

(২) Epigraphia Indica Vol Viii, appendix (Synchronistic List for Northern India).

দান সাগর ও অভূতসাগর-নির্দিষ্ট শকাব্দ-বর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোল বোঁগ আছে লক্ষ্য করিয়া, খ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন (১), “কিন্তু ঐ শকাব্দ দুইটা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে, যদি ১০৯০ শকে বুদ্ধ বল্লাল সেন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও অভূত সাগর অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১০৯১ শকে আবার তাহা দ্বারাই দান সাগর সম্পূর্ণ হইল কিরূপ? বলা বাহুল্য, তাঁহার গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্টই তাঁহার হইয়া দান সাগর সমাধা করেন। দান সাগরের প্রথমার্ধে বল্লাল সেন যেরূপ ব্রাহ্মণ ভক্তি ও দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, শেষার্ধে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। শেষার্ধে বল্লাল সেনের গুণ-গৌরব যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কখনই তাহা বিনয়ী বল্লাল সেনের রচনা বলিয়া মনে হইবে না। অভূত সাগরের ত্রায় দান সাগরের শেষার্ধেও ভিন্ন হস্ত রচিত বলিয়া মনে করি”। দান সাগরে লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লাল সেন তদীয় গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের উপদেশেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (২)। বল্লাল সেন বুদ্ধ বয়সে

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজস্বকাণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠা।

(২) “বেদার্থ স্মৃতি সংগ্রহাদি পুস্তকঃ শ্রাব্যো বরেন্দ্রীভূতৈঃ

নিম্নশ্রোদ্ধল বীচিনাশ নরনঃ সারপুতং ব্রহ্মণি।

ষট্ কৰ্ণা ভবদার্যশীল নিলয়ঃ প্রাধ্যাত সত্যব্রতো।

বুত্রারৈরিবগীপ্তিন রপতেরতানিরুদ্ধো গুরুঃ ॥

আধ্যাত সকল পুরাণ স্মৃতিসারঃ শ্রদ্ধয়া গুরোরন্বাৎ।

কলিকল্পবোধদানঃ (?) দান দিবঙ্গ বিধাকামপি” ॥

“Danasagara”,—H. P. Sastri's “Notices,” second Series,

Vol I. Page 170.

অদ্ভুত সাগর রচনা করিতে যত্ন করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু বলালের মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ দান সাগর গ্রন্থ যে অনিরুদ্ধ ভট্ট কর্তৃক সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

নগেন্দ্র বাবুর সংগৃহীত দানসাগর পুঁথি প্রাচীন নহে। উহা তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথি খানিও ঐরূপ অক্ষরেই লিখিত (২)। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত দান সাগর পুঁথি খানিও আধুনিক বঙ্গাক্ষরে লিখিত, কিন্তু উহা বিস্তৃত ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুঁথিতে পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোকের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ সেন রাজবংশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে (৩)। কলিকাতা ঠাকুর মহারাজের পুস্তকালয়ের পুঁথিখানি ১৭২৮ শকাব্দায় লিখিত হইলেও উহাতে ও উক্ত শ্লোকগুলি লিখিত হয় নাই (৪)। এইরূপে প্রায় সমসাময়িক কালের লিখিত চারিখানির পুঁথির মধ্যে একখানিতে সমস্ত জ্ঞাপক তিনটি শ্লোক, আর একখানিতে একটী শ্লোক রহিয়াছে, কিন্তু অপর দুইখানিতে উহা লিখিত হয় নাই। সুতরাং এতৎসমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে সম্ভবতঃ অনুমিত হয় যে, সমস্ত জ্ঞাপক প্রথম শ্লোকটি সর্ব প্রথমে প্রকৃষ্ট হইয়াছে, এবং

(১) “জ্যোতির্বিদ্যাবচনানি বিচার্য তেবাঃ

তাৎপর্য পর্যবসিতৌ গ্রন্থান্নুপূর্য্যা।

বিপ্রপ্রসাদন বশনবসাদ-বুদ্ধি

নিশঙ্ক শঙ্কর নৃপ কুরুতে প্ররক্ষম্”।

(২) Eggelings India office Catalogue, pt III.

(৩) Mss no II.

(৪) Raja Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanscrit Mss.

একত্ৰই উহা হইখানি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে ; পরন্তু শেষ শ্লোক হয় উহারও পরে প্রক্লিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই একখানি পুঁথি ব্যতীত অপর কোনও পুঁথিতে উহা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ভাণ্ডার কার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও ঐ একখানি ব্যতীত অপর কোনও পুঁথিতে পরিলক্ষিত হয় না। অদ্ভুত সাগরের আরও অনেকগুলি পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তাহার কোনও খানিতেই উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হয় নাই। অদ্ভুত সাগরের যে যে পুঁথি বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল :—

ক। কাশ্মিরের রঘুনাথ মন্দিরের পুঁথি (১)।

খ। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পূৰ্ব-সংগৃহীত আর একখানি খণ্ডিত পুঁথি (২)।

গ। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি (৩)।

ঘ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুঁথি (৪)।

ঙ। ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথি (৫)।

ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ দফার পুঁথিতে শ্লোকগুলি নাই।

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে, মূল্যের অশুদ্ধতার জগ্ৰ অনেক

(১) Catalogue of Sanscrit Mss in Kashmir by M. A. Stain.

(২) Report on the Search of Sanscrit Mss in the Bombay Presidency, 1834—86. by R. G. Bhandarkar P. 84. No. 861.

(৩) Govt No 1193.

(৪) H. P. Shastri's Notices of Sanscrit Mss Vol II.

(৫) Indica Office Catalogue, pt III. No. 712.

গুলি শ্লোক বোধগম্য হয় না। আধুনিক হস্ত লিখিত পুঁথিতে অন্তর্ভুক্ত পরিমাণ এত বেশী যে তজ্জন্ত কোন অংশ আসিল এবং কোন অংশ প্রাক্ষিপ্ত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই কারণে আধুনিক পুঁথি গুলিকে প্রমাণ স্বরূপ ধরা যায় না।” সুতরাং দান সাগরের এবং অদ্ভুত সাগরের আধুনিক কালে লিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল সেনের সময় নিরূপণ করা সমীচীন নহে !

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত অষ্টগ্রামের দত্ত বংশের কুর্চিনামার শিরোধেয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা লিখিত আছে বলিয়া জানা যায় :—

“অষ্ট গ্রামের দত্ত বংশ ।

শকাব্দাঃ ১০৬১ । সন ৫৪৬, বঙ্গ গমন ।

মাহে চন্দ্রশূঁয়াবনী সংখ্য শাকে, বল্লাল ভীতে । খল দত্তরাজ ।

ত্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্ত প্রজগাম বঙ্গং ॥”

শ্লোকটি অণ্ডক বলিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিহারী মহাশয় ভদ্রীয় “বল্লাল মোহমুদগর” গ্রন্থে শুদ্ধ করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে পরিবর্তিত করিয়াছেন :—

“চন্দ্রশূঁয়াবনী সংখ্যশাকে, বল্লালভীতঃ খলদত্তরাজঃ ।

ত্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তঃ প্রজগাম বঙ্গং ॥”

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় উহার শেষ চরণটির, “শ্রীমান নন্তো বিজহৌ চ বঙ্গং” এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কুর্চিনামার শ্লোকটি যে ভাবে লিখিত হইয়াছে তাগাতে পষ্টই অনুমিত হয় যে, লিপিকর সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার লিখিত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বল্লালের রাজত্বকাল নির্ণয় করা সমীচীন নহে ।

কথিত আছে যে, মহারাজ বল্লাল সেন স্বীয় অধিকৃত রাজ্য, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, ও বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া

প্রত্যেক ভাগে এক এক জন শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন । প্রধান প্রধান নদীর স্রোতগতি দ্বারা স্বভাবতঃ বা রাজকীয় রাজস্ব সুবিধা মতে আদায়ের

জন্ত এই পাঁচ ভাগে সমগ্র দেশ বিভক্ত হয় তাহা সাত্রাজ্য বিভাগ । জানা যায় নাই । ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হেমিণ্টন

সাহেব বঙ্গাল কৃত এই দেশ বিভাগের বিষয় সর্ব প্রথম উল্লেখ পূর্বক সীমা নির্দেশ বিবরণ প্রকাশ করেন । তুর্কিগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বলিয়া ব্রহ্মম্যান সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন । বর্তমান বঙ্গলাদেশ বঙ্গালের বহু পূর্ব হইতেই যে রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড, উপবঙ্গ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল তাহা প্রথম অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে । সুতরাং বঙ্গাল সেনকে এই বিভাগের কর্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । হেমিণ্টন সাহেব কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না । বঙ্গালসেন গোড়েখর উপাধি গ্রহণ করিয়া গোড়-বঙ্গে একাধিপত্য লাভ করিলে তিনি যে শাসন সৌকর্য্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশের জন্ত পৃথক শাসন কর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব না হইলেও, অদ্যাপি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । আনন্দভট্ট কৃত বঙ্গাল চরিতের পরিশিষ্টে লিখিত আছে ।—

“দান সাগর গ্রন্থস্ত প্রণেত্রা লিখিতস্তথা ।

বিজয় সেনাশ্রমশ্চৈব হেমন্ত সেন পৌত্রকঃ ॥

বিখণ্ডিতং তেন রাজ্যং পঞ্চ খণ্ডেন তদ্ যথা ।

বঙ্গ বাগড়ি বারেন্দ্র রাঢ়াচ্চ মিথিলা তথা ।

রাঢ়ী বিজ কায়স্থানাং নিয়ন্তা কুলকর্ম্মণঃ ॥

তেন সংস্থাপিতস্তত্র রাজধানী অরস্তুতঃ ।

সুবর্ণ গ্রামে গোড়ে চ নবদ্বীপে বিশেষতঃ ॥”

গোপালভট্ট বিরচিত মূল বল্লাল চরিতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। আনন্দভট্ট গোপালভট্টের বহুপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন প্রমাণের বলে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। স্মৃতরাং পরবর্তী কালে রচিত আনন্দ ভট্টের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা সম্ভব নহে।

সকলেই বলিয়া থাকেন যে মহারাজ বল্লাল সেনই বঙ্গদেশে কৌলীন্দ্ৰ প্রথার প্রবর্তক। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। এ পর্য্যন্ত সেনরাজ গণের প্রদত্ত যে কথনানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ইহার কোনও উল্লেখ অথবা আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, “বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন সমূহে তাম্রশাসন গ্রাহী ব্রাহ্মণ-গণের উল্লেখকালে বল্লালসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

কৌলীন্দ্ৰপ্রথা। অভিজাত্যের কোন কথাই নাই। বল্লালসেন

যদি গোড় বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কোন নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার কথা তাম্রপটে উৎকীর্ণ হইত। হয়ত বল্লাল সেনের ১১শ রাজ্যাঙ্কের পরে এই নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন-চতুষ্ঠয়ে এবং কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? * * * * বল্লালসেন সত্যি কৌলীন্দ্ৰ প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কিনা তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্দ্ৰপ্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্দ্ৰ প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত-সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পাল রাজবংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয় সেন

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কায়স্থ জাতির মধ্যে অভিজাত্য সৃষ্টি করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন অভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কিনা সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে অভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে।”

হরিশ্চন্দ্রের কারিকার লিখিত আছে :—

“উত্তমেভ্যো দদৌ পূর্কং মধ্যমেভ্যস্ত তো নৃপঃ ।

অধমেভ্যো ভরাৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবৎদদৌ ॥

তাম্র পাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহুনি চ ।

এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্কং কলৌ বল্লাল সেনকঃ ॥”

ইহা দ্বারাও বল্লালসেন যে কোলিঙ্গ প্রথার প্রবর্তক তাহা প্রমাণিত হয় না ।

উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রুতি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে প্রসঙ্গতঃ কুলীন অকুলীন শব্দের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে যিনি বিজ্ঞা, সৌজ্ঞ্য, বিনয়, সত্য ও আত্মব প্রভৃতি নানা গুণ-বিভূষিত হইতেন, সমাজে তিনিই কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। রামায়ণে রামচন্দ্র মহর্ষি জাবালিকে বলিতেছেন ;—

“নিমর্যাদপুরুষঃ পাপাচার সমন্বিতঃ ।

মানং ন লভতে সৎস্ব ভিন্নচারিত্র দর্শনঃ ॥

কুলীন মকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্ ।

চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বা শুচিম্ ॥”

মানবধর্মান্ত্র-প্রণেতা কুলের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে উত্তম কুলের সহিত কস্তাদানাদি কার্য করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ; হীন-কুল বর্জন পূর্বক উত্তম কুলের সহিত ক্রিয়া করিলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বিপরীতাচরণ করিলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে (১) । আবার অন্ত্র লিখিত হইয়াছে :—

“তদধ্যাত্তোষহেং কতাং সবর্ণাং লক্ষণাঘিতাং ।

কুলে মহতি সজ্জতাং হৃদ্যাং রূপ সমন্বিতাং ॥”

৭৭—৭ অঃ ।

“পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীনাঞ্চ বিশেষতঃ ।

মুখ্যানাষ্টৈব রত্নানাং হরণে বধমহতি ॥”

২৩৩—৮ অঃ ।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মমুর সময়েই মহৎকুল ও কুলীন বলিয়া সমাজ-পার্থক্য জন্মিয়াছিল ।

অমর কোষে লিখিত আছে, “মহাকুল কুলীনার্ঘ্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ ।” মহাকুল, কুলীন, আৰ্য্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু শব্দ একার্থ বোধক । যাজ্ঞবল্ক্য উল্লিখিত আছে :—

“মহোংসাহঃ স্থূল লক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধ সেবকঃ ।

বিনীতঃ সন্ত সম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥”

৩০৯—১ অঃ ।

(১) “উত্তমৈরুত্তমৈর্মিত্যাং সম্বন্ধানাচরণং সহ ।

বিনীতঃ কুলবৃৎকর্ষমধমানধনাঃত্যজ্যেং ।

উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাস্তে বর্জয়ন্ ।

ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যল্যোনে পুত্রতান্ ॥”

মমু—৪ অঃ ২৪৪/২৪৫ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ঘটকর্ষর বলিয়াছেন ;—

“ধনৈর্নিকুলীনাঃ কুলীনাভবন্তি, ধনৈরাপদো মানবানিস্তরন্তি ।

ধনেভ্যঃ পরো বাক্‌বোনান্তি লোকে, ধনাত্তজ রক্ষং ধনান্যজ রক্ষং ॥”

কলাপ ব্যাকরণকার সর্ববর্ণাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—

“ধনেন কুলম্ ।”

কেহ কেহ অহুমান করেন, “যাহারা বল্লাল সেনের তাত্ত্বিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কোলিত্র মর্যাদা প্রদান করেন। তন্মধ্যে যে নববিধ আচার (১) আছে, বল্লাল সেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন। হলায়ুধের “ব্রাহ্মণ সর্কস্ব” গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময়ে রাঢ়ীও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদের অল্পশীলন হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাত্ত্বিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ও শক্তির উপাসক হইয়াছিলেন” (২)। কিন্তু বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের যে কয়খানি তাত্ত্বশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাত্ত্বিক কোনও ক্রিয়াকাণ্ডের অল্প ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্বরূপ ও কেশব সেন শ্রুতিপাঠের অল্পই ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাত্ত্বশাসনে লিখিত আছে।

(১) “আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ।

নিষ্ঠা বৃত্তি তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্ ॥”

(২) “অত্র চ কলৌ আয়ুঃ প্রাক্তোৎসাহ প্রজ্ঞাদীনামল্পত্বাৎ তৎ কেবলং পান্ধাত্যাদিভিঃ বৈদ্যায়ন যাজ্ঞং ক্রীয়তে । রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্ত অধ্যয়নং বিনা কিম-দেকদেশ বৈদ্যার্জ কৰ্ম্ম-সীমাসো দ্বারেন বজ্জেন্তি কর্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে । নষ্টে তেনাপি মত্ৰকৰ্ম্মবৈদ্যজ্ঞানম্, যত তৎ পরিজ্ঞান এব শুভ কলম্ । তদজ্ঞানে চ দোষঃ প্রীয়তে” ।

ঢাকুরে বল্লাল সেন সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

“কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল ।

কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল” ॥

বৈষ্ণ কুলগ্রন্থকার চতুর্ভূজ বলিয়াছেন :—

“তেন হি ভূমিপালেন বল্লালেন মহাশয়না ।

স্থাপিতা কুলমর্যাদা সিদ্ধাদি বংশ জয়নাং ।

হুহি সেন প্রভৃতিনাং পুরাহি কৃত নিশ্চিতা” ॥

পালবংশীয় রাজা নরপালের মহানসাধ্যক নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপানি দত্ত ১০৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত “চক্রদত্ত” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । তিনি যে মহারাজ বল্লালসেনের বহু পূর্বে প্রাক্তত্ব হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । এই চক্রপানি দত্ত আপনাকে “লোপ্রবলী কুলীন” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন (১) ।

সুতরাং বল্লাল সেন যে কোলিন্য প্রথার প্রবর্তক নহেন, তৎপূর্বেও যে দেশে কোলিন্য সংবিধান ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ।

বল্লাল সেন স্বয়ং বিদ্বান এবং বিদ্বার উৎসাহদাতা ছিলেন । তাঁহার রচিত “দানসাগর” ও “অভূতসাগর” অতি বিখ্যাত গ্রন্থ । দান সাগর গ্রন্থ ৭০ অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহাতে ১৩৭৫ প্রকার দানের

(১) গোড়াধিনাথ রসবত্যাধিকারীপাত্র-

নারায়ণদত্তনয়ঃ সুনরোত্তরজাঃ ।

ভানোরসুপ্রসিদ্ধ লোপ্রবলীকুলীনঃ

ঐচক্রপানিরিহ কর্তৃপদাধিকারী ॥

লোপ্রবলী কুলীনঃ—“লোপ্রবলী সংজ্ঞকঃ দত্তকুলোৎপন্নঃ”

শিবদাস সেন ।

প্রকার, সময় ও পাত্রাদির বিবরণ আলোচিত হইয়াছে । এই বিবরণ
এই প্রণয়ন কালে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বরাহ, অগ্নি, ভবিষ্য, মৎস্য, কুর্মা, আত্ম
প্রভৃতি পুরাণ, সাধ, কালিকা, নন্দী, আদিত্য
বল্লাল সেনের নরসিংহ, মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণুস্মৃতিস্তর প্রভৃতি উপ
পাণ্ডিত্য । পুরাণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত,

কাত্যায়ণ, জাবাল, সনন্দন, বৃহস্পতি, মনু, বশিষ্ঠ
সংবর্ত, রাজ্যাবল্য, গৌতম, যম, যোগীশাস্ত্রাবল্য, দেবল, বোধায়ন, আদ্বি-
রস, দানব্যাস, শঙ্খ, বৃহৎ বশিষ্ঠ, হারীত, পুণ্ডরীক, শাতাতপ, আপস্তম্ব,
শাট্টায়ণ, মহাব্যাস, লঘুব্যাস, লঘুহারীত, ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট প্রভৃতি
বিবিধ শাস্ত্র সমূহ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে ।

অতুত-সাগরে বৃদ্ধগর্গ, গর্গ, পরাশর, বশিষ্ঠ, গার্গীষ, বাহুপত্য,
বৃহস্পতি, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, কঠশ্রুতি, আথর্বন, অতুত, অসিত, ষড়্-বিংশ-ব্রাহ্মণ,
ঋষিপুরাণ, গার্গী, অথর্ব, কালাবলি, সূর্যাসিদ্ধান্ত, বিংধ্যবাসি, বাদরায়ণ,
উশনা, শালিহোত্র, বিষ্ণু গুপ্ত, সূর্যশ্রুত, পালকাপ্য, দেবল, ভার্গবীর, বৈজ্ঞ-
বাশ্য, কান্তপ, নারদ, মনু, চিত্র, চরক, যবনেখর, বরাহমিহিরচাৰ্য্য,
বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্বানন্দ, ভাগবত, আত্ম, আশ্বিন, মৎস্যপুরাণ,
রামায়ণ, ভারতখ্যান, হরিবংশ, বিষ্ণুস্মৃতিস্তর প্রভৃতি শাস্ত্রকার ও শাস্ত্র
সকলের প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

বল্লাল সেনের রচিত একটি শ্লোক সহস্রত্বিকর্ণামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত
হইয়াছে (১) ।

(১) “বিরমতিবির সাহসাদবুঝা-

দিলমণি নিরন্তমুশাগতন্ততঃ কিং ।

কলরসি ন পুরোমহো মহোর্মি-

মুত বিরমত্যাধরতায়ং সুখান্ত” ।

বল্লাল সেনের সীতাহাটী তাত্ত্বশাসন সঙ্গীতময় মুদ্রাধারা বুদ্ধিত করা হইয়াছে (১), এবং বল্লাল সেন পরম মাহেশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২)। তাত্ত্বশাসনোক্ত ভূমি “শ্রীযুগল শঙ্কর সংজ্ঞক” মলের দ্বারা পরিমাণ করা হইয়াছে (৩)। এই তাত্ত্বশাসনে লিখিত আছে,—“ওঁ নমঃ শিবায় । সঙ্ঘা

কালীন নৃত্যকার্যে ভেরী-নিবাদ-তরঙ্গ দ্বারা
বল্লাল সেনের ক্রীড়াপরায়ণ অনন্ত রসার্ণব অর্দ্ধ নারীধর মহাদেব
ধর্মমত । আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন । যাহার

নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গে ললিত অঙ্গহার বলন দ্বারা এবং
পুরুষাকার অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ভট নৃত্যবেগ দ্বারা দ্বিবিধ অভিনয় চেষ্টা
জয়যুক্ত হইতেছে” (৪)। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে
বল্লালসেনদেব শৈব ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
লিখিয়াছেন (৫), “রাজত্বের প্রথম সময়ে বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী
ছিলেন। কথিত আছে যে, সিদ্ধি বা সাফল্য লাভের জন্য তিনি জনৈক চণ্ডাল
তনয়াকে অসদভিপ্রায়ে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। চণ্ডাল রমণীর বকৈর
উপর উপবেশন পূর্বক জপ করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পায়। বার

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭—২৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭—২৩৬ পৃষ্ঠা।

(৩) ঐ—২৩৭ পৃষ্ঠা।

(৪) “ওঁ নমঃ শিবায়”।

“সঙ্ঘা-তাণ্ডব-সমিধান-বিলসরাসী-নিবাদোপ্তিভি-

বিন্দ্যাদ-রসান্নবো দিশতুঃ শ্রেরোদ্ধ-নারীধরঃ।

বভার্জে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্জে চ ভীমোদ্ভটৈ-

র্গাট্যারত-রনৈর্জরত্যাভিনয়-বৈধাতুয়ে-প্রমঃ”।

সাহিত্য ১৩১৮, কার্তিক, ৫২৩ পৃষ্ঠা।

(৫) Introduction to Modern Buddhism P. ২১.

বলিয়া তারা বা বৌদ্ধ-শক্তির উপাসকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, রাজত্বের প্রারম্ভকালে বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী না হইলেও তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু পরে, গাড়োয়াল প্রদেশান্তর্গত যোশীমঠ হইতে আগত সিংহগিরি নামক জনৈক শৈব সন্ন্যাসীর নিকট শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিপালক হইয়াছিলেন”। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত বল্লাল চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। বল্লালচরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় তিন শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে এবং শাসনলিপির প্রমাণে বল্লালচরিত্রের লিখিত বিষয়গুলি সমর্থিত হয় নাই। সুতরাং বল্লাল চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া বল্লাল সেন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার সন্নিকটবর্তী সীতাহাটী নামক স্থানে বল্লাল সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেব তাঁহার একাদশ রাজ্যাকে রাজমাতা বিলাস দেবীর সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হোমাখ মহাদানের দক্ষিণাশ্বরূপ বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তঃপাতি উত্তররাঢ়া-মণ্ডলে বাল্লহিট্ট গ্রাম বরাহ দেব শর্ম্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেব শর্ম্মার পুত্র, ভদ্রস্বায় গোত্রীয় সামবেদী-কোথুম-শাখা-চরণাচ্ছত্রী শ্রীও বাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন (১)। বল্লাল সেন সম্ভবতঃ ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

বল্লাল সেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেন গোড়-বজ্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। “অদ্ভুত সাগর” গ্রন্থে লিখিত আছে :—

“গলারায় বিরচ্য নির্জর পুরং ভার্য্যাক্ষযাতোগতঃ।”

ইহা হইতে কেহ কেহ অহুমান করেন, বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনপূর্বক স্বীয় তনয়ের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া ভাৰ্যাসহ গঙ্গাতীরস্থিত নিজরপুর নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন।

দুর্লভমল্লিক-কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভূমিকায় লক্ষ্মণ সেন । লিখিত হইয়াছে, “নদীয়া জেলার বাঙ্গালা

মানচিত্রে (১৮৬৮ খৃঃ অঃ) বর্তমান নবদ্বীপের কিঞ্চিদধিক এক মাইল উত্তর পূর্বে “বল্লাল সেনের পুরাতন দীঘি” লিখিত আছে, ইহার নিকটে বল্লাল, প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এক্রপ প্রবাদ শ্রুতি গোচর হয়; অতএব বোধ হয়, এইস্থানে নিজরপুর ছিল” । আবার নিজরপুর শব্দের অর্থ স্বর্গপুর ধরিয়া কেহ কেহ উপরোক্ত শ্লোকের ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন । ইহাদের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, বল্লাল সেন স্বর্গপুরে গমন করিলে তদীয় ভাৰ্য্যা সহমৃত্যু হইয়াছিলেন । বল্লাল সেন যে বৃদ্ধ বয়সে অঙ্গুতসাগর গ্রন্থ রচনা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন তাহা উক্ত গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে ।

যথা :—

“জ্যোতির্বিদ্যার্থ বচনানি বিচার্য তেবাঃ

তাৎপর্য পর্যবসিতৌ প্রথনাত্মপূৰ্ণা ।

বিপ্র-প্রসাদনবশানবসাদ-বুদ্ধি

নিশংক শংকর নৃপঃ কুরুতে প্রবন্ধম্” ॥

তিনি অঙ্গুত সাগরের রচনা কার্য সম্পূর্ণ করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন না; আরক্ত কার্য অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিয়া স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে ইহা সম্পূর্ণ করিবার অন্ত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন :—

“এচ্ছেৎশ্রিত্তসমাপ্ত এব তনয়ঃ সাম্রাজ্য রক্ষা মহা-

দীক্ষা পব'পি দীক্ষাণামিচ্ছকৃতে নিস্পত্তিমত্যর্থ সঃ” ।

সুতরাং অদ্ভুত সাগর রচনারস্তের অত্যন্ত কাল পরেই যে তাঁহার দেহাত্মর হইরাছিল, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সেন বাহ্যিক নরপতিগণ মধ্যে বিজয় সেনের পরে লক্ষণ সেনের দ্বারা বিপুল পরাক্রমশালী নৃপতি আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।
কেশব সেনের তাম্র শাসনে উক্ত হইরাছে (১) :—

“বাহু বারণহস্ত-কাণ্ড সদৃশৌ বকঃ শিলা সংহতঃ

বাণাঃ প্রাণহরবিবাং মনজল প্রতদিনো দন্তিনঃ ।

বৈভবতাং সমরাজ্ঞ-প্রধরিনীং কৃপা স্থিতিং বেৎলা

কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বহুধা চক্রেহুক্রপোরিণুঃ” ॥

অর্থাৎ লক্ষণ সেনের বাহুবর বারণ-হস্ত-কাণ্ড সদৃশ, বকঃ শিলাবৎ সংহত, বাণ শত্রু প্রাণহর ছিল ; লক্ষণের হস্তিগণ, মনজল করণ করিত। বিধাতা ঐ সকলকে সমরোপযোগী করিয়া তাঁহার অম্লরূপ রিণু যে কোন স্থানে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তাহা কে জানে ?

লক্ষণ সেন যে ধর্ম্মকীর্ত্তা বিশারদ ছিলেন তাহা “সেক শুভোদয়া গ্রহে”ও উল্লিখিত হইরাছে। তিনি গঙ্গাতীরে শরাত্যাস করিতেন এবং তাঁহার শর গঙ্গার অপর তীরে গিয়া পড়িত বলিয়া উক্ত গ্রহে লিখিত আছে।

লক্ষণ সেন দেবের চারিখানি (২) তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে একখানি স্থানুর বনের নিকট, একখানি দিনাজপুরের তর্পণ নদীর নিকট, একখানি রাণাঘাটের নিকট আতুলিয়াগ্রামে এবং অপরখানি মাধাই নগরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত তিনখানিই বিক্রমপুর অরক্ষাবার হইতে প্রাপ্ত হইরাছে।

(১) J. A. S. B. New Series vol X Page. 100—101.

Verse 13.

(২) সম্রাট লক্ষণসেনের অপর একখানি তাম্রশাসন ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ গোবিন্দপুর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

হুম্মরবনের তাম্রশাসন :—ইহা জগদ্ধর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, নারায়ণ দেব শর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহ দেব শর্ম্মার পুত্র, গার্গ গোত্রীয় অঙ্গিরা, কুম্ভাতি শীলগর্গ ভরদ্বাজ প্রবর ঋগ্বেদাখ্যায়ন-শাখাধ্যায়ী কুম্ভধর দেব শর্ম্মাকে দেওয়া হইয়াছে ।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ভূত্যান্তপাতী ষাড়িমণ্ডলিকার মধ্যবর্তী ভরদ্বাজ ভরদ্বাজ চতুরক গ্রামে, পূর্বে শাস্ত্রশাবিক প্রভা শাসন সীমা, দক্ষিণে চিতাঙ্গি খাতাঙ্গ সীমা, পশ্চিমে শাস্ত্রশাবিক রামদেব শাসন পূর্ব সীমা, উত্তরে শাস্ত্র শাবিক বিষ্ণুপাণি গড়োলা কেশব গড়োলা ভূমি সীমা, চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও বশোবুদ্ধি-কামনার প্রস্তুত হইয়াছে । শাসন ভূমি উগ্রমাধব পাদীর তত্ত্বাধিত দানশাবিক হস্ত দ্বারা মাপ করা হইয়াছিল (১) ।

তাম্রশাসনে “সহ-দশাপরাধ” শব্দ আছে । যে দশবিধ অপরাধ করিলে ভূমির নিষ্করত্ব রহিত অথবা উহা বাজেয়াপ্ত করা হইত উৎকৃষ্ট গ্রাম সম্বন্ধে এইভার সেই দশটি অপরাধও সহ করা হইবে, ইহাই “সহ দশাপরাধ” শব্দ দ্বারা স্মৃতিত হইতেছে ।

দিনাজপুরের তাম্রশাসন :—এই শাসন দ্বারা হতাশন দেবের প্রপৌত্র, বার্কণ্ডের দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভরদ্বাজ-অঙ্গিরা-বাহুস্পত্য-প্রবর সামবেদ-কৌথুমশাখা-চরণভূতায়ী হেমাধ-রথ-মহাদানাত্যাগী জৈধর দেবশর্ম্মাকে পৌণ্ড্র বর্দ্ধন

(১) উগ্রমাধব এক দেবতার নাম । বোধ হয় মাপকাঠিটি দানশ হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক ছিল এবং উহাতে উগ্রমাধব পাদীর তত্ত্ব অধিত থাকিত । সম্ভবতঃ উগ্রমাধবের মন্দিরের সরিকটবর্তী কোন ক্ষেত্রে উচ্চতা-পরিমিত দানশও দ্বারা ভূমির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মাপ করা হইত ।

ভূক্যন্তঃপাতি পূর্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা নিকর দেওয়ান ভূম্যাঢ়া বাপ পূর্বাংশি: সীমা, দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা, পশ্চিমে নন্দি হরিপা কুণ্ডী সীমা, উত্তরে মোল্লাখাড়ি সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বিল্লহিষ্টী গ্রামীর ভূভাগ নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্যও যশোবৃদ্ধির জন্ত হেমাখ রথ মহাদানের দক্ষিণাশ্বরূপ (১) প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমিতে সংবৎসরে দেড়শত কপর্দক পুরাণ (২) মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত। রাজা লক্ষণ সেন এক সময়ে যে স্বর্ণ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দান গৃহীতা ঈশ্বর দেবশর্মা তদুপলক্ষে রাজার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দান ব্যাপারের দক্ষিণা শ্বরূপ আচার্য্যকে বিল্লহিষ্টী গ্রামীর ভূভাগ নিকর উপভোগের জন্ত প্রদান করেন। ১২৫ আড়ত ধান্যরীজ দ্বারা বৎসর বৎসর তাহার উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইত।

আহুলিয়ার তাম্রশাসন :—ইহা দ্বারা বিপ্রদাস দেবশর্মার প্রপৌত্র, শঙ্কর দেবশর্মার পৌত্র, দেবদাস দেবশর্মার পুত্র, কোশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্র-বঙ্গুল কোশিক-প্রবর বজ্রকর্ষদ কাঞ্চ-শাখ্যাধারী পণ্ডিত রঘুদেব শর্মাকে ত্রীপুণ্ড্র বর্ধন ভূক্যন্তঃপাতি ব্যাভ্রতটীস্থিত পূর্বে অশ্বখ বৃক্ষ সীমা, দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা, পশ্চিমে শান্তিগোপ শাসন সীমা, উত্তরে

(১) লক্ষণসেন হেমাখরথ-মহাদানকর্ত্তৃক হুসম্পন্ন করিবার জন্ত ভরষাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্মাকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য-দক্ষিণাপ্রদান করিবার জন্তই সম্ভবতঃ তাহাকে এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন। মুক্তজগদ দান মহাদান নামে পরিচিত ছিল। তাহারই এক জ্যেষ্ঠ হিরণ্যধরথ নামে কথিত হইত।

(২) পুরাণ একটি পারিভাষিক শব্দ :—তাহা বোড়শ পণের সমান, সেকালের রৌপ্য মুদ্রার সমকক্ষ বণা :—

“তে বোড়শ ভাঙ্গিরণং পুরাণকৈব রাজতঃ।

কার্ধাপণ্ড বিজ্ঞের ভাস্কিক: কার্ধিকঃ পণঃ”।

মালামঞ্চ-বাণী সীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাথুরিয়া খণ্ড ক্ষেত্র নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি কামনার প্রদত্ত হইয়াছে। শাসন ভূমিতে সৰ্ব্বসরে একশত কর্ণদ্বক পুরাণ মূল্যের শস্ত উৎপন্ন হইত।

মাধাই নগরের তাম্রশাসন :—এই তাম্রশাসন দ্বারা দামোদর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, রামদেবশর্ম্মার পৌত্র, কুমার দেবশর্ম্মার পুত্র, কৌশিক গোত্রীয় * * * * প্রবর অথর্ক বেদ পৈগল্লাদ শাখাধ্যায়ী গোবিন্দ দেবশর্ম্মাকে পোণ্ড বর্দ্ধন ভূক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্রের কান্তাপুরাবৃত্ত রাবণ সরসিকি স্থানে পূর্বে চড়ম্পসাপাটক পশ্চিম ভূঃসীমা, দক্ষিণে গয়নগর উত্তর ভূঃসীমা, পশ্চিমে গুণ্ডীহিরাপাটক পূর্ব ভূঃসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দাপনিয়া পাটক নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে মাতা পিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি মানসে প্রদত্ত হইয়াছিল। শাসন গ্রামের বাৎসরিক আয় ১৬৮ “পুরাণ” (রোপ্য মুদ্রা) ছিল।

চারিখানি তাম্রশাসনেই, তৃণ যুতি গোচরস্থ বা তৃণ যুতি গোচর পর্য্যন্ত, সসারি বিটপ, সজল স্থল, সগর্ভোবর, সগুবাক নারিকেল, ভূমির এক একটি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। সমুদয় তাম্রশাসনেই চট্ট ভট্ট প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন মধ্যে অন্ততঃ তিনখানির (সুন্দর বনের, আহুলিয়ার এবং মাধাই নগরের) প্রতিগৃহিতা রাঢ়ীয় বা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন। কারণ রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্র পঞ্চ-গোত্র মধ্যে গার্গ ও কৌশিক গোত্রের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সুন্দরবনের তাম্রশাসনের প্রতিগৃহিতা গার্গ গোত্রীয় ঋতেন্দ্রাচাণ্ড্যর শাখাধ্যায়ী কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা শাকবীণি, আহুলিয়া ও মাধাইনগরের তাম্রশাসনের প্রতিগৃহিতা কৌশিক

গোত্রীয় যজুর্বেদীয় কাণ্ঠাখ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্মা ও কৌশিক গোত্রীয় অথর্ব-বেদ পৈশালাদ শাখাখ্যায়ী গোবিন্দ দেবশর্মা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাকদ্বীপি ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কোলিত্র প্রথা প্রচলিত নাই। সুতরাং বল্লাল সেন কোলিত্র প্রথার প্রবর্তক হইলে তৎপুত্র লক্ষণ সেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিয়া শাকদ্বীপি ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিয়াছিলেন কেন তাহা ও একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

মাধাইনগরের তাম্রশাসনে লক্ষণ সেন “বিক্রমবশীকৃতকাপল্লপাবনী-মণ্ডলৈক চক্রবর্তী গোড়েধর” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। লক্ষণ সেনের সময়ে বঙ্গীয়সেনা যে কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার আভাস আসামে প্রাপ্ত কুমার বল্লভদেবের ১১০৭ শক সম্বতের (১১৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের) তাম্রশাসন হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায় (১)। বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব ত্রৈলোক্য সিংহের সময় বঙ্গাধিপতি কর্তৃক কামরূপ আক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে,

কামরূপ জয় “ভাস্করবংশ রাজতিলক রায়ারিদেব বঙ্গীয় মহাকার
করিবৃন্দের উপস্থিতি-নিবন্ধন বিবমধুচ্ছোৎসবে
রিপুগণকে অস্ত্রচালনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন” (২)।
রায়ারিদেব বঙ্গীয় সেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট করিয়া
বলা হয় নাই। “সুতরাং মাধাইনগর-তাম্রশাসনে উক্ত “বিক্রম-বশীকৃত

(১) Epigraphia Indica vol V. Page ১৪৪.

(২) “যেনাপাত্ত-সমন্ত-শস্ত্র-সহস্রঃ সংগ্রাম ভূমৌ রিপু

শত্রে বজ্র করীন্দ্র-সঙ্গ-বিবসে সাটোপ-মুচ্ছোৎসবে।

যেনাত্যর্থবরঃ অরঃ সকলিত ত্রৈলোক্য সিংহো বিধিঃ

সোচ্ছাত্তর-বংশ-রাজতিলকো রায়ারি দেবো বৃণঃ”।

কামরূপঃ” নিরর্থক না হইতেও পারে (১)। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়সেন কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিজয়সেনের কামরূপ জয় স্থায়ী হয় নাই। সম্ভবতঃ বিজয়সেনের রাজত্বের শেষভাগে অথবা বল্লালসেনের সময়ে কামরূপ-রাজ সেনবংশীয় নরপতিগণের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাভাব্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, ফলে কামরূপ রাজ্য সেনরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। একজুই লক্ষণ সেনকে পুনরায় কামরূপ রাজ্য জয় করিতে হইয়াছিল। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে সম্ভবতঃ প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বরের সহিত লক্ষণ সেনের সংঘর্ষের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে (২)।

লক্ষণ সেনের অন্ততম সভা কবি শরণ-রচিত দুইটি শ্লোকের মধ্যে (৩) একটিতে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত রহিয়াছে। কবি উমাপতি ধর তিনটি

(১) গোড়রাজ মালা ৬৭ পৃষ্ঠা।

(২) “গন্ধেভবককতু মদগুরুমরুদ্বিলোল লৌহিত্য খেল
বাঁচি বাচাল কালাচল বিপুল শিলাকলিতলে নিবধাঃ ।
কামিন্তঃ সৈনিকানাং বিধূত বিধুরতা ভীতনো গীতবন্ধৈ
বস্ত্র প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্ব প্রগতি পরিগুং পৌরবং প্রসুতবন্তি” ॥

J. A. S. B. 1906. Page 161.

(৩) (ক) “দেবঃ কুপ্যন্তবা বিচিন্ত্য বিনয়ঃ প্রীত্যন্ত বাসাদুশৈ
ক্বাহতিঃ প্রভুকীর্তিমপ্রতিহতাং বস্ত্রব্য মেবোচিতং ।
সেবাতির্থদি সেন বংশ তিলকাদাসাদনীরাঃ শ্রিয়ঃ
সকলানু বিধারিনঃ হরতরন্তু কেন হার্যোমদঃ” ॥

(খ) অরুণোদ গোড় লক্ষীঃ জয়তি বিজয়তে কলিমায়াং কলিমাঃ
চেতন্তেচি কিতীত্রো গুপতি বিতপতে নৃধ্যবৎ হ্রস্ব নেহু ।
বেচ্ছং প্রোচ্ছান্ বিনাশং নরতি বিমরতে কামরূপাতিমাকং

কাশী (ভর্তৃঃ) ভর্তৃর্কিকাশঃ হরতি বিহরতে বুদ্ধিযোঃ (মাধবত) মাধবত ॥

J. A. S. B. 1906 Page 174.

শ্লোকে সেন বংশীয় কোনও রাজার সহিত কাশীবাসী প্রকৃতি-বৃন্দের, প্রাগজ্যোতিষেশ্বের এবং স্নেহনরেশ্বের (১) সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিয়াছেন । শরণ-রচিত এই শ্লোকটিতে যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে । কবি উমাপতিধর বিজয় সেনের সময়ে প্রোদ্ধূত হইয়া লক্ষণ সেনের সময়েও জীবিত ছিলেন, কিন্তু শরণ কবি লক্ষণ সেনের সময়ে প্রোদ্ধূত হইয়াছিলেন বলিয়াই সুপরিচিত । গীতগোবিন্দেও শরণের উল্লেখ রহিয়াছে । সুতরাং লক্ষণ সেন কর্তৃক কামরূপে অভিযান প্রেরণের প্রসঙ্গ সম্ভবতঃ কাল্পনিক নহে ।

১১৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবলপরাক্রমশালী মগরাজ গলর আরাকাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (২) । বঙ্গেশ্বর উক্ত মগরাজকে পূজা করিতেন বলিয়া মগেরা প্রকাশ আরাকাণ রাজ ও করিয়া থাকে । এই সময়ে লক্ষণ সেন বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেন ছিলেন । তিনি দুর্বল হস্তে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন নাই । সুতরাং পরাক্রান্ত সীমান্ত রাজের সহিত লক্ষণ সেনের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে । আরাকাণবাসী মগগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সময়ে সময়ে অশান্তি উৎপাদন করিত । সেনরাজগণের সময়ে এই উৎপাত প্রশমিত হইয়াছিল ।

মাধাইনগরের তাম্রশাসনের অশ্রুত লিখিত আছে, “যন্ত কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গেনাদনাভি * * * ; অর্থাৎ লক্ষণ সেন কলিঙ্গদেশীয় অজনাগণ সহ কৌমারকেলি করিয়াছিলেন । ইহাতে স্পষ্টই সূচিত হয় যে ইনি

(১) “সাধু স্নেহে নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাঠে বীরপ্রত্ন-
নাঁচেনাপি ভবধিধেন বহুধা মুক্তপ্রিয়া বর্ততে ।
যেবে কুপ্যতি যন্ত বৈরি পরিব্রাটাক্ষমণ্ডপুঃ (?)
শত্রু শত্রুশক্তি ক্ষুদ্রি রসনা পত্রান্তরালে গিরঃ” ।

J. A. S. B, 1906: Page 161,

(২) ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন—৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্ঠা ।

কৈশোরাবস্থায়ই কলিঙ্গদেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । বিজয় সেন কলিঙ্গ জয় করিয়া গঙ্গবংশীয় কলিঙ্গাধিপতি চোরগঙ্গের সহিত মিত্রতা স্থাে আবদ্ধ হইলেও বিজয় সেনের মৃত্যুর কলিঙ্গবিজয় পর সম্ভবতঃ চোরগঙ্গ সেন রাজগণের ঐতিকুলা-চরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়সেনের জীবিতাবস্থায় বিরুদ্ধভাবে প্রদর্শন করিতে সাহসী হন নাই । ফলে, পিতা বল্লাল সেনের আদেশে কুমার লক্ষ্মণ সেনই হয়ত কলিঙ্গাভিযানে গমন করিয়াছিলেন । শরণ বিরচিত একটি শ্লোকেও সেনবংশীয় রাজার কলিঙ্গে কেলি করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে (১) ।

লক্ষ্মণ সেনের এবং বিশ্বরূপ সেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কাশিরাজের (কাণ্ডকুজ রাজের) পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । কাণ্ড-কুজরাজ গোবিন্দচন্দ্র দেব ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মগধ গোবিন্দচন্দ্র ও আক্রমণ করিয়া মুদগগিরি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া-লক্ষ্মণ সেন ছিলেন (২) । দুর্বল মগধরাজ্যের প্রান্ত প্রদেশ লইয়া তৎকালে “অঙ্গেশ” পালরাজগণ, বঙ্গেশ্বর সেন রাজগণ এবং কাণ্ডকুজাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, সুতরাং কাণ্ডকুজরাজ দুর্বল মগধরাজ্যে আপতিত হইলে, লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে । এই বিরোধের ফলে হয়ত লক্ষ্মণ সেন বিজয় লাভ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন ।

(১) J. A. S. B. 1906 Page 174.

(২) ১২০২ বিক্রমাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে অক্ষর তৃতীয়ার গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদগগিরিতে গঙ্গানান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন । সুতরাং ইহা দ্বারা তাঁহার মগধ অধিকারের প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে ।

বিখরুপ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রশাসন ধরে লিখিত আছে, লক্ষণ সেন, দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মুঘলধর ও গদাপানির সংবাস বেদীতে, অসিবরুণার গঙ্গাসঙ্গম-বারাণসীক্ষেত্রে, ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্রে ত্রিবেণীতে,

যজ্ঞযুগের সহিত সময় বিজয়ন্তন্ত স্থাপন করিয়া-
লক্ষণ সেনের ছিলেন (১) । এত দ্বারা অনুমিত হয় যে, লক্ষণ

জয়ন্তন্ত সেন একদিকে ত্রিবেণী এবং বিম্বেশ্বরের ক্ষেত্রে (বারাণসী) এবং অপর দিকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত জগন্নাথক্ষেত্রে (মুঘলধর গদাপানি সংবাসবেড়াং) পর্য্যন্ত তদীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা প্রশস্তিকারকের অতিশয়োক্তি মাত্র, এই সকল জয়ন্তন্ত প্রয়াগ, কাশী ও পুরীর পরিবর্তে কবির কল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কেশব সেন এবং বিখরুপ সেনের তাম্রশাসনে স্থাপিত হইয়াছে । এই সময়ে প্রয়াগ ও বারাণসীক্ষেত্রে কাশ্যকুজাধিপতি গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের এবং জগন্নাথক্ষেত্রে কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্ম্মা চোরগঙ্গের শাসনাধীনে ছিল । উমাধিপতি ধর বিরচিত একটি শ্লোকেও কাশীবিজয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয় (২) ।

- (১) “বেলারাং দক্ষিণাক্ষেপুর্বলধরগদাপানি সংবাসবেয়াং
ক্ষেত্রে বিম্বেশ্বরন্ত কুরদলি বরুণারোব গঙ্গোদ্রিভাজি ।
ভীরোং সজে ত্রিবেণ্যাঃ কমলতবমধারন্ত নির্ঘ্যাজপূতে
বেনোচ্চৈর্বজযুগৈঃ লহ সময় জয়ন্তন্ত মালান্তধারি” ।

Journal of the Asiatic Society of Bengal 1896. Pt I P. 11.

- (২) “সিধাং নারীণামবিলম্বিতং কেতক দলং
কলামিনোঃপত্রং পরিপূর্ণি বিশীর্ণং জলরূপং ।
নিরীক্ষ্যন্তে বন্ত ক্রন্ত মিলিতানোকটিক বটী-
হঠা কুট্রি অটীকিতবিধ কাশীজয়গদাঃ” ।

বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পালবংশীয় গোবিন্দপালদেব ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বা তদনিকটবর্তী কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন (১)। উক্ত লিপিদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, একদা গয়া, গোবিন্দ পালদেবের পাল ও লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনই তাঁহার নিকট হইতে গয়া অন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। ৫১ ও

৭৪ লক্ষ্মণ সম্বতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়া-লিপিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে গয়া প্রদেশ সেনরাজ্যগণের রাজ্যভুক্ত ছিল, কারণ তাহা না হইলে অশোক-চক্র দেবের স্থায় একজন বিদেশী নরপতি লক্ষ্মণাদ ব্যবহার করিতেন না।

বজ্রাল সেনের মৃত্যু এবং লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনারোহণ কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় ১১১৯ খৃষ্টাব্দে, বজ্রাল সেনের মৃত্যুর পরে, লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ; কারণ, লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভকাল নির্ণীত হওয়ায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ১১১৯ খৃষ্টাব্দেই লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাভিব্যক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসম্বতের সূচনা এবং প্রচলন সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু লক্ষ্মণসংবতের আরম্ভকাল সম্বন্ধে পূর্বে মত-

ভেদ থাকিলেও মিঃ বিভারিজ (২) ও ডাক্তার কৌলহর্নের (৩) অনুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধদ্বয় এবং আকবর

নামায় উল্লিখিত একখানি ফারমানের তারিখ হইতে (৪) প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসম্বৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতে গণিত।

(১) J. R. A. S. vol III No 18.

(২) The Era of Lachhman Sen—H. Beveridge :—
J. As. B. 1888. Part I Page 2.

(৩) Indian Antiquary vol XIX P. 1.

(৪) "In the Country of Bang (Bengal) dates are

লক্ষণ সেনের প্রচলিত অঙ্ক “লক্ষণাঙ্ক”, “লক্ষণসংখ্য” বা “ল সং” নামে পরিচিত। মুসলমান বিজয়ের পরে এই অঙ্ক বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্তমান সময়েও ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লক্ষণাঙ্কের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে :—

১ম :—প্রত্নতত্ত্ব-বিদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে সামন্ত সেন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া এই নূতন অঙ্ক গণনার সৃষ্টি করেন এবং পরে ইহা লক্ষণ সেনের নামে প্রচলিত হয় (১)।

২য় :—তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাত্থের মতে লক্ষণাঙ্ক হেমন্ত সেনের রাজ্যাভিষেককাল হইতে গণিত হইতেছে (২)।

৩য় :—ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিন্সেন্টস্মিথের মতে বিজয় সেনের রাজ্যাভিষেককাল হইতে লক্ষণাঙ্ক গণিত হইতেছে (৩)।

৪র্থ :—গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, “পাল ও সেন রাজগণের সময় গৌড়মণ্ডলে শকাব্দ বা বিক্রম সম্বৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল না, নৃপতিগণের বিজয় রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেন বংশের রাজ্য নষ্টের পর, কিছু দিন “বিনষ্ট রাজ্যের” বা “অভীত রাজ্য” সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অঙ্কের অভাব পূরণের

Calculated from the begining of the reign of Lachhman Sen. From that period till now there have been 465 years”—Akbar Nama, Ed. Bibliotheca Indica vol II. P. 13.

(১) J. A. S. B. New Series vol I P. 50.

(২) Early History of India, 3d Edition P. 418.

(৩) Ibid Page 418—19.

জন্ম লক্ষ্মণাক উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে” (১)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু লঘুভারতের একটি শ্লোকের (২) উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অনুমান করেন যে, বল্লাল নবজাত কুমারের নামে তাহার জন্ম দিন হইতে এই সম্বৎ গণনার আরম্ভ করিয়াছিলেন (৩)। এই মতানুসারে লক্ষ্মণাক দুইটি। প্রথমটি ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে গণিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়টি ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমান বিজয়কাল হইতে গণিত হইয়াছে। সুহৃদয় শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য ও এই মত সমর্থন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাকই বর্তমান সময়ে “পরগণাতি সন” বা “সন বল্লালি” নামে বিক্রমপুরে প্রচলিত আছে (৪)।

৫ম :—ডাক্তার কিলহর্নের মতানুসারে লক্ষ্মণাক ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের অভিষেক কাল হইতে গণিত হইয়াছে (৫)। পূজ্যপাদ প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (৬) এবং প্রস্তুতধ-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(১) গোড়রাজ মালা—৬৪ পৃষ্ঠা।

(২) “প্রবাদঃ ক্রমতে চাত্র পারম্পরীগবার্তয়া।

মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালোহিত্ত্বমৃত-জনিঃ।

তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষণো জাতবানদৌ।”

লঘুভারত।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজস্বকাণ্ড) ৩৫১—৫২ পৃষ্ঠা।

(৪) Dacca Review, 1912 P 88—93,

গৃহস্থ—১৩২০—কাক্তন।

(৫) Indian Antiquary Vol XIX. P. ১

(৬) বঙ্গ দর্শন (নবপঞ্চায়) ১৩১৫, পৌষ, ৪৪৪—৪৪৫।

(৭) J. A. S. B. new Series Vol. 9—P—271.

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, (১) “যে অন্ধের নাম লক্ষ্মণাঙ্গ, তাহা লক্ষ্মণ সেনের কোন পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন রাজবংশের কোন উত্তর পুরুষ, পূর্বপুরুষ-প্রচলিত অঙ্গ স্বনামে পুনঃ প্রচলিত করেন নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে লক্ষ্মণাঙ্গকে সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন অথবা বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। আর্য্যাবর্ত বা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক রাজা কর্তৃক একাধিক অঙ্গ প্রচলনের একটিও দৃষ্টান্ত অবশ্য করিয়া পাওয়া যায় না। কোন রাজ্য ধ্বংসের কাল হইতে একটি অঙ্গ গণিত হইবার দৃষ্টান্তও ভারতের ইতিহাসে নাই”। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী তারিখ-যুক্ত যে সকল লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে “অভীত” বা তদনুরূপ কোন শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই (২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সিদ্ধান্ত প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উক্ত প্রবাদের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া পরে উহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করাই সম্ভব। যদি লঘু ভারতের লিখিত প্রবাদকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন পূর্নিয়া জেলার প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ উপলক্ষে স্থানীয় লোকের মুখে রাজা লক্ষ্মণ সেনের মিথিলা বিজয় হইতে বিজয়ী নরপতি কর্তৃক এই অঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া যে প্রবাদ শ্রবণ করিয়া ছিলেন তাহাই বা গৃহীত হইবে না কেন ?

লক্ষ্মণ সেন প্রজাবংশল নরপতি ছিলেন। এমতাবস্থায় উক্ত নরপতির দেহত্যাগ বা সিংহাসন-চ্যুতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য যে

(১) বাদ্রালার ইতিহাস—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ৩০০—৩০১ পৃষ্ঠা।

(২) J. A. S. B. Vol I. new Series Page 45.

একটি অঙ্গের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না ; বিশেষতঃ কোন রাজার মৃত্যুকাল হইতে বৎসর গণনা করিবার প্রথা অশ্রুত পূর্ব্ব ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত “Notices of Sanskrit Mss” (in the Durbar Library, Nepal) গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চারিখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথিতে, “অঙ্গে লক্ষ্মণ সেন ভূপতি মতে” (১), “লক্ষ্মণাঙ্গে” (২), “গত লক্ষ্মণ সেন দেবীর” (৩), এবং “গত লক্ষ্মণ সেন বর্ষে” (৪), লিখিত আছে ।

এ স্থলে “মতে” শব্দটি নিরর্থক বলিয়া মনে হয় না । “মতে” শব্দ ব্যবহার হওয়ার স্পষ্টই প্রতীপন্ন হয় যে লক্ষ্মণাঙ্গ লক্ষ্মণ সেন কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বল্লাল সেন বা সামন্ত সেন কর্তৃক হয় নাই এবং উহা যে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লাভ এবং সিংহাসন প্রাপ্তির সময় হইতেই প্রচলিত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল তদ্বিময়ে কোনও সন্দেহ নাই । যদি লক্ষ্মণাঙ্গ লক্ষ্মণসেনের রাজ্য প্রাপ্তির সময় হইতে প্রবর্তিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পর হইতেও আর একটা অঙ্গের কল্পনা করিতে হয় । কারণ লক্ষ্মণসেনের যে কয়খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ তিন খানিতেও তারিখ ব্যবহৃত চইয়াছে । ঐ তারিখ শুলিকে লক্ষ্মণাঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজ্যাঙ্ক বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই । সুতরাং এক রাজার সময়ে দুই প্রকার অঙ্ক প্রচলিত থাকা প্রমাণিত হইতেছে ।

(১) Mss 787 খ, Page 22.

(২) Mss. 1577 ছ, Page 33.

(৩) Mss 1113 গ, Page 35,

(৪) Mss. 13616. Page 51.

ইহাতে রাজকার্য্য এবং প্রজাপুঞ্জের বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারেও গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। এই সমুদয় বিষয় পর্যালোচনা করিলে লক্ষ্যণীয় এবং তদীয় রাজ্যাক্ষ যে একই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকেনা।

বুদ্ধগয়ায় দুইখানি শিলালিপি (১) উপসংহারে লিখিত আছে :—

১ম—“শ্রীমল্লক্মণসেনশ্রাভীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯।”

২য়—“শ্রীমল্লক্মণসেনদেবপাদানামভীতরাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ শুক্লো।”

“শ্রীমল্লক্মণ সেনশ্রাভীত রাজ্যে সং ৫১”—ইহার অর্থ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পর হইতে গণিত ৫১ সংবতে, অথবা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লাভ হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথচ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য লোপের পরে। প্রত্যুতর্কবিৎ ডাক্তার কীলহর্ন এক সময়ে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, সং ৫১ = ১১২০ + ৫১ = ১১৭১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু পরে, মত পরিবর্তন করিয়াছেন। রাখাল বাবু কিলহর্নের পরিত্যক্ত মতই বজায় রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন।

গয়া জেলায় অশোক চন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত যে চারিখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উপরোক্ত শিলালিপি দ্বয় তাহারই অন্তর্ভুক্ত। অপর

দুইখানির মধ্যে একখানিতে তারিখ নাই, অশোক-চন্দ্রদেবের খানি ১৮১৩ নির্বাণাব্দে উৎকীর্ণ। আমরা এই শিলালিপি-চতুষ্টয় চারিখানি শিলালিপির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব ; কারণ এই শিলালিপি চতুষ্টয়ের তারিখ নির্ণীত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি বিবদমান বিষয়ের স্থমীমাংসা হইবে।

১ম। গয়্যার বিষ্ণু পাদ-মন্দিরের সন্নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্থা মন্দিরের গাত্রে-সংলগ্ন ১৮১৩ নিক্সাণাকে উৎকীর্ণ লিপি (১)। এই লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কমাদেশাধিপতি পুরুষোত্তম সিংহ, বৌদ্ধ ধর্মের পতনোন্মুখ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া উহার পুনরুদ্ধার করে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী সপাদলক্ষ পর্বতের রাজা অশোক চল্লদেব এবং ছিন্দরাজের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়া ছিলেন। রাজা পুরুষোত্তম সিংহ স্বীয় তনয়া রত্নশ্রীর গর্ভজাত মাণিক্য সিংহের মঙ্গল কামনায় একটি “গন্ধকুটী” মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দির পুরুষোত্তমের গুরু শ্রমণ ধর্ম রক্ষিতের অধ্যক্ষতায় নির্মিত হয় (২)। পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজী এই শিলালিপির অক্ষরমালা ষাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

২য়। দ্বিতীয় শিলালিপির অক্ষর সমূহ ষাদশতাব্দীর উত্তর ভারতীয় পূর্বাঞ্চল-প্রচলিত বর্ণমালার অনুরূপ (৩)। এই শিলালিপির মর্ম এই যে, কতিপয় রাজপাদোপজীবীর প্রার্থনামুসারে রাজা অশোক চল্লদেব মহিপুকাল প্রহিত্য বিহার নামক এক মন্দির প্রস্তুত করেন ও তাহাতে বুদ্ধ প্রতিমা স্থাপিত করেন এবং যাহাতে মহাবোধিস্থিত সিংহল দেশীয় সংঘেরা দীপ-সমর্পিত-চৈত্যত্রয়-বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রত্যহ দিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন। এই লিপিখানিরই শেষ দুই পংক্তিতে লিখিত আছে :—

(১) A. S. R. Vol III. P. 126 part XXXV :—

Indian Antiquary Vol X. P. 341.

বঙ্গদর্শন ১৩১৬,—৪৭৩ পৃষ্ঠা।

(২) “ভগবতি পরি নিবৃত্তে সখ্যং ১৮১৩ কার্তিক বদি ১ বুধে।”

Indian Antiquary Vol X. Page

(৩) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৭, ২১৩ পৃষ্ঠা।

“শ্রীমল্লঙ্গ সেনসভ্যতীত রাজ্যে সং ৫১ ভাদ্রদিনে ২৯।”
৩য়। ইহার বর্ণমালাও দ্বিতীয় শিলালিপির অনুরূপ। এই শিলালিপি খানি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী সহজপাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের মানসিক দানের নিদর্শন। সহজপাল খস-দেশাধিপতি মহারাজ অশোক চন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের একজন কর্মচারী ছিলেন। এই শিলালিপির সমগ্র-জ্ঞাপক পংক্তি এইরূপ :—

“শ্রীমল্লঙ্গসেনদেবপাদানামতীত রাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ শুক্লো”।

৪র্থ। এই লিপি খানিতে তারিখ নাই। কিন্তু ইহাতেও “রাজশ্রী অশোগচন্দ্র দেবের” নাম উল্লিখিত হইয়াছে। “বুদ্ধকে নমস্কার জানাইয়া লিপিখানি আরম্ভ করা হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ ইহাতে কোনও দানের কথাই লিপিবদ্ধ আছে। তাত্রশাসনাদিতে যেমন দানের নিয়মাদির উল্লেখ দেখা যায়, এই লিপির চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে সেইরূপ উল্লেখ আছে এবং অষ্টম পংক্তিতে অশোক চন্দ্রদেব ও তাঁহার ধর্ম রক্ষিতের ও উল্লেখ আছে।” এই ধর্ম রক্ষিতের নাম প্রথম শিলালিপিতেও পাওয়া গিয়াছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পংক্তিতে সিংহল দেশীয় হুবির গণের উল্লেখ আছে। এই স্থানেই সাধনিক ব্রহ্মচাট ও রাণ্ডলিক সহজপাল নামক দুইজন রাজ কর্মচারীর উল্লেখ আছে। তৃতীয় শিলালিপিতেও উহাদের নাম করা হইয়াছে। “সহজপাল, যিনি পরে কুমার দশরথের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নামই ব্রহ্মচাট। তৃতীয় শিলালিপিতে “চাট ব্রহ্ম” বর্ণিত লিখিত হইয়াছে (১)।

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত চারিখানি শিলালিপির

লিখিত অশোক চল্ল একই ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১) । সুতরাং এই লিপি চতুষ্ঠয়ের তারিখ গুলি যে খুব কাছাকাছি সময়ের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই শিলালিপি চতুষ্ঠয় মধ্যে তিন খানিতে তারিখ দেওয়া আছে; এবং তন্মধ্যে এক খানিতে ১৮১৩ নির্ব্বাণাক ব্যবহৃত হইয়াছে। সুদৃশ্য শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী এম্. এ মহাশয় নির্ব্বাণাকের উপর নির্ভর করিয়া শিলালিপির তারিখ ঠিক করিয়াছেন।

নির্ব্বাণাক

শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাশ্ববির সম্পাদিত জগজ্যোতি পত্রিকার আবরণ পত্রে নির্ব্বাণাক ব্যবহৃত হই-
 য়াছে; তাহা হইতে নলিনী বাবু প্রতিপন্ন করিতে চান যে, “১৯১১ খৃষ্টাব্দ = ২৪৫৫ বুদ্ধাব্দ। সুতরাং ১৮১৩ নির্ব্বাণাক হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৪৫৫—১৮১৩ = ৬৪২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; কাজেই ১৮১৩ নির্ব্বাণাক ১৯১১—৬৪২ = ১২৬৯ খৃষ্টাব্দের সমান। এই ১২৬৯ খৃষ্টাব্দ, ৫১ অতীত-রাজ্য-সন এবং ৭৪ অতীত-রাজ্য-সন পরস্পরের খুব নিকটবর্তী। সুতরাং ডাঃ কীলহর্ন ও রাখাল বাবু “অতীত রাজ্যো” শব্দটির অর্থ যাহা ধরিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। “অতীত রাজ্যো” শব্দটির প্রকৃত অর্থ, “রাজ্যে অতীতে সতি,” রাজ্য অতীত অথবা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর। রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর একপঞ্চাশৎ এবং চতুঃসপ্ততিতম বৎসর যখন ১২৬৯ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী তখন মিনহাজ যে লিখিয়াছেন যে, ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যনাশ হইয়াছিল, তাহাই ঠিক। ১৮১৩ নির্ব্বাণাক ১২৬৯ খৃষ্টাব্দ অথবা ৬৯ অতীত রাজ্য-সন একই এবং এই ৬৯ অতীত-রাজ্য-সন ঠিক ৫১ ও ৭৪ অতীত রাজ্যের বৎসরের মধ্যে পড়িতেছে” (২)।

(১) বঙ্গ দর্পন ১৩১৬, মাঘ ৪৭৪ পৃষ্ঠা।

(২) প্রতিভা ১৩১৮, পৌষ, ৪৭৪—৪৭৫ পৃষ্ঠা।

নলিনী বাবু অল্পমান করিতেছেন যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে সপ্তম শতাব্দীতে নানা মত প্রচলিত থাকিলেও কালক্রমে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমস্ত মত বৈধ পরিত্যক্ত হইয়া প্রবলতম মতের প্রচলন হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। কিন্তু নির্বাণাব্দ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা দ্বারা তদীয় অল্পমান সমর্থিত হয় না।

ব্রহ্মদেশীয় ও সিংহলীয় মতে নির্বাণকাল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দ; কিন্তু তিব্বতীয় মতে উহা ৯৪৯ ও ৮৮২ খৃঃ পূর্বে। অশোক স্তম্ভের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, ঐ স্তম্ভ বুদ্ধ-নির্বাণাব্দের ২৫৬ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত। অশোকের রাজত্বকালে অর্থাৎ ২৭২—২৩১ খৃঃ পূঃ মধ্যে ঐ স্তম্ভ নিশ্চয়ই নির্মিত হয়। অতএব নির্বাণাব্দ সম্বন্ধে এই শিলালিপি মতে বুদ্ধ-নির্বাণ-সম্বৎ নিশ্চয়ই বিভিন্ন মতবাদ। ৫২৬ হইতে ৪৮৭ খৃঃ পূঃ মধ্যে। এই মত সমর্থন করিয়া ভিস্লেট স্মিথ সাহেব বলেন,

“The date must have been 487 B. C. approximately. (১)

কিন্তু M. Abel Rernsut বলেন “He (অশোক) was the great grandson of king Pingcha or Pinposolo (বিষিসার) * * * and flourished a century subsequent to the Nirvan of Sakyamuni. * * * * As the foundation of nearly all the religious edifices in ancient India is attributed to this sovereign and referred to 116 years after the Nirvan, the ninth year of the Regency of Koungho, 833 B.C” (২)। তাহা হইলে বুদ্ধ নির্বাণ সম্বৎ খৃঃ পূঃ ৭৩৩ অব্দে স্থাপিত করিতে হয়। আবার ইনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, “Mahakasyapa the first

(১) Early History of India, Page —42.

(২) Pilgrimage of Fahian, chap X. note 3.

Successor of Sakyamuni in the capacity of patrich, with drew to the hill Kakutapada to await the advent of Maitreya in the fifth year of Hiowang of the Cheon, 905 B.C., 45 years after Nirvan, when Ananda was 94 years old.”

ইহা সত্য হইলে, নির্ব্বাণাক ৮৬০ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ খৃঃ পূঃ ৯৯৯ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। স্মৃতরাং খৃঃ পূঃ ৯০৫ অব্দে মহাকাশ্যপের কাকুতা পাদ পর্ব্বতে যাইবার সময় আনন্দের বয়ঃক্রম ৯৪ বৎসর হইলে নির্ব্বাণাক ৮৬০ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধ্যাপক উইলসন আদি বুদ্ধাক সম্বন্ধে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোহুভূত পদ্মকর্ণো নামক জনৈক ভূটান দেশীয় লামার মতে—	১০৫৮ খৃঃ পূঃ
রাজতরঙ্গিনী প্রণেতা কল্লনের মতে	১৩৩২ ” ”
আবুল ফজলের মতে	১৩৬৬ ” ”
চীন দেশীয় ঐতিহাসিকগণের কবিতায়	১০৩৬ ” ”
De-Guigne গবেষণার ফলে	১০২৭ ” ”
Giorgi	৯৫৯ ” ”
Bailly র মতে	১০৩১ ” ”
Sir William Jones	১০২৭ ” ”
Bentley র মতে	১০০৪ ” ”
Jaehrig	৯৯১ ” ”
Japanese Encyclopaedia	৯৬৩ ” ”
ষাদশ শতাব্দীতে প্রোহুভূত চীন দেশীয়
ঐতিহাসিক Matonan-lin	১০২৭ ” ”

M. Klaproth	১০২৭ খৃঃ পূঃ
M. Remusat	১৭০ " "
তিব্বতীয় মতে	৮৩৫ " "

দ্বিতীয় বুদ্ধাব্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত বাদ প্রচারিত হইয়াছে ;—

ব্রহ্মদেশীয় মত	৫৪৪ খৃঃ পূঃ
সিংহলী মত	৫৪৩ " "
শ্রাম দেশের মত	৫৪৪ " "

অধ্যাপক উইলসন এই সম্ভে নিম্নলিখিত তিনটি অক্ষও উল্লেখ করিয়াছেন :—

The Singhalee	৬১২ খৃঃ পূঃ
The Peguan	৬৩৮ " "
The Chinese, According to Kalaproth	৬৩৮ " "

আবার M. M. Kalaproth লিখিয়াছেন, "This is Asoka (In Chinese Ayu) Who reigned one hundred and ten years after the Nirvan of Sakyamuni". ইহার মতে নির্কাণাব্দ ৩৮২ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ ।

ফাহিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন । তাঁহার সময় নির্কাণাব্দের ১৪২৭ বৎসর অতীত হইয়াছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন । অতএব ফাহিয়ানের মতে নির্কাণাব্দ ১০৯৮ খৃঃ পূঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । তিনি অত্র বলিয়াছেন, "সিদ্ধতটের বৌদ্ধগণ বলিতেন যে, মৈত্রেয়ের বোধিসত্ত্ব মূর্তি স্থাপনের সময় ভারতের শ্রমণগণ কর্তৃক ঐ নদীর পর পারে তাঁহাদের ধর্ম প্রচারিত হয় । তাঁহারা আরও বলেন যে, ঐ মূর্তি স্থাপন, শাক্য মুনির নির্কাণের ৩০০ বৎসর পর 'Cheo বংশীর Phingwing এর রাজত্বকালে সম্পাদিত হয়' । Phing

wing ৭৭০ খৃঃ পূঃ সিংহাসনাক্রুত হইয়া ৭২০ খৃঃ পূর্বের মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহা হইলেও নির্বাণাঙ্ক ১০৭০—১০২০ খৃঃ পূর্বের সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যুয়ুনচোয়াং কুশীনগরে আগমন করিয়া বলিতেছেন, “এই স্থানে ঈষ্টক নির্মিত স্তূপবৃহৎ বিহার আছে, তন্মধ্যে তথাগতের নির্বাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মস্তক উত্তর দিকে; দেখিলেই মনে হয় প্রভু আমার নিদ্রিত। এই বিহারের পার্শ্বেই মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ একটি স্তূপ আছে। তথায় একটি প্রস্তর স্তম্ভও আছে, তাহাতে বুদ্ধ নির্বাণের ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে; কিন্তু কোন্ বৎসরে বা মাসে ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। জনশ্রুতি এই যে, বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং বৈশাখের শেষার্দ্ধ পক্ষের পঞ্চবিংশ দিবস নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সর্কাস্ত বাদিগণ বলেন যে, তিনি কার্ত্তিকের শেষার্দ্ধে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন, তাঁহার নির্বাণের পর ১২০০ বৎসর গত হইয়াছে, কেহ বলেন ১৫০০ বৎসর গত হইয়াছে; কিন্তু এখনও পূর্ণ ১০০০ বৎসর গত হয় নাই”। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬৩০-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) যুয়ুন চোয়াঙের সময়ে যদি নির্বাণকালের ১০০০ বৎসর গত না হইয়া থাকে, তবে নির্বাণ সম্বৎ যে ৩০০ খৃঃ পূর্বের পর নয়, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু ১৫০০ বা ১২০০ বৎসর গত হইয়া থাকিলে ৮০০ ও ৫০০ খৃঃ পূঃ নির্বাণ অব্দের আরম্ভকাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাবংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, ৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব মহা পরিনির্বাণ লাভ করেন (১)।

(১) The Mahawanso by—Hon. George Turnour Esq.
(১৪৩৬). chap. III P. ১২.

ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব বলেন, “Paramartha author of the life of Vasubandhu places the teachers Vrishnugana and who flourished in the 5th Century A. D. as living in the tenth Century after the Nirvan” (১) এই মতানুসারে বুদ্ধ-নির্বাণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর ও পূর্বে হইয়াছিল ।

৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রক্ষিত Canton এর “বিন্দু বিবরণে” (Dotted records) নির্বাণ-বর্ষ পর্য্যন্ত ৯৭৫ টি বিন্দু প্রদর্শিত হইয়াছে (২) । সুতরাং এই হিসাবে নির্বাণ-সংখ্য (৯৭৫—৪৮৯) খৃঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে আরম্ভ হইয়াছিল ।

অজ্ঞাত শত্রুর যৌবরাজ্য সময়ে, বুদ্ধ নির্বাণের ৯১০ বৎসর পূর্বে, ভগবান বুদ্ধের মাতুল-পুত্র ও শিষ্য দেবদত্ত বৌদ্ধ-সংঘ মধ্যে ভীষণ বিরোধ বহিঃপ্রজ্জ্বলিত করেন, এবং অজ্ঞাতশত্রু তাঁহার সমর্থক ও সহায়করূপে দণ্ডায়মান হন (৩) । এই কথা সত্য হইলে নির্বাণ সংখ্য আরম্ভ হইয়াছিল ৪৯০ খৃঃ পূর্বে, কারণ সমুদয় ঐতিহাসিকগণের মতেই অজ্ঞাতশত্রু ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন ।

ডাঃ ফিট ৪৮২ খৃঃ পূর্বকে নির্বাণের আনুমানিক কাল মনে করেন (৪) । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নির্বাণাব্দের স্থচনা সম্বন্ধে বহু মতবাদ বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু কোন সময়ে এই সমুদয় মতভেদের নিরসন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত । ডাঃ ফিট সাহেবের মতে ১১৭০—৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্বাণাব্দ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত মত

(১) Early History of India.

(২) J. R. A. S. 1905. P. 51.

(৩) প্রবাসী—১৩১৬, আধুন—৪২৬ পৃষ্ঠা ।

(৪) J. R. A. S. 1906. P 667.

সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, এই সময় হইতেই সমুদয় বিভিন্ন মতবাদের নিরসন হইয়া বুদ্ধের নির্বাণকাল ৫৪৪ খৃঃ পূর্বাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক ব্লাগডেন ডাঃ ক্লিটের সিদ্ধান্ত নিতুল বলিয়া মনে করেন না। এতৎ সম্বন্ধে এই উভয় মহারথীর মধ্যে যে বন্দ-যুদ্ধ চলিয়াছে তাহার কোনও স্মৃতিমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না (১)। অধ্যাপক ব্লাগডেন ১৬২৮ নির্বাণাব্দের “মায়াজেদী লিপি”, ১৭২৬ ও ১৮৩৭ নির্বাণাব্দে বা “শকরাজ” অব্দে উৎকীর্ণ ব্রহ্মদেশীয় লিপিবদ্ধ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে “মায়াজেদী লিপি” খোদিত হইবার দ্বিশতাধিক বর্ষ পরেই ব্রহ্মদেশে নির্বাণাব্দের আরম্ভকাল ৫৪৪ খৃঃ পূর্বাব্দ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল (২); কারণ ৫৪৪ খৃঃ পূঃ নির্বাণাব্দের আরম্ভকাল ধরিয়া লইয়া উপরোক্ত লিপি ত্রয়ের কাল গণনা করিলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। অধ্যাপক ব্লাগডেনের মতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ব্রহ্মদেশে নির্বাণাব্দ সঙ্কীয় বিভিন্ন মতবাদের নিরসন হইয়া ৫৪৪ খৃঃ পূঃ নির্বাণাব্দের আরম্ভকাল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল না (৩)। এমতাবস্থায় অশোক চল্লদেবের উৎকীর্ণ শিলালিপির উপর নির্ভর করিয়া, এবং উহাকে ১২৬৯ খৃষ্টাব্দের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া, “লক্ষ্মণসেনদেবস্ত্রীতরাজ্যে সং ৫১” বা “লক্ষ্মণসেনদেবস্ত্রীতরাজ্যে সং ৭৪” কে ১২৫১ বা ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না।

(১) J. R. A. S 1909.

J. R. A. S. 1910

J, R. A. S. 1911.

(২) The Revised Buddhist Era in Burmah by C. O. Blagden, J. R. A. S. 1909

(৩) Ibid.

বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপিতে যে “অতীত” পদের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা যে কোন বিশেষার্থ ব্যঞ্জক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিবৃধ মণ্ডলী নানাভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতীত রাজ্য্যাক্ষ “অতীত”, “গত” বা তদর্থবোধক অত্রান্ত শব্দগুলির নরপতিগণের রাজ্য্যাকালান্তের সহিত ব্যবহার অত্যন্ত বিরল। ডাঃ কীলহর্নের উত্তর ভারতীয় খোদিত লিপির তালিকায় কেবল একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা অত্ররূপ করা হইয়াছে (১)। এতৎ সম্বন্ধে ডাঃ কীলহর্নের মন্তব্যের অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল,—

“লক্ষ্মণসেনের রাজ্য্যকালে, তাঁহার রাজ্য্যকালের বৎসর উল্লেখ করিতে হইলে, “শ্রীমল্লক্সণেন্দবপাদানাং রাজ্য্যে” বা “প্রবর্দ্ধমান বিজয় রাজ্য্যে সংবৎ”—এইরূপ বর্ণিত হয়। তাহার মৃত্যুর পর এইরূপ বর্ণনাই থাকে, কিন্তু “রাজ্য্যে” পদের পূর্বে “অতীত” প্রভৃতি পদ থাকিলে এইরূপ অর্থ প্রদান করে, “লক্ষ্মণসেনের রাজ্য্যারম্ভ কাল হইতেই এ পর্য্যন্ত বৎসর গণনা হইয়াছে বটে,—কিন্তু সে রাজ্য্যকাল প্রকৃত প্রস্তাবে অতীত হইয়া গিয়াছে” (২)। “অতীতে” শব্দের প্রয়োগ থাকায় তৎকালে লক্ষ্মণ-

(১) Epigraphia Indica Vol V. Appendix no 166.

(২) “During the reign of Lakshman Sena the years of his reign would be described as “Srimallakshmana devapadanam rajye (or Prabardhamana-vijayarajye) sambat;” after death the phrase would be retained but atita prefixed to the word rajye to show that although the years were still counted from the commencement of the reign of Lakshmana Sena that reign itself was a thing of the past.”

Indian Antiquary Vol XIX. Page 2 note 3.

সেনের রাজ্যকাল যে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট করনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কীলহর্ন আরও বলেন,—“মিঃ ব্রুকম্যান ১১৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বাঙ্গলা জয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যখন বলেন, “শেষ হিন্দুরাজা লখ্মণিয়া (Lakhmaniya) ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করিতেছিলেন,”—ইহা দ্বারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বুঝা যায় না যে, যখন এই ঘটনা ঘটে তখন লক্ষ্মণ সংবতের ৮০ অব্দ চলিতেছিল,—“শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব পাদানামতীতরাজোঃ সংবৎ ৮০ ৭” (১)।

গৌড়রাজমালার লেখক বলেন, “এখানে শব্দার্থ লইয়া কাটাং কুটাং না করিয়া, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ছইখানি বোধগম্যার লিপির অক্ষরের (বিশেষতঃ প এবং দ এর) সহিত গম্যার ১২০২ সম্বতের (১১৭৫ খৃষ্টাব্দের) গোবিন্দ পাল দেবের গত রাজ্যের চতুর্দশ সম্বৎসরের শিলালিপির (২), অথবা বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের (৩) প এবং দ অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,— ১২০২ সম্বতের গম্যার লিপির এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের প এবং দ পুরাতন নাগরীর ঢঙ্গের; পক্ষান্তরে, আলোচ্য বোধগম্যার লিপির প এবং দ বর্তমান বাঙ্গলা প এবং দ এর মত। ঠিক এই প্রকারের প এবং দ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাব্দের (১২৭৩ খৃষ্টাব্দের) তাম্রশাসনে (৪) দেখিতে পাওয়া যায়। ষাদশ শতাব্দের শেষভাগে গৌড়মণ্ডলে পুরাতন নাগরী ঢঙ্গের প এবং দ ই যে প্রচলিত ছিল, বল্লভ দেবের “শকে

(১) Ind. Ant. Vol IXX. Page 7. বঙ্গদর্শন ১৩১৬ মাঘ।

(২) Cunnigham's Archaeological Survey Report Vol III

(৩) J. A. S. B. 1896 Part 1. plate I and II.

(৪) J. A. S. B. 1874 pt I. plate XVIII.

নগ-নভো-রুদ্রৈঃ সংখ্যাতে” অর্থাৎ ১১০৭ শকের (১১৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের) আসামের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে (১)। সুতরাং “শ্রীমল্ললক্ষণসেনস্বাতীতরাজ্যে সং ৫১,” ১১৭১ খৃষ্টাব্দ রূপে গ্রহণ না করিয়া, (আমুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষণ সেনের মৃত্যু ধরিয়া,) ১২৫১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই সিদ্ধান্তের এক আপাত আছে। লক্ষণ সেনের “অতীত রাজ্য” হইতে কোন সখৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই। উত্তরে বলা যাইতে পারে, গোবিন্দপাল দেবের “গতরাজ্য” বা “বিনষ্ট রাজ্য” হইতেও কোন সখৎ প্রচলিত নাই। পঞ্চাস্তরে গোবিন্দ পালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সখৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই। “গতরাজ্যে” “অতীত রাজ্যে” বা “বিনষ্ট রাজ্যে” প্রভৃতি বিশেষণ পদের এইরূপ অর্থ প্রতীভাত হয়, গোবিন্দ পাল দেবের রাজ্যলোপের পরে, মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল ; লক্ষণ সেনের রাজ্যলোপের পরেও মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন মগধে কেহ “প্রবর্তমান বিজয় রাজ্য” প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না ; অথবা যিনি মগধ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, মগধবাসিগণ তাঁহাকে তখনও অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই নিমিত্ত “গতরাজ্যের” বা “অতীত রাজ্যের” সখৎ গণনা প্রচলিত হইয়া থাকিবে (২)।

প্রত্যুত্তরে রাখাল বাবু বলেন, “ভারতের ইতিহাসে সর্ব সময়েই দেখা গিয়াছে যে সভ্য জগতের প্রান্তে সভ্য জগতাপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আসামের বরভদ্রদেবের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপি-দ্বয়ের অক্ষরের

(১) Epigraphia Indica Vol V. plates 19—20.

(২) গৌড় রাজমালা ৬৪—৬৫ পৃষ্ঠা।

তুলনা করিলে চলিবে না, কিম্বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। সাধারণতঃ গোড়বঙ্গে যে আকারের অক্ষর একাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই আকারের অক্ষর কামরূপে দ্বাদশ শতাব্দীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বাহা বঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহা চট্টগ্রামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। পুনরপি তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত শিলালিপির অক্ষরের তুলনা করিলে চলিবে না। একই ব্যক্তির তাম্রশাসনের ও শিলালিপির অক্ষর ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; গাহড়বাল রাজবংশের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের অক্ষর তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গয়ায় অশোক চন্দ্রদেবের শিলালিপি-চতুষ্টয় মধ্যেও দুই প্রকারের হস্তলিপি রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সম্বতের ৫১ অব্দের খোদিত লিপি ও বুদ্ধগয়া মন্দির প্রাঙ্গণের শিলালিপি অতি অযত্নের সহিত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর “মহাজনী খতে” উৎকীর্ণ; অক্ষরতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইলে সূর্য্য মন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ পরিনির্বাণাব্দের শিলালিপি ও বুদ্ধগয়ায় লক্ষ্মণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের শিলালিপির অক্ষর ব্যবহার করা উচিত। দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মগধে মাগধী লিপির সূচনা দেখা গিয়াছিল, সুতরাং উহার অক্ষরের সহিত পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিষয়ের অক্ষরের তুলনা হওয়া উচিত কিনা তাহা বিচার্য্য। অশোকচন্দ্রদেবের সমকালীন গয়া ও বুদ্ধগয়ায় শিলালিপি-চতুষ্টয় সম্ভবতঃ কোন গোড়বাসী কর্তৃক উৎকীর্ণ; দেবপাড়া প্রশস্তির অক্ষরাবলীর সহিত উহার তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধগয়ায় লক্ষ্মণ সম্বৎসরের ৭৪ অব্দের ও গয়ায় সূর্য্য মন্দিরের ১৮১৩ বুদ্ধ পরিনির্বাণাব্দের শিলালিপিষয়ের অক্ষরের সহিত ঢাকার নবাবিকৃত চণ্ডী-মূর্ত্তির পাদ-পীঠস্থিত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয়

রাজ্যাক্ষের খোদিত লিপির অক্ষর সমূহের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে “প” ও “দ” একই প্রকারের। এতদ্ব্যতীত “ল,” “ন” “শ,” “স,” “ক” প্রভৃতি ষাদশশতাব্দীর প্রমাণাক্ষর সমূহ (Text letters.) তুলনা করিলেই বুদ্ধ গয়ার খোদিত লিপিগুলি যে খৃষ্টীয় ষাদশ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ পাদের তৎসম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিবে না” (১)।

শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ ব্যবহারেও “অতীত” শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিক্রম সম্বৎ সম্বন্ধে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত ডাক্তার কীলহর্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২)। কেঞ্চিংজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত ১৫০৩ বিক্রমাব্দে লিখিত “কালচক্রতন্ত্র” গ্রন্থের পুস্তিকায় লিখিত আছে, “পরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যদেব পাদা-নামতীত রাজ্যো সং ১৫০৩ ইত্যাদি” (৩)। ডাক্তার কীলহর্ন পরে উত্তরাপথের খোদিত লিপি সমূহের তালিকা সকলন কালে “অতীত” শব্দ-যুক্ত বিক্রম সম্বৎসরানুসারে গণিত বহু খোদিত লিপির উল্লেখ করিয়াছেন (৪)। আবার কতকগুলি খোদিত লিপিতে শক বা বিক্রমসম্বৎসর গণনা কালে লিখিত হইয়াছে :—

“শ্রীমদ্বিক্রমাদিত্যোৎপাদিত সম্বৎসর শতেষু ষাদশশু ত্রিযষ্টিউত্তরেষু” (৫)

“শক নৃপতি রাজ্যাভিবেক-সম্বৎসরেষু ত্রিকান্তেষু পঞ্চশু শতেষু”। (৬)

(১) প্রবাসী ১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

(২) Indian Antiquary, Vol XIX P. ২ note 3.

(৩) Bendall's Catalogue of Buddhist, Sanscrit Manuscripts in the Cambridge University Library. Page 70.

(৪) Epigraphia Indica Vol V. Appendix.

(৫) Indian Antiquary Vol VI. Page 194: Dr Kielhorn's list no 191—Epigraphia Indica Vol V. Appendix page 28.

(৬) Indian Antiquary Vol III. Page 505. Vol VI, Page 363, Vol X Page. 58.

কিন্তু চালুক্যবংশীয় সত্যশ্রয় দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোলের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে :—

সপ্তাদ শতযুক্তেষু গতেষ্বকেষু পঞ্চম্ ॥

পঞ্চমৎষু কলৌ কালে ষট্‌ষু পঞ্চশতান্ম চ ।

সমান্ন সমাতিতান্ন শকানামপিভূজ্যাম্” ॥ (১)

বাদামি গুহায় চালুক্য-বংশীয় রণবিক্রান্ত মঙ্গলেশ্বরের খোদিত লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে শকাক কোন শক নরপতির অভিষেক কাল হইতে গণিত হইয়াছে (২)। বর্তমান কালেও বঙ্গীয় জ্যোতিষী-গণ “শক নরপতের তীতাকাদয়ঃ” পদটি শকাকার মানাকের পূর্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, “অতীত” বা “গত” শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ব্যবহৃত অন্ধ রাজ্যাক নহে, কিন্তু কোনও অন্ধ বিশেষ হইতে গণিত হইয়াছে এবং কোনও রাজার রাজ্যচ্যুতি বা মৃত্যুকাল হইতে গণিত নহে। ডাঃ কীলহর্নের গণনায় ইহা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ব্যবহৃত লক্ষ্যুণ সঙ্খ্যসরের গণনা যে তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বোধ হয় গয়ার খোদিত লিপি দ্বয়ে ব্যবহৃত অন্ধও সেই তারিখ হইতে গণিত হইয়াছে। আকবর নামায় লক্ষ্যুণ সঙ্খ্য গণনা-রস্তের যে কাল নির্দেশিত হইয়াছে, বুদ্ধ গয়ার উৎকীর্ণ লিপি দ্বয়ে ব্যবহৃত অতীতাকও সেই সময় হইতে গণিত হইয়াছে, কেবল অতীত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা লিপি লেখক জানাইয়াছেন যে, তৎকালে লক্ষ্যুণ সেনের রাজ্যকাল শেষ হইয়া গিয়াছে।

(১) Epigraphia Indica Vol VI. Page 4.
Indian Antiquary Vol XIX. Page 7.

(২) Ind. Ant. Vol VI. Page—363.

নরপতিগণের রাজত্ব কালে যদি “বিজয় রাজ্যো” “প্রবর্তমান বিজয় রাজ্যো” বলিয়া বর্ষ গণনা হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদিগের রাজ্যাবসানে “অতীত রাজ্যো” “গত রাজ্যো” বলিয়া যে বর্ষ গণিত হইবে তদ্বিষয়ে অনুমানও সন্দেহ নাই। “অতীত” বা “বিজয়” শব্দ রাজ্যের বিশেষণ মাত্র। বিজয় শব্দের উল্লেখ থাকায় বর্তমান কাল স্মৃতিত হইয়াছে। রাজ্যচক্র গোবিন্দ পাল বিনষ্ট রাজ্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের “অতীত রাজ্যো” লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রমাণ হয়, তিনি গোবিন্দ পালের শায় রাজ্যচক্র হন নাই।

রাখাল বাবুর মতামুসারে “বুদ্ধ গয়ার খোদিত লিপি দ্বয়ের তারিখে “অতীত” শব্দ থাকায় উহার ব্যাখ্যা তিন প্রকার হইতে পারে :—*

(১) উক্ত খোদিত লিপি-দ্বয় লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্যাবসানের পরে উৎকীর্ণ ও উহার তারিখ লক্ষ্মণ সেনের অঙ্গ।

(২) উক্ত খোদিত লিপির লক্ষ্মণ সেনের জীবদ্দশায় উৎকীর্ণ ও উহার তারিখের অর্থ এই যে উহা লক্ষ্মণ সেনের ৫১ বা ৭৪ রাজ্যাবসান অতীত হইলে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(৩) উক্ত খোদিত লিপির লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর ৫১ বা ৭৪ বৎসর পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

তৃতীয় মতটি সম্বন্ধে বলা বাইতে পারে যে, ভগবান গৌতম-বুদ্ধ ব্যতীত অপর কাহারও মৃত্যুর পর হইতে মান গণনা আরম্ভ হয় নাই। নলিনী বাবু “অতীত রাজ্যো” শব্দটির, “রাজ্য অতীতে সতি”—রাজ্য অতীত অথবা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর,—যে অর্থ করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত নহে। উক্ত অর্থ করিলে রাজ্যাবসান অতীত হইয়াছে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অতীত শব্দটির পূর্ব-নিপাত হওয়ার কৌলহণের

অর্থই সম্ভবত বলিয়া বোধ হয়। “লক্ষণ সেনের রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গেলে পব” এই অর্থই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হইত তবে অতীত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া “লক্ষণসেনস্যবিনষ্টরাজ্যো” লেখাই সুসম্ভব হইত। অতীত শব্দের প্রয়োগ থাকায় নলিনী বাবুর ব্যাখ্যা বার্থ হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় মতটী গ্রহণ করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয় মত ও গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ, লক্ষণ সেনের জীবদ্দশায় যদি উক্ত লিপির উৎকীর্ণ হইত, তবে “অতীত” শব্দটীর প্রয়োগ থাকিত না। লক্ষণ সেনের রাজ্যারম্ভ হইতেই যে লক্ষণ সম্বৎ প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল, ঢাকার ৬ জীবন বাবুর শিববাড়ি-স্থিত পাষণমণি চণ্ডিকা মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিই ইহার অগ্রতম প্রমাণ। ঢাকার শিলালিপি থানি যে লক্ষণ সেনের জীবিতাবস্থায় উৎকীর্ণ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ উহা তদীয় তৃতীয় রাজ্যাক্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছে এবং তদীয় রাজ্যের সপ্তম বৎসরে প্রদত্ত তাম্রশাসনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাখাল বাবু এবং নলিনী বাবু এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। লিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

১ম অংশ : ১ম পংক্তি :—

“শ্রীমল্লক্ষণ

২য় ”

সেন দেবশ্র সৎ ৩

২য় অংশ ১ম পংক্তি :—

“মাল দেই স্মৃত অধিকৃত শ্রীদামোদ্র

২য় ”

“ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমারদ্ধা তদ্ভাদকনা”

৩য় অংশ ১ম পংক্তি :—

“শ্রীনারায়ণেন

প্রতিষ্ঠিতেতি

৪ ॥ ”

অর্থাৎ শ্রীমল্লক্ষণ সেন দেবের (রাজ্যের) তৃতীয় সংবৎসরে মাল দেই (দেবী) স্মৃত অধিকৃত দামোদরচণ্ডী দেবার (মূর্তি) আরম্ভ করেন এবং নারায়ণ কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নলিনী বাবু বলেন, “সাধারণতঃ খোদিত লিপি মাঝেই রাজার নামের পূর্বে “পরম ভট্টারক” “মহারাজাধিরাজ” ইত্যাদি বিশেষণ থাকে। এই লিপিটিতে তাহা নাই। লক্ষণ সেন তখনও রাজা হন নাই। কাজেই এই সকল রাজ্যোপাধি তাঁহার নামের সহিত যুক্ত হয় নাই। লক্ষণ সেন তখন তিন বর্ষ বয়স্ক মাতৃ স্তন্যপায়ী কুমার মাত্র। এক বচনে লক্ষণ সেনের নামের ব্যবহার তাহাই সূচিত করিতেছে” (১)। নলিনী বাবুর যুক্তি বিচার্য্য নহে, কারণ, “পরম ভট্টারক,” “মহারাজাধিরাজ” “প্রবর্দ্ধমানবিজয় রাজ্যো,” “কল্যাণ বিজয়রাজ্যো” প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার সমুদয় শিলালিপিতেই যে উল্লিখিত হইত তাহার কোনও অর্থ নাই। এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। নলিনী বাবুর যুক্তি অমুসারে ঢাকার চণ্ডীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে লক্ষণসেনকে “তিনবর্ষ বয়স্ক মাতৃস্তন্য-পায়ী কুমার মাত্র” অমুমান করিয়া লইজ্ঞা, লক্ষণসেনের তৃতীয় ও সপ্তম রাজ্যকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাঁহাকে “পরমবৈষ্ণব” বলিয়া পরিচিত করিবার উদ্দেশ্য নিরর্থক হয়।

পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরে, প্রাচীন দলিলাদিতে “পরগণাতি সন” বা “সন বলালি” নামক একটি সন প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। কোন কোন দলিলে বা হস্তলিখিত পুথিতে এই সনের সহিত শকাব্দা বা বাঙ্গালা সন তারিখও নির্দিষ্ট আছে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ঐতিহাসিকচিত্রে “মহারাজ রাজবল্লভ” শীর্ষক প্রবন্ধে পূজ্য-পাদ প্রবীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় সম্ভবতঃ এই সনের প্রথম উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। পরে ১৩১৬ সনে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রদ্ধা-স্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সন-যুক্ত এক

১০ম অঃ] পরগণাতি সন, সন বলালি ও লক্ষ্মণ সম্বৎ । ৫৯৩

খানি দলিল তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করেন (১) । লক্ষ্মণপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩১৮ সনের প্রতিভা পত্রিকায় সেন রাজগণ শীর্ষক প্রবন্ধে এবং Indian Antiquary পত্রিকায় King Lakshman Sen of Bengal and his era প্রবন্ধে (২) পরগণাতি সন সম্বন্ধে

এবং ১৩২০ সনের ফাল্গুন মাসের গৃহস্থ পত্রিকায় “পরগণাতি সন,” পরগণাতি সন ও সন বলালি সম্বন্ধে আলোচনা

করিয়াছেন । ১৩২১ সালের কার্তিক সংখ্যা

“সন বলালি” ও

লক্ষ্মণ সম্বৎ মহাশয় পরগণাতি সন সম্বন্ধীয় দুই খানি দলিল প্রকাশ করিয়াছেন, এই দলিলের একখানি

তদীয় বারভূঞা গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে । ১৩১৯ সালের ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায়, ৪৬১ মানাক্ষ-যুক্ত একখানি দাস খত প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহা “কোন সন ?” পূজাপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় এই সনটিকে পরগণাতি সন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুৎসুক (৩) । শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন, “লক্ষ্মণ সেনের জন্মবৎসর হইতে আরম্ভ লক্ষ্মণ সংবৎ যেমন এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যনাশ হইতে গণিত তেমনি এক সনও পূর্ববঙ্গে এই সেৱ দিন পর্য্যন্তও প্রচলিত ছিল । অশোক চন্দের দ্বন্ধ গয়া লিপির অতীত-রাজ্য-সন এই শেবোক্ত সংবতের মানাক্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে । ইহার ৫১ অতীতাক্ষ এবং ৭৪ অতীতাক্ষ যথাক্রমে ১২৫১ খৃষ্টাব্দ ও ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ । পরগণাতি সনই

(১) বিক্রমপুরের ইতিহাস শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত গ্রন্থ ৪৫ পৃষ্ঠা ।

(২) Indian Antiquary, July, 1912.

(৩) ভারতবর্ষ ১৩২১, কার্তিক, ৭৮১ পৃষ্ঠা ।

এই অতীতাদ" (১)। "আমাদের ঘরের দলিল ছইখানির একখানি ১১৫১ বাদশালা ও ৫৪৩ পরগণাতি তারিখ যুক্ত এবং অপর খানি ১১৫৮ বাদশালা এবং ৫৫০ পরগণাতি তারিখযুক্ত। ইহার যে কোন তারিখ লইয়া গণনা করিলেই দেখা যায় যে পরগণাতি সনের আরম্ভ ১২০০ — ১২০১ খৃষ্টাব্দে। কাজেই দেখা গেল যে ইহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাবসান বৎসর হইতে গণিত হইতেছে" (২)। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন "বিশ্বরূপের শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-শৃঙ্খলা ও কর আদায়ের সুবিধার্থ তিনি একটা সন প্রচলিত করেন, অত্মাপি শতাধিক বর্ষের প্রাচীন দলিলে সেই সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৩)। পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে "মোগল শাসনের সময় এই সনই বিক্রমপুরের সর্বত্র পরগণাতি সন নামে উল্লিখিত হইত" (৪)।

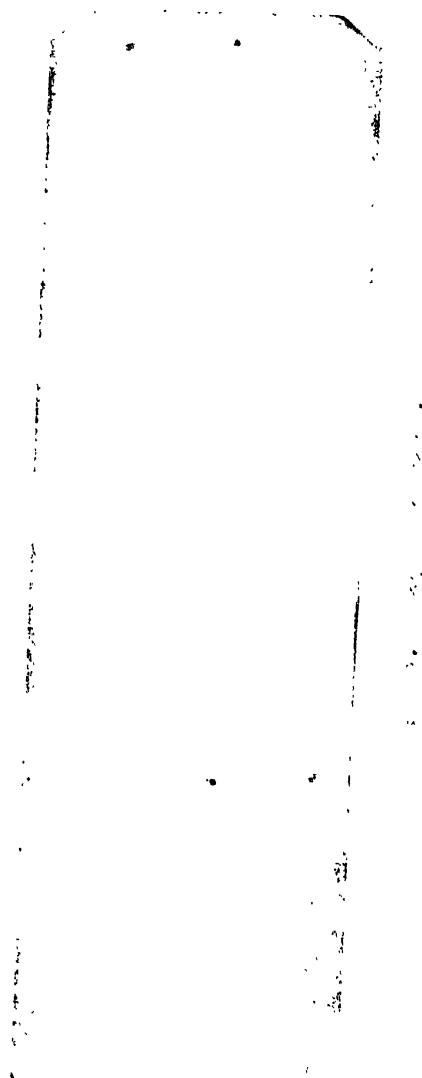
গত ১৩২০ বঙ্গাব্দের শারদীয় অবকাশের সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী এবং আমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবহুল্লাপুরের আখড়ায় প্রুতান পুথির স্তূপের মধ্যে "সপ্পাখ্যার" নামক একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন খণ্ড পুথি দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই পুথীর শেষপাতায় লিখিত আছে ;—"রচিল নারায়ণে ॥ ইতি স্বপ্ন অধ্যায় পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১১৭৬ সন তারিখ ২২ ভাদ্র, রোজ মঙ্গলবার রাত্রি ছই ডণ্ড গত কালে মোকাম ইএবত নগরের গোলাতে বসিয়া সমাপ্ত ইতি ॥ ভিন্নতাপি বণে ভঙ্গ মুনিনাথ মতিভ্রম যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দোসকঃ । স্বকীয় পুস্তক মিদং শ্রীযুগল কিশোর দায়ক ॥ সন বলালি ৫৭০ সকালা

(১) গৃহস্থ ১৩২০, কান্তন, ৪২৬ পৃষ্ঠা।

(২) অতিষ্ঠা ১৩১৮, ৯ম সংখ্যা, ৪৭৫ পৃষ্ঠা।

(৩) বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(৪) বিক্রমপুরের ইতিহাস, ৪৪ পৃষ্ঠা।



১০ম অঃ] পরগণাতি সন, সন বলালি ও লক্ষ্মণ সম্বৎ । ৩৯৫

১৬৯২ তিথি পূর্ণিমা* । আউটসাহীর জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুপ্ত বি, এ, বলিয়াছেন যে, বল্লালি-সন-যুক্ত একখানি দলিল মুন্সিগঞ্জের কোনও আদালতে তাঁহারা দাখিল করিয়াছিলেন ।

নলিনী বাবুর মতে এই “সন বলালি” ও “পরগণাতি সন” অভিন্ন এবং ইহার আরম্ভকাল ১২০০ খৃষ্টাব্দ () । তিনি লিখিয়াছেন, “পরগণাতি অথবা বল্লালি সন বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের পুত্রগণ,—মাধব, কেশব, বিশ্বরূপ কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু পুত্রের হর্ভাগ্যের স্মারক সনটিকেও পিতা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন” (২) ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, “লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাতীতাস্থ মুসলমান আমলে “পরগণাতীত সন” বা “পরগণাতীত সন” নামে বহুকাল প্রচলিত ছিল । বিক্রমপুরের বহুপ্রাচীন কাগজ পত্রে এই পরগণাতী-সনের” উল্লেখ রহিয়াছে । ১২০০ খৃষ্টাব্দে ১ম বর্ষ ধরিয়া এই “পরগণাতী সনের” বর্ষগণনা চলিয়া আসিতেছে । মনে হয়, এই অতীত রাজ্যাস্থ মুসলমানের গোড়-বিজয় নির্দেশক ছিল বলিয়া “লক্ষ্মণ সেনের নাম তুলিয়া দিয়া মুসলমান-রাজপুরুষগণ তাহাই “পরগণাতী সন” নামে চালাইয়া দিয়াছেন” (৩) ।

পরগণাতি সন ও সন বল্লালি সম্বন্ধীয় যে কয় খানা দলিলের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহার একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল । ইহার মধ্যে যে সমুদয় দলিলে পরগণাতি সন বা সন বল্লালির সহিত বঙ্গাব্দ বা শকাব্দা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইল ।

(১) গৃহস্থ ১৩২০ সাল কান্তন পৃষ্ঠা ।

(২) ঐ পৃষ্ঠা ।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজস্বকাণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা ।

* পরগণাতি সন—বঙ্গাব্দ ও তারিখ—শকাব্দ—খৃষ্টাব্দ—আরম্ভকাল

৪৮৭—	×	২৫শে আষাঢ়	×	×	×
৫০৯—		১১১৭, ২৫শে চৈত্র	(১৭১১)	(১২০২)	
৫৪৩—	১১৫১	×	×	(১৭৪৪।৪৫)	(১২০১।০২)
৫৫০—	১১৫৮	×	×	(১৭৫১।৫২)	(১২০১।০২)
৫৫৪	১১৬২, ৩রা মাঘ—		(১৭৫৬)	(১২০১)	
৫৬৬	১১৭৫, ২৩শে বৈশাখ,		(১৭৬৮)	(১২০২)	

১০ঠে ভেলহজ্জ

৫৭০ (সন বলালি) ১১৭৬,— (১৬৯২) (১৭৬৯) (১১৯৯)

২২শে ভাদ্র,

৫৭৪ ১১৮৩, ৯ই চৈত্র (১৭৭৭) (১২০৩)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন বলালি দলিলের তারিখ নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দকে ইহার আরম্ভকাল বলিয়া নির্দেশিত করিতে হয়। পক্ষান্তরে পরগণাতি সন সম্বন্ধীয় যে কয় খানি দলিল পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ১২০২—১২০৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পরগণাতি সন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সন ও তারিখ যুক্ত দলিল আরও অনেক গুলি আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত পরগণাতি সনের আরম্ভকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। একখানা দলিলের তারিখের উপর নির্ভর করিয়া সন বলালি সম্বন্ধেও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। তবে ইহা স্থির যে, ১২০০ খৃঃ অব্দে ইহার আরম্ভকাল নহে। এমনতাবস্থায় সন বলালির সহিত পরগণাতি সনের যে কি সম্বন্ধ ছিল

* এই দলিল গুলির মধ্যে দ্বিতীয় খানি বিক্রমপুর—মহুরা নিবাসী বজ্রবর ঐযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অপরগুলি সাময়িক পত্রিকার ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহা নির্ণয় করা শক্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিক্রমপুর অঞ্চল হিন্দুনাথগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং এই অঞ্চলটি কেশব সেনের পরবর্ত্তি কোনও সেন রাজা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। পরগণা যদি পারঙ্গী শব্দ হয়, তবে অমুমান করা যাইতে পারে যে, পরগণা বিভাগ সময়ে এই সনটিকে পরগণাতি সন বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছিল।

কামরূপ কালিঙ্গ-কাশী-বিজয়ী বীরাগ্রণি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের শিরে যে কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত হইয়াছে, তাহার বাথার্থ্য নির্ণয় না করিয়াই ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। হরিমিশ্রের কারিকার লক্ষ্মণসেনের উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। হরিমিশ্রের কারিকার লিখিত হইয়াছে, “বঙ্গাল তনয় রাজা লক্ষ্মণসেন মহাশয়, জন্মগ্রহণ ভয়ে তাঁহার কলঙ্ক বটিকাছিল” (১)

হরিমিশ্র যে কলঙ্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই কি তাঁহার পলায়ন কলঙ্ক ? আমাদের মনে হয়, উহা তাঁহার পলায়ন কলঙ্ক নহে। সেও ভুলভাদরা পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা স্থানান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিম্নোক্ত।

ঐতিহাসিকগণ যে বীরাগ্রণি লক্ষ্মণ সেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার আকর সূত্রখ্যাত মোসলমান ইতিহাস লেখক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ-কৃত “তবকাঃ-ই-নাসেরী”। এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে গোড়বঙ্গের কাহিনী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার অসম সাহসিকতা ও ক্ষিপ্র-

(১) “বঙ্গাল-তনয় রাজা লক্ষ্মণেঃ ২ ভূমহাশয়ঃ।

জন্মগ্রহণ ভয়াদোষাৎ কলঙ্কোঃ ভূদনজয়ম্”।

(হরিমিশ্র)—বঙ্গের জাতির ইতিহাস ব্রাহ্মণকণ্ঠ, ১মঃ

১০০ পৃষ্ঠা—পাদ টীকা ।

কারিতাবারা, লক্ষণাবতী, বিহার, বঙ্গ এবং কামরূপের অধিবাসিগণের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল (১)। মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বিহার জয় করিয়া ধনরত্ন ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ দিল্লীতে সুলতান কুতুবুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। (২) “দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বিহার হইতে গোড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন (৩)। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সম্ভিষ্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দলবল তাঁহার অমুসরণ করিতে পারিয়াছিলনা।

(১) Tabaqat-i-Nasiri (Trans, by Raverty) P 554.

(২) Ibid P. 552. & 556 Footnote 6.

(৩) Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) P. 557.

পাঠান বিজয়ের সময় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। বুকানন সাহেবের মতে ১২০৭ খৃঃ অব্দে, মেজর রেভার্ট ও মুল্লী শ্বামলসাদের মতে ৫৯০ হিঃ (১১৯৯ খৃঃ অঃ) ডাঃ মিত্র ও কৈলাস বাবুর মতে ১২০৫ খৃঃ অঃ (১১২৭ শকাবে), ট্যুয়ার্ট ও ওয়াইজ সাহেবের মতে ৬০০ হিঃ (১২০৩—৪ খৃঃ অব্দে) ডাঃ কিলহর্ন (Indian Antiquary Vol XIX.) ও বিভারিজের (J. A. S. B. 1898 pt I P. 2) মতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ ; ব্রকম্যানের মতে (J. A. S. B. 1873 pt I P, 211) ১১৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দ। গোড়রাজমালার লেখক ব্রকম্যানের মত সমর্থন করিয়াছেন (গোড় রাজমালা ৭১ পৃষ্ঠা)। উইলকোর্ড সাহেবের মতে (Asiatic Researches Vol IV P, 203) ১২০৭ খৃষ্টাব্দ। টমাস সাহেবের মতে (Initial Coinage of Begnal P,) ১২০৫ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বহুর মতে (J. A. S. B. 1898 P, 31) ১১৯৭—৯৮ খৃঃ অঃ। পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় (সাহিত্য ১৩০১, ৩ পৃষ্ঠা) সেক শুভোদয়ার লিখিত :—

“চতুর্বিংশশতাব্দীর শাকে সহস্রৈক শতাব্দিকে ।

বেহার পাটনাৎ পূর্বক তুরবঃ সমুপাগতঃ” ।

স্রোক দুটো পাঠান বিজয়ের কাল ১১২৯ শাক বা ১২০২-০৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়া

নগর বাসিগণ প্রথমে তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক মনে করিয়াছিল । তিনি রায় লখ্মণিয়ার প্রাসাদের তোরণ দেশে উপস্থিত হইয়া অবিধাসী দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই সময় রায় লখ্মণিয়া আহাৰ করিতেছিলেন । তিনি মোসলমানের আগমন বার্তা অবগত হইয়া পুরমহিলাগণ, ধনরত্ন-সম্পদ, দাস দাসী পরিত্যাগ করিয়া নগ্নপদে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া সঙ্কনাট (১) এবং বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করিয়া ছিলেন" (২) । ইহাই হইল মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণ । মিনহাজ এই ঘটনার চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে ৬৪১ হিজরাকে (১২৪৩—৪৪ খৃষ্টাব্দে), গোড়ে সমসামউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের এই বিজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন (৩) ।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, (৪), "মহম্মদ-ই-বাক্তিয়ার

নির্দেশ করিয়াছেন । রেভার্টির মতে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার ১১৯৩ খঃ অব্দে বিহার দ্ধর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । (Raverty's Tabaqat-i-Nasiri, Appd) ।

গঙ্গার বিক্ষুপাদ মন্দিরের প্রশস্তি অনুসারে গোবিন্দ পাল দেব ১১৬১ খঃ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । (J, A, R, S, Vol III No 18) । তাঁহার ৩৮ বৎসর রাজত্বের পরে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বিহার জয় করেন, (J, A, S, B, 1876 pt I Page 331—32) । এই ঘটনার "দ্বায়ম সালে" গোড় বিজয় হইয়াছিল । উপরোক্ত যুক্তির বলে শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠান বিজয়ের কাল ১২০০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (J, A, S, B, 1913 pp 277 & 285.) । রাখাল বাবুর অনুমানই সমীচীন বলিয়া মনে হয় ।

(১) প্রবীন ঐতিহাসিক পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের মতে সঙ্কনাট ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত সমকোট অভিন্ন । রেপেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থান Samkoot বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে ।

(২) Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) P. 558.

(৩) Ibid P. 552.

(৪) বাক্সালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ৩২৪—২৫ পৃষ্ঠা ।

কর্তৃক গোড়ে ও রাঢ়ে সেন রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় ; কিন্তু যে ভাবে বিজয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না । প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায় ? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন রাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । দ্বিতীয় কথা আগমনের পথ ; কাশ্মীরের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গোড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে । মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই । তিনি যদি রাজমহলের নিকট গঙ্গার দক্ষিণ কূল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গোড় বা লক্ষণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই । তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পৰ্ব্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল । এই সকল কারণে অষ্টাদশ অখারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের গোড় বিজয়-কাহিনী বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না । * * * * তৃতীয় কথা, লক্ষণ সেন তখন জীবিত ছিলেন না । লক্ষণ সেনের পুত্রদের মধ্যে তখন কে গোড় রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহা অদ্যপি নির্ণীত হয় নাই । সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল কিনা, তাহাও অদ্যপি স্থির হয় নাই । এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের নদীয়া-বিজয় কাহিনী সম্ভবতঃ অলৌকিক । ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, নোদিয়া পুনর্বার হিন্দু রাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল ; কারণ, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অর্ধ শতাব্দী পরে বাঙ্গালার

স্বাধীন সুলতান মুগীস উদ্দিন যুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন” (১) ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন (২), “সে আখ্যায়িকায় যে “নওদিয়ার” রাজধানী ও “রায় লছমনিয়া” নামক নরপতির উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও শাসনলিপির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না । এরূপ ক্ষেত্রে কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন,— “নওদিয়া” নবাবীপের অপভ্রংশ মাত্র, “লছমনিয়াও” তবে লক্ষ্মণ সেনের অপভ্রংশ । মিনহাজ লিখিয়াছেন,—“রাজ্যাক্ষয়ের অশীতি বর্ষে বক্ত্রিয়ার খিলজির দিঘিজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল” (৩) । তদনুসারে আর একটি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল (৪) ।

(১) Catalogue of Coins in the Indian Museum Calcutta Vol II, Pt II, P 146. No 6.

(২) স্বল্পদর্শন—নবপঞ্চায়, ১৩১৫,—পৌষ, ৪৪৪—৪৫ পৃষ্ঠা ।

(৩) Tabaqt-i-Nasiri (Raverty) Page—554.

(৪) তবকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে একটি অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তি-লেখকগণ ও উহা বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন । কাহিনীটি এই :— “ইহলোক হইতে তাঁহার পিতার স্থানান্তর কালে লক্ষ্মণিয়া সাত্‌গর্ভে ছিলেন । রাজমুকুট তাঁহার সাত্‌গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সকলেই তাঁহার আজার বশবত্তী হইয়াছিল । খলিকা বংশের জ্ঞায় হিন্দুরাজগণও ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন । লক্ষ্মণিয়ার জন্মকাল নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার মাতা এসবের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া জ্যোতিষীগণকে আনাইলেন, তাঁহারা শুভলক্ষ্য ঠিক করিয়া একবাক্যে জানাইলেন যে, কুমার এখন জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নিতান্ত অশুভ হইবে, কখনই রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি দুই ঘণ্টা পরে জন্ম হয়, তাহা হইলে ৮০ বর্ষ রাজ্য করিতে পারিবে । জ্যোতিষীগণের মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া রাজী আদেশ করিলেন যে, তাঁহার পা দুখানি বাঁধিয়া সুলাইয়া রাখা হেট করিয়া রাখা হউক । তাহাই করা হইল । যথাকালে জ্যোতিষীগণ শুভ মুহূর্ত্ত জানাইলেন । রাজমাতাও তখনই তাহাঃক

কাহারও পক্ষে অশীতিবর্ষ রাজ্যভোগ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না,—
শৈশবে সিংহাসনে আরোহন করিবার অহুমান ও লক্ষণ সেনের পক্ষে
অসম্ভব হইতে পারে না। কারণ তিনি যে পরিণত বয়সেই পিতৃ
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নানা প্রমাণ ও কিংবদন্তী সংস্কৃত
সাহিত্যে সুপরিচিত। বল্লাল ও লক্ষণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা
বিনিময় হইতে, তাহা এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে (১)। একরূপ
নামাইয়া এসব করাইবার জন্য আদেশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ লখমণিয়া ভূমিষ্ট
হইলেন। কিন্তু রাজমাতা এসব বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক ত্যাগ
করিলেন। সদ্যোজাত শিশু লখমণিয়াকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। (Tabaqat-
i-Nasiri (Raverty) p. 555, (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজত্বকাণ্ড, ৩৩৭—৩৮পৃষ্ঠা)।

(১) লক্ষণ। “শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী বহুতা,

কিং এমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যন্তাপরে।

কিং বাস্তং কথরামি তে শুতি পথং স্বং জীবনং দেহিনাং,

স্বং চেত্রীচপথেম গচ্ছসি পরঃ কথ্যং নিরোদ্ধং কমঃ” ॥

বল্লাল। “তাপো নাগগত ত্ববা ন চ কুশা ধৌতা ন ধূলি ভনো-

ন স্বচ্ছন্দমকারি কল কবলঃ কা নাম কেলী কথা ?

দুরোং কিণ্ড করেণ হস্ত করিণা ল্পষ্টা ন বা গয়িনী,

এৱক্কো মধুপৈরকারণমহো বজ্জার কোলাহলঃ” ॥

লক্ষণ। “পরিবাদন্তথো ভবতি বিতথো বাপি মহতঃ,

অতথ্য ত্তথো বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।

তুলোত্তীর্ণ স্তাপি একচিত্ত হতশেষ ভয়সঃ,

রবে স্তাবৃক্ তেজো মহি ভবতি কস্তাং গতবতঃ” ॥

বল্লাল। “স্বধাংশোৰ্দ্ধাতেরং কথমপি কলহস্ত কণিকা,

বিধাতুর্দোষোহয়ং ন চ গুণনিধে স্তত্ত্ব কিমপি।

স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হয় চূড়ার্চণ মণিঃ,

ন বা হস্তি স্বাস্তং জগদ্ভূমি কিং বা ন বসতি” ॥

এই শ্লোকগুলি একত পক্ষেই পিতৃপুত্রা মধ্যে লিখিত হইয়াছিল অথবা পরবর্ত্তী

অবস্থায় একটি অসামান্য অমুমানের অবতারণা করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকল রাজার পক্ষেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় হইতে রাজ্যাদ্ গণনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল;—লক্ষ্মণ সেনের পক্ষে তাঁহার জন্মতিথি হইতে অঙ্গ গণনা করিবার একটি অসামান্য রীতির অমুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। “লক্ষ্মণ সংবৎ” নামক একটি অঙ্গ গণনা রীতি অজ্ঞাপি মিথিলায় কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে,—এক সময়ে নানা স্থানে এই অঙ্গ ধরিয়া শিলালিপি খোদিত হইত। ত্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার হইখানি শিলালিপিতে এইরূপ অঙ্গ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, তাহার সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন,—“৫১ লক্ষ্মণসেনের পূর্বে কোনও সময়ে লক্ষ্মণ সেন দেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক লক্ষ্মণ সেনকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই। তদীয় রাজ্যাধিকার অশীতি বর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অমুমান বলে “রায় লছমনীরায়ে” লক্ষ্মণ সেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিয়াছি।”

সময়ে কোনও কল্পনা-বিনোদী কবি কর্তৃক বিবর্তিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

- (১) “Muhammad-i-Bakht-yar-had [also] reached Rae Lakhmaniah.....who was a very great Rae and had been on the throne for a period of eighty years”—Tabaqat-i-Nasiri (Raverty) Page—554-

লক্ষ্মণ সেনের, তপন দীবী, সুন্দর বন, ও আহুলিয়ার তাম্রশাসনে “পরম বৈষ্ণব” উপাধি এবং মাধাই নগরের তাম্রশাসনে “পরম-নারসিংহ” উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ধোয়ী-কবি-বিরচিত” পবন-দূতম্” গ্রন্থে লিখিত আছে, সুক্কেদেশের গঙ্গাতীরে সেনবংশীয় নরপতি গণের ঈষ্টদেব যুবারি বিগ্রহ লক্ষ্মণ সেনের দেবরাজ্যে অভিষিক্ত আছেন (১)। কিন্তু ধর্ম্মানুরাগ। কেশব সেনের তাম্রশাসনে তাঁহার “শঙ্কর গোড়েশ্বর” উপাধিতে, বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে, “পরমসৌর মদন শঙ্কর গোড়েশ্বর” উপাধিতে, তাঁহার শৈব ও সৌর মতানুসঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনগুলিতে প্রথমে মহাদেবের বন্দনা দৃষ্ট হয় (২)। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনগুলি বৈদিক মার্গানুসরণকারী ব্রাহ্মণ গণের উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে। বেদেরচর্চা

(১) J. A. S. B.—1905.—Page 57 Verse 28.

(২) “বিদ্বাদ্ যত্র মণি দ্ব্যতিঃ কপিপতেবীলেন্দুরিল্লারুং
বারি স্বর্ণ তরঙ্গিণী সিতান্তিরো মালাবলাকাবলী ।
ধ্যানাত্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োবুরোভূতয়ে
ভূষাঃ স ভবার্জি তাপভিহরঃ শম্ভো কপদ্বীশ্বদঃ” ॥

J, A, S, B, 1873, pt I page 11 & 1900 pt I p, 61, । বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিবরণ প্রস্তাব ।

“বস্ত্রাঙ্কে শরদ্বন্দোরসি তড়িলেখেব গৌরীপ্রিয়া
দেহার্জুন হরিঃ সমাজিতমভূদ্ যস্তাতি চিত্রাঃ বপুঃ ।
দীপ্তার্ক দ্ব্যতি লোচন ত্রয় রূপ দোরঃ দধানো মুখঃ
দেবত্যা সনিরন্ত দানবগজঃ পুকাভু পঞ্চাননঃ ॥

মাধাই নগরের তাম্রশাসন—১ম শ্লোক ।

J, A, S, B, 1909, p, 471.

পুনঃ প্রবর্তিত করিবার জন্ত তিনি পুরুষোত্তম নামক জনৈক বেদবিদ ব্রাহ্মণকে পাণিনির একটি বৃত্তি বচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে পুরুষোত্তম “ভাষাবৃত্তি” রচনা করেন। সৃষ্টিধর লিখিয়াছেন :—

“বৈদিক প্রয়োগানর্থিনো লক্ষ্মণসেনস্ত রাজ্ঞ অজ্ঞয়া প্রকৃতে কশ্মণি প্রসজ্জন্ বৃত্তেলর্ঘ্যতায়াং হেতুমাং ভাষামিতি” ।

ব্রাহ্মণ দিগকে বৈদিক আচার এবং অমুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্ত লক্ষ্মণ সেনেব অমুরোধে হলায়ুধ “ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্ব” এবং হলায়ুধের ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান “পাশুপত পদ্ধতি” ও “আত্মিক পদ্ধতি” প্রভৃতি বচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিলনা। এজন্যই তিনি বৈদিক ও তাত্ত্বিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া হলায়ুধ দ্বারা “মৎস্ত সূক্ত” প্রচার করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনকে বাক্সলার বিক্রমাদিত্য বলিলে অত্যাশ্চর্য হইয়া না। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত, কবি, ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিক্রম-
লক্ষ্মণ সেনের দিত্যের ছায় তাঁহার সভাতেও পঙ্করত্ন বিद्यমান
বিদ্যানুরাগ । ছিলেন। “কবিরাজ প্রতিষ্ঠা” গ্রন্থ হইতে জানা যায়
যে, রূপ ও সনাতন লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডপ দ্বারে,

“গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ ।

কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্ত চ ॥”

এইরূপ লিখিত দেখিয়া ছিলেন। জয়দেব ও তদীয় “গীত গোবিন্দ” গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

“বাচঃ পল্লবয়তুমাপতি ধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং

জানীতে জয়দেব এন, শরণঃ শ্লাঘ্যো দ্রুহহৃদ্রতে ।

শুদ্ধারোস্তর সংপ্রমের রচনৈবাচার্য্য গোবর্দ্ধন-

স্পর্দ্ধী কোহপি ন বিপ্রতঃ প্রতিধরো ধোয়ী কবিন্দ্রাপতিঃ ॥”

এতদ্ব্যতীত পৃথিবী, ভবানন্দ, দিনকর মিশ্র, অরবিন্দ ভট্ট, হলায়ুধ, শূলপাণি, পশুপতি, ঈশান ও আচার্য্য-গোবর্দ্ধন-শিষ্য বলভদ্র, বেতাল (বেতাল ভট্ট বা রাজু বেতাল), ব্যাস কবিরাজ, পুরুষোত্তম দেব, সঞ্চাধর, উদয়ন, প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ কৰ্ত্তৃক লক্ষণ সেন সৰ্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। বঙ্গদেশে বেদের চর্চা পুনঃ প্রবর্তিত করিবার জন্ত অশেষ শাস্ত্র বেত্তা বেদবিদ পুরুষোত্তম দেবকে পাণিনির একটি বৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি “ভাষ্যবৃত্তি” রচনা করেন। ভাষ্যবৃত্তি ব্যতীত পুরুষোত্তম “ত্রিকাণ্ড শেষ” “দ্বিকল্প কোষ” “একাক্ষর কোষ” “দ্ব্যর্থকোষ” “উদ্যাভেদ” “কারক কোষ” “শব্দভেদ” “প্রকাশ কোষ” প্রভৃতি রচনা করেন। বৈদিক আচার ও ঋতুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্ত হলায়ুধ লক্ষণ সেনের অনুরোধে “ব্রাহ্মণ সৰ্বস্ব” এবং হলায়ুধের ভ্রাতাঘন পশুপতি ও ঈশান “পাশুপত পদ্ধতি” ও “আত্মিক পদ্ধতি” প্রভৃতি রচনা করেন। “নীমাংসা সৰ্বস্ব,” “বৈষ্ণব সৰ্বস্ব,” “শৈব সৰ্বস্ব,” “পুরাণ সৰ্বস্ব,” ও “পণ্ডিত সৰ্বস্ব,” হলায়ুধের রচিত।

বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পণ্ডিত প্রবর হলায়ুধ লক্ষণ সেনের আদেশ ক্রমে “মৎস্যসূক্ত” রচনা করিয়া ছিলেন। রাজকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য কাব্যভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন অর্থাৎ সপ্তশতী (১)

(১) আখ্যাসপ্ত শতীতে সেন বংশের উল্লেখ আছে :—

“সকল কলাঃ কলরিভুং প্রভুঃ প্রবক্ষ্যন্ত কুসুম বকোশ্চ।

সেন-কুল-তিলক-ভূগতিরেকো রাক্ষা এমোবশ্চ” ॥

গোবর্দ্ধনের শিষ্য উদয়ন ও সহোদর বলভদ্র দ্বারা আখ্যাসপ্তশতী সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয় :—

“উদয়ন-বলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্য সোদরভ্যাং মে।

দ্যৌরিব রবি চন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্মলী কৃত্য” ॥

এবং ধোয়ী কবিরাজ “পতনদূতম্” গ্রন্থ রচনা করেন। শূলপানি রাজ্যাবলু স্থতির “দ্বীপ কলিকা” নামক টীকা রচনা করেন।

হলায়ধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেণী লিখিত আছে লক্ষ্মণসেন, তাঁহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতের পদ, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীপদ, ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন।

নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণ সেনের মহা সাক্ষি বিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত, ত্রিধরদাস মহামাণ্ডলিক, এবং মধু ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন (১)।

ধোয়ী বিরচিত পবনদূতম্ গ্রন্থে লিখিত আছে, কবি লক্ষ্মণ সেনের নিকট হইতে “কবিরাজ” উপাধি এবং তন্ত্রীদন্ত, হেমময়দণ্ড-শোভিত চামরাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা :—

দস্তিবাহুঃ কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডঃ
যো গোড়েন্দ্রাদলভত কবিন্দ্রা ভূতাং চক্রবর্তী
ত্রীধোয়ীকঃ সকল রসিক প্রীতিহেতোর্নন্দন
কাব্যং সারস্বতমিব সতন্ মন্ত্র মেতজ্জগাদ ॥”

“সদৃক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে” লক্ষ্মণসেনের রচিত নয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। শ্লোকগুলিতে ভাব এবং কবিত্ব আছে।

- ১। “তীর্থ্যক্ কঙ্করমংস দেশমিলিত শ্রোত্রাবতংস সুরধা-
হোত্তমভিত কেশ পাশ মনুজ জবল্লরী বিভ্রমং ।
শুভ্রেধেহু নিবেশিতাধরপূট সা কৃত রাখানন
গন্ত মীলিত দৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতুবঃ ॥”

বেণুনাদঃ—সহস্রকর্ণামৃতম্—৭৩ পৃষ্ঠা ।

- ২। “অবিরত মধু পানাগার মিন্দিম্বিবাণ
মভিসরণ নিকুঞ্জং রাজহংসী কুলত ।

প্রবিতত বহুশালং মন্তপদ্যালয়া
বিতরতি রতিমক্লোরেষ লীলাতড়াগ ॥”

৩। এতে পুরঃ সুরভি কোমল হোমধুম
লেপানিপীত নব পল্লব শোণি মানঃ ।
পুণ্যাশ্রমাঃ শ্রুতি সমীহিত সামগীতি
সাকৃত নিশ্চল কুরঙ্গ কুলাঃ সুরস্তি ॥

৪। “ক্লমঃ স্বঘনমালয়া সহকৃতং কেনাপি কুঞ্জাস্তরে
গোপীকুন্তল বহুদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্ ।
ইথং তদ্বসুধেন গোপশিশুনা হৃথ্যাতে ত্রপানব্রজে
বাধা মাধবয়ো জয়ন্তি বলিতম্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥”

কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, শ্রীমতী বসুদেবী লক্ষ্মণ সেনের মহিষী ছিলেন (১)। “সেক শুভোদয়ায়” লিখিত আছে, রাজা শেষ বয়সে বলভা নামী নারীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। বসুদেবী সাধ্বী এবং পতি পরায়ণা ছিলেন বটে; কিন্তু বলভা অত্যন্ত অগল্ভা এবং স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন; এমন কি তিনি বাজ সভায় উপস্থিত হইয়া রাজ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেন, রাজা ভয়ে কোনও কথা বলিতেন না। বলভার ভ্রাতা রাজ্যের অবস্থা। কুমার দত্ত লম্পট ও হুশ্চরিত্র ছিল। রাজ্য মধ্যে ইহার প্রবল প্রতাপ ছিল। ইহার নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, বলভা, ভ্রাতৃপক্ষাবলম্বন করিতেন। একদা মধুকর নামক বনিকের পত্নী মাধবীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা ও রত্নালঙ্কার

(১) “যাঃ নির্দায় পবিত্র পাণিরভবৎ বেধাঃ সতীতাঃ শিখা
রত্নং যাঃ কিমপি স্বরূপ চরিতৈঃ বিধং যত্নালঙ্কৃতং ।
লক্ষ্মীভূষণি বাহিত্যানি বিদখে যত্নাঃ সপত্নৌ মহা
রাজী শ্রীবসুদেবিকাত মহিষী সা তুজিবর্গোচিতা” ॥

হরণের অভিযোগে কুমার দত্ত রাজদ্বাণে অভিযুক্ত হইলে বনভা ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং বিচারে বাধা প্রদান করেন। দুর্নতি কুমার দত্তের শাস্তি হওয়া দূরে থাকুক, মাধবীর রত্নালঙ্কার বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হয়, এবং রাজসভায় তাহাকে অপমানিত করা হয়।

এক সময়ে গঙ্গান্নান উপলক্ষে গঙ্গাতীরে বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। জয়দেব-প্রমুখ পণ্ডিতগণও সঙ্গীক গঙ্গান্নানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজমহিষী বনভা তৎকালে জনৈক নগর-বাসিনীর প্রকোষ্ঠ-শোভিত সুন্দর কঙ্কন বলপূর্বক গ্রহণ করেন এবং উহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। রাজসভার প্রধানগণ রাজমহিবীর এবস্থি ব্যবহারে উতাক্ত হইয়া উঠিলেন; নগর-বাসিনী রাণীকে “কাঠ কুড়ানীর বেটী” বলিয়া গালি দিল। সেক শুভোদয়ার এই সমুদয় উক্তি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু অধঃপতনের কালে রাজপরিবারে এবং রাজতন্ত্রে এইরূপ দুর্নীতিই প্রবেশ করিয়া থাকে। সেক শুভোদয়ার উক্তি সত্য হইলে, স্বাণ্ডী শ্রীলকের প্রতি পক্ষপাতীতাই লক্ষণসেনের চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া অনুমিত হয়। হরিমিশ্র হয়ত এই কলঙ্কেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ইদিলপুরের তান্ত্রশাসনে লিখিত আছে,—

“সায়ং বেষ বিলাসিনী জনরগন্মঞ্জীরমঞ্জু স্বনৈ-

র্ঘ্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনা বন্দ্যং ত্রিসদ্যং নভঃ ॥”

অর্থাৎ (লক্ষণসেনের সময়ে) বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর নিকনে চমকিত হইত। ধোয়ীকবি বিরচিত পবন দূতম্ গ্রন্থে রাজধানীর তাৎকালীন অবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন, “রাজপথ বারান্দাগণের মঞ্জীরনিকণে চমকিত এবং নিশীথে স্বেচ্ছা-বিহারিনী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে মুগ্ধরিত। প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্ভাস্ত”। যথা :—

“বৃক্ষোন্মাদগ স্তন পরিসরাঃ কুসুমস্তাক্ষরাগা
 দোলাঃ কেলিবাসনরসিকাঃ স্তম্ভরীণাং সমুহাঃ ।
 ক্রীড়া-বাপাঃ প্রতমু-সলিলা মালতীদাম রাত্রিঃ
 স্থান জ্যোত্স্নামুদমবিরতং কুর্কতে যত্র যুগাং ॥
 ভ্রাম্যস্তীনাং ভ্র (ভ ?) মসি নিবিড়ে বল্লভাকাঙ্ক্ষিণীনাং
 লাক্ষারাগাশ্চরণগলিতাঃ পোর-সীমন্তিনীনাং ।
 রক্তাশোকস্তবক ললিতৈক্কালভানোম বৃথৈ-
 নালক্ষ্যন্তে রঞ্জনি বিগমে পোর মার্গেষু যত্র ॥
 রত্নৈর্ স্বক্ৰামরকত মহানীল সৌগন্ধিকাদ্যৈঃ
 শঙ্কোৰ্ঝালাবলয়রচনা বহুভির্বিদ্রুমৈশ্চ ।
 লোপামুদ্রা রমণ মুনিনা পীত নিঃশেষ বারঃ
 ত্রীঃ সর্বস্বং হরতি বিপদং (বিপুলং ?) যত্র রত্নাকরস্য ॥
 মুকীভূতাং মরকত ময়ীং হারযষ্টিং দধানা
 যস্মিন্ বালা মৃগমদ মসৌ পিচ্ছিলেষু স্তনেষু ।
 চেতোবর্তি স্মরহৃতবহং দীপিতং স্নেহপূরৈঃ
 কৃদ্ধা যাস্তি প্রিয়তম গৃহানককারে ধনেঃ পি ॥
 নীতং যদ্বাদবিনয়লিপেঃ পত্রতামায়তাক্ষা
 নির্গচ্ছন্ত্যঃ সপদি হৃদয়ং জ্বলয়িত্তেব যত্র ।
 কান্তে পাদ-প্রণয়িনি মিলংকজ্জল শ্রামলানা
 মুগ্ধচ্যন্তে নয়ন পয়সাং শ্রেণয়ো মানিনিভিঃ ॥
 অগ্রে তেবাং ব্যাপগত মদঃ স্বাতুমেবাসমর্থ্য
 দৃষ্টা কাস্তিঃ কুসুম ধনুধঃ কা কথা বিক্রমস্য ॥
 স্তম্ভ (স্ত) গীলা চতুর নয়ন-ক্ষেপরম্যৈর্বিলাসৈ-
 যস্মিন্ যাতা স্তদপি স্তম্ভাং কিং করত্বং সুবানঃ ॥

ত্র্যাসীনে মনসিজ গুরৌ যত্র সারঙ্গ-নেত্রাঃ
 সংদৃশ্যন্তে রচিত চতুরোত্তান দোলাবিলাসাঃ ।
 অভ্যাস্তন্ত্যঃ সরভসমিব ব্যোম-কাস্তার-যানঃ
 কন্দর্পস্ত ত্রিদিব যুবতীং জেতু কামস্ত সেনাঃ ॥
 প্রসাদানাং দিন পরিণতো গর্ভদন্ধাঙ্কুরাণাং
 জ্বালোদগীর্ণঃ সজল জলদ শ্রামলো যত্র ধুমঃ ।
 সদ্যঃ ক্রীড়া কুত (তু ?) করভ সারুঢ় পৌরীমুখেন্দু
 জ্যোৎস্না সঙ্গ প্রস্রবরতমঃ শ্রেণি শঙ্কাং তনোতি ॥
 ব্যর্থীভূত প্রিয় সহচরী চারু বাচাং নিশীথে
 রোষাদক্রীকৃত কুবলয়োন্তং সবিত্রংসি মালাং ।
 যুগাং যত্র প্রগল্ব-কলহং কেলিহর্ষ্যাগ্র ভাজা-
 মিন্দুঃ প্রত্যাদিশতি সবিশীভূত শব্দং করেণ ॥
 তত্র স্বেচ্ছা-রতি-বিনিময়ে চৈব সীমন্তিনীনাং
 কর্ণশ্রংসি প্রকৃতি স্তম্ভগং কেতকী-গর্ভ-পত্রং ।
 উৎপশ্যন্তি ব্যতিকর চলং কুণ্ডলা ঘট্টনাভি
 ভিন্নং সাক্ষাদিব মুখ বিধৌঃ ঋণ্ডমেকং বিদম্ভাঃ ॥
 বাচঃ শ্রোতামৃতমমুগত জ্বিলাসাঃ কটাক্ষা
 রূপং হস্তোচ্চয় সমুদিতং স্নিগ্ধ মুগ্ধাশ্চ হারাঃ (বা :) ।
 যাতং লীলাক্ষিতমক্লতকং যত্র নেপথ্যমেতৎ
 পৌরস্ত্রীণাং দ্রবিণ স্তম্ভা প্রক্রিয়া ভূষণক ॥”

এই সময়ে দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কিরূপ রুচি ছিল তাহার স্পষ্ট
 চিত্র রাজকবি ধোয়ীর “পবন দূতম্,” গোবর্দ্ধনাচার্যের “আর্যাসপ্তশতী,”
 কবিকুল-বরেণ্য জয়দেবের “গীতগোবিন্দ” মধ্যে অঙ্কিত দেখিতে
 পাওয়া যায় ।

মহারাজ লক্ষণ সেন দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তদীয় ধর্ম্মাধিকারী “ব্রাহ্মণসর্বস্ব”-প্রণেতা হলানুধ লিখিয়াছেন,—লক্ষণ সেন তাহাকে বাল্যে রাজ রাজ্যকাল। পণ্ডিতের পদ, যৌবনারাজ্যে মন্ত্রীর পদ ও প্রোচাবস্থায় ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন, যথা :—

“বাল্যে খ্যাপিত রাজপণ্ডিত পদঃ শ্বেতাংগু বিষোজ্জ্বল

চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহা-মহত্ত্বমুপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে ।

যশ্চৈ যৌবন-শেষ-যোগ্যমখিল-স্বাপাল-নারায়ণঃ

শ্রীমল্ললক্ষণ সেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥”

লক্ষণ-সংবতের আরম্ভকাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন।

লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মাধব সেন পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেন বংশীয় রাজগণের তাম্রফলকে লক্ষণের পুত্রস্থলে মাধবের নাম বিহৃত নাই, কিন্তু কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের নাম আছে। গোড়েরাজগ-রচিত্তা কেশব সেনের তাম্রফলকের ১৫শ শ্লোক উপলক্ষে

লিখিয়াছেন,—“কিন্তু ১৫ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনা

মাধব সেন। দ্বারা কেশব সেনকে লক্ষণসেনের পুত্র বলিয়া

স্বীকার করিতে হয়। কেশব সেনের তাম্রশাসনের

লিখন, কেশব সেনের পিতার পরিচয় সম্বন্ধে সমধিক প্রমাণ। তাম্র-শাসনের যে যে স্থানে মাধব সেনের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া কেশব সেন করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হইতেছে মাধব সেনের অনুজ্ঞাতে তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছে। সন্ধান করিয়া দান সিদ্ধ করার পূর্বেই

মাধব সেনের মৃত্যু হওয়াতে কেশব সেনের নাম যোগ করা হইয়াছে ।
 “মাধব সেন, কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন” (১) ।

রামজয় কৃত কুলপঞ্জিকা, ইণ্ডোএরিয়ান এবং আইন-ই আকবরী
 গ্রন্থে লক্ষণ সেনের পর মধু সেন নামে একটি রাজ-নাম পাওয়া যায়,
 কিন্তু উক্ত গ্রন্থ সমূহে উহাকে কেশবের পিতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।
 সম্ভবতঃ মাধব সেনই অত্যাৱক্ৰপে অক্ষরান্তরিত হইয়া মধু সেন আখ্যা
 প্রাপ্ত হইয়াছে । মধু বা মাধবকে কেশবের পিতা বলিয়া গ্রহণ করা
 বার না, কারণ তাম্রশাসনে লক্ষণসেনকেই কেশবের পিতা বলিয়া
 লিখিত হইয়াছে । ইদিলপুর শাসনে কেশব সেনের নাম দুই স্থানে উল্লিখিত
 হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থানেই দেখা যায় যে কোন একটি নাম চাছিয়া
 ফেলিয়া কেশব সেনের নাম পুনরায় খোদিত হইয়াছে । যে স্থানে এই
 রূপ করা হইয়াছে, সেখানে নূতন নামটি পড়িবার কোন কষ্ট নাই ।
 মদন পাড় শাসনেও ঐরূপ বিব্রকূপ নামটি দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে
 এবং প্রত্যেক স্থলেই ফলক-লেখককে স্থানের অসচ্ছলতার জ্ঞাত নামের
 অক্ষর গুলিকে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে । ইহাতে “বিব্রকূপ”
 নামের এই চারিটি অক্ষর সেই পংক্তির অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা
 ক্ষুদ্রতর হইয়াছে । সম্ভবতঃ কোনও একটি তিন অক্ষরের নাম চাছিয়া
 ফেলিয়া সেই স্থানে “বিব্রকূপ” এই চারি অক্ষরের নামটি বসান হইয়াছে
 বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছে (২) । সুতরাং অনুমিত হয় যে মদন-পাড়
 শাসনে মাধবের নাম চাছিয়া ফেলিয়া ঐস্থানে বিব্রকূপ সেনের নাম
 বসান হইয়াছে । কোনও এক অজ্ঞাত-নামা-লেখকের পুস্তকে
 লিখিত আছে :—

(১) “গৌড়ে ব্রাহ্মণ ২৫৭ পৃঃ টকা ।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol Page

“তন্তু বল্লাল সেনস্ত পুত্রো লক্ষণ সেনকঃ ।

মধু সেন স্তস্য পুত্রো নানানুগ সমায়ুতঃ” ॥

লক্ষণের মৃত্যুর পরে মাধব সেন বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে মাধবের বিরোধান ঘটিলে কনিষ্ঠ বিশ্বরূপ সেন পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । মদন পাড়ের তাম্রশাসন হরত মাধবের সময়েই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু, দান সিদ্ধ করিবার পূর্বে মাধবের অভাব হইলে, বিশ্বরূপ সেনের নামই তাম্রশাসনে স্থান লাভ করিয়াছে । কুমায়ূনের আলমোড়ার নিকটবর্তী যোগেশ্বর মন্দির-গাত্রস্থিত-শিলালিপিতে মাধব সেনের কীর্ত্তি বোধিত হইয়াছে বলিয়া এটকিনসন লিখিয়াছেন (১) । “সেন বংশীয়গণ তৎকালে আত্ম-কলহে মত্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা আজিও জানা যায় নাই, কিন্তু এই সময়ে মাধব সেনের কতিপয় অনুচর যে গাড়োয়াল প্রদেশে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে হিন্দু-রাজগণের মধ্যে যে কোন না কোন উৎপাত চলিতেছিল, তাহা স্পষ্ট হুচিত হয় ; নতুবা মাধব সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের অধিকারী ব্রাহ্মণ বিষয়-সম্পত্তি ও রাজ-অনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া ওরূপ দূরদেশে নিজ দলীল দস্তাবেজ লইয়া গিয়া বাস করিবে কেন ? ইহা হইতে প্রতীত হয়, সেনরাজপুত্রগণও পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়াছিলেন এবং পরাভূত রাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গাড়োয়ালে পলাইয়া গিয়াছিলেন । একেবারে অতদূর দেশে পলায়নেরও একটা হেতু অনুমান করা যাইতে পারে । অশোক চন্দ্রদেব বা তাঁহার ভ্রাতা দশরথ যখন বুদ্ধগয়া দর্শনে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন হয়ত এই সেন রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইয়া থাকিবে । এক্ষণে বিপৎ-কালে সেই দূরগত বন্ধুর আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়া

(১) Atkinson's Kumaun page 516. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজত্বকাল, ৩৫৭ পৃঃ ।

ছিলেন। এ ঘটনা কনোজ-ধ্বংশের পূর্বেই ঘটিয়াছিল, কারণ খৃষ্টিয় ষাদশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসরে সমস্ত উত্তর ভারতই অত্যন্ত উপদ্রব অশান্তিতে ডুবিয়াছিল। তুর্কীগণের উৎপাতই তাহার মধ্যে প্রধান” (১)।

সহস্রিকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধবসেন-নামীয় একটি (২) এবং মাধব নামীয় পাঁচটি কবিতা (৩) উল্লিখিত হইয়াছে; উক্ত উভয় মাধব একই ব্যক্তি অথবা পৃথক ব্যক্তি এবং এক চইলেও সেনরাজবংশের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায় না।

বিশ্বরূপ সেন লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বহুদেবীর গর্ভজাত। তাম্রশাসন হইতেই এই নৃপতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের যে ছইখানি তাম্র-শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাম্রশাসন প্রদাতার নাম বিলুপ্ত

করা হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে মনে হয়, লক্ষ্মণ

বিশ্বরূপ সেন। সেনের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া ত্রাতৃ বিরোধ

বহি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে বিশ্বরূপ

সেন কর্তৃক মাধব সেন বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর কুমায়ুন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(১) বঙ্গ দর্শন, ১৩১৬, চৈত্র।

(২) “যজ্ঞাণ্ডাল গৃহাঙ্গনেষু বসতিঃ কৌলেরকানাং কুলে
জয় ষোড়শ পুরণক বিধিসৈন্য স্পর্শ যোগ্যঃ বপুঃ।
তদ্বৃষ্টং সকলঃ স্বরাদ্য শুভক কোণীগতে রাজ্যম্বা
বৎ স্বঃ কাকন শৃংখলা বলয়িতঃ প্রোদাদ মারোঃতি”।

(৩) “ভ্রমতি ধরণী চক্রং চক্রে নভস্তলয়ত্ৰপাং
প্রভবতি নমে গাত্রং কিঞ্চিৎ ক্রিয়ায় বিদ্যুতে।
জলধি সলিলে মগ্নং বিহং বিলোকয় রেবতি
ত্রিঙ্গগদবতাজ্জলস্নেহং হলী মম বিহ্বলঃ ॥”

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন তদীয় উনবিংশ রাজ্যকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে অন্ততঃ ১৯ বৎসর কাল বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

মদনপাড়ে তাম্রশাসন—এই তাম্রশাসন দ্বারা বাংস গোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আপ্পুবত-জামদগ্ন্য-প্রবর পরাশর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, বনমালি দেব শর্ম্মার পুত্র, ঐতিপাঠক বিশ্বরূপ দেব শর্ম্মাকে শিব পুরাণোক্ত ভূমিদান বল কামনার পৌণ্ড বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গ বিক্রমপুর ভাগে পূর্বে অর্থাগ গ্রাম জঙ্গাল ভূঃসীমা দক্ষিণে বারয়ী পাড়া গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপী গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বোরকাপী জঙ্গালসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পোঞ্জীকাপী গ্রাম-মধ্যস্থিত কন্দর্পশঙ্করাশ ভূমি ও নাবাতর্প গ্রামস্থিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭। ইহাতে অস্বাভাবিক হইয়াছে। এই তাম্রশাসনে গোড়-সন্ধি-বিগ্রহিক কোপবিকুর নাম রহিয়াছে। কেশব সেন প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেনের মদন পাড় শাসনের সমুদয় শ্লোক গুলিই রহিয়াছে এবং তদতিরিক্ত আরও কতিপয় শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই অস্বাভাবিক হইয়াছে যে, বিশ্বরূপ কেশব সেনের অগ্রবর্তী ছিলেন।

তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেন, “গর্গ যবনাধর প্রলয়কাল রুদ্রঃ” এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইহাতে অস্বাভাবিক হইয়াছে, তিনি গর্গ যবনাধর” দিগকে বারংবার পরাজিত করিয়া ছিলেন। ঘোর দেশীয় তুরক দিগকেই সম্ভবতঃ “গর্গ যবনাধর” বলা হইয়াছে।

বিশ্বরূপের সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ তনয় জ্ঞানদেব সুবর্ণগ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন বলিয়া জানা যায়। জ্ঞানদেব সেন

“কুমার স্মন্দর” নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ অহুমান করেন, এই রাজ-নন্দনের নামানুসারে স্ববর্ণগ্রামের রাজধানী প্রথমতঃ কুমার স্মন্দর এবং পরে কোঙরস্মন্দর বা কয়ারস্মন্দর নামে অভিহিত হয়। এই অহুমান কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। বিশ্বরূপ-তনয় কোন ও সময়ে স্ববর্ণগ্রামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না এবং তাঁহার নাম স্মন্দর সেন ছিল কি না, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে শাসন কার্যের সুবিধার জন্ত স্ববর্ণগ্রাম অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তথার সেনবংশীয় কোনও রাজপুত্রকে প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করা অসম্ভব নহে।

লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে কেশব সেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অম্ববাদক কর্ণেল জ্যারেট কেশব সেনের পরিবর্ত্তে “কেণ্ড” সেন নাম পাঠ করিয়াছিলেন। কেশব সেনের তাম্রশাসন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তক প্রকাশিত হইবার পর, প্রাচ্যবিজ্ঞা-মহার্ণব ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রতিবাদ কেশব সেন প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রিন্সেপ সাহেবের পাঠ নির্ভুল নহে। তাঁহার মতে উক্ত শাসনের রাজনাম কেশব সেন স্থলে বিশ্বরূপ সেন বলিয়া পঠিত হইলে শুদ্ধ হইবে। অবশেষে ডাঃ কীলহর্ন নগেন্দ্র বাবুর মতই গ্রহণ করিয়া তাঁহার সংগৃহীত উত্তর-ভারতীয় উৎকীর্ণ লিপিমালার তালিকায় উহাকে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১)। নগেন্দ্রবাবু তাম্রশাসনের

১০ম কবিতার ১৭শ শংক্টিটির যে সংশোধন করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে, কিন্তু তিনি শেষ কবিতাংশে যে রাজ নাম আছে তৎপ্রতি প্রণিধান করেন নাই । শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উহা “কেশব সেন” বলিয়া পাঠোদ্ধার করিয়াছেন । তিনি বলেন, দাতার নাম স্থলেও যে সেই নামটি রহিয়াছে, তাহা ৪০—৪৩ পংক্তি মিলাইয়া দেখিলেই হইবে । রাখাল বাবুর মতে লিপিকথানির প্রকৃত পাঠ এই (১) :—

“শ্রীমল্লসেন দেব পাদামুখ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি
গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাস-ভাস্কর সোমবংশ
প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গান্ধের শরণাগত বজ্রপঙ্কর পরমেশ্বর
পরমভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ অসহ শঙ্কর গোড়েশ্বর
শ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ ।” তপনদীঘী এবং আমুলিয়ার
তাত্ত্বশাসনে “শ্রীমল্লসেন দেব কুশলী” এবং মদনপাড়ের শাসনে
“শ্রীবিষ্ণুরূপ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ”—এইরূপ পাঠ আছে । সুতরাং
ইদিলপুর শাসন খানি বিষ্ণুরূপ সেনের প্রদত্ত হইলে দাতার নাম
স্থলে “শ্রীমৎ কেশব সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ” এরূপ পাঠ না থাকিয়া
“শ্রীবিষ্ণুরূপ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ” এইরূপ পাঠই থাকিত ।

“নগেন্দ্রবাবু ইদিলপুরে-প্রাপ্ত শাসনখানির নিম্নোক্ত শ্লোক গুলি
সংশোধন কালে,—

(পংক্তি ১৭) ...

“এতস্মাৎ কথমন্তথা রিপু-বধু বৈধব্য-বন্ধ-ব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল
মৌলিরতবৎ শ্রীবিষ্ণুবন্দ্যো নৃপঃ” ইত্যাদি স্থলে, “এতস্মাৎ কথমন্তথা রিপু
বধু বৈধব্যবন্ধব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরতবৎ শ্রীবিষ্ণুরূপো নৃপঃ”
ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন ।

এই সংশোধিত পাঠে নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, ইদিলপুরের শাসন থানি ও বিশ্বরূপ সেন দেবের প্রদত্ত, কেশব সেনের নহে। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু বিশ্বরূপ শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র নাম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরাগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে বিশ্বরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, লক্ষণ সেনকে করা হয় নাই। আর তাহা হইলে, তারাদেবী (তাজাদেবী) কে বিশ্বরূপের মহিষী বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, লক্ষণ সেনের মহিষী বলিতে পারা যাইবেনা। অবশেষে ইহাও আমরাগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বরূপ সেন রাজা বিশ্বরূপের ঔরসে মহিষী তারাদেবীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ।। (১) ।

বস্তুতঃ ইদিলপুরের শাসন থানি কেশব সেনেরই প্রদত্ত, বিশ্বরূপ সেনের নহে। কেশব লক্ষণসেনের অগ্রতম পুত্র। তাঁহার—“অরিরাজ” অসহ শব্দর গোড়েশ্বর” এই রাজ্যোপাধি ছিল। তাম্রশাসনে ইহাকে “পরম সৌর” বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

সদাশিব মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। গরুড় পুরাণে সদা শিব মূর্ত্তি নিম্ন লিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

“বহু পদ্মাসনাসীনঃ সিত ঘোড়শ বর্ষকঃ ।

পঞ্চবক্তঃ করাতৈঃ শৈব শভিশৈব দ্বারদ্বয় ॥”

অভয়ঃ প্রসাদঃ শক্তিঃ শূলং খট্টাঙ্গদ্বন্দ্বয়ঃ ।

দক্ষিণঃ করে বামকৈশ্চ ভূজগঙ্গাক্ষত্ৰকং ॥

ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপুরক মুত্তমং ।

ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়া শক্তি ত্রিনেত্রোহি সদাশিবঃ” ॥

গরুড় পুরাণ পূর্বার্দ্ধ ২৩শ অধ্যায় ।

মহানির্কাণ তন্মৈ সদাশিবের নিম্ন লিখিত রূপ ধ্যান লিখিত আছে :—

“ব্যাস চন্দ্র-পরিধানং নাগ যজ্ঞোপবীতিনম্ ।
 বিভূতি লিঙ্গ-সর্কাদং নাগালঙ্কার-ভূষিতম্ ॥
 ধূম্র পীতারুণ শ্বেত কৃষ্ণ পঞ্চভিরাননৈঃ ।
 যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রাজ্জটাজুট ধরং বিভূম্ ॥
 গজাধরং দশভুজং শশিশোভিত-মন্তকম্ ।
 কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ ॥
 বামে দধানং দক্ষিণে শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্ ।
 বরঞ্চ বিভ্রতং সটর্ক দেবৈ মূর্নিবরৈঃ স্ততম্ ॥
 পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎ-কুটিল-লোচনম্ ।
 হিম-কুন্দেন্দু-সঙ্কাশং বৃষাসন বিরাজিতম্ ॥
 পরিতঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বৈরঙ্গরোভিরহর্নিশম্ ।
 গীর্য়মানমুমাকান্তমেকান্ত শরণম্ প্রিয়ম্ ॥”

লক্ষ্মণসেনের পর, তদীয় পুত্র-এর গোড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর মধ্যে তিন জন সেন-রাজপুত্রই একে একে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হরিমিশ্রের কারিকার লিখিত আছে :—

“বজ্রাল তনয়ো রাজা লক্ষ্মণোদ্ধৃত মহাশরঃ ।

● * * * *

তৎপুত্র কেশবো রাজা গোড় রাজ্যং বিহার্য সঃ ॥

মতিং চাপ্য করোং যশ্বে যবনস্ত ভয়াং ততঃ ।

ন শত্রু বস্তি তে বিপ্রান্তত্র স্বাতুং তদা পুনঃ ॥”

বিষকোষ এবং সম্বন্ধ নির্ণয় এই উভয় গ্রন্থেই উক্ত পাঠ অধ্যাকৃত হইরাছে। পণ্ডিত-এবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পাঠ বিতর্ক বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়

ইহার পাঠ বিস্তৃত নহে। কথা এই যে কেশব সেন, যবনের সহিত
 বন্দ কর্তা সঙ্গত মনে না করিয়া তিনি যবন-ভয়ে গোড় (নদীয়া)
 পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্র চলিয়া যান। কেন না, তাহা না হইলে তিনি
 তথায় থাকিতে পারেন না। এ অর্থ না করিলে সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষা
 হয় না; এবং তাহা হইলে “চাপ্যকরোৎ” কথাও রাখা যায় না,
 রাখিলে অর্থ হয়, বন্দ করিতে মন করিলেন অথচ ভয়ে পলাইয়া
 গেলেন। তাহাতেই বোধ হয় প্রকৃত পাঠ :—

“মতিং নৈবাকরোৎ যবনশ্চ ভয়ানকতঃ”।

হইবে; এবং ইহার পর আরও একটি পংক্তি হইবে, বাহাতে রাজার
 স্থানান্তর গমন প্রতিপাদিত হয়। পরের যে পংক্তি আছে, উহার অর্থ
 এই যে, রাজা পলায়ন করাতে তদাপ্রিত ব্রাহ্মণগণ ও তথায় থাকিতে
 পারিলেন না (১)।

কুলাচার্য এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন :—

“নৃপত্তং কেশবো ভূপতিঃ সৈন্তৌ বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈ রনৈশ্চ যুক্তো-
 গতঃ। তাং চক্রে নৃপতির্মহাদরতরা সম্মানয়ন্ জীবিকাং তদ্বর্গস্ত চ তস্ত চ
 প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠাষিতঃ। স্বাপালঃ স চ কেশবঃ নরপতিং কিঞ্চিৎ
 প্রসদাত্তরে বাক্যং প্রাহ তদা পিতামহঃ কৃতী বল্লাল সেন নৃপঃ। কীদৃশু
 বিপ্রকুলাকুলাদি নিরমঃ কস্মাৎ কথং বা কুতঃ কেনোদ্যোগ ভয়েণ
 বিপ্রনিকরং চক্রে তদাধ্যাহিমে। তৎপ্রস্থা কুলপণ্ডিতঃ কথরিতুং
 তত্তজ্জগাদাদরাৎ এড়ুমিশ্র মশেষ শাস্ত্র মথিলং বিপ্রং প্রধাপায়গম্” ॥

অর্থঃ :—রাজা কেশব সেন সৈন্তগণ, পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ
 ও অপরাপর স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া সেই রাজার নিকট গমন করিলেন।

সেই বিখ্যাত নরপতি, মহা আদর পূর্বক কেশবের সম্মাননা করিলেন এবং তাঁহার ও অমুচর পারিষদবর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । একদিন প্রসঙ্গক্রমে সেই রাজা কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনার পিতামহ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের কি প্রকার কুলকুলাদি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন ? কেন কোন্ সময়ে ও কোথায় এই নিয়ম প্রচার করেন ? তাহা শুনিয়া কেশব, বহুশাস্ত্রবিদ্বি বিপ্রপ্রথা পারগ আপনার কুলপণ্ডিত এড়ুমিশ্রকে কুলকাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন (১) ।

কেশব সেন কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না । কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, এই রাজার নাম “মাধব সেন”, আবার কেহ কেহ উহাকে দম্বজ মাধব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ত্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু উহার নাম বিশ্বরূপ সেন বলিয়া অনুমান করেন । রাখাল বাবু কোনও নৃপতির নামোল্লেখ করেন নাই । তাঁহার মতে “পূর্ববঙ্গ তখন খুব সম্ভবতঃ কোনও বিদ্রোহীর অধীনে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াছিল” এবং কেশব সেন গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া উক্ত পূর্ব দেশাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নৃপতি গৌড়েশ্বর সেন দিগের কোন সামন্ত নৃপতি নহেন (২) । কিন্তু আমরা উক্ত কোনও মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি না । দম্বজ মাধব কেশব সেনের বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । সুতরাং কেশব সেন যে দম্বজ মাধবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কোনও ক্রমেই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না । মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন ইহারা সকলেই লক্ষণ সেনের পুত্র ।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম অংশ, ১৫৪ পৃঃ ।

(২) বঙ্গদর্শন, ১৩১৬, ৫৭৬ পৃঃ ।

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে মাধব এবং বিশ্বরূপের পর কেশব সেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে, কেশব সেনের আশ্রয় দাতা বল্লাল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠার বিষয় অনবগত ছিলেন। বিশ্বরূপ যে পিতামহ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধন বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন তাহাও অনুমান করা যায় না। সুতরাং কেশব সেন যে বিশ্বরূপ সেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। তুর্কাদিগের ভয়ে পলায়মান কেশব সেন যে অপরিচিত, অজ্ঞাত-পূর্ব কোনও পূর্ব দেশীয় স্বাধীন নরপতির রাজ্যে সদল বলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়াই উক্ত নরপতি কর্তৃক সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস্য নহে। তিনি যে নরপতির সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহার সহিত সেনরাজগণের সৌহৃদ্য ছিল এবং হয়তঃ তিনি তাঁহাদিগের অধীনস্থ কোনও সামন্ত রাজাই হইবেন।

কেশব সেন সুকবি ছিলেন। সহস্রাধিক কণায়ুত গ্রন্থে শ্রীমৎ কেশব দেব বিরচিত (১) ছয়টি এবং কেশব-বিরচিত একটি

(১) শ্রীমৎ কেশব সেনস্ত :—

- (ক) আহুতান্ত মরোৎসবে নিশি গৃহং শূন্তং বিমুচ্যাগতা
কীবঃ প্রোবাজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী বাস্ততি।
বৎস ত্বং তদ্বিমাং নরালয় মিতি প্রভা বশোদাগিরো
রাধা মাধবরোজয়ন্তি মধুর মেঘালসা দুষ্টরঃ ॥
- (খ) “পাণ্ডুলকী কূচাভোগে নর্তিতা হরিণা দৃশঃ।
ঔৎসুক্যাদিব তেনাদৌ নিহিতা বরণ প্রভঃ ॥”
- (গ) “লীলা সম্ভবীপ ত্রিপুরবিজয়িনঃ স্বর্ণদী কেলিহংসঃ
কন্দর্পোন্নাস বীজং রত্নিরসকলহ ক্রেশ বিচ্ছেদ চক্রম্।
কল্যারো বৈত্যবদুতিমির জল নিধেরজিহ্বা বাদ্যবাণি
লক্ষ্যঃ ক্রীড়ারবিলম্ব জয়তি তুজতুবাং বংশ কন্দঃ সুধাংগুঃ ॥

শ্লোক (১) দেখিতে পাওয়া যায় । এই উত্তর কেশব সম্ভবতঃ অভিন্ন ।
 সহস্রি কৰ্ণামৃতোক্ত শ্লোক রচয়িতা কেশব ও কেশব সেন সেনবংশোদ্ভব
 বলিয়াই মনে হয় । কেশব সেনের একটি শ্লোকের
 কাব্যানুরাগ । সহিত লক্ষণ সেন দেব ও জয়দেবের রচিত
 একটি শ্লোকের ঐক্য দেখা যায় । প্রকৃতত্ববিৎ
 শ্রীধ্বজ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় কেশব সেন বিরচিত নিম্নোক্ত
 শ্লোকটি প্রকাশ করিয়াছেন (২) ।

“কৈলাসো নিহ্নুতশ্চীঃ পরিমলিতবপুঃ পার্শ্বগঃ শ্বেতভানুঃ
 শেখঃ প্রচ্ছন্ন বেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবী বারি বেগিঃ ।
 পীতঃ কীরাত্ম রাশি প্রসভমপহতঃ কুঞ্জরো দেবভর্তৃ-
 যৎ কীৰ্ত্তীনাং বিবর্তে রজনি স ভগবানেকদন্তোহপ্যদন্তঃ ॥”



-
- (১) “সেয়ং চন্দ্র কলাতি নাকববিতামেত্রোৎ গলৈরচিভা
 মন্ত্যাপগমকমোভে কণিমা সামল্য মালোচিতা ।
 নিঙ্ মাগৈঃ সরলীকৃতারত কঠৈঃ ন্পৃষ্টা সুপালাশরা
 ভিষোর্বীমতি নিঃস্বতা মধুরিপোদ ণ্টা চিরং পাতুবঃ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

স্বাধীন ভূস্বামীগণ ।

(ক) পরবর্ত্তি সেন রাজবংশ ।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সেন বংশীয় নরপতিগণের তালিকায় “নারায়ণ” নামে একজন রাজার নাম প্রাপ্ত লক্ষ্মণ নারায়ণ । হওয়া যায় । বৈদ্যকুলগ্রন্থে ও কেশব সেনের পুত্র লক্ষ্মণ নারায়ণের উল্লেখ আছে (১) ।

আইন-ই-আকবরী মতে ইনি ১০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

লক্ষ্মণ নারায়ণের পরে সেনবংশীয় মধুসেন নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায় । বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত একখানি সংস্কৃত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে যান্না যায় যে, “পরম ভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ পরম সৌগত “মধুসেন” ১১৯৪ শকে অর্থাৎ ১২৭২ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে আধিপত্য করিতেছিলেন (২) । কথিত আছে যে, এই

প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি তুরকদিগকে বারবার
মধুসেন । পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । এই সময়ে

প্রায় সমুদয় বরেন্দ্র ভূমি, রাঢ়, মিথিলা এবং
বাগড়ির পশ্চিমাংশ তুরকগণের অধিকৃত হইলেও মধুসেন বিক্রমপুর
রাজধানী হইতে পূর্ববঙ্গে হিন্দু স্বাভিত্ত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া
ছিলেন । এই সময়ে সমগ্র বাঙ্গলা মধ্যে একডালা দুর্গ অত্যন্ত দুর্ভেদ্য

(১) “তারপুত্র নারায়ণ লক্ষ্মণ সে হয় ।”

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজত্বকাণ্ড ৩৫৮ পৃঃ ।

বলিয়া পরিচিত ছিল। সুতরাং তিনি একডালা দুর্গ আশ্রয় করিয়া দুৰ্জয় তুরুক বাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম বারের আক্রমণ ব্যর্থ হইলে তুরুকগণ দ্বিতীয়বার এই একডালা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু মধুসেন আসাম রাজের সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে তোগরল বেগ নোকা পথে একডালা আক্রমণ করিলে মধুসেন পরাজিত হইয়া ঐ পুরাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে প্রবল ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া মধুসেনের নোকা সলিল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়; তাহাতেই সপরিবারে মধুসেন মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই কিম্বদন্তী কতদূর সত্য তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেনরাজবংশের একটি শাখা, পরাধীনতার অসহনীয় ক্রেশ ও মুসলমানদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বিক্রমপুর হইতে পঞ্জাবে গমন করেন। রূপসেন এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি পঞ্জাবের যে স্থলে অমুচরগণের সহিত প্রথমতঃ বসতি সংস্থাপন করেন, তাহা তাঁহার নাম অনুসারে রূপারনগর নামে পরিচিত হইতে থাকে। শতজ

রূপসেন। বা সট্লেজের তীরবর্তী এই রূপারে ১৮৩১ খ্রীঃ

পঞ্জাবের অধীশ্বর মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত

ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সাক্ষাৎকার উপলক্ষে মহা জাঁক জমক ও সমারোহ হয়। এই স্থানে অনেক কাল পর্যন্ত রূপসেনের উত্তর পুরুষগণ বাস করে। মুসলমানদিগের অত্যাচারে তাঁহাদের যে শাখা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাঁহারা এক্ষণে কান্দীরের অন্তর্গত কাঠেবার নামক স্থানে বাস করিতেছে।

অপর শাখা মুসলমান ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হইয়া, বাবু সেনের নেতৃত্বে পূর্বোক্তরস্থ পার্শ্বত্যাগ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালক্রমে বাবু সেনের বংশধরেরা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া একশাখা স্মৃতে ও অপর শাখা মাণ্ডী (মণিপুর) (১) রাজ্যের আধিপত্য লাভ করে। মাণ্ডী ও স্মৃতে, এই উভয় রাজ্যই শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্তী জলন্দর দোয়াবে অবস্থিত” (২)। ৬কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত “সেন রাজগণ” গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে ; কিন্তু ইহারা কেহই এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই।

“তারিখ-ই-ফিরোজ সাহী” গ্রন্থে লিখিত আছে, দিল্লীখর বুলবন পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী শাসন কর্তা মবিয়ুদ্দিন তোগ্‌রলের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হইলে, **দমুজ মর্দন ।** সোনার গাঁয়ের “রায়” দমুজ রায় নৌপথে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। দমুজরায়ের সহিত বুল বনের সন্ধি হইয়াছিল (৩)। এই ঘটনা ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এক্ষণে এই দমুজ রায় কে ? তিনি কোথা হইতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ? এ সম্বন্ধে যে সমুদয় মতবাদ রহিয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া সব গুলি বিচার করিয়া দেখিব।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা এই দমুজরায় বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। “দমুজ, দনোজা, ধিমুজ রায় (Stewart), নোজা

(১) “মাণ্ডী প্রাচীন কালে মণিপুর নামে পরিচিত ছিল”—সেনরাজগণ
৬ কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। ৪৪ পৃষ্ঠা।

(২) নব্যভারত ১২৯৯—অগ্রহায়ণ, ৪০৬, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

(৩) Elliot, vol III. P. 116.

(Raja Nodja, Tieffenthaler), নোজা (আব্দুলকজল),
জুজ, দমুজ রায় (Jiauddin Barni & Elliot), দনোজা মাধব,
দমুজমর্দন, দমুজ দমন, এ সকলই অনেকের মধ্যে একই ব্যক্তির
ভিন্ন ভিন্ন নাম ।

কেহ কেহ বলেন ইনি বিখরুপ সেনের পুত্র, কেশব সেনের পর ইনি
বিক্রমপুরের সিংহাসন লাভ করেন ; আবার কেহ কেহ অহুমান
বরেন, লক্ষণ সেনের সদাসেন নামে অপর এক পুত্র ছিল । দমুজ মাধব
কাহার পুত্র যখন স্পষ্ট জানা যায়না তখন তিনি সদাসেনেরই পুত্র (১) ।
কাহারও মতে, লক্ষণ সেনের পুত্র মাধব সেনই রাঢ়ীয়কুলজী গ্রন্থে দনোজা
মাধব নামে উক্ত হইয়াছেন (২) । ডাঃ ওয়াইজ ইহাকে বল্লাল
সেনের পৌত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া (৩) চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের
প্রতিষ্ঠাতা দমুজমর্দন দেব সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (৪) ।
প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ঘব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বিশ্বকোষ
গ্রন্থেও উক্ত মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । কার্যকরিকার
কয়েকটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, স্ববর্ণ
গ্রামের দমুজ রায় কিম্বা দনোজ মাধব স্ববর্ণ গ্রাম হারাইয়া পরিশেষে
চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন ।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LXV.

Pt I. Page 32.

(২) বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব—৩২১ পৃষ্ঠা ।

(৩) This is probably the same person as Dhinaaj
Madhub who is believed to have been a grandson of
Ballal Sen"— J. A. S. B. 1874. P. 83.

(৪) "It is not improbable that the founder of this family



কোবচাটীব মনসা মন্দির ।

বিশ্বরূপের পরে দমুজ মাধব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি বিশ্বরূপের পুত্র হইবেন তাহার কোনও কারণ নাই। হরিমিশ্রের কারিকার লিখিত “পিতামহ” শব্দটি দ্বারা দমুজের পিতামহ বলিতে লক্ষ্মণ সেনকে না বুঝাইয়া বল্লাল সেনকেও বুঝাইতে পারে। সুতরাং দমুজ মাধব যে তাহার পুত্র তাহাই এখনও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। আবুল ফজল লক্ষ্মণের পুত্র সদাসেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে (১), কিন্তু দমুজ মাধব যে সদাসেনের পুত্র তাহাও অনুমান মাত্র। তারিখ-ই—কিরোজসাহার লিখিত দমুজ রায় সেন বংশোদ্ভব ছিলেন কি না, অথবা তাহার নাম দমুজ মাধব ছিল কি না, তাহার প্রমাণ ও অভাববিধি অনাবিকৃত রহিয়াছে। সুতরাং “সেন বংশেই দমুজ মাধবের পুত্রত্ব যখন প্রমাণ-সাপেক্ষ, তখন তাঁহার উপর আবার অন্য এক বংশের পিতৃত্ব আরোপ করা সমীচীন নহে” (২)।

প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ঘব মহাশয় “ষটক কারিকা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দমুজ মর্দনের বংশীয় জয়দেবকে “চন্দ্রবীপস্য ভূপালো দেববংশ সমুদ্ভবঃ” বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে “পুনশ্চ” দ্বিগুণ করিদপ্তরের এক বৃদ্ধ ষটকের লিখিত বংশাবলী হইতে দেখাইতেছেন

is the same person as the Rai of Sunargaon, named Dhanuj Rai, who met Emperor Balban on his march against Sultan Maghisuddin in the year 1280.”

J. A. S. B. 1874. no 3 P. 206.

(১) Jarret.—Ain-i-Akbari Vol II. Page 146.

(২) প্রবাসী ১৩১২,—প্রাৰণ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

যে, উক্ত পংক্তি “চন্দ্র দ্বীপস্য ভূপালো সেনবংশ সমুদ্ভবঃ” এইরূপ হইবে (১)।

এইরূপে নগেন্দ্র বাবু সেন ও দেবের সমীকরণ ঘটাইয়াছেন। “সেনকে দেব করিবার চেষ্টার মত “দেব” ও যে দৈবাৎ “সেন” হইয়া পড়িতে পারে, তাহা বিচিত্র নহে। মোট কথা শেষোক্ত পংক্তিতে “সেন” শব্দ যে প্রক্ষিপ্ত হইতেই পারে না, ইহা বলা যায় না” (২)। বিশেষতঃ “ভূপালো সেন” শব্দটী ব্যাকরণ দৃষ্টে। ভূপালঃ+ দেব=ভূপালো দেব হইতে পারে, কিন্তু ভূপালঃ+ সেন=ভূপালো সেন, হয় না। “দমুজ মোসলমানের স্বভাব টের পাইয়া বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপে গেলেন”, বঙ্গীয় সমাজ প্রণেতার এবিধ উক্তিই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং উহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বাঁহারা স্ত্রবর্ণগ্রামের দমুজ রায় এবং চন্দ্রদ্বীপের দমুজ মাধবের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের মতে, ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বুলবনের আক্রমণের পর বিংশতি বৎসরের মধ্যে, দমুজ মাধব চন্দ্রদ্বীপে ঘাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই দমুজ রায়ই ১৩০০ খৃষ্টাব্দে (তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাত্থের মতেও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশের রাজ্য শেষ হয়), বুলবনের আক্রমণের বিংশতি বৎসর পরে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তবুও সন বা পুরুষ হিসাবে গণনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ দেখা যাইতেছে যে, বুলবনের আক্রমণের সময় দমুজ রায় অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন; তাহা হইলে, ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। চন্দ্রদ্বীপের দমুজ মাধবের

(১) J. A. S. B. 1896. no 1. Page 33,37.

(২) প্রয়াসী ১৩১৯ ভাবণ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

অধন্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ পরমানন্দের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে ; উহাতে লিখিত আছে, আকবরের রাজত্বের ২৯শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাকলার (চন্দ্রদ্বীপে) যে জল প্রাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় অন্ন বরক যুবরাজ (১) । তাহা হইলে ১৫৮৫—১২৫৫ = ৩৩০ বৎসরে ৬ পুরুষের অথবা প্রতি পুরুষে ৫৫ বৎসরের কল্পনা করিতে হয় !!!

শ্রদ্ধাম্পদ ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় মহাশয় দেখাইতেছেন যে, লক্ষণ সেনের পলায়নের পর তাঁহার বংশীয়গণ ১২০ বৎসর বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন ; পরে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে একটা ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন (২) । ইহা দ্বারাও পূর্বোন্নিখিত অদৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না ।

শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আবিষ্কৃত চন্দ্রদ্বীপাধিপ দমুজ মর্দনের মুদ্রা সমুদয় সন্দেহের নিরসন করিয়াছে । স্বর্গীয় রাধেশ চন্দ্র শেঠ মহাশয়ও দমুজ মর্দন দেবের নামাক্তিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত মুদ্রাটির পার্শ্বের কিয়দংশ কর্তৃত অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়ার উহার পাঠোদ্ধার কার্য্য কঠিন হইয়া পড়িয়াছে । অধ্যাপক মিত্র মহাশয় যে মুদ্রাটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা খুলনা জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান কর্তৃক একটি কবর খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় উক্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অধ্যাপক মিত্র মহাশয়কে দিয়া-ছিলেন । এই মুদ্রা সৰ্ব্বদে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল :—

“দমুজ মর্দন দেবের মুদ্রা :—

গোলাকৃতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি সাড়ে তিন ইঞ্চি।

প্রথম পৃষ্ঠা :—

সমভুজ সমান্তরাল ষট্ কোণবর্ষ মধ্যে :—(১) শ্রীশ্রী দ

(২) মুজমর্দ

(৩) ন দেব ।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা :—

বৃত্ত মধ্যে ক্ষুদ্র বৃত্ত খণ্ড সমূহ যোজিত করিয়া বৃত্ত ।

তন্মধ্যে (১) শ্রীচণ্ডী

(২) চরণ প

(৩) রায়ণ ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে “শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দ্র ব (১) প ।”

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রবীপাধিপতি দমুজ মর্দন দেব ১৩৩৯+৭৮=১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। যে দমুজ মাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আরও ১৩৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৬২ বৎসর বয়সে, ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে, চন্দ্রবীপ হইতে যে মুদ্রা প্রচলন করিতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, সোণার গাঁরের দমুজ মাধব ও চন্দ্রবীপের দমুজ মর্দন অভিন্ন হইতে পারে না।

বটুভট্ট-বিরচিত কারস্ব দেব-বংশের ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি হস্ত লিখিত কুলগ্রন্থ সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার আবিস্কৃত হইয়াছে (১)।

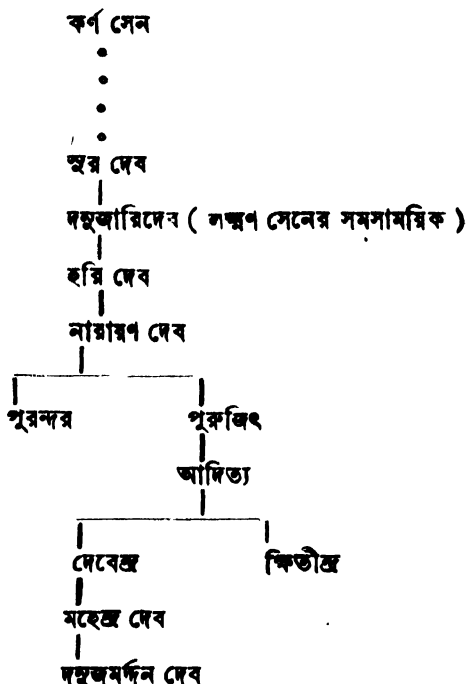
(১) প্রাচ্যবিজ্ঞা মহার্ঘব শ্রীব্রত নগেন্দ্রনাথ বহু লিখিয়াছেন, “এই কুলগ্রন্থ খানি চারিশত বর্ষের আদর্শ পুঁথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে মকল করা হইয়াছে। অধুনা ময়মনসিংহ

তাঁহা হইতে জানা যায়, “কর্ণধ্বজ রাজ্য-স্থাপয়িতা কর্ণপুরাধিপতি কর্ণ সেনের বংশে বহুপুরুষ পরে সুরদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই সুরদেবের পুত্র দমুজারিদেব ও তৎপুত্র হরিদেব। দমুজারিদেবের সহিত গোড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক ছিল। দমুজারি কণ্টক দ্বীপের অধিপতি বা সামন্ত রাজা ছিলেন। যখন লক্ষ্মণ সেন মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দমুজারিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তিনি সট্টসেনে লক্ষ্মণ-পুত্র মাধব সেনের পার্শ্বে থাকিয়া মুসলমানদিগের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কণ্টক দ্বীপ মুসলমানের অধীন হইলে তৎপুত্র হরিদেব পাণ্ডুনগরে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র নারায়ণ দেব ধর্মজ্ঞ ও ধর্মপালক ছিলেন, কিন্তু রাজ্যপ্রীতি তৎপ্রতি বিমুখ হন। তাঁহার দুই পুত্র ;—পূরন্দর ও পুরুজিৎ। পূরন্দর সম্রাসাশ্রম গ্রহণ করেন। পুরুজিৎের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দুই পুত্র,—দেবেন্দ্র ও কিত্তীন্দ্র। রণচতীর প্রসাদে দেবেন্দ্র পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান-দিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশক্ত মহাবীর দমুজমর্দনদেব গোড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাপুত্র সহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূল চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন। মধুমতীর পূর্ব হইতে লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পর্য্যন্ত এবং ইছামতী হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত তাঁহার

বাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় মহাশয় পুথিখানি পাঠাইয়াছেন। পুরুষামূর্ত্তবে এই কুলগ্রহ খানি তাঁহাদের গৃহে আত্মদিকালে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কুলগ্রহ-রচয়িতা কুলার্চ্য বা ভট্ট কবিগণ অনেক সংস্কৃত ভাবার সেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। এ কারণ তাঁহাদের রচিত কুলগ্রহে যথেষ্ট ছন্দোদোষ ও ব্যাকরণ-বোদ্ধ অঙ্কিত হয়। আদ্যোচ্য কুলগ্রহেও এরূপ দোষের অভাব নাই।”

বনের জাতীয় ইতিহাস, রাজতকাণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা—পাদটীকা ।

শালনাথীন হইয়াছিল" (১)। সুতরাং বটুভট্টের দেববংশ হইতে দমুজ-বর্দনের নিম্নলিখিত বংশ-পন্থিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় :—



প্রাশনের সময়ে লক্ষ্মণের বিতীর্ণ লঙ্কা হইতে কর্ণপুত্র আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবু এই কেচ্ছার সময়ের সাধন করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা কোনও ঐতিহাসিকই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা যেরূপে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ এই পুস্তকে তাম্রশাসনাদিতে ব্যবহৃত “কল্প” শব্দটির উল্লেখ থাকায় এই গ্রন্থখানির উপর একটু সন্দেহ জন্মিতে পারে। বাহা হউক, দম্ভজমর্দনের মুদ্রা আবিষ্কারের অল্পকাল পরেই বটুভট্ট-কৃত দেব-বংশ আবিষ্কৃত হওয়ায় দেববংশের অকল্পিততা সন্দেহ যে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা যেরূপে কোনও সন্দেহ নাই।

কতিপয় বৎসর পূর্বে মালদহের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় গোড়ের নিকটস্থ পাণ্ডুরা হইতে মহেন্দ্রদেব ও দম্ভজমর্দন-দেবের রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার [১] ৩৩৬ শক এবং দম্ভজমর্দন দেবের মুদ্রার [১] ৩৩৯ শক আছে (১)। এই উভয় মুদ্রার “চণ্ডীচরণ পরায়ণ” ও “পাণ্ডুনগর” শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিজ্ঞানসম্মত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, দেববংশের মহেন্দ্রদেব এবং তৎপুত্র দম্ভজমর্দনের সহিত পাণ্ডুরা ও বামু-দেবপুত্রের মুদ্রার লিখিত মহেন্দ্রদেব ও দম্ভজমর্দনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, “কিছুকাল যুদ্ধ-বিগ্রহের পর রাজা মহেন্দ্র দেব কালকবলে পতিত হন। মালদহ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার রৌপ্য-মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৩৩৬ শক বা ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মুদ্রার পর হিন্দু প্রজা সাধারণ তৎপুত্র দম্ভজমর্দন দেবকেই পাণ্ডুনগরের সিংহাসনে অতিবিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও

(১) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭—১৮ পৃষ্ঠা।

প্রবাসী ১২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, আশ্বিন।

বাধীন নৃপতিরূপে পাণ্ডুনগর হইতে স্বনামে মুদ্রা-প্রচার করিতে থাকেন । মালদহ হইতে তাঁহার ১৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, আবার সুদূর বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রবীপ হইতেও তাঁহার “১৩৩৯” শকাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । চন্দ্রবীপের মুদ্রায় এক পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীদম্বজমর্দন দেব এবং তাহার ডান পাশে “১৩৩৯” ও “চনবীপ” এবং অপর পৃষ্ঠে “শ্রীচণ্ডীচরণ” অঙ্কিত আছে । এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, তিনি ৩ বর্ষ মাত্র পাণ্ডুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রবীপে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন” (১) ; নগেন্দ্র বাবুর এই অস্বাভাবিক সমর্থন কারবার উপায় নাই । কারণ, ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্টর প্রকৃত-বিদ্বদ্ভিঃ টেম্পলটন পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত দম্বজমর্দন দেবের ১৩৪০ শকাব্দার মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (২) । পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের ১৩৪০ শকাব্দার একটি মুদ্রা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে (৩) । মহেন্দ্রদেব ও দম্বজমর্দন যদি পিতা-পুত্রই হইবেন, তাহা হইলে পিতার জীবদ্দশায় পুত্র স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুঝির অগম্য । একই রাজধানী হইতে দুইজন রাজা একই সময়েই বা মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন কেন, তাহাও বুঝা যায় না । পাণ্ডুনগরের দম্বজমর্দন যে চন্দ্রবীপে বাইরা রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । সুতরাং এই উক্ত দম্বজমর্দনকে অতিরিক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না ।

কবি কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে লিখিত আছে :—

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজত্বকাণ্ড ৩৩৯ পৃষ্ঠা ।

(২) Dacca Review Vol 5 no 1 P. 26.

(৩) Ibid

“পূর্বেতে আছিল বেদামুজ মহারাজা ।

তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির ।

বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥”

ইহা হইতে জানা যায় যে, কুন্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা বঙ্গাধিপতি বেদামুজের পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ এই বেদামুজকে দমুজ মাধবের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু বেদামুজ যে দমুজ মাধবের নামান্তর ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

হরিশ্চন্দ্রের কারিকায় লিখিত আছে :—

“প্রাহুরভবং ধর্ম্মায়া সেনবংশাদনন্তরম্ ।

দনৌজামাধবঃ সর্ব্ব ভূপঃ সেব্যপদামুজঃ ॥”

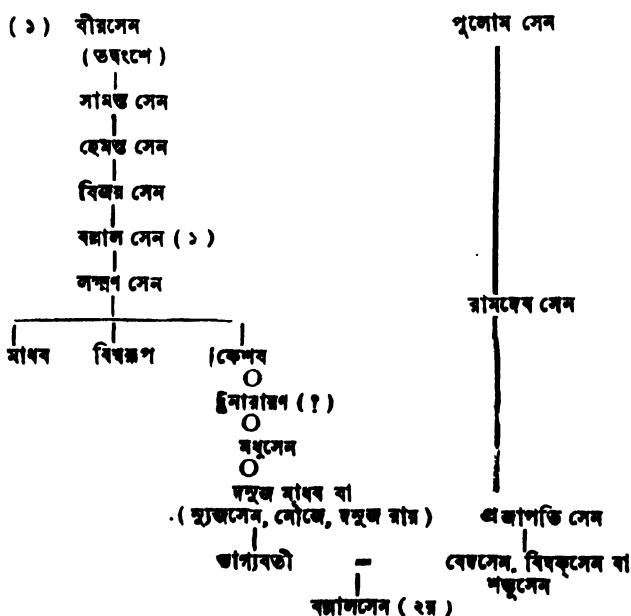
কিন্তু ইহা দ্বারা কেশবের পরে দনৌজা মাধবের অভ্যুদয় সূচিত হইলেও তিনি যে কেশবের পুত্র ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। আইন-ই-আকবরীতে কায়স্থ সেন বা কেশব সেনের পরে সদাসেন এবং তৎপরে নগজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবার কোনও কোনও কুলজীতে লক্ষণ নারায়ণকে কেশবের পুত্ররূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যদি উক্তকালে দমুজ রায় সেনবংশীয় বলিয়া প্রমাণিত হন, তবে তিনি সম্ভবতঃ কেশব-সেনের অপৌত্রস্থানীয় বলিয়াই পরিচিত হইবেন।

(খ) অপর সেনরাজ-বংশ ।

রামপালের অনতিদূরে বাবা আদম সাহিদের সমাধিস্থান অস্ত্যাপি বিস্তারিত আছে। কথিত আছে, এই বাবা আদম সাহিব কর্তৃক বিক্রমপুরে হোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গাঙ্গার স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। বঙ্গাল-চরিত গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, বঙ্গাল সেনের সহিত “বারাহু” নামক

অনেক “স্নেহের” বা “ববনের” সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং এই সংঘর্ষের ফলে বজাল সেন বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই রাজপরিবারবর্গ প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলেন । বজাল ভূপতিও শোকে মুহুমান হইয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডেই জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন ।

“বিপ্রকল্প-লতিকা” গ্রন্থে “বেদবহিবাহচন্দ্রমিতে শকে” অর্থাৎ ১২৩৪ শাকে বা ১৩১২ খৃষ্টাব্দে বজাল নামক এক মৌড়াধিপের বৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে । এই বজাল সেন বেঙ্গসেনের পুত্র । বেঙ্গ সেন লক্ষ্মণসেনের বংশীয়া ভাগ্যবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন (১) ।



সেন-বংশীয় বিজয় সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের জনক প্রখ্যাতনারা মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে বঙ্গে মোসলমান আগমন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ঐতিহাসিকগণ দুই জন বল্লালের অস্তিত্ব কর্ত্তব্য করিয়া বল্লাল-চরিত ও বিপ্রকল্পলতিকার উক্তির সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বল্লাল সেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার হয় নাই; প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব সুরসেন ও দ্বিতীয় বল্লাল সেনকে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেনের উত্তরপুরুষ এবং বিক্রমপুর ও সোনার গাঁও স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ অনুসারে নবদ্বীপ-পত্তনের পূর্ব্ব হইতেই সোনার গাঁও সেনবংশীয়গণের অস্তিত্ব রাজধানী ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে ডাক্তার বুকানন সোনার গাঁও পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রথমে বল্লাল সেনের এই বংশধর সুরসেনের নাম অবগত হন। সুরসেন সেন-বংশের শেষ রাজা বলিয়া তাঁহার নির্দেশ করেন। তিনি জীপুত্রের আকস্মিক আত্মহত্যার শোকে বিহ্বল হইয়া রামপাল নগরে যে অগ্নিকুণ্ডে আপনার জীবন বিসর্জন করেন, ডাক্তার বুকাননকে তাহাও প্রদর্শিত হয়। বল্লাল-চরিত এবং অধিকা বাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসে এই ঘটনা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। সেনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময়ে মোসলমানেরা পূর্ব্ব-বঙ্গ অধিকার করেন,—এই প্রবাদ বহুকাল বাবু বিক্রমপুর এবং সোনার গাঁও প্রচলিত আছে। ডাক্তার বুকানন ও এইরূপ প্রবাদ রামপাল ও সোনার গাঁও পরিদর্শনকালে অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরসেনই যদি বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা হন এবং তিনিই যদি বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে আত্মহত্যা প্রদান করিয়া থাকেন,

তবে বলিতে হয় যে, সুবেণ-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী বঙ্গালের উপরই অস্তায়-
রূপে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় বঙ্গালের অস্তিত্ব-
কল্পনার কোনও প্রয়োজন হয় না। কথিত আছে যে, “বাবা
আদম সাহিদ নামে জনৈক মোসলমান পীরের দ্বারা পূর্ব-বঙ্গে
মোসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার
স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। মোসলমানের প্রতি
রাজা দ্বিতীয় বঙ্গাল সেনের আন্তরিক ঘৃণা ও বিবেচ ছিল। একদা উক্ত
পীর বঙ্গালের রাজবাটীর বহির্ভাগে একাকী উপস্থিত হইয়া রাজাকে দম্ব-
বুদ্ধে আহ্বান করেন। রাজা পরিবার ও অমুচরবর্গের সমক্ষে একটি কপোত
অঙ্গের বস্ত্রমধ্যে লুকায়িত করিয়া বাবা আদমের আহ্বান অনুসারে একাকী
তঁাহার সহিত বুদ্ধ করিতে প্রস্থান করেন। কপোত উড়িয়া আসিলে
রাজার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, পরিবারবর্গ যেন মুসলমানের হস্তে কলঙ্কিত
হওয়ার পূর্বেই মুসজ্জিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন,—বুদ্ধবাত্মার সময়ে
রাজা সকলের প্রতি এই আদেশ দিয়া যান। রাজবাটীর অনতিদূরে এক
সুবিস্তীর্ণ জনহীন উড়ানে প্রত্যুষকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত
অবিশ্রান্ত যে দম্ববুদ্ধ হয়, তাহার অন্তে পীর সাহেব পরাজিত ও
নিহত হন।”

“রাজা শত্রুবিজয়ের পর গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে
শিগাসার্ত্ত রাজার তৃষ্ণা-নিবারণের প্রয়োজন হয়। জল-পানের অবসরে
বন্ধনমুক্ত হইয়া রাজার বস্ত্রহিত কপোত অকস্মাৎ রাজবাটীর অভিমুখে
ক্রতগতিতে উড়ীন হয়। কপোত দৃষ্টে রাজার আশ্রয়-পরিজন রাজা-
দেশ স্মরণ করিয়া সমীপস্থ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন। তৎপর আশ্রয়-
পরিজনের শোকে বিহ্বল রাজাও অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন”।

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব অপর একটি জনপ্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন

বে, “প্রবল-পরাক্রম-শালী বাবা আদম নামক জনৈক মোসলমান পীর একদল সৈন্তসহ বিক্রমপুরে আগমন করিয়া বর্তমান কাজি কসবা গ্রামের তিন মাইল উত্তর পূর্বস্থিত আবহুজাপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন ; পীর সাহেব স্বীয় আগমনবার্তা জ্ঞাপন জন্ত রাজবাটীর অভ্যন্তরে গোমাংস নিষ্ক্ষেপ করেন । রাজা কিছুকাল পরে ইহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ঘটনার প্রকৃত তথ্য অন্বেষণের জন্ত চতুর্দিকে স্তম্ভচর প্রেরণ করেন । প্রেরিত অস্থচরদিগের মধ্যে একজন দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে, রাজবাটী হইতে পাঁচমাইল দূরে একদল বিদেশীয় সৈন্ত তাঁহার রাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহাদের অধিনায়ক, রাজবাটীর অনতিদূরে নিবিষ্টচিত্তে ও ধ্যান-নিম্নলিত-নেত্রে ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনার মগ্ন আছে । অনতিবিলম্বে বজ্রাল অঝারোঃণে তথায় উপনীত হইয়া, হস্তস্থিত তরবারির এক আঘাতেই ধ্যানমগ্ন ককীরের মস্তকচ্ছেদন করেন ; পক্ষান্তরে ইহাও শুনা যায় যে, আবহুজাপুরে হিন্দুসৈন্ত মোসলমানদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং রাজা দ্বিতীয় বজ্রাল সেন বৃদ্ধে নিহত হন” ।

প্রথমোক্ত কিংবদন্তীর প্রসঙ্গে বাবা আদমের বিক্রমপুরে আগমনের কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে । ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত খান বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল হোসেন তদীয় Notes on the Antiquities of Dacca গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন, “রামপালের অদূরবর্তী কোনও গ্রামবাসী জনৈক মোসলমানের একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে একটি গোহত্যা করিয়া উহার মাংস দ্বারা আত্মীয়-বন্ধনকে পারিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন । দৈবাৎ একখণ্ড মাংস স্ত্রেন পক্ষী কর্তৃক রাজা বজ্রাল সেনের প্রাসাদোপরি

নিষ্কিণ্ত হইলে, উহা রাজার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। বল্লাল তদীয় রাজ্যমধ্যে গোহত্যা করা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং তদীয় আদেশ অমান্য করার অপরাধে সেই মোসলমানটিকে সপুত্র ধৃত করিয়া পিতার সমক্ষে পুত্রকে নিহত করেন এবং উহাকে রাজ্য হইতে নির্কাসিত করেন। “নির্কাসিত, উৎপীড়িত এবং শোকার্ত পিতা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নানাস্থান পর্যাটন পূর্বক সন্ধ্যা উপনীত হইয়া বাবা আদমের সাফাৎ পার এবং তাহার নিকট স্বকীয় মনঃকষ্টের কারণ বিবৃত করে; এই মোসলমানের বিষাদ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাবা আদম তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং অচিরকালমধ্যে তারতবর্ষে আগমন করিয়া সৈন্তদল গঠন পূর্বক বিক্রমপুরে সমাগত হন।”

উপরি-উক্ত প্রবাদেয় মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা বিচার করা প্রকঠিন। তবে, আদিশূর এবং শ্রামল বর্মা কর্তৃক বঙ্গে সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সময় মূলে যেমন রাজ-প্রাসাদোপরি গুপ্তপাতের অনর্থ একতর কারণরূপে নিষ্কিষ্ট হইয়াছে, বঙ্গে তুর্কস্বর্ণের আবিষ্কৃত্য দৃষ্টান্ত হইবার প্রাকালেও তেমন মোসলমান-নন্দনের জন্মোৎসব উপলক্ষে গোহত্যা, অথবা পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজার প্রাসাদোপরি গোমাস খণ্ড নিষ্কিষ্ট হওয়ার কাহিনী এবং তাহার ফলে হিন্দু-মোসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার প্রবাদও এদেশে তদ্রূপ বহুসংখ্যক হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাবা আদম নামক কোনও ধর্মোন্মত্ত দরবেশের সহিত বিক্রমপুরের হিন্দুনরপতির সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ বিক্রমপুরাধিপতি ঐ রণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাজার পরাজয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুর-মহিলাগণ কর্তৃক “অহর-ব্রত” অল্পস্থিত হইয়াছিল।

আনন্দ ভট্ট বিরচিত বঙ্গাল-চরিতে বঙ্গাল কর্তৃক নিগৃহীত ও নির্কাসিত ধর্মগিরি (১) বারাহুধকে বিক্রমপুরে আনয়ন করেন বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। তিনি লিখিয়াছেন, “কল্পতোয়া-তৌরবর্তী মহাহ্মান নামক স্থানে উগ্রমাধব-নামীয় একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল ; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকলেই উক্ত মন্দিরে শিবপূজা করিতে বাইত। একদা বঙ্গাল-মহিষী বহুমূল্য উপকরণ দ্বারা শিবপূজা করিয়াছিলেন। কলে পূজার দ্রব্যের অংশ লইয়া মন্দিরের মোহন্ত এবং রাজ-পুরোহিতের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মোহন্তরাজ পুরোহিতকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সে রাজ-সমীপে মোহন্তের ঈদৃশ আচরণের বিষয় জ্ঞাপন করে। রাজা মোহন্তকে স্বরাজ্য হইতে নির্কাসিত করেন। এই নির্কাসিত মোহন্তের নাম ধর্মগিরি। তিনি বৈয়র্নিধ্যাতন-মানসে ‘বারাহুধ’ নামক অনেক মোসলমান পীরের শরণাগত হন। কলে পীর সাহেব বঙ্গালের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বিক্রমপুরে আগমন করেন। গোপালভট্ট-প্রণীত বঙ্গাল-চরিতে বারাহুধ-প্রসঙ্গ নাই। অস্তান্ত বৃত্তান্তেও অনেকা রহিয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, “একদা শিব-চতুর্দশী তিথিতে দ্বিতীয় প্রহর রাজিকালে অটোম্বর মহাদেবের পূজার জন্য অনেক লোক আগমন করিয়াছিল। ঐ সময়ে বলদেব ভট্ট নামক রাজার পুরোহিত রাজার কাম্যপূজা দানের জন্য উপস্থিত হইরাছিলেন।

(১)

“অথ নির্কাসিতঃ পূর্বং গঠৈঃ ধর্মগিরিঃ সহ ।

বুদ্ধিহীনো যবো দূরং দেশদেশান্তরং অগন্ ।

রাজাজরা কৃতং দ্যায়নবমানং চ পীড়নন্ ।

যন্ত অষ্টাধিকারক ন লেতে নিবৃত্তিঃ গিরিঃ ।

বৈরভাভং চিত্তদান আবর্ত্য যৎসরান্ ভতঃ ।

বারাহুধং দদর্শাসৌ রেচ্ছেৎ যদগৈবৃত্তন্ ।

বঙ্গাল-চরিতমু বড়-বিংশোধ্যায়ঃ ॥

তাহার নিকটে অনেক রত্ন দেখিয়া বোগীদিগের রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'এইখানে রাজা বা অপর কোন লোকের নিত্য কাম্য, অথবা ব্রত প্রভৃতিতে করণীয় পূজার জন্য যে যে দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে, পূজা শেষ হইলে সেইগুলি বোগীদিগেরই প্রাপ্য হইবে, অন্য কাহারও এই দ্রব্যে অধিকার নাই'। ইহা শুনিয়া বলদেব রুক্মভাষার তাঁহাকে বলিলেন, 'হে বোগিরাজ, পরের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও না।' বোগিরাজ বলদেবের এই বাক্যে মৰ্ম্মাহত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলদেবকে স্বয়ং বলপূৰ্ব্বক তাহার নিকট হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর রাজপুরোহিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া সমুদয় ব্রাহ্মণও বলদেবের অপमानে আপনাদিগকেও অবমানিত মনে করিয়া বোগীদিগের শাসনের জন্য রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। কলে রাজা বোগীদিগের দৰ্প চূর্ণ করিবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কবুতর-প্রসঙ্গও বল্লাল-চরিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তটুকবি যুদ্ধযাত্রার পূর্বে বল্লালের পরিজনবর্গের সহিত বিদায়-ব্যাপার বেক্রপ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বল্লালের দৌর্ভাগ্যই পরিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

“অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ স্নদাক্রণাৎ ।

বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপালগ্রামে তথা ॥

বারাহ্মন্যাম স্নেহোহিদৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ ॥

যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালো বিপক্ষসম্মুখং তথা ।

প্রথম্য মাতরং জীভ্যো দম্বালিজনচূষনম্ ॥

দ্বিরোহিত্রবংশ রাজান বাম্পাকুলিতলোচনৈঃ ॥

বদি স্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো মাধ গতিস্তদা ।

ততো গদগদোহসৌ রাজা সংচুঘ্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ ॥

হুয়াশ্রমবনাং ধর্মং সত্যং রক্ষিতুং চ বৈ ।
 শ্রেয়ো মৃত্যুশ্চ যুগ্মকং চিত্তাদাহেন নিশ্চিতম্ ।
 কপোতযুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকম্ ॥
 পূর্বপ্রস্তুতচিত্তায়াং দৃষ্টে ব মরণং প্রবম্ ॥

গোপালভট্টের পরিশিষ্ট ।

এই পরিশিষ্ট আনন্দ ভট্টের লেখনীগ্রস্থ । গোপাল ভট্টের রচিত
 বজ্রাল-চরিতে এতৎসম্পর্কীয় কোন কথাই নাই ।

আনন্দ ভট্ট লিখিয়াছেন যে, পিতার সহিত মিথিলার যুদ্ধবাক্যকালে
 বজ্রাল জনৈক যোগীকে উল্লঙ্ঘন পূর্বক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত
 যোগী “সকলত্র বহ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিবে” বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান
 করিয়াছিলেন ; সুতরাং মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়াই বজ্রাল প্রজ্বলিত
 অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন :—

“শ্রমতেহত্র প্রবচনং পারম্পর্যাক্রমাগতম্ ।
 বজ্রালোহুযযৌ যুদ্ধে পিতরং শৌর্যশালিনম্ ॥
 মিথিলায়াং স্থিতস্তত্র কচ্ছিদযোগী ধৃতব্রতঃ ।
 বজ্রালো যুদ্ধবাক্যায়ং তরসা ভ্রমলজ্বরং ॥
 অখপাদেনাভিহতো বজ্রালমশপমুনিঃ ।
 সকলত্রো বহ্নিকুণ্ডে পতিত্বা যং মরিয্যসি ॥
 তং সূত্বা ব্রহ্মশাপং স বিজয়ং লব্ধবানপি ।
 চিত্তরামাস মনসি মৃত্যুকাল উপস্থিতঃ ॥
 তেনৈব বিবশো রাজা প্রবং জলনমাবিশং ।
 ব্রহ্মশাপাদৃতে নৈব বিপত্তির্ভবেদীদৃশী ॥

বজ্রাল পিতার সহিত মিথিলার যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন কিনা,
 তাহা অভিপ্রেতি জানা যায় নাই । ব্রহ্মশাপের কলেই সপরিবারে তাঁহাকে

প্রজলিত অধিকৃপে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদ অবলম্বন করিয়া উপস্থাপন রচিত হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষে ইহার কোন মূল্য নাই ।

এই সমুদয় বিবরণ বঙ্গাল-চরিত নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । বঙ্গাল-চরিত বঙ্গালের শিক্ষক গোপাল ভট্টের লেখনী-প্রসূত এবং গোপালের অনন্তর-বংশীয় আনন্দভট্ট-কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও সংকৃত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহার ঐতিহাসিক মূল্য অতি অল্প । সেন-বংশীয় রাজগণের তান্ত্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা বঙ্গাল-চরিতের উক্তিগুলি সমর্থিত হয় না । সমতাব্যহার বঙ্গাল-চরিতকে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নহে । সাধারণতঃ দুইখানি বঙ্গাল-চরিত দেখিতে পাওয়া যায় । তন্মধ্যে একখানি হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পূজাপাদ মহামহোপাধ্যায় ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বদ্রে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত (১) । একখানি যুগী-জাতীয় পদ্মচন্দ্র নাথের ব্যয়ে মুদ্রিত, অপর গ্রন্থ জনৈক স্ত্রবর্ণবণিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত । একখানিতে যুগীদিগের এবং অপরখানিতে স্ত্রবর্ণবণিকদিগের পদমর্যাদার বিষয় লিখিত আছে । এই উভয় বঙ্গাল-চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য বোধেট রহিয়াছে (২) । স্তবরাং কোনখানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব ?

(১) হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গাল-চরিত ১৮৮৯ সনে এবং পূজাপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক অনুদিত বঙ্গাল-চরিত ১৯০১ সনে মুদ্রিত হইয়াছে । শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্করণ মুদ্রিত হইবার পূর্বেই এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু ১৯০৪ সনে প্রকাশিত শাস্ত্রী মহাশয়ের Notices of Sanskrit Manuscript গ্রন্থে বঙ্গাল-চরিত পুস্তকের উল্লেখ নাই ।

(২) (ক), এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত বঙ্গাল-চরিতের মতে বঙ্গভানন্দ গুণ প্রবাদ করিতে অধীকৃত হইলে, বঙ্গাল সেন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে ‘কিন্তু এই

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ৮৮৮৮৮৮
কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তক খানিকে কৃত্রিম বলিয়া নির্দেশ করিয়া-

বোম্বের জন্ত স্বর্ণ বণিক সমাজকে পতিত করেন নাট। পক্ষান্তরে, ৮ ৮৮৮৮৮৮
কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লভানন্দ রণ দান করিতে অবীকৃত
হইলেই বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র স্বর্ণবণিকজাতির পাতিত্যা বিধান করেন।

(খ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে স্বর্ণবণিকগণ রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত
হইয়া বল্লালের প্রিয়পাত্র ভীমসেনের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং অপমানিত হইয়া
অতুচ্ছ অবস্থার প্রদান করিলে, রাজা বল্লাল সেন ক্রুদ্ধ হন ও সমুদ্র স্বর্ণবণিকজাতিকে
পতিত করেন। ৮৮৮৮৮৮ কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিতের মতে রাজপুরোহিত
বলদেব যোগিন্দ্র কর্তৃক অপমানিত ও লাহিত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলে,
তিনি বৃষ্টিজাতি ও স্বর্ণবণিকজাতির পাতিত্যাবিধান জন্ত কঠোর প্রতিজ্ঞা করেন।

(গ) এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ্ঞা :—

“যদি দ্বিত্বান্ স্বর্ণান্ বণিজঃ শূদ্রাঃ ন পাতয়িষ্যামি, বল্লভচন্দ্রসৌদাগিরত্ন
দত্তং ন বিধাতামি, তদা গোত্রাক্ষণবাভেন বানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি মে
ভবিষ্যন্তীতি। দ্বার্তরাষ্ট্রাণাং বিনাশায় ভীমসেনেন বাহুশঃ শপথঃ কৃতঃ, এতেবাং পাতনায়
শপথো মে তাদৃশো জাতব্যঃ, অদ্যাবধি এতে সৰ্কে শূদ্রবহ্মপ্রাছাঃ। ব্যর্থমেতেবাং
বজ্রস্বজ-ধারণমতঃ পরমেতেবাং বাজনাধ্যাপনে প্রতিগ্রহক্ বে ত্রাক্ষণা করিষ্যন্তি, তে
অলভেৎপি পতিষ্যন্তি, নান্তথা।

৮৮৮৮৮৮ কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বল্লালের প্রতিজ্ঞা :—

“যদি হুঃশীলান্ হিরণ্যবণিজঃ অধমজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি বল্লভানন্দ
দ্রুয়াজনঃ সমুচিতভববিধানং ন করিষ্যামি, ধনপার্কিতানাং ভবযোগিনাক উৎসাদনং ন
করিষ্যামি, তদা গোত্রাক্ষণযোবিদ্যাদিবাভেন বানি পাতকানি, ভবিতব্যানি তানি
মে ভবিষ্যন্তীতি। অক্ষরাজত শতপুত্রবিনাশায় ভীমসেনো বাহুশী প্রতিজ্ঞামকরোৎ
এতেবাং সবল্লে প্রতিজ্ঞা যে তাদৃশী জাতব্যা। এতিঃ সহ অদ্যাবধি একাসনোপ-
বেশনন্, এতেবাং দানাদিগ্রহণং বজ্রম্বাজনাদিকন্ সাহায্যমাত্রবা যে করিষ্যন্তি
তেহপি পতিতা ভবিষ্যন্তীতি। অতএব পট্টসুজাদিধারণং ব্যর্থং”।

ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর (রাজা দীনেশনারায়ণ রায় ?) নিকট হইতে প্রাপ্ত বঙ্গাল-চরিতের হস্ত-লিখিত পুঁথি দুইখানার উপর আস্থা।

(খ) এসিরাটিক সোসাইটির পুস্তকে বঙ্গাল-মহিষী রাজপুরোহিত বলদেব সহ উগ্রনাথব শিবের অর্চনা করিবার লক্ষ্য গমন করিয়াছিলেন।

৮ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বঙ্গাল সেনের কাম্য পূজা দিবার লক্ষ্য বোগিরাজ-পূজিত ওটেবর শিবের নিকট রাজপুরোহিত বলদেব একাকী গমন করিয়াছিলেন।

(ঙ) এসিরাটিক সোসাইটির পুস্তকে বোগিবর রাজপুরোহিতের গওদেবে চণ্টাঘাত করেন। ৮ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকের মতে পুরোহিতের অপমান করার রাজ-পুরোহিত রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করেন। কলে রাজা যুগীজাতি ও দুর্বার-বণিকদিগকে পতিত করিবার লক্ষ্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন।

(চ) এসিরাটিক সোসাইটির পুস্তকে সেনরাজগণকে “ব্রহ্ম ক্ষত্রবংশ” বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ৮ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে বঙ্গালকে বৈদ্য-বংশাবতঃ বলি হইয়াছে।

(ছ) এসিরাটিক সোসাইটির পুস্তকে লিখিত আছে, “পারম্পর্যক্রমগত একটি প্রবচন আছে—যখন বঙ্গাল সেন মিথিলা হইতে অতিক্রমগমনে বুদ্ধবাত্রা করেন। সেই সময় একজন বোগী বঙ্গালের অধগমে আহত হইয়া “সকলত্র বহ্নিকুণ্ডে পতিত্বা হুং মরিষ্যসি” বলিয়া বঙ্গাল সেনকে অভিশপ্ত করেন।

৮ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকের মতে যুগীজাতীর গীতাধর বগণ সহ অপমানিত ও ধর্ষিত হইয়া,

“বধাপমানদোষসি দণ্ডিতস্ত গণৈঃ সহ।

ভবিষ্যতি তথা দণ্ডঃ বগণৈশ্চলদয়িনী।”

বলিয়া বঙ্গালকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।

(জ) এসিরাটিক সোসাইটির পুস্তকে লিখিত আছে, “লক্ষ্মণ সেন তাঁহার বিবাতাকে নির্জন পান্থ-প্রকালন-গৃহে একাকিনী পাইয়া অসং অভিপ্রায় প্রকাশ করার এবং সুচেষ্টা প্রদর্শন করার বঙ্গাল সেন তাঁহার সেই পত্নীর কথাবানারে লক্ষ্মণসেনকে দণ্ড

স্থাপন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বল্লাল চরিতের প্রস্তাবনায়

করিবার জন্ত বাতকের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। লক্ষ্মণসেন সেই রাজ্রিতেই তাহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং পত্নী সহ পরামর্শ করিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। বল্লাল সেন পরদিন অত্যায়ে দুর্গাভাড়া বাইয়া সন্দর্শন করিলেন যে, পতি বিরোগ বিধুরা পুত্রবধূ কর্তৃক—

“পতত্য বিরত বারি নৃত্যি শিখিন মুদা ।

অন্য কাস্ত কৃতান্ত বা দুঃখ শাস্তি করতু মে” ॥

এই কবিতাটি গৃহ ভিত্তিতে লিখিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই বল্লালের মনে পুত্র মেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং জালজীবী কৈবর্ত দিগকে পুমানয়নের আদেশ দিলেন।

তাহারা অহোরাত্র মধ্যে বিসপ্তি ক্ষেপণী যুক্ত তরণীর সাহায্যে লক্ষ্যণ সেনকে তদীয় সকাশে আনয়ন করায় বল্লাল সেন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন, রত্ন, বস্ত্র ও হালিকা উপজীবন দিলেন।

এই আখ্যায়িকাটি ৮ হরিশ্লক কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তকে পরিমলিত হয় না।

(৮) বারাহুচ এসক উভয় বল্লাল চরিতেই স্থান পাইয়াছে। উহা আনন্দ ভট্টের লেখনী প্রসূত বলিয়া উভয় পুস্তকেই উল্লিখিত হইলেও একখানি পুস্তকের ভাবার সহিত অপর খানির কিছু মাত্র মিল নাই।

(৯) এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তক আনন্দ ভট্ট কর্তৃক

“শকে চতুর্দশ শতে মনুষ্য রদনাবৃত্তে ।

পৌষ শুক্ল দ্বিতীয়ার্য তজ্জয় তিথি বাসরে” ॥

অর্থাৎ ১৪৩২ শকে (১৫১০ খৃঃ অব্দে) পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার্য বরষাপ-পঙ্তির জয়তিথি বাসরে এই ব্রহ্ম লিখিত হইয়াছে।

৮ হরিশ্লক কবিরত্ন প্রকাশিত পুস্তক আনন্দ ভট্ট কর্তৃক :

“মাসৈ রত্ন রাজপুত্রৈর্দর্শনৈশ্চ নবাধিকৈঃ ।

শাকেরু দর্শনৈ মাসৈ তারাত্তির্দর্শিতে দিনৈ ।

নবষীপপতে রাজ্যং যয়া বিধৃত্য নৃধি

অত্র তিত এসাদ্যার্থং তৎপাদি কমলার্ণিতম্” ॥

লিখিয়াছেন,” (১) Before I took up the work in right earnest, I was not without doubts as to its authenticity and genuineness. A Sanskrit work of that name was published some years ago by the Nathas the wellknown booksellers of Chinabazar in Calcutta. I pronounced it to be spurious and unreliable and I have had since no reasons to change my opinion. The

অর্থাৎ ১৫০০ শকাব্দে (১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) আশ্বিন মাসের ২৭শ দিবসে নবদ্বীপের রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার চিন্ততোষণের জন্য এই গ্রন্থ তাঁহার করণয়ে সমর্পিত হইয়াছে ।

একই গ্রন্থকারের একই বিষয় লিখনের সময়ের পার্থক্য ৬৮ বৎসর কেন হইল তাহা বুঝির অগম্য ।

(৬) ৮ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত বঙ্গাল চরিতে লিখিত আছে :—

“বৈদ্যবংশাবতঃসোহয়ং বঙ্গালো নৃপো পুঙ্গবঃ ।

তদাজ্ঞায় কৃত মিদং বঙ্গাল চরিতং শুভম্ ॥

গোপাল ভট্ট নাম্না তদ্রাজ্যন্ত শিক্ষকেণ চ

অন্ত রাজ্ঞঃ প্রসাদার্ধং হৃবদ্বৈনাগিতং ময়া ।

অত্র রাজজ্ঞানৈর্নৈর্ব্যভিধাণৈরধিক শাক্ষকু ॥

কব্জৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভিন্নানি সন্নিহিতঃ” ॥

অর্থাৎ “রাজশ্রেষ্ঠ বঙ্গাল বৈদ্যবংশের মুকুট ধারণ, তাঁহার আজ্ঞার এই বঙ্গাল চরিত নামে মঙ্গল কারক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । গোপাল ভট্ট নামে উক্ত রাজার শিক্ষক আমি ১৩০০ শকাব্দে (১৩৭৮ খৃঃ অব্দ) কান্তন মাসের ২৪শ দিবস, সেই রাজার সন্তোষের জন্য বহু পূর্বক এই গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম ”।

সোসাইটির পুস্তকে এই শ্লোকগুলি পরিলক্ষিত হয় না ।

Preface to Vallala charita in Sanskrit by Ananda Bhatta edited and translated into English by Mahamahopadhyaya Haraprasad Sastri, M. A.—pages V. VI.

Charita which I was requested to translate might I thought turn out to be equally spurious and unreliable.

On a careful examinations however, of the manuscripts in the possession of my friend my doubts were removed and I found them to be genuine. One manuscript was copied as appears from the colophon at the end of the book, in the year of the Emperor Aurangzeb's death, 1707 AC. The other as appears from a similar colophon was copied in the Bengalee year, 1198, The authenticity of both these manuscripts is vouched for by the correctness of the date of transcription and also by the mention of names of the persons for whose use the transcriptions were made. In one case the name of the copyist is given. The Mss also were obtained from different parts of the Country."

কিন্তু ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে নব্বীশে বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামক কোনও রাজা ছিলেন কিনা শাস্ত্রী মহাশয় তাহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শ করেন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুস্তক দুই খানির মধ্যেও বিস্তর অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই পুস্তক দ্বয়ের মধ্যে, (ক) পুথির মতে স্তবর্ণ বণিকগণ রাজ বাড়ী হইতে অভ্যুত্থ গমন করার এবং তৎকাল রাজ-বল্লভ ভীমসেন সহ বিবাদ ও বচসা করার স্তবর্ণ বণিকগণ বজাল কর্তৃক বস্ত্র হত্ন হীন হইয়াছেন। (খ) পুথির মতে স্তবর্ণ বণিকগণ সর্বদা ব্রাহ্মণদিগকে "দাসী বংশজ" বলিয়া দ্বন্দ্ব করার এবং ব্রাহ্মণগণ উপবীত হুটে লাভি বশতঃ স্তবর্ণ বণিকদিগকে প্রণাম করার ব্রাহ্মণের অহুরোধে বজাল

সেন সূবর্ণ বণিকদিগকে উপবীত ভ্রষ্ট করেন (১) । এই উত্তর বিধ উক্তিই শরণ দত্তের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । একই শরণ দত্তের দুই প্রকার উক্তি কেন অথবা উভয় পুস্তকে একরূপ পাঠান্তরই বা কেন হইল তাহা জানিবার অল্প কৌতুহল হয় ।

সোসাইটির (খ) পুস্তকে লিখিত (২) :—

“রাজ্যাভিবেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সমা যদা ।

মাসদ্বয়ং ব্যতীতঞ্চ স পঞ্চ যষ্টি হায়নঃ ।”

(১)

“তন্নিম্নবসরে কেচিৎসত্রিংশা পরম্পরং ।

অভ্যেত্য কান্তপীকান্তং ত্রাঙ্গণা বাক্য মক্রবন্ ।

ত্রাঙ্গণা উচুঃ ।

বয়ং শ্রেষ্ঠা হি বর্ণনাঃ জাত্যা চৈব কুলেনচ ।

সূবর্ণা বনিজো দর্পাদেবঃ বদন্তি সর্বদা ॥

দাসী বংশজ ইত্যেবঃ বদন্তো মনুলেশ্বর ।

ত্রাঙ্গণান্ সৎসংশ জাতানস্মানুপসহন্তি তে ॥

যজ্ঞোপবীতিনঃ সর্বে সূবর্ণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ ।

ত্রাঙ্গণাত্তান্ ত্রাঙ্গবৃক্ষ্য নমস্করন্তি সর্বদা ॥

তেবাং হি ধর্মহননং কঠবাং পৃথিবী পতে

স্পর্ধেদুর্গ বধাস্মান্তি বিপ্রৈঃ সংকুলঞ্জৈঃ সহ ।

ত্রাঙ্গকত্র কুলে জাত মাযুশস্ত্রং জমেশ্বর ।

অবমভ্য যদ্বদন্তি বক্তুঃ তস্মৈহ সাস্মতং ॥

সর্বান্ যজ্ঞোপবীতেভ্যস্তান্ চ্যাবয় মহীপতে ।

সর্কেতে ধর্ম হননাং পতিব্যস্তি ন সংশয়ঃ ॥

এবমুক্তা মহীপালং বিরেমু স্তে বিদ্রোহন্তবাঃ ।

নৃপতি মর্ত্যতা বিষ্টঃ ক্রোধেনাসৌ অগর্জ্জহ” ॥

বঙ্গাল চরিতম্ ১০৯—১১০ পৃষ্ঠা ।

(২) বঙ্গাল চরিতম্—১২১ পৃষ্ঠা ।

এই শ্লোকটি (ক) পুস্তকে দৃষ্ট হয় না ।

(ক) পুস্তকের লিখিত (১) :—

“স্বর্ণদানং রৌপ্যদানং গোদানঞ্চ ধরাপতিঃ ।

দানঞ্চ বিবিধঞ্চক্রে নিত্য নৈমিত্ত্যাদিকম্ ॥”

এই শ্লোক স্থলে (খ) পুস্তকে নিম্ন লিখিত শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে (২) :—

“ততো লক্ষ্মণ সেনস্ত রাজা জন্ম মহোৎসবে ।

ব্রাহ্মণান্ ধনিনশ্চক্রে স্নাত্বা যজ্ঞ কৃতস্ত তৈঃ ॥”

তৃতীয় অধ্যায়ের “বিক্রমং পুরম্” স্থানে “চ পুরং নিজং” (৩) চতুর্থ অধ্যায়ের “কাঞ্চীশত্ৰু” স্থানে “দিল্লীশত্ৰু” (৪) “লক্ষ্মণং” স্থানে “লবণং” (৫) ষড়্বিংশ অধ্যায়ের “রামপাল পুরং” স্থানে “বল্লালপুত্র পুরং” (৬) প্রভৃতি পাঠান্তর লক্ষিত হয় ।

বল্লাল চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ খুব কমই আছে ; যাহাও দুই একটি আছে, তাহাও শাসন লিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই । সোসাইটির বল্লাল চরিতের একবিংশ অধ্যায়ে শরণ দত্ত বল্লালের পিতার নাম মল্লহন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৭) ; কিন্তু তাত্রশাসনাবির

(১) বল্লাল চরিতম্—১১৩ পৃষ্ঠা । (২) বল্লাল চরিতম্—১১৩ পৃষ্ঠা ।

(৩) বল্লাল চরিতম্—২৪ পৃষ্ঠা । (৪) বল্লাল চরিতম্—২৮ পৃষ্ঠা ।

(৫) সোসাইটির আদর্শ পুথির (খ) পুস্তকে সর্বত্রই “লক্ষ্মণ” স্থানে “লবণ” পাঠ লিখিত হইয়াছে ।

(৬) বল্লাল চরিতম্—১২০ পৃষ্ঠা ।

(৭) “ততো বিপ্রা যথাকালে বেদ বেদান্ত পারগাঃ ।

দীক্ষয়ামাস্তু পতিং বল্লালং মল্লহনাত্মজম্ ॥”

বল্লাল চরিতম্—১০৩ পৃষ্ঠা

প্রমাণে জানাগিয়াছে যে বল্লালের পিতার নাম বিজয় সেন। এই বিজয় সেনের দেবপাড়া লিপির প্রশস্তি কার উমাপতি ধর লক্ষণ সেনেরও অন্ততম সভাপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং লক্ষণ সেনের অপর সভাপণ্ডিত শরণ দত্ত কর্তৃক বল্লাল চরিতের ঐ অংশ লিখিত হইলে তিনি লক্ষণ সেনের পিতামহের নাম ভুল করিবেন কেন ?

সোসাইটির বল্লাল চরিতের ২৭ অধ্যায়ে বল্লালের মৃত্যু-তারিখ ১০২৮ শকাব্দা বা ১১০৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে (১)। কিন্তু লক্ষণ সংবতের কাল নিরূপণ হইতে জানা যায় যে, বল্লাল সেন ১১১৮ বা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে কাল গ্রাসে পতিত হন। কিন্তু, এক সময়ে ঐতিহাসিক রণ ১১০৬ খৃষ্টাব্দকেই লক্ষণ সংবতের আরম্ভকাল বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন !!

এই সমুদয় কারণে উভয় বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা সন্দেহেই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং বল্লাল চরিতের উপর নির্ভর করিয়া বল্লালসেনের সম্বন্ধে ইতিহাস রচিত হইতে পারে না।

খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আলাকানের মগগণ বঙ্গরাজ্য

সোসাইটির বল্লাল চরিতে শরণ দত্তের লিখিত বল্লাল চরিতের বহুভাষ্যসব, বর্ণিতাপমান ও জাতিগণের উন্নয়ন অবনয়ন অধ্যায়ের সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় যে, সোসাইটির পুস্তকের বেখানে “শরণ দত্ত উবাচ” লিখিত আছে, সোসাইটির আদর্শ (ক) পুস্তকে ঐরূপ উক্তি নাই। সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তকে স্মরণ বণিক দিগের পাতিতোর কথা যে যে অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সেই অধ্যায়ই শরণ দত্ত কর্তৃক লিখিত হইয়াছে কেন তাহাও প্রাধান্য যোগ্য।

(১) সহস্রোষ্ট্র বিশেষকৃতে শকাব্দে পৃথিবীপতিঃ ।

ব্রীডিঃ সার্বং মহাত্মাং উৎপাদ্য দিবং প্রতি ।”

বল্লাল চরিতম—১২১ পৃষ্ঠা।

আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরবর্তী বঙ্গরাজগণ দুর্বল হইতেই শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন, সুতরাং ইহাদের আক্রমণের শ্রোত ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বঙ্গরাজ্যের সীমান্ত বঙ্গরাজ্য ধ্বংসের প্রদেশে অবস্থিত কোচ, আহোম ও ত্রৈপুরগণও স্বযোগ বুঝিয়া রাজ্য বৃদ্ধির মানসে বঙ্গাধিপের সহিত সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সুতরাং একদিকে নববল দৃষ্ট তুরুষ্ক বাহিনীর প্রবল প্রতাপ এবং অপর দিকে কোচ, আহোম ও মগদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই বঙ্গাধিপতিকে তুরুষ্কগণের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে লিখিত হইবে।

(গ) সাভার, ধামরাই এবং ভাওয়ালের

স্বাধীন ভূস্বামীগণ ।

কাশীমপুর, তালিপাবাদ, ভাওয়াল, চাঁদপ্রতাপ এবং সুলতান প্রতাপ এই পাঁচটি পরগণায় কতিপয় প্রাচীন নরপতির রাজত্ব কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, এবং অদ্যাপি এই পরগণাগুলির অন্তর্গত লোহিত মৃত্তিকাময় বনভূমির অভ্যন্তরে বিশাল দৌর্য্যিকা, ইষ্টক স্তূপ, মৃৎপ্রাচীর প্রভৃতি বহু কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। কুলবাড়ী, সাভার, কোণা, গাঙ্গারিগা, কর্ণপাড়া, ঠঠবাড়ী, ছাইলা কলমা, মদনপুর, রাজাসন, কোটবাড়ী প্রভৃতি স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের, মাধবপুর, বজ্রুরি, গণকপাড়া, গৌরীপাড়াতে রাজা যশোপালের, ছরছুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট, শাইট হালিয়া প্রভৃতি স্থানে রাজা শিবপালের এবং রাজাবাড়ীতে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের বহু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে পালসাম্রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলেই উহাদিগের বহু শাখা গোড়ুবঙ্গাধিপের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সমুদয় শাখার বিবরণ “দিগ্বিজয় প্রকাশ” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (১)। আমাদের মনে হয়, পালসাম্রাজ্যের দ্রবস্থা সন্দর্শন করিয়াই করতোয়া ও ইছামতী নদী অতিক্রম পূর্বক ইহাদিগের কয়েকটি শাখা কামরূপে এবং পূর্ববঙ্গের নিভৃত কোণেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের মধ্যে নদী-মেখলা-বেষ্টিত সাভার, ধামরাই এবং অরণ্য-সঙ্কুল ভাওয়াল

(১) “কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।

কুলপালস্ত বৌ পুত্রৌ হরিপালোহি পালৌ ॥

জ্যেষ্ঠঃ সিদ্ধুর পশ্চিমে স্বনাম বসতিঃ কৃতঃ।

হরিপালো মহাগ্রামো হট বাপি সমধিতঃ ॥

হরিপালো হি তটৈব তত্ত্বারস্য গোষ্ঠীন্।

রাজা বভূব বিপ্রৈশ্চ সাজাপি সংজ্ঞকেচ্চ ॥

অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।

ত্রিবেণী সন্নিধানৈ চ চক্রবীপস্য সন্নিধৌ ॥

ডুমুর দ্বীপ মধ্যে চ বসতিঃ কৃতবান্ মুদা।

অহি পালস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বেঘ বোবিত্তহ জজ্ঞিরে ॥

কৃতধ্বজো বিভাওশ্চ কেশিধ্বজো মহা বলঃ ॥

কৃতধ্বজস্য তনরো বিরলি সংজ্ঞকো বলিঃ।

স্বগতি গ্রাম মধ্যে চ চকার বসতিঃ মুদা ॥

বিভাওো বাণ মন্ত্রী চ পূর্বপারে স্থিতঃ স চ।

জগদ্বলে মহা গ্রামে বস্ত্র বংশোহপি বর্জিতে ॥

কেশিধ্বজো মহাগ্রামে চান্দোলাভিধ্বজকে।

কারস্থান্ বহলান্ নীচা রাজত্বক চকার হ” ॥

অঞ্চল যে তাঁহাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাঢ় দেশ হইতে এতদঞ্চলে আগমন করিয়া বংশাবতী নদীর তীরে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

“বংশাবতী-পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরী।

বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী” ॥

এই কবিতাটি সাভার অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ লোক মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে জানা যায়, হরিশ্চন্দ্র নামক কোনও রাজা বংশাবতী বা বংশাই নদীর পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরে রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। সর্বেশ্বরের বর্তমান নাম সাভার। আবার

কেহ কেহ সাভারকে সম্ভার নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। ধলেশ্বরী ও বংশাই নদী ঘরের

সঙ্গম স্থলে সাভার গ্রাম অবস্থিত। সাভারের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ধলেশ্বরীর তীরদেশে ফুলবাড়ী গ্রাম এবং ফুলবাড়ীর বরাবর পূর্বদিকে এক ক্রোশের মধ্যে কোণ্ডা ও গাঙ্গারিয়া গ্রামদ্বয় অবস্থিত। ঢাকা জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যে লোহিত মৃত্তিকাময় ও বনাবৃত উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়, এই গ্রামগুলি তাহার সর্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই গ্রামগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি ঢাকার উত্তর সীমা দিয়া সুপ্রসিদ্ধ মধুপুর গড়ের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে।

“পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ”—প্রণেতা শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু সাভার হইতে গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র পালের নামাঙ্কিত ইষ্টক খণ্ড আবিষ্কার করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য

প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। “ইষ্টকথানা অতি বৃহৎ একখানি ইষ্টকের উপর খোদিত ছিল। কিন্তু ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অক্ষর “প” টি বেশ স্পষ্ট আছে” (১)। এই ইষ্টক লিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার হইয়াছে :—

* * * প

শ্রীশ্রী মদ্রাজ

হরিশ্চন্দ্র পাল দ * *

এই ইষ্টক লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজা পাল বংশোদ্ভব ছিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রাদুর্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। ১৩১৯ সালের প্রতিভা পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় ৮বিজয় কুমার রায় লিখিয়াছিলেন (২), “আনুমানিক খৃষ্টির সপ্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র আবির্ভূত হন। বংশ-পত্রিকা মতে হরিশ্চন্দ্র হইতে বর্তমানে ৩৮ আটত্রিশ পুরুষ চলিতেছে। তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিলে রাজা এখন হইতে প্রায় ১৩০০ বৎসর

আবির্ভাবকাল পূর্বে অর্থাৎ ১৯১২—১৩০০ = ৯১২ সনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়। * * * বৌদ্ধ

রাজা হরিশ্চন্দ্রের শাসনকালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রাধান্যই স্থচিত হয়। খৃষ্টির অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট এবং নবমে শঙ্করাচার্য্য ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত করেন। স্মৃতরাং ৭ম শতাব্দীতে হরিশ্চন্দ্রের

(১) পূর্ববঙ্গে পাল রাজগণ—৮০ পৃষ্ঠা।

প্রতিভা—১৩১৯, পৌষ ৫৩২ পৃষ্ঠা।

(২) প্রতিভা—১৩১৯, কার্তিক, ৪২০ পৃষ্ঠা।



한글서체 100년

한글서체 100년

আবির্ভাবই সম্ভবপর হইয়া উঠে । হরিশ্চন্দ্রের পর তদীয় ভাগিনেয় রাজা দামোদর এবং তৎপর দামোদরের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধস্তনের সময় কোচ সৈন্যগণ সর্বেশ্বর অধিকার করিয়া নগর বিধ্বস্ত ও রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়াছিল । আমরা খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে আসামরাজ হর্ষদেব কর্তৃক গোড়, উৎকল, কলিঙ্গ, প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্তা পাইয়া থাকি । সম্ভবতঃ ঐ সময়েই কোচ ও আহম সৈন্য সর্বেশ্বর ধ্বংস করিয়াছিল । তাহা হইলে উক্ত ঘটনার ৩৪ পুরুষ পূর্ববর্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রাভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়* ।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ-প্রণেতার মতে হরিশ্চন্দ্রপাল খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সাভারের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন (১) ।

সাভারে প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্র পালের নামাক্রিত ইষ্টক লিপি হইতেই হরিশ্চন্দ্রের আনুমানিক আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে । এই ইষ্টক লিপির “প,” “র,” “জ,” কিছু পুরাতন ঢঙ্গের হইলেও বর্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সাভারের লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট রহিয়াছে । এই ইষ্টক লিপির “প,” “জ,” “ল,” “র” এবং “দ,” প্রথম মহাপাল দেবের একাদশ রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ বালাদিত্য প্রস্তর লিপির “প,” “জ,” “ল” “র” এবং “দ” এর অনুরূপ হইলেও হইতে পারে । সুতরাং অক্ষর তত্ত্বানুশীলনের হিসাবে সাভারের লিপির কাল দশম শতাব্দীর শেষ পাদ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পূর্বে বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারেনা । শিলা লিপিতে এবং তাম্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নামের অন্তে, “দেব” শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় । সাভারের ইষ্টক লিপিতেও পাল শব্দের পরে অর্দ্ধ ভগ্ন “দ” অক্ষরটি স্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ

হইয়াছে এবং এই “দ” এর পরে যে স্থানে “ব” খোদিত ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হরিশ্চন্দ্র পালকেও পাল বংশীয় নৃপতিগণের সগন্ধী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

“বজ্রযোগিনী গ্রামের উত্তরপূর্ব কোণে রঘুরামপুরের একটি দীর্ঘিকা রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘী বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরে অদ্যাপি হরিশ্চন্দ্রের বাটির ভিটা দৃষ্ট হয়”। ত্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় (১), ত্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (২), ৮ আশুতোষ গুপ্ত (৩) এই হরিশ্চন্দ্রকে পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ্চন্দ্র বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন। ত্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী রঘুরামপুরের হরিশ্চন্দ্রের দীঘী বর্ম্মবংশীয় হরিশ্চন্দ্রের অগ্রতম কণ্ঠি বলিয়া অনুমান করেন। (৪) দীর্ঘিকা খনন ব্যাপারে সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালের উৎসাহ (৫) এবং নামের সামঞ্জস্য ব্যতীত বিক্রমপুরের হরিশ্চন্দ্রকে পালবংশীয় হরিশ্চন্দ্র বলিয়া অনুমান করিবার অত্র কোনও প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ

(১) স্বর্ণ গ্রামের ইতিহাস—২২ পৃষ্ঠা।

(২) বিক্রমপুরের ইতিহাস—৩৮৭ পৃষ্ঠা।

(৩) There is a comparatively small tank in the South West part of Rampal, which deserves a passing notice. It is called Raja Haris Chandra's Dighi. * * * * * The tank is said to have been excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the kings of the Pal dynasty.”

J. A. S. B. 1889. Page 22.

(৪) প্রবাদী—১৩২২, আশাঢ়—৩৯০ পৃষ্ঠা।

(৫) কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীয় রাজধানীতে কুড়ি বুড়ি (৪০০) দীঘিকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজবাটির চতুর্দিকে ১২৯০ গত্তা (৫০), রাণীকর্ণাবতীর ভবনে (আধুনিক কর্ণপাড়ার) ৭৯ গত্তা (৩০) দীঘিকা খনিত হয়”।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ ৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

সাতারের হরিশ্চন্দ্র যে সাতার এবং সংস্লিহিত কতিপয় গ্রামের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরেও স্বীয় প্রাধাত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইরাছিলেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

ধর্মপালের গড় হইতে ৭।৮ মাইল ব্যবধানে, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ নামক স্থানের পূর্বাংশে চড় চড়া গ্রামে "হরিশ্চন্দ্র-পাট" নামে খ্যাত একটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই স্তূপটি হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান বলিয়া ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব অনুমান করিয়াছেন। "এই স্তূপ বিপর্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কিন্তু এক স্তূপের প্রস্তরখণ্ড এখনও উপরি ভাগে বিদ্যমান থাকিয়া বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থান জনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে" (১)। মাণিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্মপাল তদীয় রাজ্য হস্তগত করেন। ফলে মাণিক চন্দ্র-মহিষী প্রখ্যাতনামা ময়নামতীর সহিত ধর্মপালের বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং জামাতার সাহায্যার্থ হরিশ্চন্দ্র হরত ধর্মপালের বিরুদ্ধে সৈন্তে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। ত্রিশ্রোত বা তিস্তা নদীতীরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্র এই রণাহবে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। এজন্যই যুদ্ধস্থলের অনতিদূরে হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে এক হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মনিষ্ঠা, অপুত্রক হেতু মহিষী-সহ রাজার বনগমন, তাঁহার নানা

দেব দেবীর উপাসনা, বন মধ্যে রাজার পিপাসার প্রাণত্যাগ, রাণীর
 ধর্মস্বত্ব, ধর্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, ধর্মের বরে রাণীর গর্ভে
 লুইচন্দ্রের জন্ম, রাজাও রাণীকে ধর্মের ছলনা,
 ধর্মমঙ্গলের রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণী কর্তৃক পুত্র
 হরিশ্চন্দ্র । মাংস রন্ধন, ব্রাহ্মণ রূপী ধর্মের মাংস ভোজন
 কালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত

আছে । মণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও ধর্মের জন্তু হরিশ্চন্দ্রের
 পুত্র বলিদানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু শূত্র পুরাণে এই সমুদয়
 প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই । “পরবর্তী কবিগণ ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা
 করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ পুত্র বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন”
 আমাদের মনে হয় শূত্র পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলিকে পরবর্তী
 ধর্মমঙ্গল প্রণেতাগণ বর্ধিত এবং অভিনব বিষয় সংযোজনা দ্বারা
 পরিপুষ্ট করিয়াছেন ।

কথিত আছে, পাঁটিকা নগরাধিপতি মণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র
 বা গোবিন্দচন্দ্র অছনা ও পছনা নামী হরিশ্চন্দ্রের কন্যাস্বরের পাণিগ্রহণ
 করেন (১) । শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “যে অছনা

(১) ত্রিহাসন সাহেব বলেন, ইহার রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা । মণিকচন্দ্র গানে
 এই রাজার নাম “হরিশ্চন্দ্র” । দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে
 (৫৮ পৃষ্ঠা) :—

“করিবে আমারে জোগি যদি ছিল মনে ।

উছনা পুছনা তবে বিত্তা দিলে কেনে ।

উছনা করিয়া বিত্তা পুছনা পাইলাম দান ।

হতী ঘোড়া পাইনু আর খেজুরা গোলাম” ।

মণিক চন্দ্র রাজার গানে আছে,—“অছনকে দিয়া বিবাহ দিল পছনকে দিল দানে” ।

পহুনার নাম এক সময়ে ভারত বর্ষের সমগ্র ভাট, ষোগী ও চারণ গণের গাথায় প্রচারিত হইত, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীর রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমে লক্ষ্মণ দাস প্রমুখ বহু সংখ্যক কবি বাহাদুরের গুণগাথা গাহিয়াছেন, এবং বাহাদুরের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গালা দেশও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মহিষী দ্বয়ের প্রথম প্রেমমিলন এই সাভারেই হইয়াছিল” (১) ।

ঐযুক্ত বীষেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় ১৩১৫ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মরনামতীর গান সম্বন্ধে যে স্মৃতিস্তম্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, “হরিশ্চন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কস্তা অহুনা ও পহুনার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। গুরাপান কাটিয়া শুভদিন ধার্য করা হইল, “পঞ্চগাছি” কলার গাছ, সোণালী চালুনবাতি ও পঞ্চবৈরাভীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল,—

“অহুনকে বিবাহ করে পহুনকে পাইলে দানে ।

একশত বান্দী পাইলে ব্যবহার কারণে” ॥

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মরনামতীর গানে ও লিখিত আছে (৮ পৃষ্ঠা) :—

“এক বিভা করাইল অহুনা পহুনা ।

সে সব হুন্দরী জানে আন্ধার বেদনা” ॥

এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়া অপর ভগিনীকে যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রথা ঐঐনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থে (১২ পৃষ্ঠা) দেখিতে পাওয়া যায়।

“ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষণ ।

বসাইল জাহ্নবীরে দক্ষিণে আনিয়া ॥

সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা ।

জৌতুক লইলান ভোমার কমিট দুহিতা” ॥

(১) অবাসী,—১৩১৯, আশাঢ়, পৃষ্ঠা ।

অহুনা ও পহুনার রূপের খ্যাতি ছিল। হুল্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দ চন্দ্র গীতে লিখিত হইয়াছে ! (৫১ পৃষ্ঠা) :—

“উহুনা পুহুনা রূপে জলন্ত আগুনী ।

মেঘের আড়িতে যেন শোভে সৌদামিনী ॥

অন্ধকারে শোভা যেন মাণিক উজ্জ্বল ।

উহুনা পুহুনা রূপে লজ্জিত কোমল” ॥

কিন্তু অহুনা ও পহুনা যে সাতারের হরিশ্চন্দ্র রাজার কথা, জনশ্রুতি ব্যতীত তাহার জ্ঞাত কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই ।

রামাই পণ্ডিতের শূচপুরাণে হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র নামক একজন রাজার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে (১) । কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন তাহার পরিচয় জানা যায় না

(১) “রাজা হরিচন্দ্র ধর্ম সেবা করিব” ॥

শূচ পুরাণ, রাজা হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা, ৫২ পৃষ্ঠা ।

“হন্যে পূজ এ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিয়া মতি” ।

* * * * *

“করহ ইহা হরিচন্দ্র মাহুস পাঠাও জন দশ” ।

শূচ পুরাণ—৬০ পৃষ্ঠা ।

“হরিচন্দ্র রাজা

ভগ্নে মহা ভেজা

বারমতি ভরিল ঘর” ।——১০০ পৃষ্ঠা ।

“হরিচন্দ্র রাজা

করে ধর্ম পূজা

ভরএ নবাহতি ঘর ॥

“চন্দ্র নৃজ্য আইলাক গ্রহ তারাগণ ।

ধন্ত হরিচন্দ্র অমরা ভুবন” ॥

“হরিচন্দ্র মহারাজা

রাজারাপী করে পূজা

উরিলেন ধর্ম জুগপতি” ॥

“শূচ পূজ এ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিয়া মতি” ।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন (১) :—

“ধীমন্ত পুত্রো রণধীরসেনঃ সংগ্রাম জেতা ইব কার্তিকেশ্বর
হিম্নগ ব্যাপ্ত দেশং বিজিত্য। সন্তারপর্য্যামবসৎ প্রবীরঃ ॥”
“যো জাতো বীরবর মহিতা ইন্দু বংশ বিশেষাৎ
ধীমন্তো বীরবর মুকুটাত্মীম সেনা নৃপেন্দ্রাৎ ।
হরিশ্চন্দ্রো মহারাজো রণধীরস্ত পুত্রক
ধর্মেশ ইব ধর্মাত্মা সমৃদ্ধ কুবেরাধিপ ॥
যমুনায়া নদীতীরে বৌদ্ধাঙ্ক মঠ মন্দিরে
বীজনেচ স রাজর্ষি ধর্মার্থ ইব তিষ্ঠতে ॥”

ইহা হইতে জানা যায়, “কার্তিকেশ্বর সঙ্গ্রাম সংগ্রাম-জয়ী প্রবীর
ধীমন্ত-পুত্র রণধীর সেন হিমালয় ব্যাপ্ত দেশ জয় করিয়া, সন্তার পুরীতে
বাস করিতেন। চন্দ্রবংশ তুল্য শ্রেষ্ঠ বংশ হইতে এবং বীরশ্রেষ্ঠ গণেশ
শিরোভূষণ স্বরূপ বীরবর পূজিত নৃপেন্দ্র ভীমসেন হইতে ধীমন্ত ভদ্রগ্রহণ
করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রণধীরের পুত্র, তিনি ধার্মিক, এবং তিনি
কুবের তুল্য সমৃদ্ধবান ছিলেন। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র যমুনা নদীতীরে বুদ্ধমুণ্ডি
প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নির্জনে বসিয়া ধর্মপরিচর্যা করিতেন।” হরেন্দ্র বাবু
কোন পুঁথি অবলম্বনে উল্লিখিত শ্লোকগুলি অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা
উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু “বহুকালের হস্তলিখিত পাঠ উদ্ধার করা
স্বকঠিন বিধায়” কিছু রূপান্তর করিয়াছেন। তাঁহার পুঁথি কত কালের
প্রাচীন, উহার প্রামাণিকতাই বা কি, তাহা বিচার না করিয়া এই
শ্লোকগুলি লইয়া কোনরূপ আলোচনা করা সমীচীন নহে।

কথিত আছে, সান্তারের রাজা হরিশ্চন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিত্যক্ত করি-
য়াও পুত্র মুখ সন্দর্শনলাভে বঞ্চিত ছিলেন, অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সহোদর

রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত রাজা দামোদরকে রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। হরিশ্চন্দ্রের তিরোধান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ সাতার অঞ্চলে প্রচারিত রহিয়াছে,—“যুদ্ধ বয়সে রাজা নিজপুরীস্থিত

হরিশ্চন্দ্রের

তিরোধান ।

রাণীগণ, দাস দাসী ও আত্মীয় কুটুম্বাদি লইয়া সশরীরে স্বর্গাভিমুখে প্রয়াণ করেন। পুণ্যবান হরিশ্চন্দ্রের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দেবগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজার অল্পচর বর্গের কোলাহলে স্বর্গে অবস্থান অসম্ভব হইবে স্থির করিয়া তাঁহারা রাজাকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না। স্বর্গধার অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু স্বকৃত পুণ্যবলে রাজা আর ধরাধামে পতিত না হইয়া তদবধি ত্রিশত্বেক্সর জ্ঞাত স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন” (১)। এই প্রবাদ সম্ভবতঃ অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় প্রখ্যাত নামা রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ কাহিনীর অল্পকরণেই রচিত হইয়া থাকিবে। বাহা হউক এই সমুদয় প্রবাদ বিনা বিচারে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। রঙ্গপুর জেলার রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা যদি সাতারাধিপতি রাজা হরিশ্চন্দ্রের সমাধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, এবং মরনামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মহাবীঘর অছনা ও পছনা যদি সাতারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কস্তা বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়, তবে জামাতার সাহায্যার্থ ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতারাধিপতি হরিশ্চন্দ্র যে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহা হয়ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের তিরোধানের পরে ভাগিনের দামোদর মাতুলের ত্যক্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা

দামোদর হরিশ্চন্দ্রের সহোদর। রাজেশ্বরীর গর্ভ সন্তুত। স্থানীয় জন-সাধারণ দামোদরকে “দামুরাজা” ও রাজেশ্বরীকে “রাজিরানী” বলিয়া থাকে। রাজা দামোদর রাজ্যসনে থাকিয়াই

রাজ্য দামোদর। রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। একত্র রাজা সনকেই দামোদরের রাজধানী বলা হয়। রাজা

দামোদর কর্তৃক রাজ্যসনের দক্ষিণদিকে রথখোলা নামক স্থানে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শুনা যায়। রাজ্যসনের নিকট দামোদরের গীলখানা ও অশ্বশালায় চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজ্যসন হইতে প্রায় এককোশ দক্ষিণে, এবং ফুলবাড়িয়া হইতে প্রায় এককোশ পূর্বে, গাঙ্গারিয়া গ্রাম অবস্থিত। গাঙ্গারিয়ার পশ্চিমাংশে রাবণ রাজ্যর বাড়ী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাবণ

রাবণ রাজ্য রাজ্য হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনের দামোদরের বংশোদ্ভূত।

“সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

তদীয় আবাস বাটীতে সঙ্গীত কলাভিজ্ঞ বহুব্যক্তি বসতি করিতেন। ভৌর্য্য-জিকি সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনার্থল বলিয়া তদীয় সভা দেশ বিখ্যাত ছিল”।

রাবণ রাজ্যর বাড়ীর পশ্চিমদিকে ঢালিপাড়া। প্রবাদ এই যে, ঢালিপাড়ার রাবণ রাজ্যর ৫২ হাজার ঢালি সৈন্ত বাস করিত !!! ইহারা গাঙ্গারিয়া বা গাঙ্গার গড় রক্ষা করিত।

“দামোদরের সময় হইতেই রাজবংশের অবনতি আরম্ভ হয়। ফলে কোচ-গণ এই অঞ্চলের অনেক স্থান হস্তগত করিতে থাকে। কথিত আছে, “আহোমও কোচগণ একদা রাজ্যসৈন্ত নিশ্চল করিতে করিতে মধুপুরও ভাও-রাল প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া অবশেষে রাজধানী অবরোধ করিয়া-ছিল। সর্বেশ্বরের তদানীন্তন অধিপতি প্রাণপণ সত্ত্বেও রাজধানী রক্ষা করিতে না পারিয়া সগরিবারে সর্বেশ্বরের দক্ষিণ পূর্বস্থিত সুরক্ষিত গাঙ্গার

গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়ী বিপক্ষ দল মহোন্মাদে রাজধানী অধিকার করিয়া রাজভবন ও পণ্যবীথিকা নিচর লুণ্ঠন পূর্বক প্রাসাদ ও দেবালয় বিচূর্ণ এবং প্রকৃতি পুঞ্জের আবাস নিচর অগ্নিসাৎ করিয়া প্রহ্মান করে। এই সময় হইতেই কোচগণ ভাঙরাল অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে”। কিন্তু কিম্বদন্তী ব্যতীত এ বিষয়ের নির্ভর যোগ্য কোনও প্রমাণ নাই।

“পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ প্রণেতা” শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু সাক্ষ্য হইতে অপর একখানা খোদিত ইষ্টক লিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

•	•	•	বত	১২৫৪
•	•	•	•	পুরী”

উপরোক্ত খোদিত লিপির তারিখটি যদি সংবৎ হর, তবে ১২০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সাক্ষ্যে পালরাজগণের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে।

কাশীরপুর এবং চাঁদপ্রতাপ পরগণার সীমান্ত দেশে প্রবাহিত গালী খালী বা কানাই নদীর তীর দেশে অবস্থিত বাইদগাও নামক স্থানে যশোপাল নামক জনৈক নৃপতির রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই যশোপাল রাজার সহিত পাল নৃপতি বৃন্দের কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই। কোন সময়ে কিরূপ

ঘটনা চক্রে যশোপাল পূর্ববঙ্গের এক নিভৃত
যশোপাল। কোণে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা

অস্তাপি তিমিরাবৃত রহিয়াছে। যশোপাল ধামরাই
এর স্মৃতিস্মৃতি যশোমাধবের আবিষ্কর্তা। প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে,
“একদা যশোপাল নৃপতি একদন্ত খেতকার গজারোহণে ভ্রমণ করিতে



যাশোর প্রাপ্ত প্রাচীন মিনি বুদ্ধ মূর্তির ২ নং ।

ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অনুরে একটি স্থানে উপস্থিত হইলে হস্তা আর অগ্রসর না হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান হইল, মাহতের শত অঙ্কুশ তাড়নেও আর অগ্রসর হইল না। অশিক্ষিত হস্তীর এবম্বিধ অদ্ভুত ব্যবহার দর্শনে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঐ স্থান ধনন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে ঐ স্থান খনিত হওয়ার মৃত্তিকা মধ্যে একটি মন্দির ও তন্মধ্যে মাধবের নয়নাভিরাম মূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে দৈববাণী হইল যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। কিন্তু ভক্ত নরপতি তাহাতে বিচলিত না হইয়া, “তুমি মোর ধন বংশ তুমি শিরোমণি” বলিয়া, দৃষ্টান্তঃকরণে মাধব বিগ্রহ স্বগৃহে আনয়ন পূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলেন। যশোপাল নির্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু “বংশ গেল যশোনাথ মাধবে মিলিল”। মাধবের নামের সহিত পুণ্যাত্মা যশোপালের নাম বিজড়িত হইয়া আজিও সেই মহাপুরুষ অমর হইয়া রহিয়াছেন। যে স্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্তটী এখনও বর্তমান এবং “মাধবের চৌবাচ্চা” নামে খ্যাত। মাধব মান্দরের ভগ্ন স্তূপটী অধুনা “মাধব চালা” বা “মাধব টেক” নামে প্রখ্যাত। কথিত আছে, পুরোধামের জগন্নাথ মূর্তির প্রথম কলেবর নির্মাণ করিয়া যে কাঠ অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই দারুণর মাধবের নয়নাভিরাম মূর্তি গঠিত হইয়াছে। এই শেবোক্ত কিম্বদন্তীর মূলে সত্য থাকিলে বলিতে হয় যে, রাজা যশোপালই মাধবের দারুণর মূর্তি আবিষ্কার বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং জগন্নাথ দেবের প্রথম দারুণর মূর্তি স্থাপিত হইবার পরে যশোপালের আবির্ভাব হইয়াছিল। যশোমাধব মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর হইতেই উৎকল দেশীয় পাণ্ডাগণের হস্তে মাধবের অর্চনার ভার স্তম্ভ ছিল। ইহা হইতে মনে হয় পুরোধামের দারুণর জগন্নাথ মূর্তির সহিত ধামরাই এর যশোমাধবের

মূর্তির কোনও সংশ্রব ছিল। জগন্নাথ দেবের ভোগের ব্যঞ্জনাদির ত্রায় মাধবের ভোগের ব্যঞ্জনাদি ও বিনা সৈন্ধবে পাক হয়।

ভাওয়ালের অন্তর্গত ছর ছরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট এবং শাইট হালিয়া নামক স্থানে, শিশুপাল নামক জনৈক রাজার কীৰ্ত্তি-চিহ্ন বিস্তৃমান রহিয়াছে। দীঘলির ছিট নামক স্থানে শিশুপালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছরছরিয়ার দুর্গ শিশুপালের নিৰ্ম্মিত একুপ প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত। এই দুর্গ স্থানীয় জন সাধারণ কর্তৃক “রাণী বাড়ী” নামে অভিহিত। প্রবাদ এই যে, শিশুপাল বংশীয়া রাণীভবাণী এই দুর্গে অবস্থান করিতেন, এবং মোসলমানগণ রাণীভবাণীকে

শিশুপাল। পরাজিত করিয়াই শিশুপালের রাজ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার টেইলার

লিখিয়াছেন “মুসলমানগণ বোধ হয় ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পরাজিত করিয়াই শিশুপালের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। মোসলমানগণ হস্তগত রাণী ভবাণীকে পরাজিত করিয়াই ভাওয়াল অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা যে ১২০০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় নাই তাহা সন্নিহিত। কারণ এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গেরও কয়েকটি নগর মাত্র মোসলমানগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। সমুদয় পশ্চিম বঙ্গ তখনও বিজিত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গ বিজয়ের বহুকাল পরে মোসলমানগণ পূর্ববঙ্গে অধিকারস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বানার নদীর পশ্চিম তীরে একডালা দুর্গের বীপরীতিদিকে শিশুপালের প্রতিষ্ঠিত নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বানারনদীর তীরে শিশুপালের প্রতিষ্ঠিত নগরের অনতিদূরে দুর্গাবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলাট গ্রামে শিশুপালের পুষ্পবাটীকা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

ভাওয়ালের তীৰ্ণ অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিবিধ কীৰ্ত্তি কলাপের

বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে । নানা জনপ্রবাদ এই শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষেবী শিশুপালের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করে । এবাধি বহু অদ্ভুত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়া শিশুপালের আবির্ভাবকাল এবং তাহার কীর্তি কাহিনীকে আরও হৃকোথাও জটিল করিয়া তুলিয়াছে ।

রাজেন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে অনতি দূরে এবং আধুনিক জয়দেবপুরের দশকোশ উত্তর পূর্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামধের চণ্ডাল জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেন । কোন সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে এই চণ্ডাল ভ্রাতৃদ্বয় ভাওয়ালের একাংশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি

প্রতাপ ও

প্রসন্ন রায় ।

তিমিরাবৃত রহিয়াছে । “পূর্ব বঙ্গে পাল রাজগণ”

প্রণেতা লিখিয়াছেন, “গৌড়ের পাল রাজগণের

রাজত্বকালে যেরূপ নানা নিম্ন জাতীয় ব্যক্তির

বিদ্রোহের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, শিশুপালের অথবা তৎ বংশধরগণের রাজত্বকালেও আমরা তরূপ চণ্ডাল বিদ্রোহের জনপ্রবাদ শুনিতে পাই । শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহারও রাজত্ব সময়ে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে চণ্ডাল জাতীয় দুই ভ্রাতা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন” (১) । শিশুপাল কোন সময়ে ভাওয়ালে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও অতীতের তিমির গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে । বিশেষতঃ পাল রাজগণের সময়ে বরেন্দ্রে যে কৈবর্ত বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ কোনও জাতি বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না । অত্যাচার প্রণীড়িত গৌড়ীয় প্রকৃতি পুঞ্জই কৈবর্ত রাজের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া পাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল । ভাওয়ালে একরূপ কোনও ঘটনার পুনরুত্থান হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই” ।

প্রবাদ এই যে, এই ভ্রাতৃত্বের অত্যাচারে ভাওয়াল প্রায় ব্রাহ্মণ শূন্য হইয়াছিলেন। ভাওয়ালের ব্রাহ্মণগণ প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে মদবল দৃষ্ট চণ্ডাল ভ্রাতৃযুগল বল পূর্বক তাঁহাদিগকে অন্ন ভোজন করাইতে কৃত সংকল্প হইয়া একদা তাঁহাদিগের রাজ্যস্থিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। “ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইলে ভ্রাতৃযুগলের জীষ্ম পরিবেশনার্থ অন্ন পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যাশমতী জনৈক ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, “আমরা রাজ্যের অন্ন গ্রহণ করিব”। কিন্তু উভয় ভ্রাতার মধ্যে কে প্রকৃত রাজা তাহা নির্ণীত হইল না। ফলে উভয় ভ্রাতার মধ্যে হৃদ উপস্থানের ঞ্চায় ঘন্দ উপস্থিত হইল। এই গৃহ বিবাদে ফলে ভ্রাতৃত্বকে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। এই প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা কঠিন। তবে ভাওয়াল অঞ্চলে এক সময়ে যে সূত্রাক্ষণের অভাব হইয়াছিল তাহা সন্দেহঃ সত্য। কেহ কেহ অহুমান করেন প্রতাপ ও প্রসন্নর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের বিনাশের পর তদ্ধর্মাবলম্বী নৃপতিকে বিধেয় বশতঃ চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা স্বাভাবিক (১), কিন্তু প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা এবং এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নৃপতিত্ব কর্তৃক ভাওয়ালের হিন্দুগণ প্রপীড়িত হইয়াছিলেন কিনা তাহাও নির্ধারণ করা শক্ত।

প্রতাপ ও প্রসন্ন রায়ের মোগ্গী নাম্নী এক ভগিনীর নাম শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ এখন “মোগ্গীর মঠ” নামে খ্যাত হইয়া “চাণ্ডাল-রাজার বাড়ীর” পূর্ব দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

* শাসন তন্ত্র ।

তাম্রশাসন ও শিলালিপি গুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু রাজগণ শাসন সৌকার্য্যার্থ তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য কতিপয় ভুক্তিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহের পূর্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরবর্তী ভূভাগ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পালরাজগণের সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল ও মহাস্তা প্রকাশ বিষয়, আত্রযণ্ডিকা মণ্ডল ও কোটিবর্ষ বিষয়, হল্যবর্তমণ্ডল ও কোটিবর্ষবিষয়, চন্দ্ররাজগণের সময় নাভ্যমণ্ডল, বর্ষরাজগণের সময় অধঃপতন মণ্ডল, নিচক্রবিষয় এবং সেন রাজগণের সময়ে খাড়ি বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভুক্তি গুলি কতিপয় “মণ্ডলে” এবং মণ্ডলগুলি ভিন্ন ভিন্ন “বিষয়ে” বিভক্ত ছিল। মণ্ডল গুলি খুব বড় ছিল এবং মণ্ডলের শাসনকর্তা “উপরিক” বা “মহা মাণ্ডলিক” বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিষয়পতিগণকে উপরিকের অধীনে থাকিতে হইত। মণ্ডল বা বিষয়ের কার্য্যে উপরিকগণ সর্ব্বে সর্বা ছিলেন। মহা-মাণ্ডলিকগণ মহারাজ বলিয়াও অভিহিত হইতেন। দশ খানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ হইত এবং যিনি দশ গ্রামের রাজস্ব আদায় করিতেন তিনি দশগ্রামিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কয়েকটি দশ গ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় হইত; প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব রাখার জন্য যে কার্যালয় ছিল, তাহার অধ্যক্ষ বিষয় পতি নামেই অভিহিত

হইতেন। বিষয় কার্যালয়ে জমা ও জমীর পরিমাণ রক্ষিত হইত। বিষয়পতিগণ রাজার নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্ত দায়ী ছিলেন। বিষয় কার্যালয়ের সর্ব প্রধান লিপিকর “জ্যেষ্ঠ কারহ” নামে পরিচিত ছিলেন। “করণিক”গণ আইন সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন এবং ব্যবহার শাস্ত্র বিভাগের লিপিকরদিগের অধ্যক্ষ “মহাকরণাধ্যক্ষ” নামে অভিহিত হইতেন। “দশগ্রামিক”কে সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠকারহের অধীনেই থাকিতে হইত। “অধিকরণের” অধীনে “সাধনিক,” “ব্যাপার কারগুর,” “মহন্তর,” “পুস্তপাল,” “কুলবার” প্রভৃতি ছিল। পুস্তপালের পদ মহন্তর দিগের অধীনে ছিল। ইনি গ্রামের জমিজমার বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রাদির রক্ষক ছিলেন। “বিনিযুক্তক” কর্মচারী নিয়োগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বাণিজ্যাদি কার্য পরিদর্শন জন্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, উহার পরিচালনার ভার “ব্যাপার কারগুরের”হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তাঁহার অধীনে “ব্যাপারগুর”পদ ছিল। “ব্যাপার কারগুর” হইতে সাধনিকের পদ উচ্চতর ছিল। “দোঃ সাধসাধনিক” বা “দৌসাধিক,” নিয়োজিত শ্রমজীবী দিগের পরিদর্শক ছিলেন। “ভোগপতি” খাদ্যজব্যাদির সরবরাহক ছিলেন। বিচারকার্য একাধিক প্রোড়বিবাক কর্তৃক সম্পন্ন হইত এবং সর্বপ্রধান প্রোড়বিবাক “মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ” নামে অভিহিত হইতেন। সন্ধি এবং বিগ্রহ নিপূণ সচিব “সান্ধিবিগ্রহিক” এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বিনি সর্বপ্রধান ছিলেন, তিনি “মহাসান্ধি বিগ্রহিক” নামে পরিচিত ছিলেন। রাজকীয় শিল মোহর রক্ষাকারী কর্মচারী “মুদ্রাধিকৃত” এবং ইহাদিগের অধ্যক্ষ “মহামুদ্রাধিকৃত” বলিয়া অভিহিত হইতেন। গুপ্ত বস্তুগা সচিবকে “অস্তরঙ্গ” এবং তাঁহাদিগের অধ্যক্ষকে “অস্তরঙ্গোপনিক” বলা হইত। রাজ লেখ্য রক্ষকের পদ “অক্ষপটলিক” এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান কর্মচারী “মহাঅক্ষপটলিক” বলিয়া পরিচিত ছিল। একাধিক পুররক্ষি

বা দৌবারিকের পদ ছিল, ইহার। “প্রতীহার” নামে এবং ইহাদিগের অধ্যক্ষ “মহাপ্রতীহার” নামে অভিহিত হইত। নগর রক্ষক “প্রান্তপাল” নামে, গ্রামাধ্যক্ষ “গ্রামপতি” বা “গ্রামিক” নামে, দূত “গমাগমিক” নামে, দ্রুতগামী দূত “অভিভ্রম মান” নামে, দুর্গ রক্ষক “কোটপাল” নামে, ক্ষেত্র রক্ষক “ক্ষেত্রপ” নামে, পরিচিত হইত। ভাণ্ডার বা রাজকোষের ভার কোষপালের হস্তে হস্ত ছিল। কণকাধ্যক্ষ “ভৌরিক” নামে এবং এই শ্রেণীস্থ কর্মচারী গণের প্রধান “মহাভৌরিক” নামে অভিহিত হইত। ফৌজদারী বিভাগের বিচারপতি “দণ্ডনায়ক” নামে এবং এই বিভাগের সর্বপ্রধান বিচারপতি “মহাদণ্ডনায়ক” নামে, কারাধ্যক্ষ “দণ্ডপালিক” নামে, দণ্ড্যতন্ত্রাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক কর্মচারী, “চৌরোদ্ধরণিক” নামে অভিহিত হইত।

রাজ্যমধ্যে শাস্তি রক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, ১৩৫টি পদাতিক লইয়া এক একটি “গণ” সংগঠিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষকে “গণস্থ” বলিত। এই শ্রেণীর সর্বপ্রধান কর্মচারী “মহাগণস্থ” নামে পরিচিত হইত। রাজ্যের সুরক্ষা বিধানের জন্য বিদ্রুতি অহুসারে ছই তিন, পাঁচ কিম্বা একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে একদল সৈন্ত সংস্থাপন পূর্বক এক একটি “গুপ্ত” প্রতিষ্ঠিত হইত। তাহাদের অধ্যক্ষ “গৌরিক” নামে অভিহিত হইত।

নৌসেনার অধ্যক্ষকে “নাকাধ্যক্ষ” বলা হইত। স্থলযুদ্ধে যিনি সৈন্ত চালনা করিতেন তাঁহার পদের নাম “বৃহপতি” এবং এই শ্রেণীর কর্মচারী গণের প্রধান “মহাবৃহপতি” নামে পরিচিত ছিল। সামন্তদিগের ও সৈন্তের ভ্রমাবধারণকের পদের নাম “মহাসামন্তাধিপতি” ছিল। প্রধান সেনাপতি “মহা সেনাপতি” বা “মহা বলাধ্যক্ষ” নামে অভিহিত হইত।

রাজার হস্তীশ্রেণী দূর হইতে জলদমালা বলিয়া বোধ হইত। সামন্ত রাজগণের অশ্বখুরোখিত খুলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন হইত। গজ-

সেনাধিকৃত কৰ্ম সচিব “হস্তি ব্যাপ্তক” নামে এবং অখারোহী সেনাধিকৃত কৰ্মসচিব “অশ্ব ব্যাপ্তক” নামে, অভিহিত হইত। গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেঘ প্রভৃতির অধ্যক্ষ, “গো-মহিষ অজ অবিকাদি ব্যাপ্তক” বলিয়া পরিচিত ছিল।

রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচার বিতরণের ও শাস্তিরক্ষার জন্ত “উপরিকগণ” নিযুক্ত হইতেন। উপরিকগণের এক একটি অধিকরণ বা কার্যালয় ছিল, এই কার্যালয়ের কর্মচারীগণ “অধিকরণিক” নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদিগের কার্য প্রণালী পরিদর্শন করিবার জন্ত রাজধানীতে “বৃহৎপরিকের” কার্যালয় ছিল।

“দণ্ডশাস্তিক” দণ্ড প্রদান করিতেন। “দণ্ডপাশিক” দণ্ড দানের যন্ত্রাদির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। “মহাসামন্তাধিপতি” সামন্তদিগের ও সৈন্তের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। “নাকাধ্যক্ষের হস্তে নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষতা ব্রহ্ম ছিল। নৌকা বা জাহাজাদি-নিৰ্ম্মাণ স্থান “নাবাতাক্কেণী” নামে পরিচিত ছিল।

রাজা ভূমিদান বা নিবন্ধ করিলে তাবী সাধু রাজার পরিজ্ঞানার্থ লেখ্য করাইতেন এবং কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে নিজবংশ পিতাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতি গৃহীতার নাম ও তাহার বংশ-পরিচয়, প্রতি গ্রহের পরিমাণ এবং গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃ সীমা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিতেন। উহাতে কালের উল্লেখ থাকিত এবং উহা নিজ স্মৃত্তায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন করিয়া দিতেন (১)।

(১) “দস্তাভুসিং নিবন্ধ বা কৃষ্ণা লেখ্যক কারয়েং।

আগামি ভয়ভূগতি পরিজ্ঞানার পার্শ্বঃ।

পটে বা তাম্রপটে বা স্মৃত্ত্যোপরি চিহ্নিতব্।

অভিলেখ্যাজনো বংশানামানাক মহীপতিঃ।

“রাজা কাহাকেও ভূমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতি পুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া “মতমন্ত ভবতাম্” বলিয়া তাহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতেন। কোন গ্রামে কাহারো বাস করিবে, কাহারো কৃষিকৰ্ষণ করিবে, কাহারো উৎপন্ন শস্ত উপভোগ করিবে, তাহার সহিত প্রথমে রাজার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না ;—গ্রামের লোকেই তাহার একমাত্র নিয়ামক ছিল। ভূমি বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত বাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না ;—কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত” এবং গ্রামের মহত্তর দিগের মধ্যস্থতার বিক্রয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ফরিদপুরের তান্ত্রশাসনগুলি হইতে জানা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থানে ভূমির স্বত্ব স্বামী স্ব কোনও ব্যক্তি বিশেষের ছিলনা, উহা গ্রামের প্রকৃতি পুঞ্জের (প্রকৃতয়ঃ) একমালী সম্পত্তি ছিল। ক্রেতা গ্রামস্থিত প্রকৃতি পুঞ্জের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেন, “আমার নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক বিষয়াদি ভূমি বিভাগ করিয়া আমাকে প্রদান করুন।” প্রকৃতিপুঞ্জ পুস্তপালের অবধারণ অনুসারে দেশ প্রচলিত রীত্যনুযায়ী মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। ফরিদপুরের তান্ত্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, তৎকালে ১৭ বিঘা জমীর মূল্য ৪ দ্বীনার অথবা ৩২ টাকা ছিল।

কেশব সেনের তান্ত্রশাসনোন্নিখিত “তৎ সজল নানা পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুণাক নারিকেলাদিকং লগ্গয়িত্বা পুস্ত্র পৌত্রাদি সন্ততি ক্রমণ

প্রতিগ্রহ পরীমানং দানাজ্ছেদোপ বর্ণনম্ ।

বহন্ত কাল সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ হিরম্ ॥”

বাঙ্গ, ১ অ। ৩১৮—৩২০ ।

“স্বচ্ছনোপ ভোগেনোপ ভোক্তং” প্রভৃতি উক্তি—প্রশিধান যোগ্য ; বর্তমান সময়েও জমির পাট্টার এইরূপ লিখিত হয় ।

বিবিধ তাত্ত্বশাসন ও শিলা লিপিতে নিম্নলিখিত কৰ্ম্মচারীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় ।—

রাজভুক্ত, রাজামাত্য, বিবর পতি, ষষ্ঠাধিকৃত, সেনাপতি, দণ্ড শক্তিক, দণ্ডপালিক চৌরোদ্ধোরগিক, দোঃ সাধ-সাধনিক বা দোঃ সাধিক, দূত, গমাগমিক, অভিভূতমাণ, নাকাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌদ্ধিক, গৌন্মিক, তদা যুক্তক, বিনিযুক্তক ; ভোগপতি, মহামহন্তর, মহন্তর, দশগ্রামিক, বিবর ব্যবহারিক, জ্যেষ্ঠকার্য্য, মহাসামন্তাধিপতি ; বিবরপতি, হন্ত্যধ্যক্ষ, অধাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মহিবাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেবাধ্যক্ষ, মহাসাক্ষি বিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাকর্ত্তাকৃত্তিক, মহাকুমারামাত্য, উপরিক, ক্ষেত্রপাল, প্রান্তপাল, কোবপাল, দূত প্রেবনিক, মহাব্যূহপতি, মণ্ডলপতি, মহাসেনাপতি, মহাকূটপালিক, কোট্টপাল, বিবরকার, মহাসামন্ত, অন্তরঙ্গ, মহামুদ্রাধিকৃত, বৃহৎপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাগণস্থ, পুরোহিত, মহাপীলুপতি, মহাভৌরিক, দণ্ডনারক, মহাধৰ্ম্মাধ্যক্ষ ।

তাত্ত্বশাসনোল্লিখিত রাজকৰ্ম্মচারিগণের সংখ্যা পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাজ্য স্বরক্ষিত ও সুশাসিত করিতে হইলে বাহা বাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ের কোনই অভাব ছিল না ।

রাজভুক্ত—“রাজভূতানাং সমূহঃ” (এই অর্থে রাজভুক্ত + কণ্—সমুহার্থে)
কব্জির সমূহ, রাজক । শ্রীযুক্ত আশু লিখিয়াছেন, “a collection of warriors or Kshatriyas.”

রাণক—ওরেটমেকটসাহেব “রাজী-রাণক” যুক্ত পদরূপে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন, “Ranak probably means queen's

relation.” অধ্যাপক বসাকের মতে, “রাণক” এক শ্রেণীর সামন্ত নরপালের পদ বিজ্ঞাপক উপাধি মাত্র ।

রাজ্যমাত্য—প্রধান মন্ত্রী, Prime minister.

মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি ।

“কুলশীল গুণোপেতঃ সর্বধর্ম্মপরায়ণঃ ।

প্রবীণঃ প্রেবণাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিদীযতে” ॥

ইতি চাণক্যম্ ।

তত্ত্ব লক্ষণং যথা:—

“সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্ব শাস্ত্র বিশারদঃ ।

বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণো ভবেৎ ॥”

সম্ভবতঃ বিচারকার্য্য একাধিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা নিশ্চয় হইত, সর্বপ্রধান প্রাড়্‌বিবাক বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহা ধর্ম্মাধ্যক্ষ নামে অভিহিত হইত । Chief Justice.

মহাসাক্ষি বিগ্রহিক, সাক্ষিবিগ্রহিক,—সাক্ষি এবং বিগ্রহ নিপুণ সচীব প্রধান ।

মিঃ ওয়েষ্ট মেকট লিখিয়াছেন, “a great officer for making treaties and declaring war.”

অন্তরঙ্গ—ওয়েষ্ট মেকটের মতে “servant of the interior, or perhaps confidential servants,” গুপ্ত মন্ত্রণা সচীব ।

অন্তরঙ্গোপরিষ—গুপ্ত মন্ত্রণা সচীবগণের অধ্যক্ষ ।

উপরিষ, বৃহৎপরিষ—হানীর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা । উপরিষ দিগের এক একটি অধিকরণ বা বিচারালয় ছিল, এবং তাঁহারা শীলমোহর ব্যবহার করিতেন । রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচার বিতরণের এবং শান্তি রক্ষার জন্য উপরিষগণ নিযুক্ত হইতেন । তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী পরিদর্শন জন্য রাজধানীতে বৃহৎপরিষের

কার্যালয় ছিল। অধ্যাপক লাসেন বলেন “Overseer of the officers of criminal law” ; অর্থাৎ ফৌজদারী বিভাগের কার্য পরিদর্শক। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পূজাপাদ ত্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে অন্তরঙ্গ বৃহদ্পরিক (অন্তরঙ্গানাং বৃহদ্পরিকঃ) একটি পদের নাম। যাহারা রাজ্যান্তঃপুরে প্রবেশলাভের অধিকারী সেই সকল ভৃত্যবর্গের অধিনায়কের নাম অন্তরঙ্গ বৃহদ্পরিকঃ।

রাজস্থানীয়োপরিক—গোড়ের ইতিহাস প্রণেতা ত্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে “রাজস্থানীয় প্রধান শাসনকর্তা” Vicercy।

সেনাপতি, মহাসেনাপতি—সেনাপতি লক্ষণঃ যথাঃ—

“কুলীনঃ শীল সম্পন্নো ধনুর্বেদ বিশারদঃ।

হস্তি শিক্ষাশিক্ষানু কুশলঃ শত্রু ভাবণঃ ॥

নিমন্তে শকুন জ্ঞানে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে।

কৃতজ্ঞঃ কৰ্ম্মণাং শূর স্তথা ক্লেশ সহ ঋতুঃ ॥

বৃহত্তত্ব বিধানজ্ঞঃ ক্ষমতার বিশেষ বিৎ।

রাজ্য সেনাপতিঃ কার্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহথবা”।

মৎস্য পুরাণ ১৮৯ অধ্যায়।

“সেনাপতি দ্বিত্যবাসঃ স্বামিতত্ত্বঃ সুধীরভীঃ।

অভ্যাসী বাহনে শস্ত্রে শাস্ত্রে চ বিজয়ী যুগে” ॥

কবি কল্প-লতা।

প্রধান সেনাপতি মহাবলাধ্যক্ষ নামেও অভিহিত হইত।

মহাসামন্তাধিপতি—সামন্তদিগের ও সৈন্তের তত্ত্বাবধায়ক। ৮রাজেন্দ্র

লাল মিত্রের মতে The Generalissimo.

মহামুদ্রাধিকৃত—মিঃ ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছেন “Great mint

master” কিন্তু ‘মুজা’ শব্দ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রিকা অপেক্ষা শীল-মোহর অর্থেই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সুতরাং মহামুজা-ধিকৃত শব্দে রাজকীয় শীলমোহর রক্ষাকারী “Keeper of the Seal and the Exchequer, বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

মহাক্ষপটলিক—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ ; ওয়েষ্ট মেকটের মতে “Chief Justice.” পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না । তিনি অক্ষপটল শব্দের অর্থ করিয়াছেন, “law-suit and collection” । অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে, রাজ লেখা-রক্ষক । গোড়ের ইতিহাস প্রণেতা বলেন, “তখন দ্ব্যতক্রীড়ার অত্যন্ত প্রাহুর্ভাব ছিল । দ্ব্যতা-গার সমূহের কার্য্যাধ্যক্ষকে “অক্ষপটলিক” বলিত । অক্ষপটলিকগণ দ্ব্যতাগার হইতে কর আদায় করিতেন ; রাজগণ সেই কর গ্রহণ করিতেন । “মহাক্ষপটলিক”, অক্ষপটলিকদিগের প্রধান ছিলেন । দ্ব্যতাগারের প্রধান দ্ব্যত কারককে “সভিক” বলিত ।”

মহাপ্রতীহার—পুররক্ষিগণের অধ্যক্ষ বা, দৌবারিক-শ্রেষ্ঠ । ওয়েষ্ট মেকট বলেন, “Great door keeper, probably Commander of the body guards ।” রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, The grand warder । চাণক্য সংগ্রহে লিখিত আছে :—

“ইজিতাকার তত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ ।

অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥”

মৎস্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে:—

“প্রাণ্ডঃ স্তুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ ।

চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে” ॥

মহাভোগিক—ওয়েষ্ট মেকটের মতে, An officer in charge of Revenue, from a special right over the land called “bhoga.”
কর সংগ্রাহক কর্মচারী । কিন্তু “ভোগিক” শব্দে অশ্বরক্ষককেই বুঝাইয়া থাকে ।

মহাভোরিক—“ভোরিক: কনকাধ্যক্ষো” ইতি হেমচন্দ্রঃ ।

মহা ভোরিক, কনকাধ্যক্ষ শ্রেণীস্থ কর্মচারীগণের প্রধান ।

মহাপীলুপতি—ওয়েষ্ট মেকটের মতে, “Head of the Forest department of the Revenue,” কিন্তু গজ রক্ষক অর্থেই পীলুপতি শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত । সুতরাং উহা প্রধান গজ রক্ষক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ।

গৌল্লিক—“একে ভৈকরথা ত্রাশ্বাঃ পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকাঃ ॥

সেনা সেনাযুধং গুল্মো বাহিনী পুতনা চমুঃ ।

অনৌকিনী চ পন্তেঃ শ্বাদিভাদৈ্য দ্বিগুণৈঃ ক্রমাৎ ॥”

হেমচন্দ্রঃ ।

“গুল্মঃ সেনা সংখ্যা বিশেষঃ । অত্র গজা নব রথা নব অশ্বাঃ
সপ্তবিংশতিঃ পদাতয়ঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ সমুদায়েন নবতিঃ ।
ইত্যমরঃ ।

“দ্বয়োত্তরাণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্ ।

তথা গ্রাম শতানাঞ্চ কুৰ্য্যাদ্রাষ্ট্রসু সংগ্রহম্” ॥

মহু, ৭ অ । ১১৪ ।

অর্থাৎ রাজ্যের স্বরক্ষাবিধানার্থে বিস্তৃতি অনুসারে হই, তিন
কিষা পাঁচ অথবা একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের
অধীনে একদল সৈন্য সংস্থাপন পূর্বক [একটি ‘গুল্ম’ অর্থাৎ অধিষ্ঠান
নির্দেশ করা কর্তব্য ।

মহাগণস্থ—গণং সেনা সংখ্যা বিশেষঃ । “গজাঃ ২৭ রথা ২৭ অশ্ব ৮১ পদাতিকা ১৩৫ সমুদায়েন ২৭০” । ইত্যমরঃ । রাজ্য মধ্যে শাস্তিরক্ষার্থ স্থানে স্থানে ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, ১৩৫টি পদাতিক লইয়া এক একটি “গণ” সংঘটিত হইত । তাহাদের অধ্যক্ষকে “গণস্থ” বলিত । “মহাগণস্থ” সেই শ্রেণীর কৰ্মচারিবর্গের প্রধান ছিলেন । একরথ, একগজ, তিন অশ্ব ও পঞ্চপদাতিক লইয়া যে একটি সেনাদল গঠিত হইত, তাহার নাম “পত্তি” । তিনটি পত্তি একত্র হইলে তাহাকে “সেনামুখ” বলিত ; তিনটি সেনামুখ মিলিয়া একটি “গুপ্ত” এবং তিনটি গুপ্ত লইয়া একটি “গণ” গঠিত হইত ।

দণ্ডপাশিক—উইল কোর্ডের মতে “Keeper of the instruments of punishment”, বধাধিকৃত পুরুষ ; সম্ভবতঃ ফৌজদারী বিভাগের কারাধ্যক্ষ ।

দণ্ডনায়ক, মহাদণ্ডনায়ক,—“চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষঃ সেনানী দণ্ডনায়কঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ । শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, মহাদণ্ডনায়ক ফৌজদারী বিভাগের প্রধান বিচারপতি বলিয়া অনুমান করেন । ওয়েষ্ট মেকটের মতে “দণ্ডনায়ক,” দণ্ড পাশিকের অধীনস্থ কৰ্মচারী । ৬রা জেজ লাল মিত্রের মতে মহাদণ্ডনায়ক শব্দে, The chief Criminal Judge বুঝায় ।

চোরোদ্ধরণিক—দস্যু তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক কৰ্মচারী বিশেষ । ওয়েষ্টমেকট লিখিয়াছেন, “Thief catcher ; this was probably a military appointment, established to cope with the predatory bands which infested the country.”

নৌবল-ব্যাপ্তক—নৌসেনাধিকৃত কৰ্মসচিব । “নিয়োগী কৰ্মসচিব আয়ুক্তো ব্যাপ্তক সঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥

হস্তি ব্যাপ্তক - গজসেনাধিকৃত কৰ্ম্মসচিব ।

অশ্ব ব্যাপ্তক—অশ্বরোহী সেনাধিকৃত কৰ্ম্মসচিব ।

গো ব্যাপ্তক—গবাধ্যক্ষ ।

মহিষ ব্যাপ্তক—মহিষাধ্যক্ষ ।

অজ ব্যাপ্তক—ছাগাধ্যক্ষ ।

অবিকাদি ব্যাপ্তক—মেঘ প্রভৃতির অধ্যক্ষ ।

মহাব্যাহপতি—যুদ্ধে সৈন্ত রচনার নাম ব্যাহ । “শিবিরং রচনা তু

স্যাৎ ব্যাহো দণ্ডাদিকো যুধি” । হেমচন্দ্রঃ ।

“সমগ্রস্য তু সৈন্তস্ত বিতাসঃ স্থান ভেদতঃ ।

সব্যাহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবী ভূজাম্ ॥

ব্যাহভেদান্ত চত্বারো দণ্ডো ভোগোহস্ত্র মণ্ডলম্ ।

অসংহতশ্চ নির্ণীতা নীতি সারাদি সম্বতাঃ ॥

অন্ত্বেহপি প্রকৃতি ব্যাহাঃ ক্রৌঞ্চ চক্রাদয়ঃ কচিং ।

তির্য্যগ্ বৃন্তিস্ত দণ্ডঃ স্যান্তোগোষাবৃন্তিরেবচ ॥

মণ্ডলং সৰ্কটোবৃন্তিঃ পৃথগ্ বৃন্তিরসংহতঃ ।

সৈন্তানাং নীতিসারাদৌ ব্যাহভেদাঃ সমীপিতাঃ” ॥

শব্দ রত্নাবলী ।

এখন যেসকল যুদ্ধে ব্যাহ রচনাধারা সৈন্ত সমাবেশ প্রথা প্রচলিত আছে, প্রাচীন কালেও যুদ্ধে তদ্রূপ ব্যাহরচনার নিয়ম প্রচলিত ছিল; মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিবরণ পাঠে তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। মথাদি ঋষিগণও যুদ্ধে ব্যাহ রচনার বিধান করিয়াছিলেন, তাহাও মহাসংহিতাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। পূর্বকালে হচীমুখ, বজ্রাখ্য, ক্রৌঞ্চাক্ষণ, গারুড়, অর্ধচন্দ্র, ব্যাল, মকর, শ্রেন, মণ্ডল, সাগর, শূলটক, চক্র, চক্র শব্দট, পদ্ম, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাহ রচনা দ্বারা যুদ্ধকালে

সৈন্ত সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। যিনি বাহ রচনাকারী সেনাপতিগণ মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান ছিলেন, তাহাকে “মহাবাহুপতি” বলা হইত। এই শব্দটি ভোজবর্ণা ও হরিবর্ণার তাম্রশাসনেই কেবলমাত্র উল্লিখিত হইরাছে।

পুস্তপাল—গ্রামের জমা জমীর বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রাদির রক্ষক।

পুস্তপালের পদ মহত্তর দিগের অধীনে ছিল।

ব্যাপার কারণ্ডয়, ব্যাপারাগুয়—দেশের ব্যবসা বাণিজ্যাদি পরিদর্শনকারী প্রধান কর্মচারী। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য প্রধানতঃ অর্ণব পোতেই সম্পন্ন হইত। বাণিজ্যাদি কার্য পরিদর্শন করিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্রবিভাগ ছিল; উহার পরিচালনার ভার “ব্যাপার কারণ্ডয়ের” হস্তে গুস্ত ছিল। তাঁহার অধীনে “ব্যাপারাগুয়” পদ ছিল।

অধিকরণ—বিচারালয়।

অধিকরণিক—অধিকরণে অর্থাৎ ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত বিচার কর্তা।

শৌদ্ধিক—“শুদ্ধাধ্যক্ষস্ত শৌদ্ধিকঃ” ইতি হেমচন্দ্র। শুদ্ধাধ্যক্ষ। Toll Collector। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক, “শৌদ্ধিক শব্দটি আধুনিক Custom officer এর পদ বিজ্ঞাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৩রা জেজুলাল মিত্রের মতে Collectors of Custom.

মণ্ডলপতি—মণ্ডল, প্রদেশের অংশ; পরগণা। হিন্দু শাসন সময়ে শাসন সৌকর্য্যার্থে বঙ্গদেশ কতিপয় মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। মণ্ডলপতি কর্তৃক মণ্ডলগুলি শাসিত হইত। মোসলমান শাসন সময়ে মণ্ডলগুলি পরগণায় পরিণত হইরাছিল। “মণ্ডলঃ দেশঃ দ্বাদশ রাজকম্” ইতি মেদিনী ॥ “দেশো জনপদো নীবৃৎ রাষ্ট্রং নির্গচ্চ মণ্ডলম্” ॥ হেমচন্দ্র। চতুঃশতবোজন প্রদেশের অধিপতির নাম মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ বা মণ্ডলেশ্বর। “চতুর্বোজন পর্য্যন্তমধিকারঃ নৃপস্ত চ। যো রাজা বহু ভূ

গুণঃ স এব মণ্ডলেখরঃ” ॥ যিনি নৃপ ও মণ্ডলাধিপগণের শাসক এবং রাজস্বর যজ্ঞকারী, তাঁহার নাম সম্রাট। যথা—“যঃ সর্বমণ্ডলন্তেশো রাজস্বরঃ চ যো যজ্ঞে । চক্রবর্তী সার্কভোমন্তে তু দ্বাদশ ভারতে” ॥ হেমচন্দ্রঃ । “অত্রো ভূম্যেক দেশাধিপো মণ্ডলেখরঃ স্তাৎ । মণ্ডলস্ত অরি-মিত্রাদি রূপস্ত দেশস্ত ঈষরো মণ্ডলেখবঃ । এক দেশাধিপ ইত্যর্থঃ । স্ত্রান্মণ্ডলং দ্বাদশ রাজকে চ দেশে চ বিধে চ কদম্বকে চ ।” ইতি বিখঃ ॥ তস্ত লক্ষণম্—“চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্ত চ । যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেখরঃ । ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ত্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৮৬ অধ্যায়ঃ ॥

ইহা হইতে প্রতাপন্ন হয় যে, মণ্ডলাধিপতি দুর্গস্থ থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন। কামন্দকীয় নীতিসার হইতে জানা যায় যে, মণ্ডলাধিপতির কোষ-দণ্ড-অমাত্য-মন্ত্রী-দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা :—

“উপেতঃ কোষ দণ্ডাত্যাঃ সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।

দুর্গস্থ শ্চিত্ত্বরেৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ” ॥ ৮।১।

মণ্ডলাধিপতিগণ পরমেখর-পরমভট্টারক-রাজাধিরাজের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন (১) ।

বিষয় পতি—মণ্ডলগুলি কতিপয় বিষয়ে বিভক্ত ছিল। কয়েকটা গ্রাম লইয়া এক একটা বিষয় হইত। বিষয়গুলি শাসনের ভার “বিষয় পতির” হস্তে স্তৃত ছিল। উহার “বিষয় মহন্তর,” ও “বিষয়কার” নামেও অভিহিত হইত।

“বর্ষং বর্ষ ধরাজকং বিষয় স্তূপ বর্ত্তনম্ ।

দেশো জনপদো নীযুৎ রাষ্ট্রং নির্গচ্চ মণ্ডলম্ ॥ হেমচন্দ্রঃ ।

মহা সর্কাধি কৃত—বাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে ; যন্ত্রী প্রভৃতি ।

ইহা হইতেই সর্বাধিকারী উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহা
প্রণিধান যোগ্য ।

কোটপাল—দুর্গরক্ষক । “কোট দুর্গে পুনঃ সমে” ইতি হেমচন্দ্রঃ । “কোটম্
দুর্গম্ । কেল্লা, গড় ইতি ভাষা”—শব্দকল্পদ্রুম । কোট্ট :—দুর্গ-
পুরম্ । ইতি লিঙ্গাদি সংগ্রহে অমরঃ ।

মহা করণাধ্যক্ষ, করণিক—ডাঃ কিলহর্নের মতে করণিকগণ আইন-
সংক্রান্ত দলিলের লেখক ছিলেন । সুতরাং মহাকরণাধ্যক্ষ সম্ভবতঃ
ব্যবহার শাস্ত্র বিভাগের লিপিকর দিগের অধ্যক্ষ ছিলেন ।

জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহাকায়স্থ—সাধারণ লেখক দিগের অধ্যক্ষ । জ্যেষ্ঠকায়স্থ
সম্ভবতঃ “বিষয়” কার্যালয়ে থাকিয়া সাধারণ লেখকদিগের কার্য-
প্রণালীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন । “লেখকঃ স্ত্রাং লিপিকরঃ কায়স্থোহ-
ক্ষরজীবিকঃ”—হলায়ুধ । বাজবল্য সংহিতায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন,
“কায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাস্ত” । মুচ্ছকটিক নাটকে লিখিত হইয়াছে,
“অধিকরণিক—ভোঃ শ্রেষ্ঠি কায়স্থো ! “ন মর্যেতি ব্যবহারপদং প্রথমভি-
লিখ্যতাম্ ।” কায়স্থ—জ্ঞঃ অজ্ঞো আগবেদি । তথা কৃত্বা অজ্ঞ !
লিহিৎ” । বিষ্ণুসংহিতায় (৭ অঃ—১) লিখিত হইয়াছে, “অত্র
লেখ্যঃ ত্রিবিধঃ রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকম্ অসাক্ষিকঞ্চ । রাজাধিকরণে
তদ্বিস্তৃত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতম্, রাজসাক্ষিকম্” ।

তরিক—গোড়ের ইতিহাস গ্রন্থে পণ্ডিত জীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী
উইল কোর্ডের মতামতসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, “তরিক” নোসেনা
বিভাগের অধ্যক্ষ, Chief of the Boats । কিন্তু মিতাক্ষরা হইতে
জানা যায় যে, “তীর্থ্যত্যানেন তয়ে নাবাদি শুভ্রস্তঃ শুভ্রং তদগ্রহণে
অধিকৃত তরিকঃ” । সুতরাং “তরিক” শব্দ তরণার্থ মের শুভ্র গ্রহণে
অধিকারী বা পার গমনের শুভ্র গ্রহণকারী ব্যক্তিকেই বুঝায় ।

তদায়ুক্তক—(তদ্বিন আয়ুক্ত ৭৩৭ স্বার্থে কণ্.) রাজপরিষদ । ৬ রাজেন্দ্র
লাল মিত্রের মতে Inspectors of wards. উইল ফোর্ডের মতে,
Chief guard of the wards.

বিনিয়ুক্তক—কর্মচারি নিয়োগের অধ্যক্ষ । Superintendents of the
appointments. উইল ফোর্ড লিখিয়াছেন, Director of affairs.
ভোগপতি—ভোগ=স্ত্রী প্রভৃতির ভূতি, পণ্য স্ত্রীদিগের বেতন, হস্তী,
অশ্ব, কর্মকার প্রভৃতির বেতন । সুতরাং ইহাদিগের বেতনাদি
বটনের অধ্যক্ষকে সম্ভবতঃ ভোগপতি বলা হইত । ভোগপতি শব্দে
নগর বা প্রদেশাদির শাসনকর্তাকেও বুঝাইয়া থাকে ।

দাণ্ডিক—দণ্ড ধারক, দণ্ডধারী, ছড়িবরদার, আসাবরদার । ৬ রাজেন্দ্র
লাল মিত্রের মতে The mace bearers.

ক্ষেত্রপ—“ক্ষেত্রপঃ ক্ষেত্ররক্ষকে” । ৬ রাজেন্দ্র মিত্রের মতে Supervisors
of Cultivation,

প্রান্ত পাল—নগর রক্ষক । ৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Boundary
Rangers. উইল ফোর্ডের মতে, Guards of the suburbs.
কোষপাল, কোশপাল—“কুস্যতে আকুস্যতে আরহ্মানেভ্যঃ কোষঃ । ইতি
ভরতঃ । কোষ রক্ষক, ভাণ্ডার রক্ষক । Treasurers.

খণ্ডরক্ষ—৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে Superintendents of wards.
উইল ফোর্ড লিখিয়াছেন, Guard of the wards of the City.

গ্রামপতি, গ্রামিক—গ্রাম রক্ষণে নিযুক্ত, গ্রামাধ্যক্ষ ।

“বানি রাজ প্রদেশানি প্রত্যহং গ্রাম বাসিভিঃ ।

অন্নপানেক্ষনাদীনি গ্রামিক স্তান্ত বাপ্পুয়াং” ॥

দৌঃ সাধ সাধনিক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে দ্বারপাল
বা গ্রাম পরিদর্শক । উইল ফোর্ডের মতে “Chief obviator of

difficulties” অধ্যাপক ল্যাসন, “Minister of public works” বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

নাবাতাক্কেণী—নৌকা বা জাহাজাদি নির্মাণ স্থান ।

নাকাধ্যক্ষ—নৌসেনা বিভাগের অধ্যক্ষ । গোড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে “শান্তি রক্ষার্থ রাজ্যে বিভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপিত সেনাদলের অধ্যক্ষ ।

মহাকুমারামাত্য—যুবরাজের প্রধান অমাত্য । Chief Minister of the heir apparent. উইল ফোর্ডের মতে Chief instructor of children.

মহাকর্তা কৃতিক—গোড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে, “সমুদয় প্রধান কার্যের তত্ত্বাবধায়ক” ।

৮রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে The chief investigator of all works. সৌনিক, শৌনিক—শীকারী কুকুর সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ।

গমাগমিক—দূত, Messengers

অভিষ্করমাণ—দ্রুতগামী দূত । Swift messengers.

দ্রুত পেসনিক - দ্রুতগামী দূতদিগের অধ্যক্ষ, Chief of swift messengers.

পীঠিকা বিস্ত—ভাস্কর । পীঠিকা—মূর্তি বা স্তম্ভাদির মূল ভাগ ।

চটু ভট্ট—প্রায় সমুদয় তান্ত্রশাসনেই দেখা যায় যে, বাহাতে চাটু ভাট অথবা চট্ট ভট্ট গণ, প্রদত্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া অশান্তি উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে । এই চট্ট ভট্ট শব্দে কাহা-দিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে । ওয়েষ্ট মেকট সাহেব চট্ট ভট্ট দিগকে কুবজ শ্রেণীর লোক বলিয়া অনুমান করেন । স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে, ইহারা দেশের সর্বত্র ভ্রমণ

করিয়া গুপ্ত বার্তার সংগ্রহ করিত। তিনি বলেন “চট্ট শব্দে চাটগাঁ অঞ্চলের ও ভট্ট শব্দে ভূটান অঞ্চলের লোকদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, চাটগাঁ ও ভূটান অঞ্চলের লোক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিত”। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ চট্টগ্রাম ও ভূটান অঞ্চল যে বঙ্গীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সীমান্তবাসী জনগণ, ভিন্ন রাজ্যের আজ্ঞা পালন করিবে কেন? ডাক্তার ভোগেল “চার” শব্দ হইতে চাট বা চট্ট শব্দ আসিয়াছে মনে করিয়া, যে “চার” (পরগণা-ধিপতি) শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া দিত এবং দণ্ডনীয় অপরাধের নিবারণ করিত, চাট শব্দ দ্বারা তাহাকেই বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ অংশের আনন্দগিরি কৃত টীকার লিখিত আছে :—

“তস্মাৎ তার্কিক চাট ভাট রাজা প্রবেশ্যৎ হুগ্ধমিদম্

অন্নবুদ্ধ্যগম্যং শাস্ত্র গুরু প্রসাদ রহিতৈশ্চ”।

আনন্দগিরি বলেন, “আর্য্য মর্য্যাদাং ভিন্দানাস্চাটো বিবক্ষ্যতে ভাটাস্ত সেবকা মিথ্যাভাষিণঃ তেষাং সর্ব্বেষাং রাজানন্তার্কিকাস্তৈরপ্রবেশ্ত মনাক্র-মণৌ মিদং ব্রহ্মাষ্ট্রৈকত্বম্ ইতি যাবৎ”। আনন্দগিরির উক্তিতে বোধ হয়, চাট কোন অনার্য্য হুর্দাস্ত বস্ত্র জাতির নাম এবং ভাটশব্দে মিথ্যাভাবী রাজ-সেবককে বুঝাইয়া থাকে।

বহু পুরাণে পাণ্ডপত নানাধায়ে লিখিত আছে :—

“চাট চারণ চৌরেভ্যো বধ বদ্ধ ভয়াদিভিঃ।

পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কার্য্যদৈশ্চ বিশেষতঃ ॥

চাটো প্রভারকাঃ বিশ্বাস্ত যে পরধনং অপহরন্তি”।

মিতাক্ষরানামাচারাদ্যায়ঃ।

হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “বোদ্ধারস্ত ভটা বোদ্ধাঃ”। রাজসেনাগণ প্রায়ই দোরাঝাকারী হইয়া থাকে । ইহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই হয়ত তাত্রশাসনে ভট্ট বা ভট শব্দ লিখিত হইয়াছে ।



ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ।

সার্ক দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে যখন হিংসা-বহুল বৈদিক-ধর্মতত্ত্ব উপেক্ষিত হইয়া শুক ও কঠোর ক্রিয়া কলাপে মাত্র পর্যাবসিত হইতে ছিল, সেই সময়ে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ কামনায় ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ কপিলবস্ত্র নগরে আবিভূত হইয়া অভিনব কৌশলে জরা মরণ সঙ্কুল সংসারে শাস্তিময় নিকাম নির্কারণ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । এই ধর্মমত অহিংসা ধর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; দয়া, সৌভ্রাত, এক প্রাণতা ইহার মূলমন্ত্র । বুদ্ধদেবের মহা পরিনির্কারণের পর প্রথম “ধর্মমহাসঙ্কতির” অধিবেশনের সময় হইতেই তদীয় শিষ্য মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া ছিল । একদল বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর নিয়মের শাসনাধীনে থাকিয়া ধর্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন । ইহাদিগের মতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই সেই কঠোর বিধানের মধ্যে থাকিয়া মোক্ষলাভের একমাত্র অধিকারী ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই ধর্মমত জ্ঞানী এবং অজ্ঞানদিগের মধ্যে সমভাবে কার্য্য করিয়া মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই । সুতরাং এই ধর্ম মত কতকটা অমুদার ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল । অপর সম্প্রদায় সমগ্র মানব জাতির মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল । সর্বজীবে দয়া ও সর্বসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন ইহাদিগের ধর্মাক্রমে নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ইহাদিগের মতে কেবল মাত্র আরাধনা দ্বারাই অতি সহজে এবং অতি দ্রুতর বোধিসত্ত্ব হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় । এজন্যই এই সম্প্রদায় এদেশে সর্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ইহারা “মহাবান” সম্প্রদায় নামে পরিচিত



অম্ববাসপৰ নামে পাপু ভাবানন্দি ।

ছিলেন এবং প্রথমোক্ত সঙ্ঘীর্ণ পন্থা সম্প্রদায়কে ইহার “হীনযান” নামে অভিহিত করিতেন। ক্রমে ক্রমে মহাযান সম্প্রদায় মধ্যেও বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়া “যোগাচার” ও ‘মাধ্যমিক’ দলের উদ্ভব হইল। মাধ্যমিক সম্প্রদায় শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই সম্প্রদায় মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজারও ব্যবস্থা হইয়াছিল; এবং ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্ব ও তারাগণের বিবিধ মূর্তি, ও বর্ণ এবং বাহনও করিত হইয়াছিল। এই মাধ্যমিক সম্প্রদায় আবার “মন্ত্রযান,” “কালচক্র যান” ও “বজ্রযান” নাম খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং ইহা হইতেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিকাশ হইয়াছিল। মাধ্যমিক পন্থীগণের উন্নত ভাব ও চিন্তা বৌদ্ধধর্ম ও সমাজকে যে উন্নত ও উদার করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হিন্দু দেব দেবীর উপর বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন অশ্রু ব্রাহ্মণ্য ধর্মীমুঠানকারীগণ মহাযানীয় শ্রমণগণকে লাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া- ছিল। হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মমত লইয়া বিরোধ থাকিলেও বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য এই ত্রিরত্নের সম্মান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে করিতেন। কালক্রমে এই ত্রিরত্নও মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। বুদ্ধের বামপার্শ্বে ত্রীবেশে ধর্ম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষবেশে সজ্বকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ত্রিরত্নের পূজার অমুঠান আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈদিক দশবিধ সংস্কার প্রচলিত ছিল।

“যে বৌদ্ধধর্ম বিতত সহস্রশাখ বৃহৎ বনস্পতির ত্রায় সমগ্র এগিরাক্রম মূক্তিকামী জনগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার প্রচার কেন্দ্রের উপকণ্ঠে, সমভট বজ্জে, যে তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও নাই। দিব্যাবদান গ্রন্থ হইতে জানা যায়, দেবতা-দিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক যে চতুরশিতি সহস্র ধর্ম রাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য-

বংশের প্রবল সহায়ক পুষ্যমিত্র তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীম প্রবাহা পদ্মা মেঘনাদের ভীষণ তরঙ্গ ভীতিই হয়ত ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাইর ধর্ম্য রাজিকা, পুষ্যমিত্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই জন্তই আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলাদিতে ও ধামরাইর ধর্ম্যরাজিকা নাম পাইয়াছি। গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। লিচ্ছবী বংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত গোপনে সন্ধন্যেব অনিষ্ট সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে, পরম তাৎপাগত সম্রাট যশোধর্ম্মণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধন্যের প্রগট গোরব পুনরায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। লৌহিত্যতীরে প্রাগজ্যোতিষেব শোণিত পিপাসু ব্রাহ্মণগণ যশোধর্ম্মার ভয়ে ভীত শঙ্কিত চিত্তে গভীর নিলীখে, পশু হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কোনও মতে রক্ষা করিয়া চলিত। এই সময়ে মহাবান ধর্ম্মান্তর্গত মল্লবান এবং শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা মূলক ধর্ম্মভাব ক্রমে ক্রমে সমাজ মধ্যে লব্ধ প্রবিষ্ট হইতেছিল। গোড়াধিপ শশাঙ্ক প্রভৃতি রাজ্য্যবর্গ শৈব ও শক্তি মূলক তাত্ত্বিক ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন জীবনের প্রথমাবস্থায় শৈব ধর্ম্মে এবং প্রৌঢ়াবস্থার প্রথম সময়ে হীনবান, পরে মহাবান পন্থায় আস্তা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধমূর্ত্তি সমূহের ও পূজা করিতেন।

টেনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর গুরু, অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত শীল ভদ্র খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শীলভদ্র নালন্দা মহা বিহারের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যের পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিগন্ত বিস্তৃত কীর্ত্তি এই বুদ্ধ মহাপণ্ডিতের জন্মস্থান বলিয়া সমতট এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সহতটের রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধ ধর্ম) ও অপধর্ম উভয় ধর্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে নানাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় ২০০০ পুৰোহিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে নানাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহাব প্রত্যেক দেব মন্দিরেই নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ উপাসনা করে। নিগ্রহ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকালে ভগবান তথাগত এক সপ্তাহকাল দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিত্র বর্তমান রহিয়াছে। এই স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্তি আটফিট উচ্চ”।

অপর চৈনিক পরিব্রাজক ইং-সিং ৬৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্বে সেঙ্গটি নামক জনৈক চীন দেশীয় পরিব্রাজক দক্ষিণ সমুদ্র বাহিয়া জলপথে চীনদেশ হইতে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, যে তৎকালে তিনি হো-লো-শে-পো-তো নামক একজন নিষ্ঠাবান “উপাসককে” সমতটের সিংহাসনে সমাসীন দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই নরপতি বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বৌদ্ধ ভ্রমণ গণের অদ্বিতীয় প্রতিপালক সঙ্কর্মের এক নিষ্ঠ সাধক এবং ত্রিরত্নের প্রতি পরম ভক্তিমান ছিলেন। ইউয়ান চোয়াং ৬৩৮ খৃঃ অব্দে সমতটের রাজধানীতে দ্বিসহস্র ভ্রমণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই পরম সৌগতোপাসক

নরপতির আশ্রয়ে শ্রমণ সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চতুঃসহস্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং প্রাচীন স্থবীর মতাবলম্বী শ্রমণগণ মহাযান-পন্থী হইয়াছিল । পরিব্রাজক ইংসিং হরিকেল বা বঙ্গে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন । এই সময়ে হরিকেল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল । হরিকেলের শিললোকনাথ খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও জনসাধারণের হৃদয়ে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত থাকিত । পণ্ডিত ফুঁসের গ্রন্থে এরূপ একখানি চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।

আসরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ভগবান বুদ্ধদেবের পরম ভক্তিম্যান উপাসক বজ্রাধিপতি খড়্গরাজ গণের বিবরণ জানা গিয়াছে । তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত একটি চৈত্য কলিকাতার যাহুকরে রক্ষিত আছে । এই চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অমুকরণে নির্মিত এবং আতপত্রাচ্ছাদিত ছিল । ইহার শীর্ষদেশের চতুর্দিকে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি চতুষ্টয়, তন্মধ্যে অপর চারিটি বুদ্ধমূর্তি এবং পাদদেশের প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া দ্বাদশটি মুদ্রাসন সংবদ্ধ বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে । আসরফপুরের উভয় তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই “অবিজাহতি হেতু ভূত, সংসার মহাঘুরাশি সংতীর্ণ, ভগবান মুনীশ্বের” এবং “অমুসম্বন্ধকার দুরীকরণে সমর্থ বৈদ্যিকদিগের বিবেক বুদ্ধির উন্মেষকারী ভাস্কর প্রেতিম জিনের তেজোময় বাক্যাবলীর” জয় ঘোষণা করা হইয়াছে । উভয় তাম্রশাসনই “পরম সৌগতোপাসক” পুরোদাস কর্তৃক উৎকীর্ণ । খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা ক্রীঃঃ খড়্গোত্তম, “সর্বলোক বন্দ্য ত্রৈলোক্য-খ্যাত-কীর্তি ভগবান সুগত এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র, ভব-বিশুব-ভেদকারী, যোগীগণের যোগসম্য ধর্ম” এবং তদীয় “অগ্রনৈর বিবিধ গুণ সম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিম্যান উপাসক” ছিলেন ।

আসরফপুরের প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি রাজকুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনাথে আচায্যাবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার বিহারিকা চতুষ্ঠয়ে এবং অপর শাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক ষটপাটক ভূমি ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালি বর্দ্ধকস্থিত আচায্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে, শাসন ভূমির অনতিদূরে একটি বুদ্ধ মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাম্রনাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পালবংশীয় প্রথম ভূপতি গোপাল মারিচা মূর্তির উপাসক ছিলেন (১)। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কুকুটিয়া ও পণ্ডিতসার গ্রামে কয়েকটি মারিচা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবপাল দেব সোমপুর বিহারের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন (২)। এই সোমপুর বিহার সমতটের অন্তর্গতছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী বা তৎসমীপবর্ত্তি কোনও সময়ে “সামতটিক সোমপুর মহাবিহারের মহাযান মতানুবলম্বী বিনয়বিং হ্রবির বীৰ্য্যোজ্ঞ” (৩) বুদ্ধগয়াতে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহার এক পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর (৪) এবং অপর পার্শ্বে মৈত্রেয় মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মূর্তির দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত আছে :—

(১) Indian Antiquary Vol IV. Page 364.

(২) Ibid Page 366.

(৩) “শ্রীসামতটিকঃ প্রবর ম
হা যান যারিনঃ শ্রীমৎ-সোমপুর মহা-
বিহারির বিনয়বিং হ্রবির-বীৰ্য্যোজ্ঞঃ ।
বদন্তে পুণ্য শুভববাচাধ্যোপা-
[ধ্যায়]-মাতা-পিতৃ-পূর্ব্বকমং কৃৎস্না সকল
[সন্ত রাশে] রম্যন্ত জ্ঞানা বাণ্ডর ইতি ”।

Archaeological Survey Reports 1908-09, Page 158.

ডাঃ ব্রক এই লিপিরকাল দশম শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৪) সোনারঙ্গগ্রামে একখানি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

“ও অনেন শুভমার্গেন প্রবিষ্টো লোকনায়কঃ (১)

অতশ্চ বোধিমার্গোহরম্ বোদ্ধমার্গ প্রকাশকঃ” ॥

সোমপুর মহাবিহার কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত । পদ্মা-মেঘনাদের তরঙ্গাধাতে বহু গ্রাম ও নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । আবার বহুশতাব্দীমধ্যে স্থানের প্রাচীন নামও বিলুপ্ত হইয়াছে । বজ্রযোগিনীগ্রামে সোমপাড়া বলিয়া একটি পল্লী আছে । আবার রেণেলের ম্যাপে সোম কোট এবং সামপুর নামক স্থানদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় । সোমপুর বিহার উপরোক্ত স্থানগুলির কোনও একটির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা এখন অসম্ভব ।

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিস বজ্রাসন বিহারের পূর্ব-দিকস্থ বাঙ্গালা দেশের বিক্রমগিরির নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন (১) । বিক্রমপুরে প্রবাদ, বজ্রযোগিনী গ্রামেই দীপঙ্করের

(১) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃষ্টাব্দে গোড়ের কোনও এক রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ শ্রী, এবং মাতার নাম প্রভাবতী । দীপঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র দানশ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । পিতা মাতা শৈশব কালে ইহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ত । কৈশোরে ইনি জ্ঞেতারি নামক জনৈক অবধুতের নিকট শিক্ষার জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর, হীনবান প্রাবকের চারি-পাখার ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাবাহীর ত্রিপিটক, মাধ্যমিক এবং বোণাগার সম্প্রদায়ের স্ত্রায় দর্শন এবং চতুর্বিধ তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন । এই সময়েই তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিপুল ধনঃ অর্জন করেন । অবশেষে তিনি পার্শ্বি ভৌগৈশ্বর্য্য বিসর্জন করিয়া বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক নামক তত্ত্বগ্রন্থে লব্ধ প্রবিষ্ট হইবার জন্ত কুষ্ণগিরি বিহারের আচার্য্য রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন । এখানে তিনি গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞান বজ্র নামে অভিহিত হন । ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ওদন্তপুর মহাবিহারের মহাসাধিক আচার্য্য শীল রক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত



অনুলোকিতেশ্বর

জন্মস্থান । তাঁহার বাড়ী এখনও সোকে নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী বলিয়া নির্দেশ করে । তিনি বরদাতারা ও ঘোড়শ মহাস্থবিরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, এবং তিব্বতে তাঁহাদের পূজা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । তাঁহার

হইয়া দীপকর ঐজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হন । একত্রিংশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষুবৃত্ত গ্রহণ করিয়া ধর্ম রক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্ব মন্ড্রে দীক্ষা লাভ করেন । এই সময়ে তিনি মগধের সমুদ্র প্রধান প্রধান আচার্য্যের নিকট হইতে জ্ঞান শাস্ত্রের কুটার্ণ গুলি আয়ত্ত করিয়া ছিলেন । এইরূপে সমুদ্র বৌদ্ধ পণ্ডিত দিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি সুবর্ণ দ্বীপের প্রধান আচার্য্য চত্ৰাগিরির নিকট দ্বাদশ বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন । এই সময়ে সুবর্ণ দ্বীপই এতদ্ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল ; এবং সুবর্ণদ্বীপের প্রধান আচার্য্য তৎকালে অসাধারণ মণীষা সম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন । তথা হইতে তিনি তাম্রদ্বীপ (সিংহল) যাত্রী অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন ।

মগধে পুনরাগমন করিয়া তিনি শাস্ত্রি, নরোপাধ্য, কুশল, অবধূতি, তোত্তি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে মগধের বৌদ্ধগণ দ্বীপকরকে মগধের সর্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিতেন । বজ্রাসনের মহাবোধিতে অবস্থান কালে তিনি তিনবার তীর্থিক ধর্মাবলম্বী নাস্তিকদিগকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন । যখন তিনি মহাবোধিতে বাস করিতে ছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ নরপালের সহিত তীর্থিক ধর্মাবলম্বী কর্ণারাজের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল । ফলে কর্ণারাজ মগধ আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরাদির ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন । পরে নরপালের সেনা জয় লাভ করিলে কর্ণারাজের সেনাপণ যখন নিবৃত্ত হইতেছিল, তখন ঐজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন এক গুহায় ইহা যত্নে যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল । নরপালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশিলা মহাবিহারের প্রধান আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তীক্ষ্ণতীর বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধন কল্পে লামা কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করেন এবং মহাবান মত প্রচার করেন । তিব্বতবাসীগণ বুদ্ধদেব হইতেও দীপকরের প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে । দীপকরের নামোচ্চারণ

বাড়ীর সন্নিহিতবর্তিস্থানে তারা ও মহাস্থবিরের মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তারা মূর্তিটির পাদদেশে “কায়স্থ শ্রীসত্ত্বেশ গু [প্ত]” এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে ।

ইদিলপুর ও রামপালে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বয় হইতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চন্দ্ররাজ গণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় । ধর্মচক্র মুদ্রা সমন্বিত এই উভয় তাম্রশাসনই শ্রীবিক্রমপুর সমবাসিত জয়স্বর্ক্যাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে । রামপাল লিপির প্রারম্ভে রাজকবি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রয়ের উল্লেখ করিয়া চন্দ্র রাজগণের বৌদ্ধ ধর্মাসুরক্ষিতর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । রামপাল লিপিতে উক্ত হইয়াছে, “যে ভগবান অমৃতরশ্মি চন্দ্রমা ভক্তি বশতঃ বুদ্ধরূপী শশক জাতক অঙ্কে ধারণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রের কুলেজাত বলিয়াই যেন পূর্ণ চন্দ্র-তনয় সূর্যবর্ণচন্দ্র জগতে বৌদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন ।”

মহারোধি মন্দির মধ্যস্থিত বুদ্ধমূর্তি বৌদ্ধজগতের সর্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে । অতি প্রাচীনকালে শিল্পিগণ মন্দির মধ্যস্থিত ধ্যান মগ্ন বুদ্ধমূর্তির প্রতিকৃতি পাষাণে বা মৃত্তিকায় নির্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রিগণকে করিলেই তাহার করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে । ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরের স্ত্রীঠাঃ সংঘারামে অতীশের মৃত্যু হয় । তৎকালে অতীশের যে মূর্তি আছে, তাহার মন্তক রক্তবর্ণ টুকীশে পরিশোভিত । দীপঙ্কর, “বোধিগথ প্রদীপ,” “চর্যা সংগ্রহ প্রদীপ,” “সত্যস্বয়ম্বতার” “মধ্যমোপদেশ,” “সংগ্রহ গর্ভ,” “হৃদয় নিশ্চিত,” “বোধিসত্ত্ব মণ্যাবলী,” “বোধিসত্ত্ব বর্ণনাদি মার্গাবতার,” “সন্ন্যাস গতাদেশ,” “মহাবান পথ সাধন বর্ণ সংগ্রহ,” “মহাবান পথ সাধন সংগ্রহ,” “হৃদার্থ সমুচ্চরোপদেশ,” “দশ কুশল কর্মোপদেশ,” “কর্ম-বিভঙ্গ,” “সমাধি সম্বয় পরিবর্ত,” “লোকোত্তর সন্তক বিধি,” “গুহ্য ক্রিয়া কর্ম,” চিত্তোৎপাদন সত্ত্ব বিধি কর্ম,” “শিক্ষা সমুচ্চর অতি সমর,” “বিক্রম রত্ন লেখন” প্রভৃতি ঋতাত্মিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন ।



ମାଲିଆ ଗାଁର ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ଖୋଦିତ ମୁଖ

বিক্রম করিত। পৃথিবীর নানাস্থানে এইরূপ বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব স্কুল ইন্স্পেক্টের স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় এইরূপ একটি পাষাণময়ী প্রতিকৃতি রামপালের নিকটবর্তি কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি ঢাকা গেণ্ডারিয়া হেরল্ড পত্রিকার কার্যালয়ে রক্ষিত আছে।

সাভার অঞ্চলে বৌদ্ধমূর্তি খোদিত বহু ইষ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাভারের অনতিদূরবর্তি বাজাসন নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই বাজাসনের কিছু দূরেই ধর্মরাজিকা বা ধামরাই গ্রাম। বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী, বাজাসন হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, ও ভাওয়াল অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং একসময়ে এই সমুদয় স্থানে যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল তদ্বিয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জয়দেবের অমরলেখনী প্রসূত গীতগোবিন্দে বুদ্ধদেব দশাবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। সেন রাজগণের অধঃপতন কালেও বৌদ্ধধর্ম সমতট-বঙ্গ হইতে বিদূরিত হয় নাই। ১১৯৪ শাকে বা ১২৭২ খৃষ্টাব্দে “পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন” সমতট বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সেনরাজগণ পরম মাহেশ্বর, পরম বৈষ্ণব, পরম নারসিংহ, পরম সৌর, বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহাদেরই বংশধর মধুসেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।



চতুর্দশ অধ্যায় ।

শ্রীবিক্রমপুর ।

শ্রীবিক্রমপুর কোথায় ? হবি বর্ষদেব, ভোজবর্ষা, শ্রীচন্দ্র, বিজয়সেন, বজ্রালসেন এবং লক্ষ্মণসেন প্রমুখ বঙ্গরাজ গণের তান্ত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর জয়ন্তকাবার কোথায় ? জ্যোতিবর্ষা, বজ্রবর্ষা, সামলবর্ষা, বিশ্বরূপ সেন, কেশবসেন প্রভৃতি রাজত্ববর্গের স্মৃতি-বিজ্ঞপ্তিত বিক্রমপুর কোন্ স্থানে অবস্থিত ? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই মনে করিত এবং সমুদয় ঐতিহাসিকগণই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গ রাজগণের জয়ন্তকাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় নদীয়া জেলার দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের “দমদমার ভিটাকেই” বজ্রালসেনের সীতাহাটী তান্ত্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন (১)। সুতরাং এখন

(১) অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত “বর্দ্ধমানের ইতিকথা” নামক পুস্তকে এবং পরে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ষাণ্টিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় “বর্দ্ধমানের কথা, বর্দ্ধমানের পুরাকথা” প্রবন্ধে বহুজ মহাশয়ের প্রমাণাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখায় নগেন্দ্র বাবু উপরোক্ত পুস্তকের ততকাংশ পাঠ করিলে, মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে আমি প্রতিবাদে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই শ্রীবিক্রমপুর শীর্ষক প্রবন্ধে পরিবর্দ্ধিতাকারে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ষাণ্টিংশ ভাগ

প্রশ্ন উঠিয়াছে, “বিক্রমপুর জয়ন্তকাবার” কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল? উহা কি ভৌম প্রবাহা, ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সম্মিলিস্থত ঢাকা বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পূতনঙ্গলা জাহ্নবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম বিক্রমপুর মধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এতকাল কি আমরা পুনশ্চ-পরম্পরা-ক্রমে ভ্রাস্তব্যারণার বশবর্তী হইয়া ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাদির্পতি গণের লীলানিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক কথাটা যখন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়াই সম্ভব।

এখানে বলিয়া রাখি যে, “হিতবাদী” ও “অমৃত বাজার” পত্রিকার নগেন্দ্র বাবুর এই অভিনব আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম বিক্রমপুর সন্নির্দান করিবার স্পৃহা জন্মে। ফলে গত ১৩২১ সনের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে ঐস্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, “দমদমার ভিটা” (এই ভিটাকেই নগেন্দ্র বাবু বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক), সাওতার দীঘী, দেবকুণ্ড, কুলচণ্ডী প্রভৃতির যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণ দমদমার ভিটাকে “দেবল রাজার ভিটা” বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিতেছেন বলিয়া আশাস দিয়া “কতিপয় বছর অমুরোধে” আমার প্রতিবাদের উত্তর আমার প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায়ে নগেন্দ্র বাবু যে যে নূতন বৃত্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহারও আলোচনা করিয়াছি।

একেবারেই অনবগত (১)। গত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে “গোড় রাজমাল” প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতির অমুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোনও সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। প্রথিত নামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুবার এষ্ট দেবগ্রামে গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কোনও কিম্বদন্তীর সন্ধান পান নাই। শুনিয়াছি শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাকি নগেন্দ্রবাবুর এই বিক্রমপুর আবিষ্কারের অনেক রহস্য অবগত আছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ

(১) দেবগ্রাম নিবাসী যে সমুদয় বৃদ্ধ ভ্রূ মহোদয়গণ দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সহিত বল্লালের সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধে কোনও কথা শুনে নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নগেন্দ্র বাবুকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমার উক্তি অলীক করনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোনও সংশ্লিষ্ট নাই। তাহার নাকি বংশ পরম্পরা ক্রমেই শুনিয়া আসিতেছেন যে, দেবগ্রামই দমদমা নামক স্থানে যে প্রাচীন স্থাপত্য অজ্ঞাপি বিদ্যমান, উহা সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বজ্রাধিপ বল্লালসেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। সম্ভ্রতি নবমীপ নিবাসী পণ্ডিত কুল বরেন্দ্র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অজিত নাথ স্তায় রত্ন মহাশয় বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত আচার্য্য পাদ শ্রীযুক্ত কালীচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চিঠির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে যে বল্লালের কোনও প্রাসাদ বর্তমান ছিল, তাহা দেবগ্রামের কোনও ব্যক্তিই অবগত নহেন। দেবগ্রামে স্তায়রত্ন মহাশয়ের কুটুম্বিতা আছে, সেই হুত্রেই অনেকবার তিনি তথায় যাইয়া থাকেন। মুরসিদাবাদ নিবাসী মুরের জেলা স্কুলের এসিষ্ট্যান্ট হেড মাস্টার, অতীত পঞ্চাৎ বর্ষ ধরক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বিএ, মহাশয় বহুবার দেবগ্রামে গিয়াছেন; তিনিও জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী সর্ব্বেষ মিথ্যা। ইহা নাকি সম্ভ্রতি রচিত হইয়াছে।

করিয়াছেন যে শ্রীবিক্রমপুর জয়ঙ্কাকাবার পূর্ববঙ্গ বাতীত অপর কোথায়ও হইতে পারে না। যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক কিছু লিখিব না। এস্থলে প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত—“দেবগ্রাম-বিক্রমপুর” শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া পরে শ্রীবিক্রমপুর জয়ঙ্কাকাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২০শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত “বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার,” “বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপরধার” সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ। কারণ এই প্রস্তর খণ্ড আমি দেবগ্রামে জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলাম যে, ইহা তাঁহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময় ভূগর্ভ মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। দমদমার ভিটা বা নগেন্দ্র বাবুর বল্লালের ভিটা হইতে এই স্থান অনেক দূবে অৱস্থিত। সুতরাং ঐ ভিটার সহিত এই প্রস্তর খণ্ডের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

নগেন্দ্র বাবু, গোপাল ভট্টের এবং আনন্দ ভট্টের এজমালিতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিতের—

“বসতিস্থ নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গোক্ষে পুরোত্তমে ।

কদাচিৎ যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥

স্বর্ণগ্রামে কদাচিৎ প্রাসাদে স্তম্বনোহরে ।

রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দ্বিবীৰ ত্রিদিবেশ্বর ॥

এই শ্লোক দ্বয় অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন,—“চারিশত বৎসর

পূর্বে রচিত আনন্দ ভট্টের বঙ্গাল চরিতেও লিখিত আছে—বঙ্গালসেন কখন গোড়ে কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন । চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গোড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে স্বর্ণ গ্রামে বঙ্গালসেন রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন ।” বিক্রম-পুর যে রাঢ়দেশে অৱস্থিত, তাহা বঙ্গাল চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না । পরন্তু বঙ্গাল চরিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আনন্দ ভট্ট বিক্রমপুর বলিতে ঢাকা-বিক্রমপুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ।

সাধাবণতঃ দুইখানি বঙ্গাল চরিত দেখিতে পাওয়া যায় (১) । তন্মধ্যে একখানি ৬ হরিশ্চন্দ্র কবিরাজ কর্তৃক সংশোধিত এবং যোগী জাতীয় ৬ পদ্ম চন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত । এই গ্রন্থে যোগী জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্যাদার বিষয় বর্ণিত আছে । অপর খানি পূজাপাদ মগামহোপাধ্যায় ত্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে নাথ-প্রকাশিত পুস্তকের বহু পরে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে স্বর্ণ বণিক জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্যাদা বর্ণিত আছে । শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অমুদ্রিত নাম (আমরা শুনিয়াছি স্বর্ণ বণিক জাতীর) জনৈক বন্ধুর নিকট দুইখানি বঙ্গাল চরিতের হস্ত-লিখিত পুথী পাঠিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন । শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ এই দুইখানি আদর্শ পুথীর উপর প্রতিষ্ঠিত । ইহার একখানি ১৬২৯ শকাব্দে বা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে এবং অপবখানি ১১৮৯ বঙ্গাব্দে লিখিত । আচাৰ্য্যপাদ

(১) বঙ্গাল চরিত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । “বিশ্বকোষে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, “গোপাল ভট্ট কর্তৃক দুইখানি বঙ্গালচরিত রচিত হইয়াছে । এই দুই খানিই আধুনিক গ্রন্থ । এই উভয় গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যাহা আলোচনা করিলে ঐতিহাসিক কবিকল্পনা বলিয়াই মনে হইবে ।”

শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ১৯০১ সালে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তদীয় Notices of Sanskrit Mss. গ্রন্থের কোথায়ও এই পুঁথীর বিষয় উল্লেখ করেন নাই। “অভিজাত্যের অনুবোধে এখনও পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় সভ্য সমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই অভিজাত্যের অভিমান রক্ষা করিবার জন্ত এতদেদ্যে ধনীগণ যে কতশত কুলগ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে।”

উভয় বল্লাল-চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যে যথেষ্ট রহিয়াছে তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক নাথ-প্রকাশিত বল্লাল চরিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোন খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ছুইখানি হস্ত লিখিত পুঁথী অবলম্বন করিয়া বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথী যে প্রাচীন নহে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদি নাথ-প্রকাশিত পুস্তক কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথীও যে পরবর্ত্তীকালে রচিত হয় নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? শাস্ত্রী মহাশয়ই বা তাঁহার বন্ধুর নাম গোপন রাখিলেন কেন তাহাও বুঝা যায় না।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক কথাগুলি যেক্রপ সরল, বল্লাল চরিতের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদয় গুলিই তাত্ত্বশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল-চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়।

যাহাও হই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অতীবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়।

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনি প্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লাল-চরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লাল-চরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনার্সাসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

নগেন্দ্র বাবু দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন বলিয়া শুনিরাছি, কিন্তু তিনি প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে কখনও যান নাই। দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্বক্কাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্র-শাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী দমদমার ভিটার জয়স্বক্কাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার

ভিটা পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন নাই কেন ? নগেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ী ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী দমদমায় । কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্মিত হইত, বড়জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত । নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজপ্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব । সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বঙ্গালেশ্ব ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা বঙ্গাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্বাক্ষার হইতে পারে না । দমদমার ভিটা ও সাওতার দীর্ঘা হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে, এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বঙ্গালসেনেরই নির্মিত । কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বঙ্গালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল ?

নগেন্দ্র বাবু “বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসার্ক” পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন । দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসার্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি ? এই সাহসার্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসার্ককে বিজয়সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন । দেবগ্রামের বিক্রমরাজ স্বত্বদ্বীয় এরূপ কোনও প্রমাণই আত্মাবধি আবিস্কৃত হয় নাই, তাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসার্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে । সুতরাং এ স্থলে সাহসার্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না । সাহসার্ক নামে একজন রাজা ছিলেন ; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি ।

সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাঠ ? নগেন্দ্রবাবু “দিক্” শব্দটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া “দিক্‌পাল চক্রপুট ভেদন গীত কীর্ত্তি” পদের যে স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। তাম্রশাসনে কিন্তু দিক্‌পাল শব্দ স্পষ্ট রূপেই উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা দিক্‌পাল গণের (বিভিন্নরাজগণের) নগবে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত এইরূপেই করিতে হইবে।

দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায় ? বাঙ্গালার বহু স্থানেই ত “জিতের মাঠ” বা “জিতের পুষ্করিণী” রহিয়াছে, সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

জয়স্বক্কাবার শব্দ শিবিরার্থে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কেশব বা বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর জয়স্বক্কাবারের পরিবর্তে ফল্গু গ্রাম-জয়স্বক্কাবারের উল্লেখ থাকিলে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোনও সড়র বা গ্রামের অস্তিত্ব নাই বলিয়াই যে মনে করিতে হইবে যে, মুসলমান অধিকারের পর দেবগ্রাম বিক্রমপুর হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব বঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাহাই পরে “বিক্রমপুর ভাগ” বা বিক্রমপুর পরগণা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার কোনই অর্থ নহে। বিক্রমপুর পরগণার কোথায় ও হয়ত বিক্রমপুর নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুণ্ড বর্দ্ধন নগর অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই কি পুণ্ড বর্দ্ধন ভুক্তির

বাহিরে পুণ্ড বর্দ্ধন নগর/আবিষ্কার করিতে হইবে? পুণ্ড বর্দ্ধন নগরের গ্রাম বিক্রমপুর সহরের নামও হয়ত বিক্রমপুর পরগণা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর যে পরগণা বা বিভাগ হইতে পারে না তাহাও স্বীকার করা যায় না। দমুজ মর্দনের মুদ্রা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল; এই চন্দ্রদ্বীপ একটি পরগণা মাত্র। চন্দ্রদ্বীপ পরগণা মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ নামে কোনও গ্রাম খুজিয়া পাওয়া যায় না। ভুলুয়া, ময়মনসিংহ, ভাওয়াল, তালিপাবাদ, বড় বাজু, প্রভৃতি পরগণা মধ্যে ঐ নামের কোনও গ্রাম নাই। ত্রিপুরা প্রদেশের কোনও স্থানেই ত্রিপুরা সহর নাই; অথচ ত্রিপুরা একটি জেলা বলিয়া পরিচিত। স্তত্রাং নগরে বাবুর যুক্তির কোনই মূল্য নাই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল রামপালের নিকটবর্ত্তি জোড়াদেউল নামক স্থানে এক মোসলমান স্বর্ণনির্মিত একটি তরবারির খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলক পাইয়াছিল। রামপালে একবার সপ্ততি সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড তীরক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন (১)। রামপালের সন্নিকটস্থ ধামদ গ্রামের প্রান্তস্থিত দীঘিতে একখানা স্বর্ণ পত্রের পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথির এক একখানা পাতা ৩০ ভরি ওজনের ছিল এবং এরূপ ২৪ খানা পাতাতে পুঁথিখানা সমাপ্ত ছিল (২)।

রামপালের পূর্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাক-হাটীর খাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ভূমির নিম্নভাগ ইষ্টক প্রাথিত বলিয়াই মনে হয়। বরেন্দ্র ভিন্ন এরূপ প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ

(১) Taylor's Topography of Dacca Page 101.

(২) প্রবাসী ১৩২২, আষাঢ়, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার অল্প কোনও স্থানেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে, ইহারই কোনও স্থানে যে প্রাচীন বিক্রমপুর-জয়দ্বারার প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাব্যয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিস পালবংশীয় নয়পাল দেবের সমসাময়িক। এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী “বিক্রমণিপুর বাঙ্গালায়” ছিল বাঁলয়া তাঁহার তিব্বতীয় ভাষার জীবন চরিতে উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিক গণের মত এই যে ইহা বঙ্গ দেশান্তর্গত বিক্রমপুর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিক্রমপুরে প্রবাদ বজ্রযোগিনী গ্রামই দীপঙ্করের জন্ম স্থান। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই হইতেই যে বিক্রমপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অসুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন (১) “দেবগ্রাম বাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেই সময় পুত্র বধুর বিরহব্যাজক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণ সেনকে আনিবার জ্ঞা রাজা বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লালসেন কৈবর্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্তগণ জলাচর্য্যনীর হইয়াছে; কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন ঘটিত প্রবাদের মূলে যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।”

নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত প্রবাদটি বাঙ্গালার সর্বত্রই প্রচারিত। তবে

হই একস্থানে তাঁহার শ্রুত প্রবাদটির সহিত অন্য স্থানে প্রচলিত প্রবাদের
অসামঞ্জস্য আছে । নগেন্দ্র বাবুর প্রামাণ্য গ্রন্থ বলাল চরিতেও ইহার
উল্লেখ রহিয়াছে (১) । তাহা হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর
হইতে পলায়ন করিয়া নবদ্বীপে যান নাই ; কোথায় গিয়াছিলেন তাহা
লিপিত হয় নাই । বলালসেন কৈবর্তদিগকে এক রাজ্যের মধ্যে লক্ষ্মণ-
সেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দেয় নাই । দ্বিসপ্ততি ক্ষেপনি
যুক্ত তরণির সাহায্যে ও লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুরে আনয়ন করিতে দিবস
দ্বয় (দ্বাভ্যামহোভ্যাং) অতিবাহিত হইয়াছিল । এ ক্ষত রাজা সন্তুষ্ট
হইয়া তাহাদিগকে ধনবস্ত্র বস্ত্র এবং হালিকা উপজীবন দিয়াছিলেন ।

(১)

“শ্রদ্ধা স্বস্ত বধা দেশং তপস্বী লক্ষ্মণ স্ততঃ ।

ব্যাকুলো মস্ত্রম্যামাস কাস্তম্। সহ নির্জনে ॥

রজস্তাং গাহমানায়ামামস্তা রহসি প্রিয়াম্ ।

শুশ্রূষাং তরণি মারুত পলারত মহান্তরাং ॥

প্রভাতারাং বিভাব্যাং জ্ঞাত্বা তন্ত পলারনম্ ।

দুর্গাবাড়ীং যযৌ রাজা চিন্তাজ্জ্বল বিলোচনঃ ॥

এবিষন্ মন্দিরং তত্র ভিত্তি কারাং মহীপতিঃ ।

স্ব পুত্রা লিখিতং শ্লোকং দৃষ্টে মনশ্চৈব স্বয়ম্ ॥

পতত্যাবিরতঃ স্মরি নৃত্যাদি শিখিনো মুদা ।

অন্য কাস্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখ স্তান্তঃ করিষ্যতি ॥

শ্লোক মেতং বাচয়িত্বা বলালো ধরঙ্গীপতিঃ ।

পুত্রেন্নেহ চলচ্চিত্তঃ কৈবর্তানাজুহাবহ” ॥

নাবিকা উচুঃ ।

“ইত্যুবা চাভিবাধ্যাথ রাজানং নাবিকা মুদা ।

আনেতুং লক্ষ্মণং জগ্মুঃ কৃৎস্না কোলাহলং তৃশম্ ।

অরিত্রাণাংবি সপ্তত্যা বাহরজ্ঞ শত্রীং ক্রতম্ ।

আনিদ্যুলক্ষ্মণং দ্বাভ্যামহোভ্যাং জালজীবিনঃ ॥

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন—* “খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গুরুডত্তন্তলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

“দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীস্ব তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা ।

দেবকীব তন্ত্রাদগোপালপ্রিয়কারকমসুত পুরুষোত্তমম্” ॥

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্বে হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল । এই স্থানে গোড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন” ।

নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গুরুডত্তন্তলিপিতে দৃষ্ট হয় না । ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গুরুডত্তন্তলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল (১) । অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্নের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে (২), কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না । পরে গোড়লেখমালায় একটি বিদগ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে (৩) । কিন্তু কি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক কিলহর্নের পাঠ, অথবা কি গোড়লেখমালা-দ্বিত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত

তত স্তেভ্যো ধমৌ রাক্ষা সন্তোষ বিমলাননঃ ।

ধন রত্ন বস্ত্রভারান্ হালিক্যাকোপজীবনম্” ॥

বল্লাল চরিত—সোসাইটির সংস্করণ, ৫ম অধ্যায় ।

* বর্ধমানের ইতিহাস—৫৫ পৃষ্ঠা ।

(১) J. A. S. B. 1874. Pages 356-358

(২) Epigraphia Indica Vol. II. Pages 161-164.

(৩) গোড়লেখমালা—৭১-৭৩ পৃষ্ঠা ।

শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভলিপির ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে ;—

“দেবগ্রাম-ভবা তস্ত পত্নী বস্মাভিধাহভবৎ ।

অতুল্যাচলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্যা (নপত্যা) য়া ॥

সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ ।

গোপাল-প্রিয়কারকমস্তুত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥”

—গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ ।

নগেন্দ্র বাবু কি উদ্দেশ্যে গরুড়স্তম্ভ লিপির শ্লোকটির এরূপ হৃদিশ্য করিয়াছেন, তাহা বুঝির অগম্য। বাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, গুড়ব-মিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্র বাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। সুতরাং দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি ?

নগেন্দ্র বাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের (১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলার অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অস্তাবধি

(১) “দেবগ্রামাধিপতিবিন্দবস্মাচক্রবালবলভীভরদ্রবলগলহস্তপ্রশস্তবিক্রমো

বিক্রমরাজঃ”।—রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫৫ শ্লোক, টীকা।

(২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14. বর্দ্ধমানের ইতিহাস—৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের স্বাভাবিক ইতিহাস (রাজস্ব কাক)—১৯৮ পৃষ্ঠা।

আবিষ্কৃত হয় না। “বামচরিতে” বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্ষদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উদ্ভিষ্মায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত “প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ” ও “তত্ত্ববাস্তিকটীকা” নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভূজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না (১)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাঁহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রামপাল ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে (২)। সুতরাং ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্মা, সামলবর্মা, জাতবর্মা, হরিবর্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না।

দেবগ্রাম বিক্রমপুরের অবস্থান লইয়া নগেন্দ্র বাবু একটু গোলে পড়িয়াছেন; সেই জন্তই তিনি এই স্থানগুলিকে একবার রাঢ়ে, একবার বাগড়ীতে, এবং আবার বঙ্গে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুৎসুক। ভাগীরথীর প্রাচীন খাড়ির চিহ্ন দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সমীপবর্তী স্থান হইতে এখনও বিলুপ্ত

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৩০ পৃষ্ঠা।

(২) Archaeological Survey Report 1911-12, Page. 162.

হয় নাই এবং এই স্থানগুলি যে ঐ খাড়ির পশ্চিমদিকে অবস্থিত তদ্বিষয়েও কোনই সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবুর আধিকৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহের পশ্চিমতীরবর্তী বলিয়া বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, এবং উহা বাগড়ী বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থ। এমতাবস্থায় দেবগ্রাম বিক্রমপুর কখনই পুণ্ড বর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত “পুণ্ড বর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে” এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত “পুণ্ড বর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে” প্রভৃতি উক্তিভেদে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্বর্দ্ধাবার, ভোঃবর্ধা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্দ্ধার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্বর্দ্ধাবারকে পৃথক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গোড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গোড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনোভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বলবলভীভূজ) বঙ্গরাজ হরিবর্দ্ধার সাক্ষিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সাক্ষিবিগ্রহী ছিলেন। বঙ্গরাজ হরিবর্দ্ধদেবও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিতজয়স্বর্দ্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন। স্ততরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে “হরিকেল-রাজ-

ককুদ-চ্ছত্র-স্থিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ” রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্রীচন্দ্র ও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্বক্কাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর-জয়স্বক্কাবার যে হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ববর্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রোহ্লভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্মরিত “অভিধান-চিন্তামণি”তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১)। রাজশেখরের কপূর মঞ্জরী গ্রন্থে কামরূপ ও রাঢ়ের সহিত হরিকেল রাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (২)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক হুইসিং হরিকেল রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশমতে হরিকেল পূর্বভারতের পূর্বসীমায় অবস্থিত (৩)। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ার অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্র-বাবু লিখিয়াছেন, “ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় একবর্ষ কাল অবস্থান করেন।

(১) “বঙ্গোত্তর হরিকেলিয়া”—ইতি হেমচন্দ্রঃ।

(২) “বৈভাবিকঃ। *** লীলাপিঞ্জিন রাঢ়দেশ। বিক্রমকন্ত কামরূপ। হরিকেলী কেলি অরম।”

কপূরমঞ্জরী—জীবামন্দিরবিদ্যালয়গণের সংস্করণ, ১৫ পৃঃ।

(৩) J Takakusu's I-Tsing P. XLVI

তাঁহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত” । কিন্তু আমরা ইংচিংএর বিবরণী অনুসন্ধান করিয়া এরূপ কোনও উক্তিই দেখিতে পাইলাম না ।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,—“পূর্বদিকের অধিপতি বর্ষরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন” । বেলাব ভাস্করশাসনের প্রতিপাদনিতা ভোজবর্ষাকেই এই প্রাগৈশ্বীয় বর্ষরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন । এই ভোজবর্ষাও ঐবিক্রমপুরসমাবাসিত-জয়স্বকবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্ষার রাজ্য বা রাজধানী পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্ষাকে প্রাগৈশ্বীয় বর্ষরাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কুলস্থান পৌণ্ড বর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল ; তাহা পুণ্ড্র ও বৃহৎ বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বহুধামগুলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমগুলের তাহাই চূড়ামণি ছিল (১) । প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজত্বকাণ্ডে, করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড বর্দ্ধনপুর ও বগুড়া জেলাসুগত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২) । দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড বর্দ্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্বদিকে অবস্থিত । রামপালের সমসাময়িক যে সমুদয় নরপতি কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন

(১)

“বহুধাশিরোবরেন্দ্রীমগুলচূড়ামণি: কুলস্থানং ।

ঐপৌণ্ড বর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধ: পুণ্ড্র: বৃহৎ: ॥”—রাম চরিত,

কবি প্রশস্তি, ১ ।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজত্বকাণ্ড), ২০৫ পৃ: ।

তাহারা কেহই বর্ষবংশীয় বলিয়া পরিচিত নহেন । সুতরাং ঢাকা-বিক্রম পুরকেই প্রাদেশীকৃত ভূপতি ভোজবর্মার জয়স্বর্দ্ধাবার বলিয়া নির্দেশিত করিতে হয় । রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গোড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় । রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই । নগেন্দ্রবাবু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন (১) । শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গোড়ের সৌম্যমধ্যে অবস্থিত (২) । রামাবতীর অবস্থান গোড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণদিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্বদিকে অবস্থিত । সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরজয়স্বর্দ্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তাহিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ।



(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজত্বকাল), ২০২ পৃঃ ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৭২ পৃঃ ।

বর্ণামুজয়িক নাম সূচী ।

—(::)—

অ

অকাল বর্ষ	১২৬ ।
অক	২, ১০, ১১, ১৩ ।
অজাত শত্রু	৩৮২ ।
অটুহাস	২৫ ।
অভ্যঙ্গ	২৫ ।
অহ্না	৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৬ ।
অনঙ্গ পাল	৪২, ২২৭ ।
অনন্ত দেবী	৪৮, ৫৬ ।
অনন্ত বর্ষা	৪৮, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭ ।
অনামিত্ত	৭০ ।
অনাচার	৭০, ৭১ ।
অনিরুদ্ধ ভট্ট	২৫২ ।
অনিরুদ্ধ সেন	১৩৭ ।
অহুগঙ্গ, অহুগাঙ্গ	৩২, ৬৯, ৩৩৫ ।
অহুশূর	১৩৩ ।
অবনী বর্ষা	১৮০, ১৯৩, ১৯৬ ।
অবন্তী	৩০ ।

অমোঘ বর্ষ	...	১৬৩, ১৬৮, ১৭৪, ১৯৬, ১৯৭, ২১২
অন্নবিল্ব ভট্ট	...	৪০৬
অরুণাখ	...	৮৯
অশোক	...	১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৪৯৩
অশোক চন্দ্ৰ	...	৩৬৯, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৩, ৪১৪
অশ্বপতি সেন	...	২৯৮

আ

আটি ভাওয়াল	...	২৮
আদম সাহিদ	...	৪৩৭, ৪৪০
আদিত্য	...	৪৯, ৪৩৩, ৪৩৪
আদিত্য বর্মা	...	৪৬, ৪৮
আদিত্য সেন	৪৫, ৫৩, ৫৪, ৮৯, ১১১, ১৪০, ১৪২, ১৪৪	
আদি গাঞি ওঝা	...	১০৯, ১১০
আদি দেব	...	৯৫, ৯৬, ২৬৩, ৫১৭
আদিশূর	৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৭, ১১২	
	১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ৩৫২	
আনন্দ	...	১৩৪
আস্তিবল	...	২৮
আন্তোমেলা	...	২৮
আমরাজ	...	১১০, ১২২
আলুক	...	৭০
আলেকজণ্ডর	...	১৯
আহম্মদ নিয়ালভিগীন	...	২৬৯
আব্রাহাম	...	২৮

୧୦

ଇ

ଇଉଟ୍ଟୋ	୪ ।
ଇଟିତ	୧୦ ।
ଇନ୍ଦ୍ରପୁର	୨୦୨ ।
ଇନ୍ଦ୍ରବିହାର	୧୬୧ ।
ଇନ୍ଦ୍ରରାଜ	...	୧୨୧, ୧୫୨, ୧୬୬, ୧୭୮ ।	
ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ	...	୧୨୫, ୧୬୭, ୧୬୮, ୧୬୯, ୧୭୦, ୧୭୧ ।	
ଇମାମପୁର	୨୨୬ ।

ଈ

ଈଶାନ	୮୦୫, ୮୦୬ ।
ଈଶାନପୁର	୧୮ ।
ଈଶାନ ବନ୍ଧୀ	୫୭ ।
ଈଶ୍ବର ବନ୍ଧୀ	୮୮ ।

ଊ

ଊର୍ଜ୍ଜ୍ବିନୀ	୭୦ ।
ଊର୍ବଳ	୮, ୧୨୮ ।
ଊର୍ବଳା ମୁଖରାଜ	୧୨୮ ।
ଊର୍ବିର ଶାଢ଼ି	୨୮୭ ।
ଊର୍ବର	୮୦୬ ।
ଊର୍ବରାମିତା	୨୧୨ ।
ଊର୍ବିର ଧରା	୧୮୦ ।
ଊର୍ବର	୧, ୭୫୦ ।

এ

একডালা	২৮, ৪২৫, ৪২৬।
এটিওকাসথিরস	১২।
এটিগোনাস পোনটস	১২।

ঙ

ঙড্ড বিবর	২৪১, ২৪২।
ঙডমেশ	১৬।

ক

কক	২১১।
কণ্টক দীপ	৪৩৩।
কনটেন্টাইন	১৩।
কপিসা	৪৬।
কবিশূর	১৩৩।
করার স্মরণ	৪১৭।
ককরাজ	...	১২৭, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪।	
কর্ণদেব	...	৮, ২৫৭, ২৫৯, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ৩৩৬।	
কর্ণগাড়া	৪৫৫।
কর্ণপুর	৪৩৪, ৪৩৫।
কর্ণমেরু	৩৩৭।
কর্ণ স্মরণ	২০, ৮২, ৮৫, ৮৯।
কর্ণসেন	৪৩২, ৪৩৪।
কর্ণাট	৩০০, ৩২৮।
কর্ণাভতী	২৬৭।

କର୍ତ୍ତୃପୁର	୩୫ ।
କର୍କଟ	୧, ୧୨ ।
କଳିଙ୍ଗ	୨, ୧୦, ୧୭, ୨୧, ୧୨୪ ।
କଲ୍ୟାଣ	୩୦୧ ।
କଲ୍ୟାଣୀ	୧୧୨ ।
କଳ୍ପ ବିସୟ	୨୧୨ ।
କାକୀପୁର	୩୦୨ ।
କାନ୍ଧାପୁର	୧୧, ୧୮,
କାନ୍ଧରୁପ	୧୧, ୧୮, ୩୫, ୩୯, ୫୧, ୮୫, ୭୨୫, ୭୬୫, ୭୬୫ ।
କାନ୍ଧୁସେନ	୫୩୧ ।
କାଳସଥ	୧୦ ।
କାଶୀପୁର	୨୮୧ ।
କାଶୀପୁରୀ	୨୮୫ ।
କାଶୀନାଥ	୫୫୫ ।
କାଟୋବାର	୫୨୬ ।
କିରାନିରା	୫, ୨୧ ।
କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ଧା	୨୫୧, ୨୫୨, ୩୦୨ ।
କୁକୁଟିରା	୫୨୧ ।
କୁନ୍ତଳ	୩୨୮ ।
କୁବଳନାଥ	୧୨୩ ।
କୁବେର ନାଗ	୫୩ ।
କୁମାର ଶତ୍ରୁ	୫୨, ୫୩, ୫୫, ୫୬, ୫୭, ୫୮, ୫୯, ୬୦, ୬୧, ୬୨, ୧୦୧ ।
କୁମାର ନନ୍ଦ	୫୦୮, ୫୦୯ ।
କୁମାରଦେବୀ	୩୩, ୫୫, ୩୨୨ ।

কুমার পাল	...	২৩৬, ২৩৭, ৩১৯, ৩২২, ৩২৭, ৩২৮ ।
কুমার সুলন্দর	...	৪১৭ ।
কুমারিল ভট্ট	...	১১০ ।
কুলচন্দ্র	...	৭০ ।
কেন্দার মিশ্র	...	১২৪, ২০১, ২০৭, ২০৮ ।
কেশব সেন	...	৩৫১, ৩৫৪, ৩৬৮, ৩৯৭, ৪০৪, ৪০৮, ৪১২, ৪১৩, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৮, ৪৩৭, ৫০২, ৫১৭ ।
কেশু সেন	...	৪১৭ ।
কোকল	...	২১৩, ২১৪ ।
কোঙর সুলন্দর	...	৪১৭ ।
কোচবিহার	...	১৭, ১৮ ।
কোটবাড়ী	...	৪৫৫ ।
কোটালীপাড়	...	৪৭, ৬৯, ২৬৮ ।
কোটীঘর	...	২২৫ ।
কোড়ার চোরক	...	১৫২ ।
কোঙা	...	৪৫৫, ৪৫৭ ।
কোপবিকু	...	৪১৩ ।
কোলাক	...	১০৪ ।
কোশল	...	১১ ।
কোশল নাড়ু	...	২৪১ ।
কোশিকী রজ্জ	...	১১, ১১, ১২ ।
কুম্ভ	...	১২৫, ১২৬, ২১২, ১১৩, ২১৪, ২১৭ ।
কুম্ভগুপ্ত	...	৪৫, ৪৬, ৫৩ ।

কৃষ্ণরাজ	১২৫।
কৃষ্ণরায়	২৫৮।
ক্রমাদিত্য	৫৩, ৭২।

খ

খড়্গোদ্যম	১৪০, ১৪৬, ৪২৬।
খালিমপুর	১৬৫।
খাড়ি বিঘর	৩১৩।
খাড়ি মণ্ডলিকা	৩৬১।

গ

গঙ্গারিডয়	৫, ৬।
গঙ্গাগতি	২৬৮, ২৬৯।
গঙ্গে নগর	৬।
গঙ্গে বন্দর	৬, ২৭, ২৮, ৩১।
গণকপাড়া	৪৫৫।
গলর	৩৬৬।
গড়োলা কেশব	৩৬১।
গরনগর	৩৬৩।
গর্গবাচম্পতি	২৬০।
গাঙ্গেদেব	২৭৭।
গাঙ্গার	৩৮, ৪৬, ১৭৬।
গাঙ্গারিয়া	৪৫৫, ৪৫৭।
গিরধার	১৩৪।
গিরিধারী সেন	১৩৭।

ଶୁଣଚକ୍ର	୧୦ ।
ଶୁଣକୃଷ୍ଣ ବିହାର	୮୩ ।
ଶୁଣାବୋଧିଦେବ	୨୧୧ ।
ଶୁନକ	୨୧୮ ।
ଶୁରବ ମିଶ୍ର	୧୨୨, ୨୦୮, ୧୧୮, ୧୧୯ ।
ଶୋକଲିକା ଯନ୍ତ୍ରଣ	୨୨୯ ।
ଶୋପଚକ୍ର	୭୨, ୧୧, ୧୨, ୧୩, ୧୪, ୧୫, ୧୬, ୧୭ ।
ଶୋପାଳ	୧୨୩, ୧୫୭, ୧୬୦, ୨୦୦, ୨୦୩, ୨୦୯, ୨୧୮, ୨୧୧ ୩୧୨, ୩୨୨, ୩୨୮, ୩୩୩ ।
ଶୋପାଳ ସ୍ତ୍ରୀ	୧୧ ।
ଶୋପୀଚକ୍ର	୧୨, ୨୫୫, ୫୬୨, ୫୬୩ ।
ଶୋବର୍ଦ୍ଧନ	୨୯, ୨୬୩, ୨୧୫, ୫୦୬ ।
ଶୋବିନ୍ଦ	୧୨୧, ୧୬୩, ୧୬୮, ୧୬୯, ୧୭୦, ୧୭୫, ୧୭୬, ୧୭୯ ।
ଶୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ	୧୫ ।
ଶୋବିନ୍ଦଚକ୍ର	୮, ୨୬, ୧୨୩, ୧୨୧, ୧୩୮, ୨୨୨, ୨୫୧, ୨୫୫, ୨୬୩, ୩୨୦, ୩୬୧, ୩୬୮, ୫୬୨, ୫୬୬ ।
ଶୋବିନ୍ଦପାଳଦେବ	୩୬୨, ୩୮୬, ୩୯୦ ।
ଶୋବିନ୍ଦରାଜ	୧୨୫ ।
ଶୋରାଳ ପାଢ଼ା	୧୧, ୧୮ ।
ଶୋରାୟ ଉପାଚାର୍ଯ୍ୟ	୨୩୧ ।
ଶୋଫ	୧, ୨, ୨୧, ୩୬, ୮୫, ୫୦୦, ୫୦୬ ।
ଶୋରୀପାଢ଼ା	୫୯୯ ।
ଶୋହାଟୀ	୧୧, ୧୮ ।

ঘ

ঘটোৎকচ	৪৪, ৫৬।
বাগরা হাটী	৬৯, ৭৩।
ঘোষচক্রে	৭০, ৭১, ৭৮।

চ

চক্রপানি দত্ত	৩৫৫।
চক্রাঘ্ন	...	১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১।	
চতুর্ভুজ	১০৮।
চণ্ডেশ্বর ঠাকুর	৩১৭।
চক্রে	৩৯, ৪০, ৪১।
চক্রেভু	১০২, ২২৮।
চক্রেগুপ্ত	৩২, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭,		৪৯, ৫০, ৫৬, ৩০৫।
চক্রেদেব	৫২০।
চক্রেদীপ	২৩৭, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৩ ৪৩৬, ৫১১, ৫১৮, ৫১৯।		
চক্রে প্রকাশ	৪৫, ৪৬।
চক্রেবন্দী	৪১, ৪৩, ৪৪।
চক্রেবুধী	১০২।
চক্রেশেখর	১৩৬।
চক্রেস্বামী	৭০।
চক্রেসেন	১২।
চক্রেদিত্য	৫২, ৫৬, ৭২।
চলনবিলা	১৩২।

টান প্রতাপ	৪৫৫ ।
চৌরগঙ্গ	৩০৩, ৩০৪, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৬৭, ৩৬৮ ।		

ছ

ছাইলা কলমা	৪৫৫ ।
------------	-----	-----	-------

জ

অগন্তু জ	২১৭ ।
অগদেবমল	৩০৭ ।
অগদেব	২৭৯ ।
অজাব	৭৭ ।
অজ্ঞা	১১৮ ।
অন্নতাবাদ	৫২০ ।
অমেনিতান্	১৩৪ ।
অন্নগুপ্ত	৪৫, ৫৬ ।
অন্নদেব	৫৪ ।
অন্নদেব পরচক্র কাম	১২৮ ।
অন্নধর	১৩৫ ।
অন্নন্ত	১১২, ১১৯, ১২২, ১২৩ ।
অন্নপ্রতাপ মল	৩১৬ ।
অন্নপাল ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৯, ২০৩, ২০৫ ২০৯ ২২৭ ।			
অন্নবরাহ	১২৬ ।
অন্নবর্ধন	৮৪ ।
অন্নমাল বীরবাহ	১২১ ।
অন্নস্বামী	৪৫৮ ।
অন্নসিংহ	২৭৯, ৩০৭ ।

অয়সেন বিশ্বাস	১৩৫, ১৩৭ ।
অয়াপীড়	...	১১৮, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩ ।	
জাতধ্বজা	১৪০, ১৪৬ ।
জাতবন্দী	...	২৭৪, ২৭৫, ২৭৮, ৩৩০, ৫১৬ ।	
জীবদত্ত	৭৩, ৮১ ।
জীবিতগুপ্ত	৪৮, ৫৩, ১১২, ১৩৩ ।
জীমূতবাহন	৩৩৪ ।
জেন্দ	১৭২, ১৭৪ ।
জ্যোতিষ্মতী	২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ৫০২ ।
জ্যোতিক	১ ।

ট

টলেমী ক্রিলাডেল কস্	১২ ।
---------------------	-----	-----	------

ড

ডবাক	৫, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ।
------	-----	-----	---------------------

ঢ

ঢকী প্রাকৃত	৩৭, ৩৮ ।
-------------	-----	-----	----------

ত

তকনলাড়ম্	২৪১, ২৪৩ ।
তন্দবুত্তি	২৪১, ২৪২ ।
তমোলুক	১৭১ ।
তলপাটক	১৫২ ।
তলপাড়া	১৫২ ।
তল দুই চতুয়ক	৩৬১ ।
তাম্রপর্ণি	১৪১ ।

ভাস্করলিপি	১২, ১৭, ২০, ২৭ ।
ভার্যাদেবী	৪১২ ।
ভালিপাবান	৪৫৫, ৫১১ ।
ভিগ্নদেব	২৩৭ ।
ভিধিমেধা	১০৩, ১০৪ ।
ভিন্নভুক্তি	২১২ ।
ভিলোকটান	২৪০, ২৪১ ।
ভিপুরা	৫১১ ।
ভিবিক্রম	২৮২, ২৮৬ ।
ভিবেশী	৩৬৮ ।
ভিভুবনপাল	১৮৩ ।
ভিলোচন ষষ্ঠী	৩২০ ।
ভিলোচন পাল	৪২৭ ।
ভুলদেব	২১৭ ।
ভুল ধর্মাবলোক	২১৭ ।
ভেজঃশেখর	১৩৫, ১৩৭ ।
ভোগরল বেগ	৪২৬ ।
ভোরমাণ সাহ	৪৮, ৫৪, ৬৬, ১৬১ ।
ভোসলি	২৩ ।
ভৈকটক	১৬১ ।
ভৈলোক্যচর	...	২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ৫১৭ ।	

দ

দন্তকটক	১৫২ ।
দন্তপাণ্ড	১৫২ ।

ନନ୍ଦଦେବୀ	୩୩, ୧୭୮
ନନ୍ଦଦେବୀ	୧୧୮, ୧୬୧ ।
ନନ୍ଦଭୂକ୍ତି	୨୨୨ ।
ନନ୍ଦଜ	୫୨୧, ୫୨୮ ।
ନନ୍ଦଜନନ	୫୨୮ ।
ନନ୍ଦଜର୍ଜନ	...	୫୨୮, ୫୩୧, ୫୩୨, ୫୩୩, ୫୩୪	୧୧୧ ।
ନନ୍ଦଜନାଧର	୫୨୨, ୫୨୩, ୫୩୧ ।
ନନ୍ଦଜନାରୀ	୫୨୧, ୫୨୩, ୫୩୦ ।
ନନ୍ଦଜାନିଦେବ	୫୩୩, ୫୩୪ ।
ନନୋଜା	୫୨୧ ।
ନନୋଜା ଶାସନ	୧୦୩, ୫୨୮, ୫୩୧ ।
ନନ୍ଦନା	୧୦୫, ୧୦୮, ୧୦୯ ।
ନନ୍ଦିତ ବିଷ୍ଣୁ	୧୬୦, ୧୬୧ ।
ନନ୍ଦଗାନି	୧୨୩, ୨୦୦, ୨୦୧, ୨୦୬ ।
ନନ୍ଦପୁର	୫୫ ।
ନନ୍ଦରଥ	୩୧୬, ୫୧୫ ।
ନାମନିଆ	୩୬୩ ।
ନାମୁକ	୧୮ ।
ନାମୁରାଜା	୫୬୧ ।
ନାମୋଦର	...	୧୦୩, ୧୦୫, ୧୫୫, ୩୬୩, ୫୫୩, ୫୬୬, ୫୬୧ ।	
ନାମୋର	୧୧, ୬୫, ୬୫ ।
ନିନକରବିଷ୍ଣୁ	୫୦୬ ।
ନିବାକର ମେନ	୧୬ ।
ନିବ୍ୟ	୨୧୧, ୩୩୦, ୩୩୧, ୩୩୨ ।

দিক্বেক	২৭৭, ৩২৯।
দিয়ার ই-বজ	৬।
দীঘলির ছিট	৪৫৫, ৪৭০।
দীপকর	৪৯৮, ৫১২।
দীর্ঘতমা	৯।
দুরদুরিয়া	৪৫৫, ৪৭০।
দুলভ	৭০।
দুলিয়াপুর	২৭।
দেবখড়া	...	১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৬২।	
দেবগণ	২৪৪।
দেবগুপ্ত	৫৩, ৫৪, ৫৬, ৮২।
দেবগুপ্তা	৫৪।
দেবগ্রাম	...	৫০৩, ৫০৮, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৯।	
দেবদত্ত	৩৮২।
দেবপাল	১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০০,	২০১, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯।	
দেবপাড়া	৩২৫।
দেবলম্বা	৫০৩।
দেবশক্তি দেব	১২৩।
দেবেজ	৪৩৩, ৪৩৪।
দোরপবর্জন	২৭৮, ৩২৪।

ধ

ভবিষ্ণু	৪৮, ১৬১।
ভগিনি	৪৪৩।

ধর্মপাল	৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০৮, ১১০, ১৩৮, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৮, ১৭১,	
	১৭৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২০৫, ২০৯, ২২২।	
ধর্মরক্ষিত	...	৩৭৫, ৩৭৬।
ধর্মরাজিরা	...	২০, ২২।
ধর্মধর	...	১০৩, ১০৪।
ধর্মশূর	...	১৩৩।
ধর্মাদিত্য	...	৫২, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৭৯।
ধানাইদহ	...	৪৬।
ধামরাই	...	২০, ২২, ৪৫৬, ৪৬৮।
ধামসার	...	১০৯।
ধামারণ	...	২০।
ধারিচন্দ্র	...	২৪১।
ধিগুজরায়	...	৪২৭।
ধীমন্ত	...	৪৬৫।
ধোয়ী	...	৪০৭।
ঈব	...	১২৭, ১৫৪, ২১৪।
ঈবদেবী	...	৪৫, ৪৬।
ঈব ধারাবর্ষ	...	১৫৯, ১৬০, ১৬৯।
ঈবিলাতি	...	৭০।

ন

নগজা	...	৪৩৭।
নগদিয়া	...	৪০১।
নবদীপ	...	৩০, ৪০১।
নবিগুরু	...	২৫২।

নব্যাবকাশিক	৭০, ৭২, ৮০।
নব্ববর্ণী	৫৪।
নরসিংহ গুপ্ত	...	৫০, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৮, ৬৪, ৩২৬।	
নরেন্দ্রগুপ্ত	৮১।
নরেন্দ্রাদিত্য	৫৬, ৭২।
নরপাল	৩১২।
নরসেন	৭১, ৭৩, ৭২।
নাগদেব	৭০, ৭১, ৭৮।
নাগভট	১৫২, ১৬৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৯৫, ১৯৮, ২৬৯।		
নাগাবলোক	১৭৩, ১৭৪।
নাগদেব	...	৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩২৩, ৩২৪।	
নারসিংহগুপ্ত	৪৩৭।
নারায়ণ	৪২৫।
নারায়ণ দত্ত	৩৫৫, ৪০৭।
নারায়ণ দেব	৪৩৪।
নারায়ণ পাল	...	৯৬, ১৫৭, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১০, ৫১৪।	
নাগন্দা	৫১, ৫২, ৮৬, ২০২।
নির্জয়পুর	৩৫৯।
নিজাবলী	৩৩১, ৩৩২।
হুজ	৪২৭।
নেপাল	৩৫।
নোজা	৪২৭।
নোদিয়া	৪০০।
নোজা	৪২৭।

পঞ্চাশ	৮৯ ।
পথরি	১৬৫, ১৭৫ ।
পছনা	৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৬ ।
পনু-কো-লো	৮ ।
পণ্ডিতসার	৪৯৭ ।
পরতাপরদর	১৩৪ ।
পরতিহিধর	১৩৫ ।
পরবল	১৭৩, ১৭৪, ১৭৫ ।
পরমানন্দ	৪৩১ ।
পরশুরাম	১০ ।
পরশর	৯৩, ৯৬, ১০৩, ১০৪ ।
পলশত	১৫২ ।
পলাশ	১৫২ ।
পাটলীপুত্র	৩৩, ৪৭, ৫৫ ।
পাথারি	১৭৩ ।
পাণ্ডুনগর	৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৮ ।
পার্শ্বলিস	৬ ।
পিরভাকর	১৩৫ ।
পুণ্ড	১, ৬, ৯, ১০, ১২, ৩৬, ৩৭ ।
পুণ্ড বর্জন	২০, ৮৪, ৮৫, ৫১০, ৫১১ ।
পুণ্ড বর্জন ভুক্তি	২, ৩৬১ ।
পুন্নগুপ্ত	৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২ ।
পুন্নগুপ্ত বিক্রমাদিত্য	৫৬ ।

পুরন্দর	৪৩৩, ৪৩৪ ।
পুরঞ্জিৎ	৪৩৩, ৪৩৪ ।
পুরবপুর	৮৪ ।
পুরবোত্তম	৩৭৫, ৪০৫, ৪০৬ ।
পুরোদাস	৪২৬ ।
পুলকেশী	৩৮২ ।
পুঙ্করণ, পুঙ্করণা	৪৪ ।
পুৰ্য্যমিত্র	২৪, ২৫, ২৭, ৪২৪ ।
পৌকরণা	৪৪ ।
পৌণ্ড বর্জন	...	১২২, ১৩১, ২২৫, ২৬৭, ২২৩, ৩১৩, ৩৬৩ ।	
পৌণ্ড বর্জন পুর	৫১২ ।
পৃথিধর	৪০৬ ।
পৃথিধর সেন	১৩৭ ।
পৃথিব্যাপীড়	১২৩ ।
প্রকাশাদিত্য	৪৮, ৪৯, ৫৬, ৭২,
প্রতাপ (রায়)	৪৫৫, ৪৭১, ৪৭২ ।
প্রতাপচন্দ্র	১৩৫; ১৩৬ ।
প্রতাপরত্ন সেন	১৩৭ ।
প্রহ্লাদ শূর	১৩৩, ১৩৪,
প্রহ্মোত্ত	১৫,
প্রভাকর বর্জন	৮১, ৮২ ।
প্রভাবতী	৫৬, ১৪০ ।
প্রলম্ব	১৯১ ।
প্রসন্নরায়	৪৫৫, ৪৭১, ৪৭২ ।
প্রাগ্ জ্যোতিষ	৬৯, ৭৪ ।

ফ

ফতেজঙ্গপুর	...	৩১।
ফিরিজি বাজার	...	২৮।
ফুলবাড়ী	...	৪৫৫, ৪৫৭।

ব

বঙ্কুরী	...	৪৫৫।
বঙ্গ	১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ৩৭, ৪২, ৫৫, ৭৫, ৭৬, ৩৪৯, ৩৫০, ৪১৬, ৪৯৬, ৫১৭।	
বঙ্গলম্	...	৭।
বঙ্গাল	...	৮, ২২২, ২৪৩।
বঙ্গালয়	...	৭।
বঙ্গালা	...	৭।
বঙ্গবন্দী	...	২৭১, ২৭২, ২৭৩, ৫০২।
বঙ্গাদিত্য	...	১২৩।
বটুদাস	...	৪০৭।
বৎস দেবী	...	৫৪, ৫৬।
বৎসরাজ	১, ২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৫৪, ১৫৮, ১৬৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৯৯, ২৬৯।	
বনমাল	...	১৯১।
বনলাল	...	৩৪০।
বক্সবন্দী	...	৪৪, ৬৭।
বপাট	...	১৫৬, ১৬০।
বক্সটি হুসি	...	১১০, ১২২।
বঙ্গলাল	...	৩৪০।

বরুণবিষ্ণু	১৬১।
বরেন্দ্র	৪, ৩৬, ৩৪৯, ২৬৩।
বরেন্দ্রশূর	১৩৩।
বর্শিয়া	১৫২।
বলদেব ভট্ট	৪৪৩, ৪৪৪।
বলভদ্র	৪০৬।
বল্লভদেব	৩৬৪।
বল্লভা	৪০৮, ৪০৯।
বল্লভানন্দ	১৫।
বল্লালসেন	...	৪, ৯৪, ২৮৬, ২৯৯, ৩০৯, ৩১৯, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৩, ৪২২, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫৪, ৫০২, ৫০৮, ৫১৩, ৫১৬, ৫১৭।	
বর্দ্ধন	৩২৩, ৩২৪।
বর্শিষ্ঠ	৯৭।
বহুদেবী	৪০৮, ৪১৫।
বহুবল্ল	৪৯, ৫১, ৫৪, ৬৬, ১৩০।
বড় কামরা	১৪৮।
বাইদগাও	৪৬৮।
বাউক	২১১।
বাকুপতিরাজ	১১১।
বাকুপাল	...	১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৯, ২০৩, ২০৫।	
বাকলা	৪৩১।
বাকটক	৫৬।
বাগড়ী	৪, ৫৬, ৩৪৯, ৪২৫।

বাঘাউরা	২২২।
বাঙ্গালা	৭।
বাচস্পতি	...	২৩, ২৫০, ২৫১, ২৬৪, ২৬৮।	
বাণভট্ট	৬১, ৮৫।
বাতভোগ	৭০।
বাবুসেন	৪২৭।
বাংরাছড়	৪৪৩।
বারক মণ্ডল	...	৭০, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮১।	
বারাগসী	৩০৭।
বালবলভী	২৩, ২৪, ২৫, ২৫২।
বালাদিভ্য	...	৪৬, ৫২, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬২, ৬৩ ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭২, ৭৩।	
বাহক ধবল	১৮০।
বিক্রমকেশরী	৫১০।
বিক্রমজ্ঞৎ	৫১০।
বিক্রমপুর	৩০, ৩১, ১৩২, ২৩৫ ২৩৭, ২৪১, ২৮৮, ৩১৩, ৩৫৬, ৩৬০, ৪১৬, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩২, ৫০২, ৫০৩, ৫০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১৩, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০।		
বিক্রমপুরোণ কারিকা	৩১৩।
বিক্রমরাজ	৩৩৩, ৫০২, ৫১০।
বিক্রমাদিত্য	...	৩২, ৪৭, ৪৯, ৫৬, ৯৪, ২০৩, ৩০১, ৩০৬, ৩০৭, ৩১০, ৩৩২, ৩৩৩।	
বিগ্রহপাল	...	২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২২৩, ৩১৯, ৪৫৬।	

বিজয়বাহ	১৪।
বিজয়রাজ	৩৩২।
বিজয়সিংহ	১৪।
বিজয়সেন	২৩৫, ২৩৭, ২৫৮, ২৮৪, ২৯৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৫১, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭২, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫৪, ৫০২, ৫০৯, ৫১১, ৫১৭।		
বিজয়াদিত্য	২১৪।
বিদিশা	২৪।
বিভাধর	২৬৯।
বিমলসেন	১৩৬, ১৩৭।
বিমলহিতী	৩৬২।
বিলাসদেবী	৩১৩, ৩৩৮, ৩৫৮।
বিলোলা	২৮৪, ২৮৬।
বিশ্বনাথ কবিরাজ	১৩৬।
বিশ্বরাত	২০২।
বিশ্বরূপসেন	২৫৩, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৬৭, ৩৬৮, ৪০৪, ৪০৮, ৪১২, ৪১৩, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২২, ৪২৩, ৪২৮, ৫০২, ৫১৭।		
বিশ্বগুপ্ত	৫২ ৫৬।
বিশ্বপদ গিরি	৪৩।
বিশ্বপানি	৩৬১।
বিশ্ববর্দ্ধন	৪৭, ৪৮।
বিশ্বকসেন	৩৩৪, ৩৩৯।

বীতরাগ	১০৩।
বীর	৩২৩, ৩২৪।
বীরগুণ	৩২৪।
বীরদেব	১০২।
বীরবল্লাল	৩৪০।
বীরশ্রী	২৭৪ ২৮৮।
বীরসিংহ	১০২।
বীরসেন	১২৭, ২২৭, ২২৮।
বীরোদ্ভ	১৬, ৪২৭।
বীহেকরাতমিশ্র	২০৩।
বুধ	২৫।
বুধগুপ্ত	৪৮, ৬৭।
বুলবন	৪২৭, ৪৩০, ৪৩১।
বেদগর্ভ	২৩, ২৬, ১০৩, ১০৪।
বেদসেন	৪৩৮।
বেদানুজ	৪৩৮।
বেতপাড়া	৩১।
বৈষ্ণদেব	৩১৮, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৮।
ব্যাভ্রতটী	৩৬২।
ব্যালকবিলাজ	৪০৬।
বৃহদ্রথ	২৪, ২৬, ২৭।

ড

ডগদত্ত	১২৮।
ডট্টনারায়ন	১০৩, ১০৪, ১০২।

ভট্টার্ক	৪৮ ।
ভদ্রেশ্বর	২৪৪ ।
ভবদে	১৩৪ ।
ভবদেব ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৩৫, ২৩৭, ২৫০, ২৫২, ২২১, ৫১৬, ৫১৭ ।			
ভবভূতি	১১০ ।
ভবানন্দ	৪০৬ ।
ভাওয়াল	...	২০, ২৫২, ৪৫৫, ৪৫৬, ৫১১ ।	
ভাগ্যদেবী	২১৭, ২১৮ ।
ভাগ্যবতী দেবী	৪৩৮ ।
ভানুগুপ্ত	৫২ ।
ভানুদেব	১৩৮, ৩২৪ ।
ভাটেশতা	৭০ ।
ভাকর বর্মা	৮৪, ৮৯, ৯০, ১৪৪ ।
ভীম	২৯৫, ৩৩১ ।
ভীমপাল	২৪৫ ।
ভীমসেন	৪৬৫ ।
ভূমন্তসেন	১৩৭ ।
ভুবনেশ্বর	৯৪ ।
ভুলুয়া	৫১১ ।
ভুলুয়	১৩৩, ১৩৪, ১৩৬ ।
ভোগবর্মা	৫৪ ।
ভোজদেব	...	১২৮, ২১০, ২১১, ২১৪, ২৬৯ ।	
ভোজবর্মা	২৩৫, ২৩৬, ২৫২, ২৯৪, ৩৩০, ৫০২, ৫১৬, ৫১৭		৫১৯, ৫২০ ।
ভোজেশ্বর	২৯৫ ।

ম

মংথদাস	২১০ ।
মগধ	...	১১, ১৩, ৩২, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৮১, ৩৬৭ ।	
মহিবুদ্দিন ভোগরল	৪২৭ ।
মঠবাড়ী	৪৫৫ ।
মৎস্ত	১১ ।
মথুরা	৪৭ ।
মদনপাল	২০৬, ৩১৫, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০ ৩২৩, ৩২৮, ৫১৯, ৫২০ ।		
মদনপুর	৪৫৫ ।
মধু	৪০৭ ।
মধুকর	৪০৮ ।
মধুপুর	১৩২, ১৫২ ।
মধুসেন ৪১৩, ৪২৫, ৪২৬, ৫০১ ।	
মনিপুর	১৩ ।
মন্দসোর	...	৪৪, ৫১, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৭ ।	
ময়নামতী	২৪০, ৪৬১, ৪৬৩ ।
ময়মনসিংহ	৫১১ ।
মল	২৮২ ।
মলহন্	৪৫৩ ।
মহন	৩৩০ ।
মহনদেব	২৭৫ ।
মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার ৩৯৭, ৩৯৮, ৫৯৯, ৪০০ ।	
মহালক্ষ্মীদেবী	৫২, ৫৬ ।
মহাসেনগুপ্ত	৫৩ ।

মহাস্থান গড়	৫১৯, ৫২০ ।
মহীপাল	২৩, ১৩৮, ২০৫, ২২৩, ২২৫, ২৩১, ৩০৫, ৩১৯, ৩৩০, ৫১৮ ।		
মহীপুর	২৩১ ।
মহীসন্তোষ	২৩১ ।
মহীসার	২৩১ ।
মহেন্দ্রগিরি	৫৭, ৬০, ৬৯, ৮১, ৮৩ ।
মহেন্দ্রদেব	৪৩৩, ৪৩৪ ।
মহেন্দ্রপাল	১২৩ ।
মহেন্দ্রাদিত্য	৬৬, ৭২ ।
মহোজা	১১ ।
মাণিকচন্দ্র	৪৬১, ৪৬২ ।
মাতৃবিষ্ণু	৪৮, ৬৭, ১৬১ ।
মাত্রক	৩৫ ।
মাধব	৪১৫ ।
মাধবগুপ্ত	৫৩, ৮১, ৮৩ ।
মাধবপুর	৪৫৫ ।
মাধবরাজ	১৪০ ।
মাধবপুর	১৩৩ ।
মাধব সেন	...	৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪২২, ৪২৮, ৪৩৩ ।	
মাধবো	৪০৮, ৪০৯ ।
মাধাই নগর	৩৬০ ।
মানেন্দ্র	৪৬১ ।
মাতী	৪২৭ ।
মালতী	২৮২, ২৮৪, ২৮৬ ।
মালব	৩৫, ৮৪ ।

মালব্য দেবী	২৮৬।
মাহুয়ান	৮, ৯।
মিথিলা	৪, ১৬, ৩৪৯, ৪২৫।
মিহির কুল	৪১, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭।		
মিহির ভোজ	...	১৭৮, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৯, ২১৩।	
মিহিরৌলী	৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩।
মীর্জাপুর	২০।
মুগীসউদ্দিন যুজবক	৪০১।
মুদগগিরি	৩৬৭।
মুলীগঞ্জ	২৭।
মোগাস	১৯।
মোগ্গী	৪৭২।
মোদাগিরি	১১।
মোস্তান খাড়ি	৩৬২।

য

যশোধন	২৪৪।
যশোধর	১৯০।
যশোধর্মন, যশোধর্মী	৫১, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৩, ১১০, ১২২, ৪৯৪।		
যশোপাল	৪৫৫, ৪৬৮, ৪৬৯।
যশোধর্মপুর	২০২।
যশোধর্মী	...	১১১, ১২৮, ১৩৩, ১৩৯, ১৪৫, ১৫৩, ২১৯।	
যশো মাধব	৪৬৮, ৪৬৯।

হামিনী ভাষ্ক	১৩৬।
বোশী মঠ	৩৫৮।
যোবনকী	২৭৫।

র

রধুদেব সেন	১৩৭।
রণধীর	৪৬৫।
রণবিক্রান্ত মঙ্গলেশ্বর	৩৮৯।
রণশূর	৯৪, ১৩৮, ২২২।
রণধাজ	৯৫।
রন্নাদেবী	১৬৪, ১৭২, ১৭৩, ১৮৩।
রাঘব	৩২৩, ৩২৪, ৩২৫।
রাজভট	৯১, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৬২।
রাজমহল	২৭।
রাজশেখর	১১০।
রাজসাহী	৩৬।
রাজাবাড়ী	৪৫৫।
রাজাসন	৪৫৫, ৪৬৭।
রাজিরানী	৪৬৭।
রাজেন্দ্র চৌল	৮, ১০৮, ২২২, ২৬০, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭।
রাজেশ্বরী	৪৭৬, ৪৬৭।
রাজ্যপাল	২০৪, ২০৫, ২১৬, ২৬৯।
রাজ্যবর্দ্ধন	৮২, ৮৩, ৮৪।
রাজ্যত্ৰী	৮২।
রাণী আমল	৪৮।

রাণীভবানী	৪৭০ ।
রাতাক	১৫০ ।
রাবণ	৪৬৭
রামদেবী	৩৪১ ।
রামপাল ১৩০, ১৩১, ১৩২, ৩৩২ ।	
রামপাল দেব	২৫৯, ৩১৯, ৩২২, ৩২৩, ৩২৭, ৩২৮, ৫১৬, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০ ।		
রামপুরা	৫২০ ।
রামভদ্র	১১৫, ১২৮ ।
রামাবতী	৫১৯, ৫২০ ।
রায়পুরা	১৪৮ ।
রায়ারিদেব ত্রৈলোক্যসিংহ	৩৬৪ ।
রাড়	...	৪, ৬, ১৪, ৩৩৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৪২৫, ৫১৭ ।	
রুদ্র সেন	৫৬ ।
রূপসেন	৪২৬ ।
রূপার নগর	৪২৬ ।
রেকদেও	১৩৪ ।

ল

লখমণিরা	৩৮৫, ৩৯৯ ।
লছমনিরা	৪০১, ৪০৩ ।
লজ্জা দেবী	২০২ ।
ললিতাদিত্য	১২২, ১২৩ ।
লক্ষবাজার	২৭ ।
লক্ষণ নারায়ণ	৪২৫, ৪৩৭ ।

লক্ষণ সেন

৩১৯, ৩২৫, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৫৯,
৩৬০, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭২,
৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৯,
৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০২,
৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১২, ৪১৩,
৪১৫, ৪১৭, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৫, ৪২৮, ৪২৯,
৪৩৩, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৫৪, ৫০২, ৫১৩ ।

লক্ষণাবতী	৬, ৪০০ ।
লক্ষ্মীমণ্ডল	২৭৩ ।
লক্ষ্মীনারায়ণ	১৩৭ ।
লক্ষ্মীবাজার	২৭ ।
লক্ষ্মীতি	৬ ।
লাড়রট্ট	১৪ ।
লুইচন্দ্র	৪৬২ ।
লোকনাথ	৯৮, ১৫৭ ।
লোপ্রবলী	৩৫৫ ।

শ

শরৎদত্ত	৪৫৩ ।
শশাঙ্ক	...	৫৬, ৬৮, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫ ।	
শাইটহালিরা	৪৫৫, ৪৭০ ।
শাকাসর	২০, ২২ ।
শাবদ্বীপ	১৫২ ।
শাকদ্বীপ	১৩৩, ১৩৮ ।

শালিবর্দ্ধক	১৪৭, ১৫২ ।
শিবচন্দ্র	৭০, ৭১, ৭৮ ।
শিবদেব	৫৪ ।
শিলাদিত্য	৫৩ ।
শিঙপাল	৪৫৫, ৪৭০, ৪৭১ ।
শিস্টীধর	১৩৫ ।
শিয়ক	১২৪ ।
শীলভদ্র	৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৪২৪ ।
শুভদেব	৭০ ।
শুশুনিয়া	৪১, ৪৩, ৪৪ ।
শ্রীচন্দ্র	১৫, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ৫০২, ৫১৬, ৫১৭ ।		
শ্রীধর দাস	৪০৭ ।
শ্রীনগর	২০৩ ।
শ্রীনিবাস	৩৪৪ ।
শ্রীবল্লভ	১২৫ ।
শ্রীবিক্রম	৪২, ৫০ ।
শ্রীবিক্রমপুর	৫০২ ।
শ্রীবিক্রমাদিত্য	৫০ ।
শ্রীহর্ষ	১০৩, ১০৪, ১৪৪, ২১৩ ।
শ্রীহর্ষ গুপ্ত	৪৬, ৪৮, ৫৩ ।
শ্রীহট্ট	১৮ ।
শ্রীকান্ত	১৮ ।
শ্রীকেশব	১৮ ।
শ্রামল	২৮২, ২৮৩ ।
শ্রামল বর্মা	২৮৬ ।

শ্রুতপাল	...	২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ৩৩০।
শ্রুতপাণি	...	৪০৬, ৪০৭।
শৈলাট	...	৪৫৫, ৪৭০।

স

সঞ্চাধর	...	৪০৬।
সত্যচক্স	...	৭০।
সদাসেন	...	৪২৮, ৪২৯, ৪৩৭।
সবুজগীন	...	২২৭।
সমকুট	...	১৭।
সমতট	৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৮৫, ৯০, ৪২৪, ৪২৫।	
সমাচার দেব	...	৬৯, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮০।
সমুদ্রগুপ্ত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৫৬, ৬৮, ৪২৪।		
সমুদ্রসেন	...	১২।
সম্ভার	...	৪৫৭।
সর্বেশ্বর	...	৪৫২।
সহজপাল দেব	...	৩৭৬।
সাকল	...	৬১।
সাক্ষা দেবী	...	৯৫, ৯৭।
সান্তিবাহন	...	২১৬।
সামন্ত সেন	২২২, ৩০০, ৩০৯, ৩১০, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩।	
সামপুর	...	৪৮৯।
সামল বর্মা	...	২৩৮, ২২৪, ৫০২, ৫১৬।
সান্তার	...	৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭।

সারনাথ	৩২২ ।
সাহসাড়	৩৩২, ৩৩৩ ।
সিঙ্গু	১৪ ।
সিঙ্গল গাই	২৭ ।
সিঙ্গল গ্রাম	২৭ ।
সিঙ্গল গ্রামী	২৭ ।
সিঙ্গিমাধব	২০ ।
সিঙ্গু	১১ ।
সুখেন্ত	৪২৭ ।
সুদেয়া	২ ।
সুধানিধি	১০৩ ।
সুন্দর সেন	৪১৬, ৪১৭ ।
সুপ্রদেবী	১০ ।
সুবর্ণগ্রাম	...	৩, ৬, ৩০, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ৪১৬,	৪১৭, ৪২৮ ।
সুবর্ণ চন্দ্র	২৪১ ।
সুবর্ণখীরা	৭৭ ।
সুবু সু	২৮ ।
সুন্দেব	৪৩৩, ৪৩৪ ।
সুন্দেন	৪৩২ ।
সুনাট্ট	৫৫ ।
সুন্দেব	২৪৫ ।
সুলতান প্রতাপ	৪৫৫ ।
সুবেণ	১০৩, ১০৪, ১০৮,
			৪৩২, ৪৪০ ।

স্বহিত বর্মা	৫৩।
স্বক	১৬, ২, ১২।
সোণার গাও	১৭, ৪২৭, ৪৩৯।
সোমকোট	১৭, ১৮, ৪২৮।
সোমপুর	১৬, ৪২৭, ৪২৮।
সোমবারী	৭১।
সোমেশ্বর	২০১।
সৌরী	১০, ১১।
সৌভরী	১০৩, ১০৪।
সৌরাষ্ট্র	১১।
স্বর্জিত সেন	১৩৭।
সংগ্রামপীড়	১২৩।
সংযমিত	১৪৭, ১৪৮।
সাত-হো-পু-লো	২৭৩।
সিংহগিরি	৩৫৭।
সিংহপুর	১৪।
সিংহবর্মা	৪১, ৪৩, ৪৪।
সিংহবাহ	১৪।
সিংহল	৫৮।
কলকট	...	৪১, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৬,	৬৮, ২২৮।
স্বর্ণগ্রাম	৩, ৫০৬।
স্বর্ণ-রেখ	১০৮।
হানীশ্বর	৭৪, ৮১, ৮৩, ৮৪।
হাণ্ডাত্ত	৭০, ৭১, ৭৬, ৭৭, ৮০।

হরি	...	২৯৫।
হরিকৈল	...	১৫, ১৬, ২৩২, ২৩৪, ২৩৭, ৪৯৬, ৫১৮, ৫১৯।
হরিকেল্লীর	...	১৫।
হরিচন্দ্র	...	৪৬১।
হরিদেব	...	৪৩৩, ৪৩৪।
হরিবংশী	...	৪৫, ৪৬, ৯৭, ২৩৬, ২৩৭, ২৫০, ২৬৩, ২৭১, ২৯১, ৫০২, ৫১৭।
হরিবিশু	...	১৬১।
হরিশ্চন্দ্র	...	৪৫৫, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬।
হরিসিংহ	...	৩১৭, ৩১৮।
হর্জর	...	১৯১।
হর্ষভাষা	...	৪৬।
হর্ষদেব	...	৫৩, ১২৮, ১৫৪, ২১৪।
হর্ষবর্জনে	...	৫৩, ৬১, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ১১১, ১২৫, ১৪২, ১৫৮, ২৯৮, ৪৯৪।
হর্ষভট	...	৯১।
হলায়ুধ	...	৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪১২।
হস্তিনীভট	...	৯৩, ৯৬, ৯৭, ৫১৭।
হাতীবন্দ	...	২৮।
হাতীবল	...	২৮।
হইতি	...	৮।

হুগলী	২৭।
হেমন্ত সেন	...	৩১০, ৩১৪, ৩৫২, ৩৭০, ৩৭২।	
হো-লো-শে-পো-তো	২০, ২১, ১৪১।

ক

কিতীশ	১০৩, ১০৪, ১০২।
কিতীশুর	...		১৩৩।
